মাসুদ রানা

ক্রিমিনাল

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

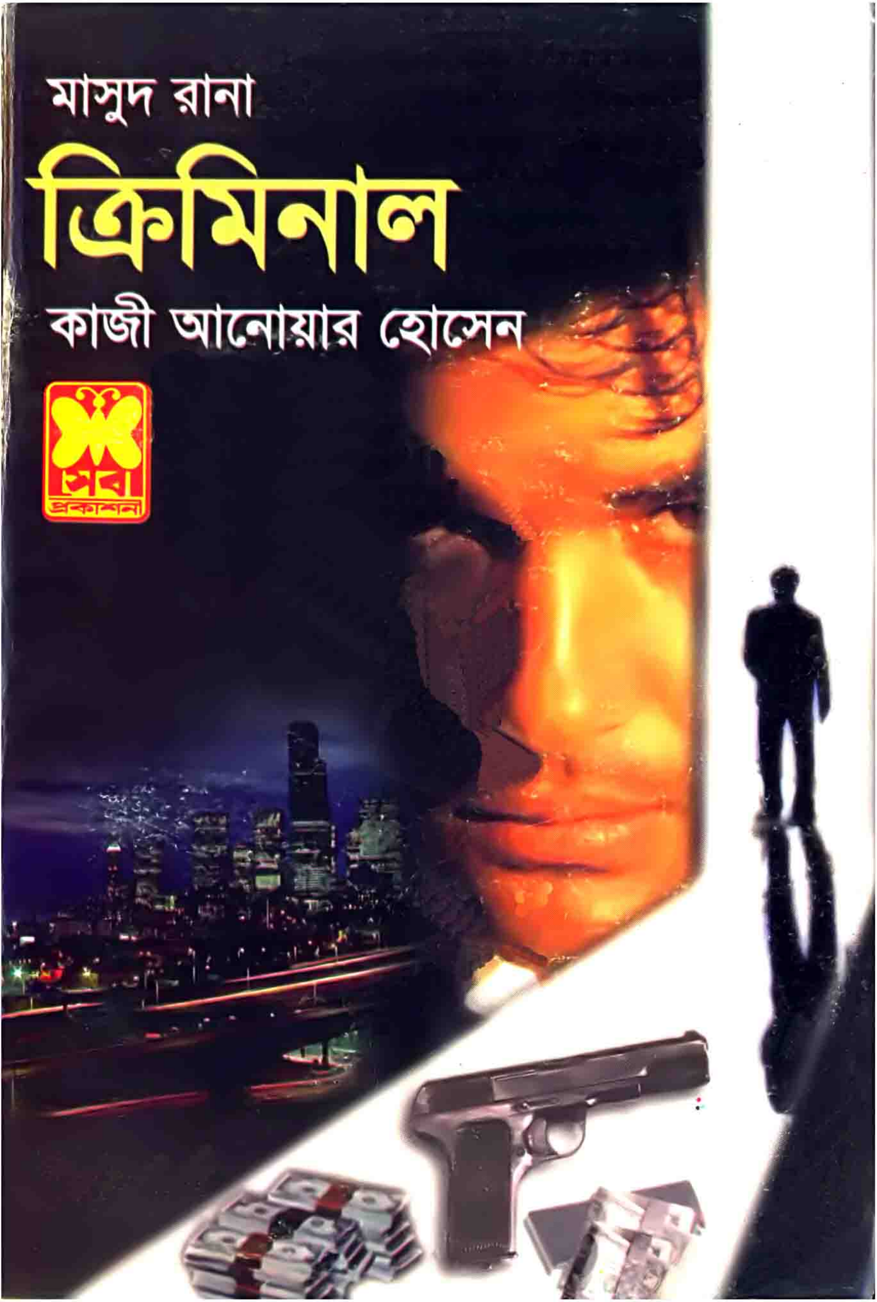

মাসুদ রানা

ক্রিমিনাল

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা এজেন্সির তিনজন এজেন্ট হাসপাতালে। তাই এসেছে রানা এ-শহরে। দুনিয়ার চতুর্থ ধনী মহিলা পলা ব্রডহার্স্ট-এর স্বামী কিডন্যাপ হয়েছে। তো রানার কী? সত্যি জেফ ব্যারন কিডন্যাপ হয়েছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তাতেই বা রানার কী? ওর উপকার করেছে এমন এক প্রাণোচ্ছল যুবককে কিডন্যাপিঙের দায়ে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন এজেন্সির ছেলেদের ওপর যারা হামলা করেছে তাদের ধরবে রানা, নাকি কিডন্যাপিঙের জটিল রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করবে? দেখা যাচ্ছে, দুটোই করতে হবে ওকে। একে একে। কিন্তু পুলিশ ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ফ্লেমিঙের চরম অসহযোগিতার মুখে কতদূর কী করতে পারবে ও? শেষে বন্দি হয়ে নিজেই মরতে বসল যে!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ৩৭০

ক্রিমিনাল

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

আড্ডা, আলোচনা, সমালোচনা সবই পিডিএফ নিয়ে!
বাংলাপিডিএফ.নেট
ইবুক পড়ুন হাই কুয়ালিটিতে!
ইবুক রিকোয়েস্ট, শেয়ার এবং আপলোড!
হ্যারি পটার
ওয়ারলক
আই অব দ্য টাইগার
রিটা হেওয়ার্থ অ্যান্ড শশাঙ্ক রিডেম্পশন
ইনফার্নো
মে ডে!
ডোলান'স ক্যাডিলাক

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms

বইয়ের পোকা
বই, বই আর বই...

মাসুদ রানা ৩৭০

ক্রিমিনাল

কাজী আনোয়ার হোসেন

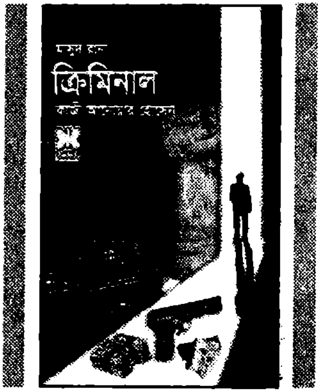
মাসুদ রানা
ক্রিমিনাল
কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7370-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

রচনা বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ রনবীর আহমেদ বিপ্লব
বিদেশি ছবি অবলম্বনে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি. ও. বক্স ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Masud Rana-370
CRIMINAL
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা
প্রকাশনী

বাষট্টি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা *প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যুআলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা *সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেল আবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ *কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত।

এক

রানা এজেন্সি। অর্কিড সিটি। ক্যালিফোর্নিয়া।

শরতের বিকেল। সুনীল আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের ভেলা। মৃদু ঝিরঝিরে বাতাসে একইসঙ্গে অচেনা কয়েকটা ফুলের মাতাল করা সুবাস। খোলা জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যায় পার্কের ঘন সবুজ গাছের সারি। দূরের ব্যস্ত রাস্তা থেকে ভেসে আসছে গাড়ি-ঘোড়ার চাপা গুঞ্জন। থম মেরে বসে আছে রানা নিজের অফিসে। সকাল থেকে ছুটোছুটি করে ক্লান্ত ও, সেই সঙ্গে হতাশ এবং বিরক্ত।

ওর সামনের চেয়ারে বসে একদৃষ্টিতে ওকে দেখছে রানা এজেন্সির অপারেটর, রানার বন্ধু জেমস কুপার, চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। সিআইএতে ছিল যখন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকবার মারাত্মক বিপদ থেকে রানাকে বাঁচিয়েছিল সে, উপরওয়ালাদের চোখের কাঁটা হতে দ্বিধা করেনি। ফলে রানাও বিপদে আপদে তার দিকে বাড়িয়ে দেয় বন্ধুত্বের হাত। আফ্রিকায় একটা বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টে রানা ওর প্রাণ বাঁচানোয় আরও গাঢ় হয়েছে বন্ধুত্ব। এরপর সিআইএ থেকে পদত্যাগ করে কয়েকটা সফল অ্যাসাইনমেন্টে অংশ নেয় সে রানার সঙ্গে। ধীরে ধীরে দু'জন ওরা চিনেছে পরস্পরকে, পরিণত হয়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে।

স্বাধীনচেতা মানুষ বলে সিআইএ-র উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় চাকরি ছেড়ে অর্কিড সিটিতে নিজের প্রাইভেট ডিটেকটিভ

এজেন্সি খুলেছিল জেমস কুপার। মূলধনের অভাব ছিল তাঁর, তা ছাড়া, কাজে দক্ষ হলেও প্রাচুর্যের নগরী অর্কিড সিটির অতি বড়লোকদেরকে বাড়তি খাতির করত না বলে কাজ পেত না, ব্যবসায় মার খাচ্ছিল। জেমস কুপার অর্থসংকটে আছে জেনে তাকে লোভনীয় বেতনে রানা এজেন্সিতে যোগ দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল রানা, রাজি হয়নি সে। শর্ত জুড়ে দেয়, নতুন অন্য কারও চেয়ে বেশি বেতন দেয়া না হলে তবেই শুধু চাকরিতে জয়েন করতে পারে। রানা তার কথা মেনে নেয়ায় রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায় যোগ দিয়েছে সে মাস তিনেক আগে। একটা সফল অ্যাসাইনমেন্ট শেষে ছুটিতে ছিল, রানা অর্কিড সিটিতে আসছে জেনে জুটে পড়েছে সঙ্গে। তারপর এখানে এসে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিজেই নিজের ছুটি ক্যান্সেল করে দিয়েছে। রানাকে বলেছে, 'থাকছি, আপাতত কাজ চালিয়ে নিতে পারব আমি।'

রানা এজেন্সির অর্কিড সিটি শাখা-চিফ তুহীন আশরাফের পাঠানো খবর পেয়ে লন্ডন থেকে রাতের ফ্লাইটে এখানে এসেছে মাসুদ রানা, সঙ্গে জেমস কুপার। আজ সকালে পৌঁছেছে, তারপর থেকে সময়টা কেটেছে ওর হাসপাতাল ও পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ছোটাছুটি করে।

দু'দিন আগে পাঠানো ই-মেইলে তুহীন ওকে জানিয়েছিল, *এখানে ঝামেলায় আছি আমরা। বিশেষ কারণে মেইল-এ সবকিছু খুলে জানানো সম্ভব নয়। মাসুদ ভাই, যদি পারেন তো, প্লিজ, চলে আসুন।*

ঝামেলাটা যে এরকম কিছু হতে পারে, সেটা এখানে আসবার আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল না রানার। দীর্ঘ প্লেন জার্নির পর রানা এজেন্সির অফিসে এসেই অফিস-সেক্রেটারি সুসানা সারাভনের কাছে দুঃসংবাদটা শুনতে হয়েছে ওকে। ক'দিন আগে এই শাখায় বদলি হয়ে এসেছে সে নিউ ইয়র্ক থেকে।

গতকাল সন্ধ্যার দিকে টপ-সিক্রেট একটা কাজে বেরিয়ে

গিয়েছিল তুহীন আশরাফ ও আরও দু'জন এজেন্ট, আজিজ খন্দকার ও হাকিম হাশেমি। সাগর-সৈকতের কাছে অজ্ঞাত পরিচয় গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হয় তিনজন। কাজটা কী, সেটা সুসানাকে বলে যায়নি ওরা, কাজেই জানবার উপায় নেই রানার। তুহীন-আজিজ-হাকিম, তিনজনই এখন হাসপাতালে। তুহীনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে কোমায় আছে সে। আজিজ খন্দকার ও হাকিম হাশেমি ছুরিকাহত। আট-দশবার স্ট্যাব করা হয়েছে ওদের। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট-এ ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে দু'জনকে।

খবরটা পেয়েই দেরি না করে জেমস কুপারকে নিয়ে সোজা হাসপাতালে ছুটেছিল রানা। তিনজনের একজনকেও দেখতে দেননি ডাক্তাররা। জানিয়ে দিয়েছেন, আরও তিন-চারদিনের আগে আজিজ খন্দকার বা হাকিম হাশেমির সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি মিলবে না, কথা বলা তো অসম্ভব। সুসংবাদ বলতে এটুকু: বাঁচবে ওরা। আর দুঃসংবাদ: তুহীন আশরাফের ব্যাপারে এখনও কিছু বলা যায় না।

এরপর জেমস কুপারকে অফিসে ফিরে অপেক্ষায় থাকতে বলে হাসপাতাল থেকে পুলিশ হেডকোয়ার্টার-এ যায় রানা। ওখানে ওর সঙ্গে শীতল, রূঢ় আচরণ করা হয়েছে। খটখটে একটা কাঠের চেয়ারে বসিয়ে ওয়েইটিং রুমে অপেক্ষায় রাখা হয়েছে পাক্কা একটা ঘণ্টা, তারপর নিরাসক্ত এক ডিউটি অফিসারের মারফত জানানো হয়েছে, আকস্মিক এই হামলার জন্য কারা দায়ী সেটা পুলিশ জানে না, তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একজন অফিসারকে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় সূত্র না থাকায় কেস-এ কোনওই অগ্রগতি হয়নি।

এরপর স্বয়ং পুলিশ ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ফ্লেমিং-এর সঙ্গে দেখা করতে চায় রানা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষার পর সাক্ষাতের অনুমতি মেলে। তিনি দু'চার কথার পর অবজ্ঞার সঙ্গে যা বলেন,

তার সারমর্ম হচ্ছে:

রানা এজেন্সির এজেন্টদের উপর হামলার বিষয়টিতে আমরা আর কী তদন্ত করব, রানা এজেন্সির লোকেরাই তো পুলিশের বাড়া। তবুও আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। তদন্তের স্বার্থে আপাতত বাইরের কাউকে কোনও তথ্য দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ...আর কোনও কথা না থাকলে, মিস্টার রানা, এবার আপনি আসতে পারেন।

তিক্ত মনে খানিক আগে অফিসে ফিরেছে রানা। সেই থেকে ভাবছে, কী করবে। অন্যান্য শাখা থেকে অপারেটর আনাতে পারে ও অর্কিড সিটিতে। সেক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এসে যায় ওর। পারে একা বা জেমসকে নিয়ে খোঁজ-খবর শুরু করতে, অথবা প্রভাবশালী কারও সঙ্গে যোগাযোগ করে জোরেশোরে তদন্ত করবার জন্য পুলিশের উপর চাপ প্রয়োগ করতে। কিন্তু সেটা করতে গেলে আরও বৈরী হয়ে উঠবে পুলিশ– পদে পদে বাধা সৃষ্টি করবে সব কাজে।

জেমস কুপারের দিকে একবার তাকাল চিন্তিত রানা। জেমস ছাড়া রানা এজেন্সি অর্কিড সিটি শাখায় অপারেটর বলতে আর কেউ নেই এখন। সিদ্ধান্ত যা নেবার ভেবেচিন্তে দ্রুত নিতে হবে ওকে। ...ও আর জেমস...

ইন্টারকম বেজে উঠতেই জেমস কুপারের দিক থেকে চোখ সরিয়ে রিসিভার তুলল রানা। নিশ্চয়ই জরুরি কোনও কিছু, নইলে এ-সময় ওকে বিরক্ত করত না সুসানা। অনেকদিন নিউ ইয়র্কে রানার প্রাইভেট-সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেছে সে, ফলে জানে রানার মুড কখন কীরকম থাকে।

'কী, সুসানা?' ক্লান্ত শোনাল রানার কণ্ঠ।

'মিস্টার রিচার্ড জন্সটন ফোন করেছেন, মাসুদ,' জবাব দিল সুসানা। 'কোনও অপারেটরকে চাইছেন।'

সবার সামনে রানাকে মিস্টার রানা বলেই ডাকে সুসানা, তবে

একা থাকলে শুধুই মাসুদ। সহজ-সরল, দৃঢ়চেতা মেয়েটির অতি কাছে আসবার কোনও উদ্দেশ্য নেই বুঝতে পেরে আপত্তি করেনি রানা। সুসানার ধারণা, সে যেহেতু রানাকে অত্যন্ত পছন্দ করে, কাজেই রানাও তাকে খুব পছন্দ করে। আর, রানা যেহেতু একটু ছেলেমানুষ টাইপের, আবেগপ্রবণ, বিপদের ঝুঁকি নিতে পিছপা হয় না– প্রয়োজনে ওকে খানিকটা ডেঁটে রাখা দরকার।

গত কয়েক বছরে আস্তে আস্তে সুসানার সঙ্গে চমৎকার একটা মিষ্টি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে রানার। দু'জন দু'জনকে বিশ্বাস করে ওরা, ভরসা রাখে পরস্পরের উপর।

'আমি ধরছি,' বলল রানা। ইন্টারকমের রিসিভার নামিয়ে রেখে তৃতীয় ফোনটার রিসিভার তুলে নিল। 'হ্যালো, মিস্টার জন্সটন? মাসুদ রানা বলছি।'

'স্বয়ং মাসুদ রানা?' ভরাট একটা কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল রিসিভারে, কিন্তু কোথায় যেন মিশে আছে বিষাদের ছোঁয়া। 'তোমার ঠিকানা চাইব বলে যোগাযোগ করেছিলাম, কিন্তু কী সৌভাগ্য, রানা! খোদ তুমি! হাউ আর ইউ, মাই বয়?'

'ফাইন, সার,' রানার গলায় চাপা থাকল না তিক্ততা। 'দিস অর্কিড সিটি ইয গিভিং মি দ্য হেল অভ আ নাইস টাইম। বিশেষ করে অর্কিড সিটির পুলিশদের অতিরিক্ত আন্তরিক ব্যবহারে আমি আবেগাপ্লুত। ...কিছু দরকার, মিস্টার জন্সটন?'

কথা ভেসে এলো না ওদিক থেকে। খানিক নীরবতার পর আবার শোনা গেল রিচার্ড জন্সটনের গলা: 'সরি, রানা, তোমার এজেন্সির ছেলেদের ভাগ্যে কী ঘটেছে সেটা পেপারে পড়েছি। বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে তোমার মনের অবস্থা কেমন।' একটু থামলেন। 'পুলিশের ব্যাপারে কী যেন বলছিলে, রানা? আমি কোনও কাজে আসতে পারি? তুমি তো জানো, পুলিশ ক্যাপ্টেন ব্রায়ান আমার ভাইয়ের বন্ধু। আমি কোনও অনুরোধ করলে হয়তো ফেলবে না ও।'

রিচার্ড জন্সটন অর্কিড সিটির প্রাক্তন মেয়র। গত নির্বাচনে স্বেচ্ছায় প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, নইলে আবারও নির্ঘাত মেয়র হতেন তিনি। একজন সত্যিকারের সৎ, পরোপকারী মানুষ বলে সুখ্যাতি আছে সম্ভ্রান্ত এই ভদ্রলোকের– ফলে অসম্ভব জনপ্রিয়। বেশ কিছু প্রভাবশালী লোকের আপত্তির মুখেও অর্কিড সিটিতে রানা এজেন্সি খুলবার অনুমতি তিনিই দিয়েছিলেন, নইলে সিটি কর্পোরেশনের লাইসেন্স পেতে অনেক দেরি হতো, হয়তো পাওয়াই যেত না। রানা খানিকটা হলেও কৃতজ্ঞ ভদ্রলোকের প্রতি, বর্ণবাদ-বিরোধী সাম্যবাদী মনোভাবের কারণে পছন্দ করে তাঁকে। কয়েকবার কয়েকটা অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে দু'জনের। ভদ্রলোক অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কাছের মানুষ বলেই হয়তো সবসময় খুব আন্তরিক আচরণ করেছেন ওর সঙ্গে।

রানা চুপ করে থাকায় মিস্টার জন্সটন জিজ্ঞাসার সুরে বললেন, 'ওয়েল, মাই বয়?'

একটু দ্বিধা করল রানা, তারপর বলল, 'পুলিশ যদি তথ্য শেয়ার করত, তা হলে অপরাধীদের ধরা অনেক সহজ হতো, মিস্টার জন্সটন। কিন্তু তারা দায়সারা ভাবে কেসটা নিয়ে সবকিছু ফাইল-চাপা দিতে চাইছে।'

'তাই?' একটু থমকে গেলেন রিচার্ড জন্সটন। 'আমি ব্রায়ানকে জানাব, এই কেসটার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে। আশা করি তাতে কাজ হবে।' রানা চুপ করে থাকায় প্রসঙ্গ পাল্টালেন তিনি। 'যে-ব্যাপারে তোমার এজেন্সিতে ফোন করা, রানা। আসলে ব্যাপারটা আমার জন্যে খুব জরুরি। বলতে পারো তোমার সাহায্য ছাড়া...' চুপ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

'বলুন।'

'আমার মেয়েকে তো চেনো, রানা? ...সারাহ্?' হঠাৎ বেসুরো শোনাল রিচার্ড জন্সটনের কণ্ঠ।

'চিনি,' ভদ্রলোকের গলার পরিবর্তনটা লক্ষ করল রানা।

‘গলফ ক্লাবে পরিচয় হয়েছে।’

‘ওকে কেমন মেয়ে বলে মনে হয় তোমার, রানা?’ রিচার্ড জন্সটনের গলার সুরে মনে হলো রানার মতামত জানাটা তাঁর জন্য খুব জরুরি।

‘খুবই ভাল মেয়ে,’ নির্দ্বিধায় বলল রানা। ‘ব্রিলিয়ান্ট। ভবিষ্যতে আপনার সুনাম বাড়াবে ও।’

‘ওর জন্যেই যোগাযোগ করেছি,’ থামলেন রিচার্ড জন্সটন। বিচলিত মনে হলো তাঁকে, যেন কী বলবেন তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে চাইছেন, অথচ দ্বিধা টেনে ধরছে তাঁর জিভ।

খানিক অপেক্ষা করল রানা, তারপর শান্ত স্বরে বলল, ‘ইয়েস?’

‘সর্বনাশা নেশায় পেয়েছে ওকে, রানা,’ মিস্টার জন্সটনের কণ্ঠে সব হারানোর হাহাকারটা গোপন থাকল না। ‘হেরোইন! গত একমাস ধরে ওর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করছিলাম, অনেক রাত করে বাড়ি ফিরছিল ও। বুঝতে পারিনি মেয়েটা আমার এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন। ওর মুখেই দু’একবার শুনেছিলাম, এক প্লে-বয়ের সঙ্গে মিশছে ও। পাত্তা দিইনি, ভেবেছিলাম ঠাট্টা করছে। আমার মেয়েকে তো চিনি আমি।’ আবার থামলেন তিনি। তাঁর দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ‘আসলে চিনি না! গত রাতে চলে গেছে ও বাড়ি ছেড়ে। সেই প্লে-বয়ের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে উঠেছে। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। নেশার ঘোরে কী লিখেছে ও নিজেও বোধহয় জানে না।’ চুপ হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

‘তারপর, সার?’ নরম গলায় জিজ্ঞেস করল রানা। দুঃখ বোধ করছে মানুষটার জন্য। স্নেহপরায়ণ একজন পিতা যখন দেখেন তাঁর সন্তান বিপথে চলে গেছে, তখনকার অনুভূতি কীরকম জানে না ও, তবে আন্দাজ করতে পারে।

‘তার পর থেকে কী করব ভাবছি আমি, রানা,’ কাতর শোনাল রিচার্ড জন্সটনের গলা। ‘পুলিশে খবর দিইনি লজ্জায়। মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে কোনও প্রাইভেট আইকে রিক্রুট করিনি। লোক

জানাজানি হলে, রানা, ধুলোয় মিশে যাবে আমার মান-সম্মান। হঠাৎ মনে হলো তোমার এজেন্সির কথা। তোমার কথা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে যতটুকু যা শুনেছি, তাতে বুঝেছি, নির্দ্বিধায় ভরসা রাখা যায় তোমার এজেন্সির উপর। ভাগ্যটা বোধহয় ভাল আমার, তোমাকেই পেয়ে গেলাম ফোনে। তবে...'

'আমাকে কী করতে বলেন আপনি, মিস্টার জন্সটন?' বিব্রত বোধ করছে রানা। সারাহ্ জন্সটনকে শেষ দেখেছে ও কয়েক মাস আগে, গলফ ক্লাবে। সতেরো বছরের তরতাজা, সুন্দরী মেয়ে। খুব সম্মান করত ওকে। শেষবার যখন দেখা হলো, যেচে এসে ওর কাছে গলফিঙের বেশ কিছু লেস্ন্ নিয়েছিল। মেয়েটার দ্রুত শিখবার ক্ষমতা বিস্মিত করেছিল রানাকে। হয়তো সেই কচি মেয়েটাকে কোনও প্লে-বয়ের অশ্লীল, নোংরা আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে।

'আমার মেয়েকে ফিরিয়ে এনে দাও, রানা,' কাঁপা গলায় বললেন রিচার্ড জন্সটন। 'এটা তোমার কাছে আমার কাতর অনুরোধ। এক অসহায় পিতার দাবি। টাকা যা লাগে...'

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না রানার। নিচু গলায়, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'টাকার কথা বলে লজ্জা দেবেন না, সার। আমি আপনার কাছে ঋণী। আমার সাধ্য মত করব আমি। সেই লোক কোথায় থাকে সেটা আপনার জানা আছে?'

রানা কাজটা করে দেবে জেনে বিরাট একটা শ্বাস ছাড়লেন রিচার্ড জন্সটন। 'জানি। চিঠিতে বদমাশটার ঠিকানা লিখেছে সারাহ্। ...থ্যাঙ্ক ইউ, মাই বয়। তুমি ওকে ফিরিয়ে আনার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াশিংটনে নিয়ে যাব আমি ওকে। আমার ঘনিষ্ঠ এক ডাক্তার বন্ধুর রিহ্যাবিলিটেশন ক্লিনিক আছে, ওখানে ওকে ভর্তি করিয়ে দেব। সুস্থ হলে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝতে পারবে ও। ...ওই লোকটার ঠিকানা: ২৭ ওয়েলিংটন স্ট্রিট। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং ওটা।'

'অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর?'

'জানি না।'

'ঠিক আছে, আমি জেনে নেব। লোকটার নাম বলুন।'

'লিওনেল পুশকিন।'

নাম-ঠিকানা মাথায় গেঁথে নিল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু বলবেন, মিস্টার জন্সটন?'

'না, রানা।' একটু থেমে বললেন, 'শুধু একটা কথা– লোকটা কিন্তু ভয়ানক পাজি। কাজেই সাবধান। উইশ ইওর সাকসেস, অ্যান্ড বেস্ট অভ লাক, মাই বয়।' খুট করে কেটে গেল লাইন।

রিসিভার নামিয়ে জেমস কুপারের দিকে তাকাল রানা, কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে সে ওরই দিকে। তাকে 'অফিসে থাকো,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা, তারপর সুসানার অফিস পেরিয়ে লিফটে করে নেমে গেল নীচে।

রানার বুইকের শক্তিশালী ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার আওয়াজ শুনতে পেল জেমস কুপার। রওনা হয়ে গেল গাড়িটা। দূরে চলে যাচ্ছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। আকাশে আবীর ছড়িয়ে দিগন্তে মুখ লুকাচ্ছে অস্তগামী সূর্য। শেষ হয়ে যাচ্ছে আরেকটা দিন, চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে। আরও একটা দিন বেড়ে গেল বয়স, আরও একটু কাছিয়ে এলো মৃত্যুর ক্ষণ। আমোদপ্রিয় মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো জেমস কুপারের বুক চিরে।

সাতাশ নম্বর ওয়েলিংটন স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটাকে চৌকো একটা বাক্স বললে মিথ্যে বলা হবে না। সাত-তলা বাড়িটার জানালাগুলোয় সবুজ রঙের শাটার দৃষ্টিকটু লাগে দেখতে। উঠান পেরিয়ে সদর দরজা, তার উপর থেকে সামনে বেড়ে আছে সবুজ রঙের ক্যানাপি। সন্দেহ নেই, অর্কিড সিটির উচ্চবিত্তরা থাকে না এখানে। সম্ভবত হেরোইনের নেশায় পড়ে লিওনেল পুশকিনের

হাতের মুঠোয় চলে গেছে বলেই পুশকিনকে আকর্ষণীয় একজন প্লে-বয় বলে মনে হয়েছে সারাহ্‌র।

লবিটা অবশ্য বেশ সাজানো-গোছানো। মৃদু আলোয় চোখ সইয়ে নিয়ে রাবারের উপর বিছানো নীল কার্পেট মাড়িয়ে এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল রানা, সামান্য এগোতেই কাঁসার বড় টবে বসানো দুটো ট্রপিকাল পাম গাছের জোড়া লেগে থাকা পাতাগুলোর পিছনে রিসেপশন ডেস্ক দেখতে পেল।

এলিভেটরের পাশে, দেয়ালের গায়ে মেইল-বক্সের সারি দেখে হাঁটবার গতি বাড়ল রানার। লিওনেল পুশকিনের নামটা থাকবার কথা ওখানে। সেই সঙ্গে তার অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর।

ডেস্কে এই মুহূর্তে বসে আছে একটা মেয়ে, পুরোনো একটা রিডার'স ডাইজেস্ট পড়ছে। হয় সে বসে থেকে থেকে বিরক্ত, নয়তো শুনতে পায়নি রানার রাবার-সোল জুতোর মৃদু আওয়াজ, কারণ মুখ তুলে তাকাল না মেয়েটা। ঘটনা যা-ই হোক, আচরণটা স্বাভাবিক নয়। দায়িত্বে অবহেলা করছে মেয়েটা। উচ্চ-মধ্যবিত্তদের জন্য তৈরি অর্কিড সিটির এ-ধরনের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে যে-কোনও আগন্তুককে জানাতে হয়, সে কার কাছে এসেছে। যার কাছে লোক এসেছে, তার অনুমতি না পেলে কাউকে সিঁড়ি বা এলিভেটর ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। কিন্তু মেয়েটা যখন তাকাচ্ছে না, তো তাকে বিরক্ত করবার কোনও দরকার নেই। তার চেয়েও বড় কথা, ও আসছে সেটা লিওনেল পুশকিন না জানলেই সবদিক থেকে ভাল। ...কিন্তু, তাকাচ্ছে না কেন মেয়েটা? মনে হয়...

মেইল বক্সের দিকে এগিয়ে চলল রানা। যা আশা করেছিল, গার্ড আছে। এলিভেটরের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছুতেই মোটা একটা পিলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তার বড়সড়, গোল মাথা। রানার দিকে হেলেদুলে হেঁটে আসতে শুরু করল পুরোনো, আধোয়া, ভাঁজপড়া কালো কোট গায়ে মোটামতো, সোয়া ছ'ফুটি

লোকটা। মাথায় তার বোউলার হ্যাট। ফোলা, গোল মুখে ফুটে আছে অসংখ্য সরু, লালচে উপশিরা। পাকা ভুরুর নীচে গর্তের ভিতর নীল চোখ দুটো সতর্ক, শীতল। অতিরিক্ত পাতলা ঠোঁট দুটোকে প্রায় ঢেকে রেখেছে পুরু, ধূসর গোঁফ। সবটা মিলিয়ে দেখে লোকটাকে অবসর নেওয়া পুলিশ কন্সটেবল বলে মনে হলো রানার। সম্ভবত পেনশনের টাকার সঙ্গে বাড়তি কিছু পাবার জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত আগন্তুক খেদানোর চাকরি নিয়েছে এখানে। গলাটা ঘড়ঘড়ে তার। জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও কারও কাছে যাওয়া হচ্ছে, না এলিভেটরে চড়ার শখ হয়েছে, শুনি?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' মৃদু হাসল রানা। লোকটার বিরূপ চেহারা দেখে ওর মনে হলো, চমৎকার একটা হাসি বেহুদা খরচ হয়ে গেল।

'দেখা করতে হলে রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে বলতে হবে,' পুলিশি ট্রেইনিং পাওয়া তীক্ষ্ণ চোখে রানাকে আপাদমস্তক দেখল বোউলার হ্যাট। 'কার কাছে এসেছেন?'

যার কাছে খুশি, তোর বাপের কী! মনে মনে বলল রানা, হাসিটা মুছল না ওর ঠোঁট থেকে। চট্ করে প্যান্টের পিছনের পকেট থেকে বের করে ফেলল মানিব্যাগ, ওটা থেকে জাদুর মতো বেরিয়ে এলো পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট। খেয়াল করল, নোট বের করবার সঙ্গে সঙ্গে ওটার উপর আটকে গেল মোটা বাউন্সারের চোখ। ধূসর গোঁফের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো আমেরিকান বুড়োদের পায়ের জর-জর চামড়াওয়ালা বুড়ো-আঙুলের মতো লালচে জিভটা।

নিকোটিনের দাগ পড়া কলার মতো মোটা দুটো আঙুল অস্বাভাবিক দ্রুততায় চেপে ধরল নোটের প্রান্ত, এক টানে দুর্দান্ত দক্ষতায় নিয়ে নিল ওটা, নিমেষে পুরে ফেলল পকেটে। সন্দেহ নেই, অনেকদিনের নিয়মিত চর্চায় এসেছে এই ঈর্ষণীয় নৈপুণ্য।

'একটু এলিভেটরে চড়ার শখ হয়েছে,' আরও ক'টা দাঁত

দেখতে দিল রানা লোকটাকে।

'বেশিক্ষণ চড়তে যাবেন না,' ঘড়ঘড় করে উঠল বাউন্সার। 'ভুলেও মনে করবেন না কিনে নিয়েছেন আমাকে। আমি আসলে দেখিনি আপনাকে।' নিজের পিলারের কাছে চলে গেল সে আবার, ওখান থেকে ভ্রূ কুঁচকে ডেস্কে বসা মেয়েটার দিকে তাকাল। এখন আর রিডার্স ডাইজেস্ট পড়ছে না মেয়েটা, শেয়ালের মতো সরু মুখে চতুর হাসি নিয়ে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাউন্সারের দিকে।

পুশকিনের অ্যাপার্টমেন্টের নম্বরটা দেখে নিয়ে এলিভেটরে উঠল রানা। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার আগে দেখল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেলেদুলে মেয়েটার দিকে রওনা হয়েছে বাউন্সার। রিসেপশনিস্টের ভাগটা তাকে সম্ভবত সবসময়ই দিতে হয়।

পাঁচতলায় উঠে থামবার পর খুলে গেল এলিভেটরের দরজা, দীর্ঘ করিডরে বেরিয়ে এলো রানা। করিডরের দু'পাশে অনেকগুলো দরজা। লিওনেল পুশকিনের অ্যাপার্টমেন্টের নম্বর ফাইফ-এ ওয়ান-সিক্স। করিডরের বাঁক ঘুরে নাম্বার-প্লেট সাঁটা দরজাটা দেখতে পেল ও মৃদু আলোয়। এটাই শেষ অ্যাপার্টমেন্ট, তারপর শেষ হয়ে গেছে করিডর। অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ডেক সেটের জোরাল আওয়াজ। লক-পিক বের করতে গিয়েও সিদ্ধান্ত পাল্টে কলিং বেল টিপতে হাত বাড়াল রানা। দরজা খুলতে লিওনেল পুশকিনেরই আসবার সম্ভাবনা বেশি, তখনই তাকে বাগে পাওয়া সহজ হবে। কাঁচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ শুনতে পেল ও। গালি দিয়ে উঠল কেউ। বোধহয় পুশকিন।

কলিং বেল-এ একবার টিপ দিয়ে অপেক্ষায় থাকল রানা। জ্যাজের গগনবিদারী আওয়াজ তেড়েফুঁড়ে আসছে দরজা ভেদ করে। পেরিয়ে গেল পুরো এক মিনিট। দরজা খুলতে এলো না কেউ। আবার বেল টিপল রানা, এবার টিপে ধরেই থাকল।

ক্ল্যারিওনেটের তীক্ষ্ণ আওয়াজের উপর দিয়ে বেজে চলেছে কর্কশ কলিং বেল। হঠাৎ কে যেন ডেক সেট বন্ধ করে দিল। তার দশ সেকেন্ড পরেই খুলে গেল দরজা।

লম্বা এক লোক খুলেছে দরজা, চুলগুলো সোনালী। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে রানাকে দেখল। মুখটা একটু ফ্যাকাসে হলেও লোকটা সুদর্শন, যদি চেহারার নিষ্ঠুর ভাবটা বাদ দেওয়া যায়। ঠোঁটের ওপরের গোঁফটা দেখলে মনে হয়, সাতদিন পেটপুরে কচি পাতা খাওয়ার পর মোটাতাজা হয়ে ওঠা কোনও শুয়োপোকা। চোখের গোল, চকচকে বাদামি মণি দুটো দৃষ্টি কাড়ল রানার। একেকটা প্রায় পঞ্চাশ পয়সা কয়েনের সমান।

'হ্যালো,' নিচু, টেক্সান টানে বলল সে, 'আপনিই কি বেল বাজাচ্ছিলেন? আপনার নাম?'

'মাসুদ রানা,' শুকনো গলায় বলল রানা, 'যদি আমি বেল না বাজিয়ে থাকতাম, তা হলে বলতে হতো ভূতের কাণ্ড।' লোকটার চোখ বলে দিচ্ছে, প্রচুর গাঁজা টেনেছে সে। সতর্ক হয়ে উঠল রানা। ইন্টারকম না করে ওর এই আসা লোকটা ভাল ভাবে নেবে বলে মনে হয় না।

'খুব মজা পাচ্ছেন, না? আমিও,' হাসিটা চওড়া হলো লোকটার। পরমুহূর্তে পিছন থেকে ঝটকা দিয়ে হাত বের করে চালাল সে রানার মুখ লক্ষ্য করে। তার হাতে একটা ভাঙা বোতল।

তৈরি থাকায় মুখটা দ্রুত সরিয়ে নিতে পারল রানা, এক পা পিছাল। বোতল গাঁথতে না পেরে সামনে ঝুঁকে এসেছে লোকটা, সিধে হয়ে গেল চোয়ালে রানার ডানহাতি আপার-কাট খেয়ে। হাড়ের সঙ্গে হাড়ের সংঘর্ষ, সেই সঙ্গে লোকটার দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার খটাক আওয়াজটা মধু ঝরাল রানার কানে।

দু'পা পিছিয়ে ধপ করে ঘরের মেঝেতে পড়ল অজ্ঞান প্লে-বয়, তখনও হাতে ধরা রয়েছে বোতলটা। ঝুঁকে ওটা নিয়ে নিল সতর্ক রানা. বিশ মিনিটের মধ্যে লোকটার জ্ঞান ফিরবার কথা নয়,

কাজেই পিস্তলটা বের করে পা বাড়াল অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর। বদ্ধ, ভারী বাতাসে হুইস্কি, গাঁজা ও হেরোইনের দম বন্ধ করা দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে উঠল ওর ফায়ারপ্লেসে পড়ে আছে হুইস্কির বেশ কয়েকটা ভাঙা বোতল। ওগুলোর সঙ্গে ঠাঁই পেল রানার হাতেরটা। ঘরে স্টিলের তৈরি আসবাবপত্র ছড়ানো-ছিটানো ভাবে রাখা। কেউ নেই। একে একে ড্রইং কাম ডাইনিং রুম ও গেস্ট বেডরুম ঘুরে দেখল ও। নেই কেউ। এবার রক্তলাল কার্পেট মাড়িয়ে একমাত্র বন্ধ দরজাটার দিকে পা বাড়াল নিঃশব্দে, দরজা খুলে উঁকি দিল ভিতরে। এটা মাস্টার বেডরুম। জানালাগুলোয় ভারী পর্দা ঝুলছে। ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল বাতি।

বিছানার এক ধারে বসে আছে স্বচ্ছ নাইট গাউন পরা সারাহ্ জন্সটন, অল্প অল্প দুলছে তরুণী। কেউ তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে দরজার দিকে ঘাড় ফিরাল সে। রানাকে দেখে অর্থহীন হাসি ফুটে উঠল মেয়েটার চেহারায়। ওরকম হাসি নেশাখোররা হাসে, যখন আন্দাজ করতে পারে, তাদের একটু সামাজিকতা দেখানো প্রয়োজন।

এক পলকেই বুঝতে পারল রানা, কথা বলবার অবস্থায় নেই মেয়েটি। বুঝতে কি পারবে? 'আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, সারাহ্,' মৃদু গলায় বলল রানা। পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল শোল্ডার হোলস্টারে।

জবাব দিল না সারাহ্ জন্সটন, অর্থহীন হাসিটা লেগে রয়েছে ঠোঁটে। বোধহয় শুনতে পায়নি রানার কথা, বা শুনলেও অর্থ বুঝতে পারেনি।

ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, ভাবল রানা, কয়েক পা এগোল। ঘুষখোর বাউন্সারের চেহারাটা দেখতে পেল মনের চোখে। লোকটা কী করবে, যদি দেখে ও একটা তরুণী মেয়েকে কাঁধে তুলে রওনা দিয়েছে?

ঘরে বামপাশে জানালার ধারে আরেকটা খাট রয়েছে, ওটা

থেকে চাদরটা তুলে নিল ও, চাদর দিয়ে সারাহ্র স্বচ্ছ নাইট গাউন ঢেকে দিল, হাঁটু নীচে দু'হাত গলিয়ে কোলে তুলে নিল মেয়েটিকে, তারপর ঘুরে পা বাড়াল দরজার দিকে। ঠিক তখনই দরজায় এসে দাঁড়াল লিওনেল পুশকিন। নিষ্ঠুর চেহারাটা রাগে লালচে হয়ে আছে তার। এক হাতে ফোলা চোয়াল ডলতে ডলতে রানার দিকে এগোল লোকটা। উজ্জ্বল বাতির আলোয় চকচক করছে তার ডান হাতে ধরা লম্বা, তীক্ষ্ণধার কার্ভিং নাইফ।

'ছোরাটা ফেলো, পুশকিন,' ধমকের সুরে বলল রানা।

লোকটার চোখের মণি দুটোর ফাঁকা দৃষ্টি দেখলে মনে হয় রানাকে সে দেখছে না। কিন্তু দেখছে ঠিকই। এগিয়ে আসবার ভাবটা এমন, যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটছে।

খাটের দিকে পিছাল রানা, তারপর সারাহ্ জন্সটনকে চট্ করে গদির উপর নামিয়ে দিয়ে ফিরে তাকাল। ওর ডানহাত চলে গেল শোল্ডার হোলস্টারের কাছে, পিস্তলটা বের করে এনে তাক করবে, এমন সময় পিঠে যেন ভারী একটা আটার বস্তা চাপল ওর। স্বপ্ন-পুরুষের বিপদ দেখে রানার গলা পেঁচিয়ে ধরে ঝুলে পড়েছে সারাহ্ জন্সটন। পিছন দিকে বেঁকে গেল রানা, তারপর ভারসাম্য হারাবে বুঝতে পেরে ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল।

'পুশিকে মারবেন না, মিস্টার রানা!' নেশার ঘোরে আরও শক্ত করে রানাকে আঁকড়ে ধরল বোকা মেয়েটা।

কাত হয়ে বিছানার কিনারায় পড়ল রানা, ডানহাত চাপা পড়ায় ছুটে গেল পিস্তল, কার্পেটে পড়ে পিছলে চলে গেল খাটের নীচে। জোর মড়-মড় আওয়াজ করে ধসে পড়ল খাটের একপাশ।

দ্রুত ঘাড় ফিরাল রানা। লিওনেল পুশকিন ছোরা বাগিয়ে ছয় ফুটের মধ্যে চলে এসেছে। ধীর, কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে আসছে। সারাহ্ জন্সটনকে ছোটাতে খাটের পাশ থেকে খসে মেঝেতে পড়ল রানা, সঙ্গে সঙ্গে চিত হলো। ওর গলায় পেঁচানো হাত দুটো

ছুটে গেছে। চাপা পড়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছে মেয়েটা। দেরি হলো না রানার স্প্রিঙের মতো উঠে দাঁড়াতে। খাটের তলা থেকে পিস্তল বের করবার সময় নেই, পুশকিনের ছোরা ধরা হাতটাকে নড়ে উঠতে দেখল ও। গলা লক্ষ্য করে চালিয়েছে। পিছনে সরতে চেষ্টা করল রানা, তাড়াহুড়োয় হোঁচট খেল সারাহ্‌র শরীরে, পড়ে যেতে শুরু করল আবার। লাফিয়ে এগিয়ে এলো পুশকিন, গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে জান্তব একটা হিংস্র আওয়াজ।

ধড়াস করে কার্পেটের উপর চিত হয়ে পড়ল রানা। পিঠে জোর আঘাত লাগায় মনে হলো শ্বাস আটকে আসছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে উবু হলো পুশকিন, এবার ছোরাটা আমূল গেঁথে দেবে ওর পাঁজরে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ছোরা চালাল সে।

ওটুকু দেরির সুযোগে থাবড়া মারতে পারল রানা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাঁজর ঘেঁষে কার্পেটে গাঁথল ছোরার তীক্ষ্ণ ফলা।

দেরি না করে রানার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল পুশকিন, বামহাতে চুলের মুঠি ধরে ছোরাটা তুলল আবার, বাম কনুইটা দিয়ে চেপে ধরেছে রানার শোল্ডার জয়েন্ট-এ। ছোরা নামিয়ে আনছে জবাই করার ভঙ্গিতে।

তার কব্জি চেপে ধরল রানা বামহাতে, ওপরে ঠেলছে। আতঙ্কের সঙ্গে টের পেল, কতখানি শক্তি ধরে লোকটা। বোধহয় এ-কারণেই ওরকম ঘুসি খাবার পরেও এতো দ্রুত জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

ছোরাটা আস্তে আস্তে নেমে আসছে, ঠেকাতে পারছে না ও!

গায়ের উপর লোকটা চেপে থাকায় পা ব্যবহার করতে পারছে না, মরিয়া হয়ে উঠল ও। শরীর মুচড়ে পুশকিনকে বেসামাল করতে চাইল। ভারী শরীরটা ওকে নড়তে দিল না।

নেমে আসছে ছোরা। আর ইঞ্চি দুয়েক নামলেই জুগুলার ভেইন ফাঁক করে দেবে ওটার তীক্ষ্ণ ফলা।

আর দেড় ইঞ্চি!

রানা স্পষ্ট বুঝল, এই ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরে লোকটাকে ঠেকাবার ক্ষমতা নেই ওর। আতঙ্ক, সেই সঙ্গে ক্ষোভ, অনুভব করল ও। এভাবে মরতে হচ্ছে তা হলে ওকে?

এক ইঞ্চি!

খসখস আওয়াজটা কীসের?

তারপর আরেকটা হাত চেপে ধরল ছোরার হাতল, সেই সঙ্গে ঢপ করে ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো।

রানা টের পেল, হাতটা শিথিল হয়ে গেছে লিওনেল পুশকিনের।

আবার হলো সেই ভোঁতা আওয়াজটা। ঢপ!

কাত হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল নেশাখোর বদমাশ। ছোরাটা টান দিয়ে নিয়ে নিল কেউ।

এবার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার এক যুবককে দেখতে পেল রানা। এক হাতে ছোরা, আরেক হাতে চামড়ার তৈরি কোলবালিশ আকৃতির বালি-ভরা খুদে ব্যাগটা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। রানার দিকে চেয়ে হাসল।

লিওনেল পুশকিন হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে কার্পেটের উপর বসে পড়েছে, ভেজা কুকুরের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে ঘাড় ফিরাল অনাহূত আগন্তুকের দিকে, চোখে তীব্র আক্রোশ। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়বারের মতো তার মাথায় নেমে এলো স্যান্ড-ব্যাগ। ভোঁতা আওয়াজটা আবার হলো। এবার জ্ঞান হারাল পুশকিন, কাত হয়ে পড়ে গেল কার্পেটের উপর।

উঠে বসতে বসতে চট্ করে একবার সারাহ্ জন্সটনের দিকে তাকাল রানা। মনে হচ্ছে মেয়েটার জ্ঞান নেই। বোধহয় হুড়োহুড়ি-ধাক্কাধাক্কির সময় বুকে-পেটে বেকায়দা চাপ খেয়েছে, বা নেশার ঘোরে অতি উত্তেজনায় চেতনা হারিয়েছে।

রানার দৃষ্টি লক্ষ করেছে যুবক, ঝুঁকে সারাহ্ জন্সটনের চোখের পাতা তুলে দেখল। মাথা নাড়ল মুখ দিয়ে চুক-চুক আওয়াজ

করে। 'জ্ঞান নেই।' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রানার দিকে তাকিয়ে খুশি-খুশি গলায় বলল, 'হ্যালো! মনে হচ্ছে চমৎকার সময় কাটাচ্ছিলে? খাট ভাঙার আওয়াজটা পেয়ে দেখতে এসেছিলাম। দরজা খোলা দেখে ঢুকেই পড়লাম।'

'দেখতে এসেছিলে বলে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি মাসুদ রানা।' বসা অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

'চার্লস। চার্লস উইলি। অ্যাট ইওর সার্ভিস, মাই ডিয়ার।' শক্ত হাতে রানার হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিল যুবক। 'যদি জুয়া খেলতে চাও তো আমার মতো সঙ্গী আর পাবে না। জুয়াই আমার পেশা, জুয়াই আমার নেশা।'

ধসে পড়া খাটের তলা থেকে পিস্তলটা বের করে শোল্ডার হোলস্টারে পুরে উঠে দাঁড়াল রানা। 'এখানেই থাকো?'

'হ্যাঁ, ওপাশের অ্যাপার্টমেন্টে,' স্যান্ড-ব্যাগটা ধূসর কোটের পকেটে সযত্নে রেখে ছোরাটা ঘৃণার সঙ্গে ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিল চার্লস উইলি। 'কাল রাত থেকে ঘুমোতে দিচ্ছে না ব্যাটা পুশকিন, বাচ্চা মেয়েটাকে মুগ্ধ করতেই বোধহয় কান-ফাটানো আওয়াজে জ্যাজ আর ক্লাসিকাল মিউযিক শুনছে। আজকে রাতে বোধহয় ঘুমোতে পারব। ...জানো, সকাল থেকে মনোযোগের অভাবে পোকারে হারছি আমি?' এবার কৌতূহলী চোখে রানাকে দেখল সে। 'পুলিশের লোক নাকি?'

মাথা নাড়ল রানা, দু'চার কথায় নিজের পরিচয় দিল।

'আচ্ছা!' চার্লস উইলির চালাক-চতুর, হাসি-খুশি চেহারায় পরিচিতির ছাপ দেখা গেল। 'রানা এজেন্সি? ভাল, ভাল ব্যবসা। ব্যবসাটা আমার হলে ভাল হতো।'

'অতটা ভাল নয়,' শুধরে দিল রানা। 'গতকাল আমার এজেন্সির তিনটে ছেলে মারাত্মক আহত হয়েছে, আজকে আমি মারা পড়তাম তুমি হঠাৎ এসে না পড়লে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' চিবুক চুলকাল উইলি। চিন্তিত

চেহারায় রানাকে দেখল। 'তো এখন কী করবে?'

সারাহ্‌কে দেখাল রানা। 'ওকে নিয়ে কেটে পড়ব।' একটু থেমে বলল, 'উইলি, বিরাট একটা উপকার করেছ তুমি আজকে আমার। আমার কাছ থেকে পাল্টা একটা উপকার পাওনা থাকলে তুমি।'

হাসল যুবক, চিবুক চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'আপাতত ঋণ শোধ করার কোনও দরকার নেই তোমার। দিনকাল আমার ভালই কাটছে। যদি কখনও বিপদে পড়ি তো সাহায্য চাইব। বলা তো যায় না, কখন কী হয়!'

চাদর দিয়ে সারাহ্‌কে ঢেকে দিল রানা, কাঁধে তুলে নিল। ওর চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখে ভ্রূ নাচাল চার্লস উইলি। 'কী? কোনও সমস্যা?'

'ভাবছি লবি পেরোবার সময় নীচের ওই গার্ড লোকটা কী বলবে,' বলল রানা। 'এই মেয়েকে নিয়ে কোনও হৈ-চৈ হোক তা চাই না।'

'সামার্স টাম্বলউড?' হেসে ফেলল যুবক। 'খুশির হাসিতে ট্যাঙ্গো নর্তকের মতো করে নেচে উঠবে, ওর বিয়ারে বোঝাই ভুঁড়ি। লিওনেল পুশকিনকে দু'চোখে দেখতে পারে না ও। আমি আমার ফিয়াঁসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি; চলো, একসঙ্গে নীচে যাই। আমি দেখব ও যাতে কোনও ঝামেলা না করে।'

কথাটা চিন্তা করে দেখল রানা। চার্লস উইলির একের পর এক সাহায্য ওর কাছে রীতিমতো ঐশ্বরিক সাহায্য বলে মনে হলো। বাধা দিলে ঘুষখোর বাউন্সারকে মেরে অজ্ঞান করতে হতো ওর, তার বোধহয় কোনও দরকার পড়বে না। 'চলো,' পা বাড়াল ও যুবকের পাশে।

কারও চোখে ধরা না পড়েই এলিভেটরে উঠতে পারল দু'জন। রানার কাঁধে নেতিয়ে পড়ে আছে অচেতন সারাহ্ জন্সটন। এলিভেটর নামতে শুরু করবার পর রানা জিজ্ঞেস করল,

'ফিয়াঁসের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আত্মরক্ষার জন্যে সব সময় স্যান্ড-ব্যাগ সঙ্গে রাখো নাকি তুমি?'

একগাল হাসল চার্লস উইলি। 'এ জিনিস ছাড়া কোথাও যাই না। জুয়ার টেবিলে গণ্ডগোল হলে স্যান্ড-ব্যাগ খুবই কাজে দেয়। ...আর আমার ফিয়াঁসে যেরকম, তাতে স্যান্ড-ব্যাগ-ট্যাগ দিয়ে কিচ্ছু হবে না, হেভি ব্যাটল্ ট্যাঙ্ক লাগবে!'

'সন্দেহ নেই স্যান্ড-ব্যাগের ব্যবহার খুব ভাল জানো তুমি,' মৃদু হাসল রানা। বুঝতে পারছে, যুবকের আন্তরিক ব্যবহার মানুষকে সহজেই আপন করে নেয়। পিস্তল-বন্দুকের যুগে যে স্যান্ড-ব্যাগ ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট, তাকে কিছুতেই খারাপ লোক বলা যায় না।

'কোনও ব্যাপারই না স্যান্ড-ব্যাগের ব্যবহার শেখা,' শেখাবার আগ্রহ নিয়ে বলল চার্লস উইলি। 'গোপন কথা হলো: জোরে মারা। আস্তে মারলে লোকে আরও খেপে যায় খামোকা। ...তবে, সত্যি বলছি, পুশকিনের মতো ওরকম শক্ত মাথা আর দেখিনি। মাথা তো নয়, যেন ঝুনো নারকেল। তিনবার হাত চালিয়ে তবে ব্যাটাকে অজ্ঞান করতে পেরেছি।' আফসোসের সঙ্গে দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়ল চার্লস উইলি।

হেসে ফেলল রানা তার ভাবভঙ্গি দেখে।

থেমে গেল এলিভেটর। নীচে নেমে এসেছে। লবিতে বেরিয়ে এলো চার্লস উইলি ও রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শেয়ালমুখো রিসেপশনিস্ট। চোখ সরছে না তার রানার কাঁধের উপর থেকে। তারপর তাড়াহুড়ো করে একটা বেল টিপল।

ধর্মীয় কোনও পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে আসছে, এমন ভাবগম্ভীর, ধীরস্থির ভঙ্গিতে সেই পিলারটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বোউলার হ্যাট পরা প্রাক্তন কন্সটেবল। রানার কাঁধে অচেতন সারাহ্‌কে দেখেই গলার গভীর থেকে ঘড়ঘড়ে একটা

চাপা গর্জন ছাড়ল সে।

'ও কিছু না, সামার্স,' চার্লস উইলির বলবার সুরে মনে হলো কোনও নাদান বাচ্চাকে বুঝ দিচ্ছে, 'আমরা শুধু লিওনেল পুশকিনের খপ্পর থেকে ভাল একটা মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছি। রেগে ওঠার কোনও কারণ নেই তোমার।'

কথাটা শুনে মাঝপথে থেমে গেল সামার্স টাম্বলউড, একটু সামনে ঝুঁকে সারাহ্‌র কচি মুখটা দেখল, ও-ই যে পুশকিনের অ্যাপার্টমেন্টে এসে উঠেছিল বুঝতেই তার চেহারা থেকে নিমেষে বিদায় নিল রাগের ছাপ।

'ও, এই মেয়েটা! কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে?'

'পুশকিনের কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি, এটাই কি যথেষ্ট নয়?' উদাস গলায় বলল উইলি, 'কোথায়, তা দিয়ে তুমি কী আর করবে, বলো?'

গম্ভীর চেহারায় চার্লস উইলির দিকে চেয়ে খানিক ভেবে দেখল সামার্স।

'কথা ঠিক।' রানা ও উইলিকে পালা করে দেখল সে। 'পুশকিন কিছু বলল না?'

'ঘুমাচ্ছে ও এখন,' বলল রানা। 'আমরা ভাবলাম ওকে জাগিয়ে তোলা ঠিক হবে না।'

রানার জামা-কাপড়ের কোঁচকানো হাল লক্ষ করল সামার্স, মৃদু শিস দিল।

'মনে হচ্ছে এই দু'জনকে দেখিনি আমি,' ডেস্কের পিছনের মেয়েটার দিকে তাকাল সে। 'কী বলছি শুনছ, ট্রিক্সি? এদের কাউকে দেখিনি আমরা।'

মাথা ঝাঁকাল রিসেপশনিস্ট, বসে পড়ে চোখের সামনে তুলে ধরল সেই রিডার্স ডাইজেস্ট।

হাতের ইশারায় চার্লস উইলি ও রানাকে দরজা দেখাল সামার্স।

'সাবধান, মিস্টার উইলি, দেখে নেবেন আশপাশে কোনও পুলিশ অফিসার আছে কি না।'

চার্লস উইলির সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের আঙিনায় বেরিয়ে এলো রানা, বুইকের পিছনের সিটে সারাহ্‌কে শুইয়ে দিয়ে নতুন পরিচিত যুবক জুয়াড়ীকে বলল, 'ধন্যবাদ আবারও। যদি বলি এখনও বেঁচে আছি শুধু তোমার জন্যে, তো মিথ্যে বলা হবে না।' মানিব্যাগ বের করে নিজের কার্ডটা চার্লস উইলির দিকে বাড়িয়ে দিল ও। 'মনে রেখো, যদি কখনও বিনা দোষে ফেঁসে যাও, তা হলে যে-কোনও সময়, যে-কোনও বিপদে যোগাযোগ কোরো, রানা এজেন্সি তোমার পাশে দাঁড়াবে।'

দুই

সারাহ্ জন্সটনকে তার বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে সাগর-তীরে নিজের বাংলোয় ফিরল রানা। ভদ্রলোক ওর হাত ধরবার পর আর ছাড়তে চাইছিলেন না। তাঁর চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখেছে রানা। রিচার্ড জন্সটন নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছেন, রানার এই উপকার কখনও ভুলবেন না, রানার যদি কখনও কোনও কাজে তাঁকে দরকার হয়, বিনা দ্বিধায় যেন যোগাযোগ করে ও। ডিনারের পর ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিতে পুরো পনেরো মিনিট লেগেছে রানার, ছাড়তে চাইছিলেন না তিনি ওকে। শেষে মেয়েকে নিয়ে আজই ওয়াশিংটনের বিখ্যাত একটি ক্লিনিকে ভর্তি করাতে যাবেন বলে একরকম নিরুপায় হয়েই রানাকে ছাড়তে বাধ্য হলেন

রানার বাংলোটা নির্জন এলাকায়। আশপাশে আধমাইলের মধ্যে আর কোনও বাড়ি-ঘর নেই। এই নির্জনতা ও নীরবতার লোভেই এখানে বাংলো ভাড়া নিয়েছে রানা। অর্কিড সিটিতে এলে এখানেই ওঠে সবসময়

গ্যারাজে গাড়ি রেখে বাংলোয় ঢুকেই ও দেখল জেমস কুপার হাজির, ওর ডিভানে চিত হয়ে শুয়ে ডেক সেটে মৃদু আওয়াজে সুইং মিউজিক শুনছে। বুকের উপর হুইস্কির গ্লাস রাখা অফিস বন্ধ করে এসেই বোধহয় গিলতে শুরু করেছে। প্রায় মাতাল হয়ে গেছে মনে হয় এরইমধ্যে।

ডিভানের পাশে একটা ইযি চেয়ারে বসে পড়ল ক্লান্ত রানা, জানালা দিয়ে চাঁদের আলোয় আলোকিত রূপালী প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে তাকাল। খানিক সাঁতরে আসবে কি না ভাবল একবার। ঠিক করল, না, থাক, টেনে ঘুম দেবে একটু পর।

জেমস কুপার বলে উঠল, 'আজকে ফার্মেসিতে কফ সিরাপ কিনতে গিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো। কী একটা মেয়ে! শুনছ, রানা?'

ইযি চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল রানা, নিরাসক্ত গলায় বলল, 'বলো।'

'সোনালী চুল ওর, নীল চোখ, দেখলে মনে হয় দেবী ভিনাস ফেল।'

'তা হলে তোমার কোনও আশা নেই,' শুকনো গলায় নিজের মতামত জানিয়ে দিল রানা। ওর মনে হচ্ছে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে এখানেই।

'ওর হাত দুটো না থাকলে দেবী ভিনাসের বদলে ওকে দাঁড় করিয়ে দেয়া যেত,' গ্লাসটা খালি করে কাত হয়ে শুলো জেমস কুপার 'ভিনাসের হাত যেভাবে ভেঙেছে, সেভাবে কেউ যদি ওর হাত দুটো খসিয়ে ফেলত। বাপরে! কী শক্তি ওই হাতে! অথচ আমি বোকার মতো ভেবেছিলাম ও একটা ননির পুতুল

চট্ করে উঠে গিয়ে গ্লাসে এক আউন্স হুইস্কি ঢেলে নিয়ে এসে আবার বসল রানা, ধৈর্য ধরে প্যাচাল শুনতে হলে এটুকু এখন ওর দরকার। নির্জলা তরলে চুমুক দিয়ে বলল, 'চড়টা তা হলে বেশ জোরেই মেরেছে! আর বোলো না, বহুবার বলা পুরোনো কাহিনি মনে হচ্ছে। সারাদিন খেটে-পিটে এখন ব্যর্থ রোমান্সের গল্প শুনতে ভাল লাগবে না আমার। যদি দরকার মনে করি, তা হলে ঘুম দিয়ে উঠে ক্র্যাফ্ট্-এবিং পড়ে নেব।'

'ওই বুড়ো ছাগলের গল্প পড়ে কিছুই জানতে পারবে না তুমি,' ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলল জেমস কুপার। 'আসল জায়গাগুলো ব্যাটা ল্যাটিন ভাষায় লেখে।'

'ওই লোক কী লিখেছে জানার জন্যে অনেক তরুণ ল্যাটিন শিখেছে,' বলল রানা। হুইস্কিটুকু খানিকটা হলেও চাঙ্গা করে তুলছে ওকে। 'একেই বলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা।'

'ওর সোনালী চুল...'

'সোনালী চুল আমার পছন্দ না।'

'আমারও না।' পাশ থেকে বোতল নিয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে বড় করে চুমুক দিল কুপার। 'যা বলছিলাম। সেই সোনালী চুলের মেয়েটা আমাকে পাত্তাই দিচ্ছিল না।'

'স্বাভাবিক। কোনও মেয়েরই দেবার কথা নয়।'

'বলছিল ও পুরুষমানুষের পিছনে ঘোরে না। কিন্তু আমি তখন কী বললাম, জানো?'

'কী বললে?' জিজ্ঞেস করল রানা। জিজ্ঞেস না করলেও জেমস বলবেই।

'বললাম, সুন্দরী, তুমি হয়তো পুরুষমানুষের পিছনে ঘোরো না, কিন্তু ইঁদুরের কলের তো ইঁদুরের পিছনে ঘোরার দরকার পড়ে না কখনও। দুর্দান্ত, না? ব্যস, পটে গেল। ...রানা, ওরকম বিশ্রী বিরক্তির ছাপ ফুটে ওঠার কোনও কারণ নেই তোমার নিষ্ঠুর, আনরোমান্টিক চেহারায়। কথাটা তুমি হয়তো আগেও শুনেছ,

কিন্তু ও শোনেনি। ওতেই কাত হয়ে পড়ল লোলা।'

টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। ঘাড় কাত করে চিন্তিত চেহারায় ওটার দিকে তাকাল জেমস কুপার। 'ধরা কি ঠিক হবে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল, 'এত রাতে কোনও ক্লায়েন্ট হয় যদি?'

'মনে হয় না। পরিচিত কেউ।' রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল রানা।

'তা হলে মেয়ে,' উপসংহারে পৌঁছে গেল জেমস কুপার, উঠে বসতে শুরু করল। 'ধোরো না, আমাকে ধরতে দাও। ফোনে আমি মেয়েদের কাছে দুর্দান্ত আকর্ষণীয় এক কণ্ঠ। টম ক্রুযের মতো।'

রিসিভার তুলে নিল রানা। 'হ্যালো?'

'মিস্টার রানা?' একটা পুরুষ কণ্ঠ জানতে চাইল। গলাটা এমনই যে, শুনলে মেয়েদের মনে হবে, যদি আরও কিছু বলত মানুষটা! মানসপটে সুঠামদেহী, আকর্ষণীয়, লম্বা একজন সুপুরুষ লোকের ছবি আঁকবে তারা। এমন এক লোক, যে তার নিজের একান্ত পুরুষ হলে ভাল হতো।

'বলছি,' বলল রানা। 'আপনি কে বলছেন, প্লিজ?'

'আমার নাম জেফ ব্যারন। আপনার অফিসে ফোন করেছিলাম। কেউ ধরল না। শেষে বাধ্য হয়ে আপনার বাসায়...'

'ছ'টার সময় অফিস বন্ধ হয়ে যায়,' বলল রানা। মনে প্রশ্ন জাগল, লোকটা ওর বাংলোর নম্বর পেল কী করে?

'অফিস বন্ধ? পরিশ্রমের দীর্ঘ সময়ের অবসান,' বিড়বিড় করে বলে শুয়ে পড়ে মাথার নীচে একটা বালিশ গুঁজল জেমস কুপার। 'বলে দাও আমরা এখন ঘুমাব।'

পুরুষকণ্ঠ জানতে চাইল, 'আপনাদের নাইট সার্ভিস নেই?'

'আপনি নাইট সার্ভিসের সঙ্গেই কথা বলছেন,' বলল রানা।

'ও।' একটু নীরবতা। তারপর লোকটা আবার বলল, 'আপনাদের সাহায্য দরকার আমার। ব্যাপারটা খুব জরুরি। আসতে পারবেন আমার বাসায়?'

গলাটা ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ ও পুরুষালী হলেও রানার মনে হলো লোকটা কোনও কারণে ভীত। অল্প অল্প কাঁপছে গলা। শ্বাসের আওয়াজটাও কাঁপা কাঁপা

'আপনার বাসায়? কী ব্যাপারে কেন আমাদের সাহায্য দরকার একটু বলতে পারেন কি, মিস্টার ব্যারন?' জিজ্ঞেস করল রানা। জেমস কুপার হাতের ইশারায় বারবার রিসিভার নামিয়ে রাখতে বলছে, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল ও।

ওদিক থেকে কেউ কথা বলছে না। লোকটার অনিয়মিত, দ্রুত শ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা।

'একটু আগে অপরিচিত একজন লোক আমাকে ফোন করে সতর্ক করেছে, আজ রাতে আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা হতে পারে,' বিশ সেকেন্ড পর বলল মিস্টার ব্যারন। 'ব্যাপারটা হয়তো স্রেফ ঠাট্টা বা মিথ্যা হুমকি, তবু আমার বোধহয় সতর্ক থাকা উচিত, তাই... আমার ফিলিপিনো শোফারকে বাদ দিলে এখানে আমি একাই আছি। বিপদ হলে ও কোনও সাহায্যে আসবে না।'

লোকটার কথাগুলো ঠিক বিশ্বাস্য মনে হলো না রানার। জিজ্ঞেস করল, 'কেন কেউ আপনাকে কিডন্যাপ করতে পারে সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা আছে আপনার, মিস্টার ব্যারন? পুলিশে যোগাযোগ করেছেন?'

'না। হুমকি দেয়া হয়েছে খবরটা প্রকাশ পেলে পেপারে চলে যাবে। তা চাইছি না।' আবার নীরবতা। ছোট ছোট অনিয়মিত শ্বাসের আওয়াজ। মানুষটা ভীত, তার ভয়টার যেন শরীরী অস্তিত্ব আছে, রানাকে ছুঁয়ে দিল। কল্পনায় লোকটার চেহারায় আতঙ্কের ছাপ দেখল রানা। 'আমি পলা ব্রডহার্স্ট-এর স্বামী,' থেমে থেমে বলল সে আবার, তবে কর্তৃত্ব থাকল বলার ভঙ্গিতে। 'খুব খুশি হতাম যদি এখন এসব প্রশ্ন না করে চলে আসতে পারতেন আপনি। পরে সবই জানতে পারবেন। আপনাদের পেমেন্ট নিয়ে একটুও ভাববেন না।'

আবার কাজের কথা ভাবতে ভাল লাগল না রানার, তবে বুঝতে পারল, লোকটা আসলেই বিচলিত। এই ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না ওর, কিন্তু রানা এজেন্সির প্রধান হিসেবে বিপদগ্রস্তকে ফিরিয়ে দেয়া ওর নীতি নয়। আরেকটা কারণ ওকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। পলা ব্রডহার্স্ট দুনিয়ার চতুর্থ ধনী মহিলা। তার বাবা ছিলেন দুনিয়ার সাঁইত্রিশতম ধনী ব্যবসায়ী, অবসর নিয়ে একমাত্র মেয়েকে উইল করে সব দিয়ে দিয়েছেন তিনি। ধনী মহিলাদের মধ্যে চার নম্বরে এখন পলা ব্রডহার্স্ট। এর স্বামীকে টাকার লোভে কিডন্যাপ করা হতেই পারে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল রানার।

'আপনি কোথায় আছেন, মিস্টার ব্যারন?' জানতে চাইল ও।

'বাড়িটার নাম ওশন্ এন্ড। নাম শুনেছেন হয়তো। আশপাশে আর কোনও বাড়ি নেই। ভয়ে ভয়ে আছি, ভাই। খুশি হতাম যদি তাড়াতাড়ি আসতে পারতেন।'

ধনীদের শহর অর্কিড সিটিতেও ওশন্ এন্ড নামের বিশাল বাগান-বাড়িটা অতুলনীয়, খবরের কাগজে ওটার কথা পড়েছে রানা। বলল, 'চিনি। দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

'ওশন্ ভিউ থেকে প্রাইভেট রোড চলে এসেছে ওশন্ এন্ড পর্যন্ত। দরজা আপনি খোলাই পাবেন। মাত্র এখানে পৌঁছেছি আমি, আর তার পরপরই...' হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল জেফ ব্যারনের।

অপেক্ষা করল রানা। কোনও সাড়া নেই ওদিক থেকে। 'হ্যালো?' রিসিভার চেপে বসল রানার কানে। লোকটার অনিয়মিত ছোট ছোট শ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও, কিন্তু জবাব দিচ্ছে না জেফ ব্যারন।

'হ্যালো? মিস্টার ব্যারন?'

শ্বাসের আওয়াজ আর শোনা গেল না। রানার মনে হলো অনন্তকাল পরে ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। লাইন কেটে গেছে ফোনের।

রানার বাংলো থেকে ওশন এন্ড তিন মাইল দূরে, বালির বিস্তৃতির মাঝে যেন সবুজ একটা দ্বীপ। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এক কোটিপতির জন্য বাড়িটা তৈরি করা হয়েছিল, তবে ওখানে বসবাস করেননি সেই ভদ্রলোক। বাড়িতে উঠবার আগেই ব্যবসাতে মার খান তিনি, আত্মহত্যা করেন মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে। কয়েক বছর বাড়িটা খালিই পড়ে ছিল। তারপর কেনেন পলা ব্রডহার্স্ট-এর দাদা।

চেয়ে চেয়ে দেখবার মতো একটা এস্টেট। ওশন এন্ড বিলিয়নেয়ারদের স্বপ্নের বাড়ি। একশো একর জায়গা জুড়ে দুর্লভ সব ফুল ও ফলগাছের সাজানো-গোছানো বাগান। দুনিয়ার সেরা টাইলস বসানো বিশাল সুইমিং পুলের অর্ধেকটা বাড়ির ভিতর, অর্ধেকটা বাইরে। কংক্রিট ও কোরালিন পাথরের প্রকাণ্ড বাড়িটা ইটালিয়ান ডিযাইনে তৈরি। ভিতরে আছে অসম্ভব দামি বেশ কিছু অয়েল পেইন্টিং, মুরাল ও অন্যান্য শিল্পকর্ম।

বাড়িটা পর্যন্ত চলে গেছে দু'মাইল দীর্ঘ, চওড়া, মসৃণ প্রাইভেট রাস্তা। দু'পাশে রয়্যাল পামের সারি। গাছগুলো তীব্র গতিতে রানার বুইকের পিছনে সরে যাচ্ছে। সামনে আলো দেখতে পেয়ে চোখ সরু করে তাকাল রানার পাশে বসা জেমস কুপার, বলল, 'অনেক শখ ছিল বাড়িটা ঘুরে দেখার। মনে হচ্ছে, আজ শখটা পূরণ হবে।'

'ব্যাপারটা আমার কাছে সুবিধের লাগেনি, জেমস,' বলল রানা। 'কথা শেষ করেনি লোকটা। নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত এমন কিছু ঘটেছে, যেজন্যে কথা শেষ করতে পারেনি।'

'বলা যায় না,' দ্বিমত পোষণ করল জেমস কুপার। 'বড়লোকগুলো সাধারণত আমারই মতো একটু অদ্ভুত রকমের আলসে হয়। শ্বাস নিতেও যেন কষ্ট। আবার হতে পারে ঘরে এমন কেউ এসেছিল, যার সামনে কথা বলতে চায়নি সে।'

বুইকের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল এস্টেটের খোলা

মেইন গেট। গতি না কমিয়েই ঢুকে পড়ল রানা, চওড়া ড্রাইভওয়ে ধরে বাড়িটার দিকে ছুটল। দু'পাশে রডোডেনড্রনের বিরাট সব ঝোপ। বাঁক নিল ও, তারপর বাড়িটা অস্বাভাবিক কাছে দেখতে পেয়ে চমকে গিয়ে কড়া ব্রেক কষল। চাকা পিছলে যাবার তীক্ষ্ণ আওয়াজ চিরে দিল রাতের নৈঃশব্দ্য। ভিতরের আঙিনা ঘিরে থাকা দেয়ালের দু'ইঞ্চি দূরে থামল বুইকের নাক।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছল জেমস কুপার। বিড়বিড় করে বলল, 'থামলে কেন, একেবারে ড্রইংরুমে ঢুকে পড়লেই পারতে! জানোই তো, হাঁটতে আমি পছন্দ করি না।'

'খামোকা ভয় পাও তুমি, জেমস,' চেপে রাখা দম ছাড়ল রানা। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'আসলে সমস্যা হচ্ছে, বেশি ড্রিঙ্ক করো তুমি।'

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে পা বাড়াল ওরা দু'জন, সদর দরজার বাঁ পাশে বিরাট একটা চকচকে কালো ক্যাডিলাক দেখতে পেল। পার্কিং লাইট জ্বলছে ওটার। টেরেসের দরজা থেকে আলো আসছে বাইরে, এ ছাড়া গোটা বাড়ি ডুবে রয়েছে অন্ধকারে।

'আমরা কি বেল বাজাব, না ওদিক দিয়ে ঢুকে পড়ব?' একটা আলোকিত জানালা দেখাল জেমস কুপার।

'আগে একবার ঘুরে দেখব চারপাশ,' বলল রানা। 'কাউকে না দেখলে বেল বাজাব।' ওয়ালথারটা বের করে সেফটি ক্যাচ অফ করল ও। 'তোমার রিভলভারটা হাতে রেখো।'

জেমস কুপারের হাতে বেরিয়ে এলো নাকবোঁচা .৪৫ কোল্ট। বিড়বিড় করে বলল সে, 'হাতে রাখাই ভাল, পকেটে রাখলে কোটের ভাঁজ নষ্ট হয়ে যায়।'

অন্ধকারে হেঁটে এক পাশ থেকে আলোকিত জানালার কাছে সরে গেল দু'জন, তারপর আরও সরে একটা কেইসমেন্ট ডোর

দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল রানা। মেক্সিকান ধাঁচে সাজানো বিশাল একটা আট কোনা ঘর দেখতে পেল ও। মেঝেতে দামি কার্পেট, দেয়ালে ঘোড়ার জিন ও অন্যান্য সাজ টাঙানো; জানালা ও খালি ফায়ারপ্লেসের কাছাকাছি বড় বড় কয়েকটা সোফা।

টেলিফোনটা টেবিলের উপর রাখা। ওটার পাশে একটা টাম্বলারে হুইস্কি এবং সম্ভবত সোডা। একটা জ্বলন্ত সিগারেট খসে পড়েছিল অ্যাশট্রে থেকে, পোড়া দাগ হয়ে গেছে চিকচিকে পালিশ করা দামি টেবিলের ওপরে। অর্ধেকটা পুড়েই নিভে গেছে সিগারেট।

ঘরে কেউ নেই।

হাতের ইশারায় জেমস কুপারকে এগিয়ে আসতে বলল রানা।

ওর কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে ঠোঁট গোল করে নিঃশব্দে শিস বাজানোর ভঙ্গি করল কুপার, বলল, 'বাপরে, একেকটা সোফার দাম আমার তিন বছরের বেতনের সমান।' রানার দিকে তাকাল সে। 'কী করব আমরা?'

জবাব না দিয়ে টেরেস হয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল রানা। অর্ধেকটা সিগারেট ওকে চিন্তিত করে তুলেছে। টাম্বলারের হুইস্কিটাও।

দেয়ালে ঝোলানো স্বর্ণখচিত একটা মেক্সিকান জিন কাছ থেকে দেখবে বলে রানার পিছন থেকে সরে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেল জেমস কুপার। একটা সোফা পাশ কাটিয়ে দু'পা এগিয়েই চমকে থেমে গেল সে। 'রানা!' ডাক দিল। গলার আওয়াজে জরুরি একটা ভাব।

দ্রুত তার পাশে চলে এলো রানা।

শোফারের কালো ইউনিফর্ম পরা ছোটখাটো এক লোক চিত হয়ে পড়ে আছে কার্পেটের উপর। মারা গেছে বুঝতে দ্বিতীয়বার তাকাতে হয় না। বেগুনি একটা গোল ফুটো লোকটার কপালে, অনেক রক্ত পড়েছে ক্ষতটা থেকে, মেক্সিকান কার্পেট ভিজে গেছে। লাশের হাত দুটো পড়ে আছে দেহের দু'পাশে,

আঙুলগুলো দেখলে মনে হয় কিছু আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। হলদেটে মুখটা যেন আতঙ্কের মুখোশ।

'আরেকটু হলে আমার বুকের খাঁচা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যেত হৃৎপিণ্ডটা,' নিচু গলায় নালিশ করল কুপার।

ঝুঁকে লাশের হাত ছুঁলো রানা। এখনও গরম। বেশিক্ষণ হয়নি মারা গেছে লোকটা।

'মিস্টার ব্যারন যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখনই বোধহয় আসে কিডন্যাপাররা,' বলল রানা। 'কাজ সেরে চলে গেছে মনে হয়।' একটু থেমে বলল, 'পুলিশে ফোন করো। দেরি করা ঠিক হবে না। এমনিতেই আমাদের পছন্দ করে না নাকউঁচু, মাথামোটা ক্যাপ্টেন, তার উপর যদি জানে তাকে খবর দিতে দেরি করা হয়েছে, তা হলে সম্পর্কটা আরও খারাপ হয়ে যাবে।'

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করতে গিয়েও থেমে গেল জেমস কুপার, রানার দিকে তাকাল। 'মনে হয় একটা গাড়ি আসছে।'

'এখানেই থাকো, আমি দেখছি,' বলে টেরেসে এসে দাঁড়াল রানা।

দ্রুত ছুটে আসছে গাড়িটা। তারপর ড্রাইভওয়ের বাঁক পার হয়ে ব্রেক কষল। চাকার গা রী-রী করা আওয়াজ তুলে রানার বুইকের দু'গজ পিছনে থামল।

টেরেসের মাঝখানে, সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল রানা, চওড়া ধাপগুলো বেয়ে নামতে শুরু করল। দেখল, একটা মেয়ে বের হচ্ছে গাড়িটা থেকে।

চাঁদের অস্পষ্ট আলোর সঙ্গে যোগ দিয়েছে তিনটে গাড়ির পার্কিং লাইট, সেই আলোয় মেয়েটার লম্বা, সুডৌল কাঠামো আবছা দেখাল।

'জেফ...' দূরে দাঁড়ানো রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'জেফ, তুমি?'

'মিস্টার ব্যারন এখানে নেই বলেই মনে হচ্ছে,' বলল রানা। চটপট কোমরে গুঁজে ফেলল পিস্তলটা, তারপর পা বাড়াল মেয়েটির দিকে।

যুবতী শ্বাস আটকে ফেলেছে, আওয়াজটা শুনতে পেল ও। আধপাক ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি, মনে হলো ছুটে পালাবার কথা ভাবছে। তারপর সামলে নিল নিজেকে। রানার দিকে তাকাল।

'কে... কে আপনি?'

'আমার নাম মাসুদ রানা,' জানাল রানা। 'মিস্টার ব্যারন মিনিট বিশেক আগে ফোন করেছিলেন আমাকে, বলেছিলেন যেন এখানে আসি আমি।'

'ও।' একই সঙ্গে বিস্মিত ও হতভম্ব মনে হলো মেয়েটিকে। 'আপনি বলছেন মিস্টার ব্যারন এখানে নেই?'

'না। তা বলছি না। পুরো বাড়িতে ওই একটা ঘরেই শুধু আলো জ্বলছে। ওখানে নেই মিস্টার ব্যারন।'

চেহারা দেখবার মতো যথেষ্ট কাছে পৌঁছে গেছে রানা। মেয়েটা ইভনিং ড্রেস পরে আছে, বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। দেখতে সত্যিই সুন্দর।

'কিন্তু থাকার তো কথা,' তীক্ষ্ণ শোনাল যুবতীর কণ্ঠ।

'জানতে পারি, আপনি কে?' ভদ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল রানা।

খানিক দ্বিধায় ভুগল যুবতী, তারপর বলল, 'আমি লিসা চ্যাপেল, মিসেস ব্যারনের সেক্রেটারি।'

বাড়ির দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছে মেয়েটা, কাজেই রানাকে বলতে হলো, 'আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে হচ্ছে, দুঃখিত।' আলোকিত জানালাটা দেখাল ও। 'ওই ঘরে মিস্টার ব্যারনের শোফার আছে। মারা গেছে সে।'

'মারা গেছে?' আড়ষ্ট হয়ে গেল লিসা চ্যাপেল।

'কপালে গুলি করে মারা হয়েছে তাকে।'

টলে উঠল যুবতী, পড়ে যেত হয়তো, রানা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল। 'গাড়িতে একটু বসবেন আপনি? সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকলে ভাল লাগবে।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লিসা চ্যাপেল। 'না, ঠিক আছে।... আপনি বলছেন খুন হয়েছে লোকটা?'

'হ্যাঁ। আত্মহত্যা হতে পারে না।'

'আর জেফ... মিস্টার ব্যারন? তার কী হয়েছে?'

'জানি না। ফোনে বলেছিলেন তাঁকে কিডন্যাপ করা হতে পারে। তারপর এখানে এসে দেখি মরে পড়ে আছে শোফার।'

'কিডন্যাপ? ওহ্!' কেঁপে উঠে বড় করে শ্বাস নিল যুবতী। 'তাই বলেছিল মিস্টার ব্যারন? আপনার কোনও ভুল হচ্ছে না তো?'

'না। বাড়িটা আমরা সার্চ করে দেখব। গাড়িতে বসে অপেক্ষা করবেন আপনি?'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল পলা ব্যারনের সেক্রেটারি। 'আমিও খুঁজব আপনাদের সঙ্গে। ...মিস্টার ব্যারনকে কেউ কিডন্যাপ করবে কেন?' কথাটা বলেই রানাকে পাশ কাটিয়ে পা বাড়াল সে। প্রায় দৌড়ে উঠল সিঁড়ি বেয়ে, আলোকিত ঘরটার দরজার দিকে এগোল দ্রুত।

বেরিয়ে এলো জেমস কুপার, মেয়েটার পথরোধ করে দাঁড়াল। মৃদু গলায় বলল, 'আমার মনে হয় না ওখানে ঢোকা আপনার উচিত হবে, মিস।'

'আপনি মিস্টার ব্যারনকে দেখেছেন?' প্রায় চিৎকার করে উঠল লিসা চ্যাপেল। ঘরের আলো পড়েছে মেয়েটার সুন্দর অথচ কঠোর মুখে। বড়লোক মহিলা-ব্যবসায়ীরা যে-ধরনের মেয়েদের সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকে, একে ঠিক সেরকম মনে হলো না রানার। মেয়েটার পোশাক বেশ দামি, চেহারা-সুরত ও আচরণে প্রত্যয়ী। এর দিকে তাকালে ঈর্ষা হবে ধনী মহিলাদের,

কাজেই চাকরিতে নেবে না কিছুতেই।

মাথা নাড়ল জেমস কুপার। 'না, মিস্টার ব্যারনকে দেখিনি আমি।'

'খুঁজে দেখুন প্লিজ,' প্রায় নির্দেশের সুরে বলল লিসা চ্যাপেল। 'দু'জনই খুঁজুন। বাড়িটা সার্চ করুন।'

বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'পুলিশে ফোন করেছ, জেমস?'

'করেছি,' পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল জেমস কুপার। ডায়াল করল পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নম্বরে।

ঘরের দিকে পা বাড়াল যুবতী, বাধা দিল না রানা, অনুসরণ করল। খেয়াল করল, লাশটা দেখে মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে লিসা চ্যাপেলের। তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে নিল সে, ঘুরে দাঁড়াল

'টেরেসে আসুন,' মেয়েটার বাহুতে হাত রাখল রানা। 'আমার সহকারী মিস্টার ব্যারনকে খুঁজবে।'

শিউরে উঠে হাতটা ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা, টেরেসে গিয়ে দাঁড়াল, তাকাল রানার দিকে, তারপর কাঠ-কাঠ গলায় বলল, 'কী ভয়ঙ্কর! ...আপনি খুঁজছেন না কেন, মিস্টার রানা? আমার মনে হয় এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে আপনারও খোঁজা উচিত।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার ব্যারন আপনাকে ফোন করল কেন? আপনাকে চিনত মিস্টার ব্যারন?'

'আমি রানা এজেন্সির চিফ,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই পরিচিত কারও কাছে আমাদের সম্বন্ধে জেনেছিলেন মিস্টার ব্যারন।'

মুখে হাত-চাপা দিল লিসা চ্যাপেল, একটা পিলারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

'দুঃখিত, বুঝলাম না। রানা এজেন্সি কী? অর্কিড সিটিতে এসেছি আমি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।'

'রানা এজেন্সি একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি,' বলল রানা। 'মিস্টার ব্যারন আমাদের কাছে নিরাপত্তা

চাইছিলেন। তবে, মনে হচ্ছে, দেরি হয়ে গেছে আমাদের।'

গাল দুটো কুঁচকে উঠল লিসা চ্যাপেলের।

'বিশ্বাস হতে চায় না এরকম কিছু হতে পারে। বাড়িটা একটু খুঁজে দেখুন না। নিশ্চয়ই বাড়িতেই আছে মিস্টার ব্যারন।'

'আমার সহকারী খুঁজছে, মিস চ্যাপেল,' বলল রানা। 'তবে মিস্টার ব্যারন বলেছিলেন মাত্র কিছুক্ষণ আগে এখানে পৌঁছেছেন তিনি। সঙ্গে শোফার ছাড়া আর কেউ নেই। কথাটা কি সত্যি?'

'নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছি আমরা,' বলল লিসা চ্যাপেল। 'মিসেস ব্যারন আগামীকাল এসে পৌঁছুবে। আমি মিস্টার ব্যারনের সঙ্গে এসেছিলাম বাড়ির সবকিছু তদারকি করতে। অর্কিড হোটেলে উঠেছি আমরা। সন্ধ্যায় মিস্টার ব্যারন বলল বাড়িটা একবার ঘুরে দেখবে। পরে আসার কথা ছিল আমার। তারপর তো এসে শুনি...'

টেরেসে বেরিয়ে এলো জেমস কুপার, জানাল, 'বাড়িতে কেউ নেই, রানা।'

'বাগানে খুঁজে দেখো।'

লিসা চ্যাপেলের দিকে চট্ করে একবার আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাগানের দিকে চলল জেমস কুপার।

'তাঁকে কিডন্যাপ করা হতে পারে এরকম কিছু কি তিনি আপনাকে জানিয়েছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না তো!'

'কখন হোটেল থেকে বের হন তিনি?'

'সাড়ে সাতটায়।'

'রাত দশটা দশ মিনিটে আমাকে ফোন করেছিলেন উনি,' বলল রানা। 'প্রশ্ন হচ্ছে, এই দু'ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট তিনি কী করছিলেন।' মেয়েটার চোখে তাকাল রানা। 'আপনার কোনও ধারণা আছে এ-ব্যাপারে?'

'হয়তো বাড়িটা ঘুরে দেখছিল,' ইতস্তত করে বলল লিসা।

চ্যাপেল। 'আপনিও আপনার লোকের সঙ্গে খুঁজে দেখুন না বাগানটা। মিস্টার ব্যারন হয়তো আহত হয়ে কোথাও পড়ে আছে এখন, হয়তো সাহায্য দরকার।'

রানার ধারণা হলো, ওর উপস্থিতি মেয়েটার পছন্দ হচ্ছে না। লিসা চ্যাপেল চাইছে না ও এখানে থাকুক। মুখে বলল, 'পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত আপনার সঙ্গেই থাকছি আমি। চাই না আপনাকেও কিডন্যাপ করা হোক।'

টলে উঠল লিসা চ্যাপেল, কাঁপা গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে... মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাব। আমার অপারগতার কথা পুলিশকে একটু বলবেন দয়া করে? হোটেলে তাদের সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'পুলিশ না আসা পর্যন্ত আপনার এখানে থাকলেই ভাল হয়,' শান্ত গলায় বলল রানা।

ঘনঘন মাথা নাড়ল লিসা চ্যাপেল। 'না... যেতে হবে আমাকে। মিস্টার ব্যারন হয়তো হোটেলে ফিরে গেছে। যাই, দেখি...' ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল সে।

মেয়েটার কব্জি ধরে ফেলল রানা। নিচু, দৃঢ় গলায় বলল, 'দুঃখিত, কিন্তু পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত থাকতে হবে আপনাকে।'

কঠোর দৃষ্টিতে রানার চোখে তাকাল লিসা চ্যাপেল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আড়ষ্ট চেহারায় বলল, 'আপনি তা-ই মনে করেন?'

'তা-ই মনে করছি।'

হাত-ব্যাগটা খুলল লিসা চ্যাপেল। কাঁপা গলায় বলল, 'সিগারেট গেল কই!'

অত্যন্ত সাবলীল দক্ষতার সঙ্গে কাজটা করল মেয়েটা। কিছু করবার আগেই রানা দেখল ওর বুকের দিকে তাকিয়ে আছে একটা .২৫ অটোমেটিক।

'মাথার উপর হাত তুলুন,' নির্দেশ দিল মেয়েটা।

'দেখুন, মিস চ্যাপেল...

'যা বলছি করুন, নইলে গুলি করব আমি,' হিসহিস করে বলল সেক্রেটারি। তার চোখ দুটোয় তাড়া খেয়ে রুখে দাঁড়ানো সিংহীর দৃষ্টি দেখল রানা। আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। রানার দিকে চোখ রেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল গাড়ির কাছে।

যথেষ্ট দূরত্ব তৈরি হয়েছে বুঝে লাফ দিয়ে টেরেস থেকে নামল রানা, .২৫ দিয়ে এই দূরত্বে লক্ষ্যভেদ করা খুব কঠিন হবে। ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার।

গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার আওয়াজ শুনতে পেল ও, তার পরপরই তীক্ষ্ণ আওয়াজে গুলি উগরাল .২৫ পিস্তল। রানার মাথার উপর দিয়ে গুঞ্জন তুলে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। এরিকা পামের একটা টবের আড়াল নিল রানা। কুপারের দৌড়ে আসবার আওয়াজ শুনতে পেল। আরেকটা গুলি চলে গেল ওর বাঁ পাশ দিয়ে। তৃতীয় গুলিটা করা হলো বাগানের দিকে। তারপর আরও দুটো গুলি কী লক্ষ্য করে করা হলো, বোঝা গেল না।

স্কিড করে ঘুরেই ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটল গাড়িটা।

এক দৌড়ে বুইকের কাছে চলে এলো রানা, অনুসরণ করবে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে এগোতে গিয়ে বুঝতে পারল মেয়েটার শেষ গুলি দুটো বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে পিছনের বামদিকের চাকাটার।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো জেমস কুপার, বুইকের পাশে দাঁড়াল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আরেকটু হলেই মাথায় গুলি খেতাম আমি!'

তিন

লাইব্রেরির ফায়ারপ্লেসের দিকে পিঠ দিয়ে পাশাপাশি বসে আছে রানা ও জেমস কুপার। পাথরের মতো কঠিন দৃষ্টিওয়ালা এক পুলিশ অফিসার দরজার কাছ থেকে দেখছে ওদের, অথবা ওদের ফুটো করে আরও দূরের কিছু।

একটু আগে রানা ও জেমস কুপার জানিয়েছে এখানে আসবার পর ওরা কী দেখেছে ও কী ঘটেছে, ওদের বক্তব্য লিখে নিয়েছে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ। এখন ওরা অপেক্ষা করছে পুলিশ ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ফ্লেমিঙের জন্য। জেফ ব্যারন কে তা জানবার পরে পুলিশ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ শেষে সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ জানিয়েছে, ওদের দু'জনের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলতে চান ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, ওরা যেন দয়া করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে।

পাশের ঘরে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের লোকরা কাজ করছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুঁজছে তারা, লাশ ও ঘরের ছবি তুলছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। খুঁজে দেখছে জরুরি কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।

প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে টেলিফোন। ঘন ঘন আসছে-যাচ্ছে গাড়ি। কিছুক্ষণ পর কে যেন ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। রানার পাঁজরে হালকা গুঁতো মারল জেমস কুপার। শুকনো গলায় বলল, 'ব্যাটা ফ্লেমিং! খুব খুশি হবে আমাদের দেখে।'

ভ্রূ কুঁচকে জেমস কুপারকে দেখল পুলিশ অফিসার, সোজা

হয়ে দাঁড়াল, অজান্তেই জ্যাকেট টেনে সিধে করে বোতামগুলোর দিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকাল। খুঁতখুঁতে, বদমেজাজি লোক বলে অর্কিড সিটি পুলিশ বাহিনীতে কুখ্যাতি আছে ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ফ্লেমিঙের; অধীনস্থরা রীতিমতো ভয় পায় তাকে, অনেকে অপছন্দ করে, তবে তা প্রকাশ করে না।

পেরিয়ে গেল পাঁচ মিনিট। ঘড়ি দেখল রানা। বারোটা পনেরো বাজে। ঝিমাচ্ছে জেমস কুপার। অবসন্ন রানার মনে হলো, ঘুমিয়ে উঠলে ক্লান্তি কাটত।

ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলা হলো ঘরের দরজা, ভিতরে ঢুকল ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ফ্লেমিং। তার পিছনে হোমিসাইড স্কোয়াডের লেফটেন্যান্ট টেড মরিসও আছে।

মৃদু ধাক্কা দিয়ে জেমস কুপারকে সচেতন করে তুলল রানা। থমকে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়েছে ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। ভাব দেখে মনে হলো কোনও গ্র্যান্ড ডিউক তাঁর বিছানায় এইমাত্র এক জোড়া কাদামাখা পায়ের ছাপ দেখে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছেন।

বেঁটে, মোটা লোক ব্রায়ান ফ্লেমিং, লালচে-গোলাপী মুখটা ফুটবলের মতো গোল। চুলগুলো ধবধবে সাদা। চোখে শীতল, জবাবদিহি চাওয়ার দৃষ্টি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক, তবে বুদ্ধিমান নয়। কাজে সফলতা পায়, কারণ লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের মাথাটাকে কাজে লাগিয়ে প্রশংসাটুকু সবসময় নিজে নেয়। দশ বছর হলো পুলিশের ক্যাপ্টেন সে। অনেকেই সন্দেহ করে, সৎ নয়, প্রমাণ গোপন করে সে, নিজের স্বার্থে প্রমাণ তৈরিও করে। অধীনস্থ অফিসারদের উৎসাহিত করে বেপরোয়া আচরণ করতে, গায়ের জোর খাটাতে। ক্ষমতা আছে ব্রায়ান ফ্লেমিঙের, বিপজ্জনক একজন বোকা মানুষ। রানা এজেন্সি খুলবার সময় যারা জোর আপত্তি তুলেছিল, তাদের মধ্যে ব্রায়ান ফ্লেমিং অন্যতম।

'ও, তা হলে আপনারা গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হয়ে গেছেন।' রানার উপর থেকে চোখ সরিয়ে জেমস কুপারকে দেখল সে।

কর্কশ, খড়খড়ে গলায় টিটকারির সুরে বলল, 'মড়ার গন্ধ পেলে শেয়াল-শকুন তো আসবেই, অবাক হচ্ছি কেন! ...তবে মিস্টার রানা তো আবার সিংহ। তো, মিস্টার রানা, এই ছোটখাটো ব্যাপারে হঠাৎ আপনি যে? আপনি তো রাজা-উজির মারেন।' ফিরে তাকাল সে দরজার কাছে দাঁড়ানো কাঠের মূর্তির মতো স্থির পুলিশের দিকে। 'আউট!'

নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকটা, দরজাটা এতো সাবধানে বন্ধ করল, যেন ওটা ডিমের খোসা দিয়ে তৈরি।

ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের পিছন থেকে রানা ও কুপারের উদ্দেশে চোখ টিপল লেফটেন্যান্ট মরিস।

বসল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, সামনে ছড়িয়ে দিল তার মোটা, বেঁটে পা দুটো, পর্ক-পাই হ্যাট মাথার পিছনে ঠেলে ব্যস্ত হয়ে কোটের পকেটে খুঁজতে শুরু করল এ-মুহূর্তে অতি প্রয়োজনীয় সিগার।

'দয়া করে আবার প্রথম থেকে বলুন, মিস্টার রানা,' বলল সে সিগার খুঁজবার ফাঁকে। 'দুয়েকটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই।' রানার দিকে স্পষ্ট অপছন্দ নিয়ে তাকাল। সিগার ধরিয়ে বলল, 'তা হলে শুরু করুন, মিস্টার রানা। ঠিক যেভাবে বলেছেন ম্যাকগ্রাথকে, সেভাবেই বলুন আমাকেও, যদি আপনার কোনও আপত্তি না থাকে।'

'জেমস আর আমি আমার বাংলোতে ছিলাম,' বিরক্তির সঙ্গে শুরু করল রানা, তবে গলায় বিরক্তির কোনও প্রকাশ নেই। 'রাত দশটা দশ মিনিটে ফোন বেজে ওঠে। যে ফোন করে, সে নিজের নাম বলে জেফ ব্যারন, দেরি না করে এখানে আসতে বলে আমাকে। বলে একজন তাকে ফোন করে হুমকি দিয়েছে, আজ রাতে তাকে কিডন্যাপ করা হবে।'

'আপনি শিওর, ঠিক এ-কথাই বলেছিলেন উনি?' ম্যানিকিওর করা বুড়ো আঙুল দিয়ে সিগারের গায়ে টিপ দিল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং।

'শিওর।'

সামনে ঝুঁকল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং. চেহারায় খুশি-খুশি ভাব। 'এ-বাড়িতে আজ কেউ ফোন করেনি। ...কী বুঝলেন?'

'হয়তো হোটেলে কেউ ভদ্রলোককে ফোন করেছিল,' বলল রানা।

আত্মতৃপ্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। চট করে একবার ঘাড় ফিরিয়ে লেফটেন্যান্ট টেড মরিসকে দেখে নিয়ে বলল, 'করেনি। ওটাও আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি।'

'আমাকে ফোন করা ছাড়া এ-বাড়ি থেকে আর কোনও ফোন করা হয়েছিল?'

সিগারটা মোটা মোটা আঙুলের ফাঁকে ঘোরাল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং।

'হ্যাঁ। একটা কল-বক্সের নম্বরে ফোন করা হয়। ...তো?'

ভারী, নিচু গলায় লেফটেন্যান্ট মরিস বলল, 'এমন হতে পারে, মিস্টার ব্যারনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আজ রাতে নির্দিষ্ট সময় ওই নম্বরে ফোন করতে। ফোন করার পর তাঁকে বলা হয় কিডন্যাপ করা হতে পারে। ঘটনাটা এভাবেও হতে পারে।'

ঘাড় ফিরিয়ে টেড মরিসের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। তার ভাব দেখে মনে হলো, এইমাত্র জানল লেফটেন্যান্ট টেড মরিস ঘরে আছে। লেফটেন্যান্টের বুদ্ধির উপর নির্ভর করলেও সবসময় লোকটা ভাব দেখায়, মরিসের আসলে পুলিশ ফোর্সে থাকবার কোনও যোগ্যতাই নেই।

'হয়তো,' বলল ফ্লেমিং। 'অথবা মিস্টার রানা মিথ্যে বলছেন।' আবার রানার দিকে তাকাল হোঁৎকা লোকটা। নকল হাসিতে বেরিয়ে পড়ল ছোট ছোট সমান আকৃতির দাঁতগুলো। 'নিশ্চয়ই আপনি মিথ্যে বলছেন না, তা-ই না, মিস্টার রানা?'

'না।' বিন্দুমাত্র পরিবর্তন এলো না রানার চেহারায়। হাড়ে হাড়ে চেনে ও এইসব বর্ণবাদী, নীচমনা শ্বেতাঙ্গদের। মনে মনে বলল, তোর মতো একটা ছোটলোককে পাত্তা দেবার কোনও

দরকার নেই আমার। যদি চাইতাম, উপরমহলে যোগাযোগ করে তোর বারোটা বাজিয়ে দিতে পারতাম, তবে তোর সর্বনাশ দেখার জন্য কলকাঠি নাড়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না।

সিগারে টান দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। 'তা হলে বলুন, পুলিশে যোগাযোগ না করে মিস্টার ব্যারন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কেন?'

রানা বলতে পারত অর্কিড সিটি পুলিশের অযোগ্যতার কথা, তবে বলল না। 'ব্যাপারটা ঠাট্টাও হতে পারে, সে-সন্দেহ করছিলেন উনি। হাসির পাত্র হতে চাননি হয়তো।'

'বলে যান, প্লিজ।' ঢুলুঢুলু চোখের শীতল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

'কথা বলছিলেন উনি, এমন সময় হঠাৎ থেমে যান। আমি কয়েকবার হ্যালো বলার পরেও জবাব দেননি। তাঁর শ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি। তারপর লাইন কেটে যায়।'

'তখনই আপনার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করা উচিত ছিল না, মিস্টার রানা?' ঘোঁৎ করে উঠল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। 'তখনই আপনার বোঝা উচিত ছিল না, কোথাও কোনও গণ্ডগোল আছে?'

'আমি ভেবেছিলাম তাঁর শোফার এসেছে কোনও কারণে, মিস্টার ব্যারন তার সামনে কথা বলতে চাইছেন না। মিস্টার ব্যারনের মতো নামকরা লোক না চাইলেও আমি যেচে পুলিশে যোগাযোগ করব, সেটা ঠিক হবে বলে মনে করিনি।'

ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল ফ্লেমিং। তিক্ত স্বরে বলল, 'ও, আচ্ছা, মিস্টার রানা। বলে যান, প্লিজ। ...তারপর আপনি এখানে আসেন এবং সিং চানকে পান, ঠিক?'

'যদি ওটাই হয়ে থাকে শোফারের নাম।'

'ওর মানিব্যাগে পাওয়া চিঠিতে যা লেখা আছে, তাতে ওটাই ওর নাম। আসার সময় কাউকে দেখেছেন পথে? কোনও গাড়ি?'

'না। লাশটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে কুপারকে বলি আপনাদের

সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ও ফোন করার আগেই সেই মেয়েটা আসে।'

মোটা নাকটা ধরে বার কয়েক টান দিয়ে নিল ফ্লেমিং, যেন ছিঁড়ে আনতে চায়।

'শুনেছি মেয়েটার কথা। কী নাম বলেছে সে নিজের?'

'লিসা চ্যাপেল।'

'হ্যাঁ, লিসা চ্যাপেল।' ধোঁয়া ছেড়ে চেহারা আড়াল করে ফেলল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। 'বলেছিল মিসেস ব্যারনের সেক্রেটারি, না?'

'হ্যাঁ।'

'অর্কিড হোটেলে ওই নামে কেউ নেই।'

চুপ করে থাকল রানা। বুঝতে পারছে জটিল একটা রহস্য আছে এই কিডন্যাপিঙে।

নীরবতা ভাঙল ক্যাপ্টেন। 'তাকে দেখে সেক্রেটারি মনে হয়েছিল আপনার?'

'না।'

'আপনার কী ধারণা, মিস্টার ব্যারনের কিডন্যাপিঙের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে?'

'আমার মনে হয়েছে সম্ভাবনা কম। খবরটা শুনে সত্যি সত্যি চমকে গিয়েছিল মেয়েটা। তা ছাড়া, সে যদি জড়িত থাকত এবং জানত এরকম কিছু ঘটবে, তা হলে কিডন্যাপিঙের পর এখানে তার আসার দরকার ছিল কি?'

'ঠিকই ধরেছেন আপনি, মিস্টার রানা, ঠিক লাইনেই চিন্তা করছেন।' শেয়ালের মতো চতুর হাসি হাসল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, ভাব দেখে মনে হলো, সে-ও এই একই কথা চিন্তা করে দেখেছে আগেই। 'এবার বলুন তো দেখি, তাকে দেখে আপনার বিচলিত মনে হয়েছে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

গদিমোড়া চেয়ারে হেলান দিল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, ছাদের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে শুরু করল। একটু পরে বলল, 'দেখুন, মিস্টার রানা, একটা কথা আপনাকে বুঝতে হবে। পেপারগুলো যখন জানবে এখানে কী ঘটেছে, তখন হৈ-চৈ পড়ে যাবে। মিস্টার ব্যারনের স্ত্রী অত্যন্ত নামী এবং গুরুত্বপূর্ণ মহিলা। তার চেয়েও বেশি, পাবলিক ফিগার। আরেকটা কথা, বড় বড় জায়গায় অনেক প্রভাবশালী বন্ধু আছে তাঁর। আমরা যদি সাবধান না হই, তা হলে বেকায়দায় পড়ে যেতে পারি। কাজেই সাবধান থাকছি আমি। আর আপনাকে আমি অনুরোধ করছি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে। ...মিস্টার রানা?'

জবাব দিল না রানা, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাল ফ্লেমিঙের দিকে। দু'জনের মধ্যে নীরব একটা দৃষ্টির লড়াই হয়ে গেল।

চোখ সরিয়ে নিয়ে সিগারে টান দিল ফ্লেমিং। বোকা হলেও গাধা নয় সে, জানে, বেশি চোটপাট দেখাতে গেলে হয়তো হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। 'বাজি ধরে বলতে পারি, এই লিসা চ্যাপেল মেয়েটা মিস্টার ব্যারনের রক্ষিতা। মিস্টার ব্যারন সম্বন্ধে তেমন কিছুই আমরা জানি না। কিডন্যাপিঙের পর তদন্ত করার তেমন একটা সময় আমরা পাইনি। তবে সামান্য হলেও এগিয়েছি। এখন আমরা জানি, মিস্টার ব্যারন এবং মিস ব্রডহার্স্ট-এর ওয়েডিংটা গোপনে হয়। আট সপ্তাহ আগে প্যারিসে বিয়ে করেন দু'জন। ওঁরা বিয়ে করছেন সেটা মিস ব্রডহার্স্ট-এর বাবাকেও জানানো হয়নি, নবদম্পতি নিউ ইয়র্কে আসার পর তিনি জানেন বিয়ে করেছে তাঁর মেয়ে। জানি না বিয়েটা গোপন রাখা হয়েছে কেন, তবে এমন হতেই পারে, মিস্টার ব্যারনকে নিয়ে গর্ব করে বলার মতো কিছুই নেই। সম্ভবত মিস ব্রডহার্স্ট চাননি তাঁর বাবা জানুন তিনি মিস্টার ব্যারনকে বিয়ে করছেন। কাজেই একেবারে বিয়ে করে তারপর হাজির হয়েছেন বাবার সামনে। এসব সত্যি কি না জানি না, আর এসব আমার চিন্তার কোনও বিষয়ও নয়।

তবে মনে হচ্ছে, মিস্টার ব্যারন অন্য আরেকটা মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই মেয়েই লিসা চ্যাপেল। বোঝাই যাচ্ছে, দু'জন ঠিক করেছিল আজ রাতটা এখানে একসঙ্গে কাটাবে। কিন্তু মেয়েটা আসার আগেই মিস্টার ব্যারন কিডন্যাপ হয়ে যান। যুক্তি বলে এভাবেই ঘটেছে সব। বুঝতেই পারছেন, মেয়েটা কেন চায়নি পুলিশ তাকে জেরা করার সুযোগ পাক। পুলিশকে এড়াতে আপনাকে পিস্তলের মুখে রেখে পালিয়ে যায় সে। বলতে দ্বিধা নেই, সে পালিয়েছে বলে আমি খুশি।'

চুপ করল ফ্লেমিং, চেহারা দেখে মনে হলো রানা কিছু বলবে সে-অপেক্ষায় আছে। কিছু বলল না রানা। হতে পারে ব্রায়ান ফ্লেমিঙের কথা সত্যি, আবার না-ও হতে পারে।

'সে-কারণেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছি আমি, মিস্টার রানা,' আবার শুরু করল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। ঠাণ্ডা চোখে রানাকে দেখছে সে। 'মিস্টার ব্যারনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে আমাদের কিছু করার আছে। তবে অন্য সমস্যাগুলো আমাদের মাথা ঘামানোর কোনও বিষয় নয়। আমি অনুরোধ করছি, লিসা চ্যাপেলের ব্যাপারে কারও কাছে মুখ খুলবেন না আপনি বা আপনার লোক। খবরটা যদি পেপারে আসে, তা হলে আমি ধরে নেব আপনারাই সাংবাদিকদের বলেছেন। সেক্ষেত্রে, মিস্টার রানা, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হবো। আমি চাই না এই কেস নিয়ে কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করুক কেউ। মিসেস ব্যারন আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাবেন এই কেসে। এভাবে স্বামী কিডন্যাপ হয়েছে, সেটাই তাঁর জন্যে যথেষ্টরও বেশি খারাপ খবর, স্বামী তাঁকে ঠকাচ্ছিল সেটা তাঁর না জানলেও চলবে। আরেকটা ব্যাপার, মিস্টার রানা, মিস্টার জন্সটনকে দিয়ে অনুরোধ করিয়েছেন আপনি, যেন আমরা আপনার এজেন্সির অপারেটরদের ওপরে হামলার ব্যাপারে জোরেশোরে তদন্ত করি। মিস্টার রানা, জানি উঁচু উঁচু জায়গায় অনেক বন্ধু আছে আপনার, চাইলে অনেক কিছুই

করতে পারেন আপনি, তবে মনে রাখবেন, সেরকম কিছু করার আগেই আপনার বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এই অর্কিড সিটিতে। কী বলেছি আশা করি বুঝতে পারছেন, মিস্টার রানা?'

তিক্ত একটা অনুভূতি হলো রানার, বুঝল, লোকটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জানিয়ে দিল, রানা এজেন্সির ছেলেদের উপর হামলার তদন্ত করতে আঙুল নাড়বে না সে, রানা যদি তার ব্যাপারে উচ্চপদস্থ কাউকে কোনও রকমের অনুরোধ করে, তা হলে ওর বিরুদ্ধে যথাসাধ্য করবে লোকটা।

পলা ব্যারনের বিষয়ে ফ্লেমিঙের এসব কথা বলবার অর্থও স্পষ্ট বুঝল ও। প্রভাবশালী বন্ধু-বান্ধব আছে মিসেস ব্যারনের। তাদের মধ্যে একজন ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট-এর গভর্নর। পলা ব্যারন গর্ভনরকে অনুরোধ করলে পুলিশ ক্যাপ্টেনকে শায়েস্তা করতে দেরি হবে না। মহিলাকে খেপালে হোঁৎকা ফ্লেমিঙের উপর মহাবিপদ নেমে আসতে পারে। পলা ব্যারনের স্বার্থ বা অনুভূতির কথা ভেবে ওসব বলেনি ফ্লেমিং, বলেছে আত্মরক্ষার তাগিদে।

'আপনার বক্তব্য জানলাম,' ক্লান্ত গলায় বলল বিরক্ত রানা।

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল ব্রায়ান ফ্লেমিং। 'আমার আর কিছু বলার নেই, মিস্টার রানা।'

অনেকক্ষণ ধরেই লোকটার উপর রাগ হচ্ছে রানার। তবে তার কোনও প্রকাশ ঘটেনি ওর চেহারায়, এখনও ঘটল না। জেমস কুপারকে নিয়ে বেরিয়ে এলো ও প্রাসাদোপম বাড়িটা থেকে, ফুটো চাকা পাল্টে বুইক নিয়ে রওনা হয়ে গেল বাংলোর দিকে। কিচ্ছু চিন্তা করতে ইচ্ছে করছে না ওর এখন। ঘুম। গভীর, একটানা, দীর্ঘ ঘুম দরকার এখন ওর।

পরদিন সকালে অফিসে গিয়েই হাসপাতালে ফোন করল রানা। ওকে জানানো হলো, আজিজ ও হাকিমের অবস্থা আগের চেয়ে

ভাল, তিন-চার দিনের মধ্যে তাদেরকে কেবিনে ট্র্যান্সফার করা হতে পারে। তবে তুহীন আশরাফ এখনও কোমায় আছে।

এরপর জেমস কুপারকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল রানা। সাগর-তীর সংলগ্ন ঘিঞ্জি এলাকায়, যেখানে তুহীনরা আক্রান্ত হয়েছে, সেখানে ঘোরাঘুরি করবে সে, দু'হাতে পয়সা ছড়াবে, আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজনের সঙ্গে মিশে যাবার চেষ্টা করবে, জানতে চেষ্টা করবে কারা, কেন রানা এজেন্সির ছেলেদের উপর আক্রমণ করেছিল।

জেমস কুপার চলে যাবার পর অফিসে বসে বিভিন্ন কেসের ফাইলগুলোয় চোখ বুলাতে শুরু করল রানা। লাঞ্চ সারল অফিসেই। দুপুরের পর ইদানীংকালের কয়েকটা ফাইলে হেরোইন পাচারের উপর বেশ কিছু রিপোর্ট বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করল ওর। তুহীনের লেখা একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে, বড়লোকদের শহর অর্কিড সিটিতে অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে হেরোইনসেবীর সংখ্যা। শহরের অলিতে গলিতে হেরোইন বিক্রি করছে খুচরা বিক্রেতারা। ধনীদের কিশোর বয়সী ছেলে-মেয়েরা তাদের ক্রেতা। গুজব শোনা যাচ্ছে, হেরোইন বিক্রেতাদের পৃষ্ঠ-পোষকতা করছে পুলিশের কয়েকজন সদস্য। পুলিশের ড্রাগ স্কোয়াডের সঙ্গে হেরোইন স্মাগলিং বন্ধ করতে একযোগে কাজ করছিল রানা এজেন্সি।

রিপোর্টগুলো পড়ে রানার ধারণা হলো, এ-ব্যাপারেই তদন্ত করতে গিয়ে আহত হয়েছে তুহীন, আজিজ ও হাকিম। সম্ভবত গুজবটা সঠিক, পুলিশও জড়িত হেরোইন বিক্রির র‍্যাকেটের সঙ্গে, এবং সেটা বুঝেই তুহীন আসতে বলেছিল ওকে অর্কিড সিটিতে। স্মাগলারদের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজশ আছে বলেই সম্ভবত ই-মেইলে সবকিছু লেখেনি তুহীন।

দেরি না করে ফোন করল ও জেমস কুপারের মোবাইল নম্বরে, বলে দিল কোন্ বিশেষ শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মেলামেশা

করতে হবে তাকে। হেরোইন কিনবে জেমস কুপার, উদার একটা ভঙ্গিতে নতুন বন্ধুবান্ধবদের বিনে পয়সায় খাওয়াবে, কৌশলে জানতে চেষ্টা করবে তুহীনদের উপর হামলা সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে কি না, কারা হেরোইন স্মাগলিং রিঙের হোতা।

বিকেলটা কাটল রানার অলস ভাবে। টানা আট ঘণ্টা ঘুম দিয়ে উঠেও যায়নি গতকালকের ক্লান্তি, ছ'টায় অফিস বন্ধ হতেই ফিরল ওর বাংলোয়। আজকে জেমস ওর বাংলোয় থাকবে না, থাকবে না তদন্তের একটা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত। হেরোইন ডিলারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর কোনও মানে হয় না সে রানা এজেন্সির লোক, মাসুদ রানার ঘনিষ্ঠ কেউ। সাগর-তীরের কোনও দামি হোটেলে উঠবে সে বিলিয়নেয়ার পিতার একমাত্র উড়নচণ্ডী ছেলে সেজে।

রাত ন'টার সময় ফোন বেজে ওঠায় ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। জেমস না। জেমস হলে মোবাইলে কল করত। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা।

'হ্যালো?'

লাইনে ভেসে আসছে অনেক মানুষের কথাবার্তার মৃদু গুঞ্জন। একটা ড্যান্স-ব্যান্ড ওয়াল্‌ট্‌য্‌ বাজাচ্ছে। মনে হলো কোনও ক্লাব থেকে ফোন করা হয়েছে।

'মিস্টার রানা?' নারী-কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল। নিচু, মৃদু খসখসে গলাটা চর্চিত, পুরুষদের মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম।

'বলছি।'

'আমি পলা ব্যারন, কাউন্টি ক্লাব থেকে। আপনার সঙ্গে জরুরি একটা কথা ছিল।'

'বলুন।'

'সামনা-সামনি বলতে চাই। আমি আসব, নাকি আপনি আসবেন? ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

রানার মনে প্রশ্ন এলো, রাতে কেন যেতে বলছে? কেন অফিস

আওয়ারে যোগাযোগ করেনি? স্বামী কিডন্যাপ হয়েছে মহিলার, মনের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব খারাপ। অসময়ে যেতে হবে, চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে বলল, 'ঠিক কী ব্যাপারে আমাকে আপনার দরকার, বলুন তো, মিসেস ব্যারন?'

'আসলে...' দ্বিধা করল নারীকণ্ঠ, 'আসলে কথাটা আমি সামনা-সামনি বলতে চাই। আপনার কোনও অসুবিধে না হলে আমি আসতে পারি আপনার ওখানে। ...মিস্টার রানা?'

'আমিই আসছি, মিসেস ব্যারন,' বলল রানা, 'ডিনার সারতে এমনিতেই ওদিকে যেতে হবে আমাকে। ...ডেস্কে আপনার কথা বললেই তো হবে?'

'আসার জন্য ধন্যবাদ; পার্কিং লটে আমার গাড়িতে থাকব,' বলল নিচু, খসখসে গলা। 'কালো একটা ক্যাডিলাক। দেরি হবে আপনার, মিস্টার রানা?'

'এই ধরুন, পনেরো মিনিট।'

'তা হলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি,' একটু তীক্ষ্ণ শোনাল এবার পলা ব্যারনের কণ্ঠ। 'চলে আসুন কাউন্টি ক্লাবে।'

লাইন কেটে গেল।

চার মিনিটের মাথায় বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেল রানা। জানে, শুরুতে যে যেমন খেলাবে, সেভাবেই খেলতে হবে ওকে। টাইটা ঠিক করে ভাবল, কেন ওকে ডাকল পলা ব্যারন? আন্দাজ করল, কিডন্যাপিঙ বিষয়ে হয়তো সরাসরি ওর মুখ থেকে জানতে চায়।

গলফ কোর্স পাশ কাটিয়ে রোযমোর অ্যাভেনিউ পেরিয়ে বামদিকে বাঁক নিল রানার বুইক, গ্লেনডোরা অ্যাভেনিউ ধরে এগিয়ে পৌঁছে গেল কাউন্টি ক্লাবের প্রকাণ্ড গেটের সামনে। তখনও পনেরো মিনিট পুরো হতে তিন মিনিট বাকি।

কাউন্টি ক্লাবের বিশাল বাগানের বড় বড় গাছগুলো আলোকিত হয়ে আছে উজ্জ্বল আলোয়। ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে

সুইমিং পুলের কাছে বেশ কিছু অর্ধ-উলঙ্গ নারী-পুরুষ দেখতে পেল রানা। কাছেই একটা সামনে বেড়ে থাকা ছাদের তলায় নাচের সুরে উদ্দাম বাজনা বাজাচ্ছে ব্যান্ডদল।

কারপার্কটা ক্লাবের পিছনে, দুনিয়ার সেরা সব দামি গাড়িতে বোঝাই হয়ে আছে। ফাঁকা একটা জায়গা পেয়ে বুইকটা ওখানে থামাল রানা। বুইক থেকে নেমে ওর মনে হলো, এই পার্কিং লটে পলা ব্যারনের কালো ক্যাডিলাক খুঁজবার চেয়ে খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজাও সহজ হবে। অন্তত তিনশো গাড়ি আছে লট-এ। তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ লেটেস্ট মডেলের কালো ক্যাডিলাক।

বামদিকে একটা গাড়ির পার্কিং লাইট জ্বলতে-নিভতে দেখল রানা, পা বাড়াল সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখতে পেল, গাড়িটা সেই চকচকে কালো ক্যাডিলাক, যেটা ও গতরাতে ওশন এন্ড-এ দেখেছে। এখনও টিপটিপ করছে পার্কিং লাইট। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল রানা।

হুইলের পিছনে বসে সিগারেট টানছে পলা ব্যারন, বয়স পঁচিশ থেকে সাতাশের মধ্যে। চাঁদের শীতল, মরাটে আলো পড়েছে তার উপর। প্রথমেই রানার নজর কাড়ল চুড়ো করা চুল পেঁচিয়ে থাকা ঝিকমিকে হিরের মালা। চাঁদের আলোয় শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো দেখাচ্ছে পলা ব্যারনকে। সোনা দিয়ে কারুকাজ করা স্ট্র্যাপলেস একটা পোশাক পরে আছে। সে যা, ঠিক তাই লাগছে তাকে দেখতে– দুনিয়ার চতুর্থ ধনী নারী। একটু লম্বাটে, সুন্দর মুখে আভিজাত্য ও অহঙ্কারের অভিব্যক্তি।

রানা টের পেল, ভাবলেশহীন চেহারায় সমান মনোযোগে ওকেও লক্ষ করা হচ্ছে। তিন সেকেন্ডের মধ্যে দু'জন যেন বুঝে নিল দু'জনের ওজন।

'বলেছিলাম পনেরো মিনিটের মধ্যে আসব,' বলল রানা, 'আরও এক মিনিট সময় আছে আমার হাতে, মিসেস ব্যারন। তার পরেও মনে হচ্ছে আপনাকে আমি অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি।

...আপনি কি এখানে কথা বলতে চান, নাকি অন্য কোথাও?'

কুঁচকে গেল ধনুক ভ্রূ। 'অন্য কোথায়?'

'গল্‌ফ কোর্সের কাছে নদীর ধারে চমৎকার একটা জায়গা আছে। হৈ-চৈ নেই ওখানে।'

'বেশ, তা হলে ওখানেই চলুন।' কাস্টম মেড লেদার বেঞ্চ সিটে সরে বসল পলা ব্যারন। 'আপনি চালান, প্লিয।'

গাড়িটা নিয়ে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এলো রানা, এরই ফাঁকে আড়চোখে যুবতীকে দেখে নিয়েছে ভাল করে। আনমনা হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে পলা ব্যারন, কী যেন ভাবছে। চেহারায় অনুভূতির কোনও ছাপ পড়েনি, যেন সাদা একটা মুখোশ। তারপরেও দেখতে সত্যি সুন্দর।

কাউন্টি ক্লাব থেকে বেরিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে ঝলমলে আলোয় আলোকিত ব্রিজ অ্যাভেনিউতে পড়ল রানা, তারপর আবার ডানে বাঁক নিয়ে নদীর পাশ দিয়ে যাওয়া সরু পথটা ধরে এগোল, কয়েক মিনিট পর পৌঁছে গেল নদীর তীরে একটা নির্জন, ফাঁকা জায়গায়। গাড়িটার নাক নদীর দিকে তাক করে ইঞ্জিন বন্ধ করল ও। চাঁদের আলোয় শান্ত নদীর ঢেউগুলোর মাথা চিকচিক করছে। তীরে এসে মাথা কুটে ফিরে যাওয়া পানির মৃদু ছলাৎছল আর মাঝে মাঝে ব্যাঙের ডাক ছাড়া চারপাশ একেবারে নীরব। বিরক্ত করবার কেউ নেই, কাজেই নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে এখানে।

'আপনি কি নদীর তীরে দাঁড়াবেন?' ক্লাব থেকে বের হবার পর এই প্রথম নীরবতা ভাঙল রানা।

সচেতন হয়ে উঠল পলা ব্যারন, যেন কষ্টদায়ক চিন্তাগুলো থেকে নিজেকে আলাদা করে নিল। মাথা নাড়ল আঙুলের টোকায় সিগারেটের শেষাংশ নদীতে ছুঁড়ে দিয়ে। 'না, এখানেই কথা বলতে চাই, যদি আপনার কোনও অসুবিধে না থাকে।'

'কোনও অসুবিধে নেই।'

'আপনিই তো সিং চানকে মরে পড়ে থাকতে দেখেন?'

'হ্যাঁ। আমি আর আমার এক বন্ধু। ...আপনার স্বামীর কোনও খবর পেয়েছেন?'

'সন্ধ্যার পর ফোন করেছিল ওরা। দশ লাখ ডলার চায়। বলেছে আমার স্বামী ভাল আছে, বারবার আমাকে দেখতে চাইছে।' নিচু, উত্থান-পতনহীন স্বরে কথা বলছে পলা ব্যারন, রানার মনে হলো মহিলা উদ্বেগ চেপে রাখতে চাইছে। 'আগামী পরশু রাতে টাকাগুলো পৌঁছে দিতে হবে। টাকা পাবার পর ওরা ছেড়ে দেবে আমার স্বামীকে।'

কিছু বলল না রানা। খানিকক্ষণ কেটে গেল চুপচাপ, তারপর রানার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকাল পলা ব্যারন।

'কাউকে না কাউকে টাকা পৌঁছে দিতে হবে। আমি আপনাকে ডেকেছি সামনা-সামনি ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করতে, যেন আপনি কাজটা করেন ...টাকা নিয়ে চিন্তা করবেন না, আপনার সম্মানী দেবার সাধ্য আমার আছে।'

'দেখুন, মিসেস ব্যারন, আমি নিজস্ব একটা কাজে এখানে এসেছি,' বলল রানা, খানিকটা রেগে গেছে। 'সে-কাজেই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে আমাকে, অন্য কোনও কাজে নিজেকে জড়ানোর কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

'মিস্টার রানা,' রানার চোখে আকুতি ভরা চোখ রাখল পলা ব্যারন। 'টাকার কথা বলা হয়তো আমার ভুল হয়েছে। অসহায় এক মহিলার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন আপনি? আসলে... আসলে আপনি টাকা পৌঁছে না দিলে আমাকে একা যেতে হবে ওখানে। এর অন্যথা করার উপায় নেই।'

'কোথায় মুক্তিপণ পৌঁছে দিতে হবে সে-ব্যাপারে ওদের সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল পলা ব্যারন।

'এটুকুই জানিয়েছে যোগাযোগ করে। টাকাগুলো দিতে হবে

ব্যবহৃত পঞ্চাশ ডলারের নোটে। অয়েলস্কিনে মোড়া তিনটে পার্সেলে থাকতে হবে টাকা। শেষ সময়ে আমাকে জানানো হবে টাকা কোথায় পৌঁছে দিতে হবে।'

কথাটা মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখল রানা। কিডন্যাপারদের কাছে মুক্তিপণের টাকা পৌঁছে দেয়া ওর লাইনের কাজ নয়, তা ছাড়া এটা সবসময়ই বিপজ্জনক। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, টাকা দিতে যে গেছে, সে হয় আহত হয়েছে, নয়তো মারা গেছে।

'কাজটা আমি করব কি না সেটা ঠিক করব কোথায় কীভাবে টাকাগুলো পৌঁছে দিতে বলা হবে তা জানার পর,' বলল রানা।

'আপনি ভাবছেন কাজটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে?'

'তা পারে।'

হ্যান্ডব্যাগ খুলে সিগারেট কেস বের করল পলা ব্যারন, রানাকে সিগারেট অফার করল। এবার একটু বেসুরো শোনাল তার গলা, 'ওরা আমার স্বামীকে ছেড়ে দেবে? ...আপনার কী মনে হয়?'

সিগারেট নিয়ে রানা বলল, 'ছেড়ে দেবার সম্ভাবনাই বেশি।' সিগারেট ধরাল ও, মিথ্যে বলছে বলে নিজের উপর বিরক্ত বোধ করছে। গাড়ির ভিতর নীরবতা নামল আবার।

'আপনি দয়া করে আমাকে সত্যি কথা বলুন, মিস্টার রানা,' হঠাৎ বলল পলা ব্যারন। 'ওকে ছেড়ে দেবে তো?'

'নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না,' মিথ্যে আশ্বাস আর দিল না রানা। 'নির্ভর করে তিনি কিডন্যাপারদের দেখেছেন কি না, তার উপর। যদি না দেখে থাকেন, তা হলে তাঁকে ছেড়ে না দেবার কোনও কারণ দেখি না।'

'কিন্তু যদি দেখে থাকে?'

'তা হলে কী করবে সেটা নির্ভর করে কিডন্যাপারদের উপর। আমেরিকায় কিডন্যাপিঙের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কাজেই, নিজেদের বিপদ এড়াতে চাইবে তারা। কোনও বাড়তি ঝুঁকি নেবে না।'

'আমাকে যা-ই করতে হোক, যতো টাকাই লাগুক, আমি আমার স্বামীকে ফিরে চাই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল পলা ব্যারন। 'এই পুরো অঘটনের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে আমার। আমার যদি এতো টাকা না থাকত, তা হলে ওকে কিডন্যাপ করা হতো না। যেভাবে হোক, ওকে উদ্ধার করতেই হবে।'

কিছু বলল না রানা। বুঝতে পারছে, মেয়েটা তার স্বামীকে আবার জীবিত দেখতে পাবে, সে-সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগের বেশি নয়। অতীতে অনেক ভিকটিম পুলিশকে তথ্য দিয়েছে মুক্ত হয়ে, ধরা পড়েছে কিডন্যাপার। আর যেখানে যা-ই হোক, আমেরিকায় সাধারণত ভিকটিমকে জীবিত ফিরিয়ে দেবার ঝুঁকি নেয় না কোনও কিডন্যাপার।

'ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছেন?' কাজটা করবে কি করবে না, সে-ব্যাপারে কিছু না জানিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল পলা ব্যারন। 'না। জানাব না। ফোনে আমাকে বলা হয়েছে সবসময় চোখ রাখা হচ্ছে আমার উপর। আমি যদি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি, তা হলে জেফকে খুন করে ফেলা হবে। তা ছাড়া, অযোগ্য, অপদার্থ পুলিশ ফোর্সের তদন্তে এখন পর্যন্ত কোনও অগ্রগতিই হয়নি। ওদের উপর ভরসা নেই আমার। ...জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি মেয়েমানুষ, সঙ্গে কাউকে নিয়ে টাকাগুলো দিতে গেলে তাদের আপত্তি আছে কি না। লোকটা বলেছে, পুলিশ ছাড়া আর কেউ গেলে তাদের আপত্তি নেই।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল পলা, 'আপনার কথা মনে পড়ল, জানতে চাইলাম: আপনি সাথে থাকলে কোনও আপত্তি আছে কি না। বলল, না, নেই।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার, জিজ্ঞেস করল, 'অন্য কেউ নয় কেন?'

'জানতে চাইছেন, আর কারও কথা আমার মনে আসেনি কেন? এইজন্যে যে, আমার স্বামী আপনার সাহায্য চেয়েছিল।'

খানিক চুপ করে থাকল চিন্তিত রানা, ব্যাপারটার অস্বাভাবিক

দিকটা ওর নজর এড়ায়নি। রানা এজেন্সি সম্পর্কে কিছু জানে না কিডন্যাপাররা? নাকি জানে বলেই আপত্তি নেই ওদের? একটু পর ও বলল, 'ফাঁদ পাতা যেতে পারে। নোটে এমন চিহ্ন দেয়া সম্ভব, যেটা কিডন্যাপাররা বুঝতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আপনার স্বামী ফিরে আসার পর কিডন্যাপারদের ধরার একটা সুযোগ পাবে পুলিশ।'

'না!' আবেগ প্রকাশ পেল পলা ব্যারনের কণ্ঠে। 'আমি কোনও চালাকির আশ্রয় নেব না। যদি নিই, আর কিডন্যাপাররা যদি সেটা জেনে যায়, জেফকে হয়তো টর্চার করবে। ওরকম কিছু হলে নিজেকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারব না আমি। দশ লাখ ডলার নিয়ে এক বিন্দু চিন্তা করছি না, আমি জেফকে ফিরে চাই। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন, মিস্টার রানা, প্লিয?'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা, ও যাবে। বলল, 'ফোন যে করেছিল তার গলা শুনে মানুষটা সে কেমন হতে পারে কোনও ধারণা করতে পারেন? আমি জানতে চাইছি, তাকে আপনার শিক্ষিত মনে হয়েছে কি না। কথায় কোনও আঞ্চলিক টান ছিল? আবার শুনলে তার গলা আপনি চিনতে পারবেন?'

'মনে হয় না,' একটু দ্বিধা করল পলা ব্যারন। 'আবছা ভাবে শুনেছি। মুখে বোধহয় রুমাল চেপে রেখেছিল। কোনও টান ছিল না কথায়। শিক্ষিত না অশিক্ষিত, জানি না।'

'হুমকি কি কড়া গলায় দেয়া হয়েছে?'

'না। খুব শান্ত ভাবে, বোঝানোর ভঙ্গিতে।'

নদীর দিকে তাকাল রানা। সম্ভবত কিডন্যাপ করবার পরেই জেফ ব্যারনকে খুন করে ফেলা হয়েছে। শোফারকে খুন করতে কোনও দ্বিধা করেনি অন্তত। ও যদি টাকা দিতে যায় এবং ওকে খুন করবার দরকার পড়ে, সন্দেহ নেই, কোনও দ্বিধা করা হবে না।

রানার দিকে তাকিয়ে আছে পলা ব্যারন, নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। রানার চিন্তাস্রোত কোন্ খাতে বইছে আন্দাজ করতে

পেরে বলল, 'কাজটা আপনি যদি না করেন, তা হলে একাই যেতে হবে আমাকে।'

'আপনার যাওয়াটা বোধহয় উচিত হবে না,' নদীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল রানা।

'না, মিস্টার রানা, কিডন্যাপাররা বলেছে আমাকে যেতেই হবে,' দৃঢ় শোনাল পলা ব্যারনের কণ্ঠ। 'তা ছাড়া, নিজের চোখে আমি দেখতে চাই টাকাগুলো তাদের হাতে পৌঁছেছে। আপনার সততায় সন্দেহ আছে বলে নয়, নিজের সন্তুষ্টির জন্যে। আপনি যদি না যান, আমি একাই যাব। যেতে তো আমি বাধ্য। আমার স্বামীকে আটকে রেখেছে ওরা, জানি না কী অবস্থা এখন ওর।'

যুবতীর দিকে তাকাল রানা, গলার আওয়াজের অদ্ভুত দৃঢ়তাটুকু ওকে অবাক করেছে। পরস্পরের চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ওরা। পলা ব্যারনের স্থির দৃষ্টি বলে দিচ্ছে, সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না সে কিছুতেই।

চিন্তা করে দেখল রানা, জেফ ব্যারন ওর সাহায্য চেয়েছিল। তাকে উদ্ধারে কোনও ভূমিকা রাখতে পারলে অসুবিধে কী! তা ছাড়া, পলা ব্যারনের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখতে পারবে ও।

'যাব আমি,' মৃদু গলায় বলল রানা।

নীরবতা নামল গাড়ির ভিতরে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল পলা ব্যারন, 'একটা কথা জানতে চাই আমি আপনার কাছে। যে-মেয়েটা বলেছিল সে আমার সেক্রেটারি, সে কেমন?'

একটু অবাক হলো রানা। 'আপনি কি সে দেখতে কেমন সেটা জানতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

'চব্বিশ-পঁচিশ হবে মেয়েটার বয়স, যথেষ্ট সুন্দরী বলা যায়।'

'আর কিছু?'

'দামি ড্রেস পরেছিল।'

'খুব সুন্দরী ছিল মেয়েটা?'

'ছিল,' একটু ভেবে বলল রানা।

'মেয়েটা আমার স্বামীর ক্রিশ্চিয়ান নাম ধরে ডেকেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

পলা ব্যারনের হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে যেতে দেখল রানা।

'ওই বুড়ো মোটা পুলিশ ক্যাপ্টেনের ধারণা জেফ ওই মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিল,' চাপা গলায় বলল। 'আপনার কী ধারণা?'

জবাব দিল না রানা। 'আমার কী ধারণা তাতে কি কিছু এসে যায়?'

'তা হয়তো যায় না, তবে আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি,' আবেগের প্রকাশ ঘটল পলা ব্যারনের চেহারায়। 'প্লিজ, আপনার কী ধারণা, মিস্টার রানা?'

'জানি না,' বলল রানা। 'আপনার স্বামীকে তো আমি চিনিই না। এ-ধরনের কোনও বিষয়ে নিজের মতামত দেব কী করে? হতে পারে পুলিশ ক্যাপ্টেনের ধারণাই সত্যি, আবার এমনও হতে পারে, মেয়েটা শুধুই আপনার স্বামীর বান্ধবী।'

'জেফ ওই মেয়েলোকের প্রেমে পড়েনি,' পলা ব্যারন এতো নিচু গলায় কথাটা বলল যে রানা আবছা ভাবে শুনল। 'আমি জানি! ওরকম একটা জঘন্য কাজে কখনোই নিজেকে জড়াবে না জেফ্রি। আমার বাড়িতে অন্য মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করার কথা ওর কল্পনাতেও আসবে না। ওরকম মানুষই নয় ও।' চুপ হয়ে গেল সে, ঝট করে অন্যদিকে তাকাল, মুখ ঢাকল এক হাতে।

'পুলিশ কি মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছে?' একটু পরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। সে-চেষ্টা করবে না তারা। তাদের বিশ্বাস, ওই মেয়ে জেফের অবৈধ প্রেমিকা। আমাকে বলেছে, মেয়েটাকে খুঁজে বের না করাই সবদিক দিয়ে ভাল। এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না আমি পুলিশের কথা। মেয়েটা নিশ্চয়ই কিডন্যাপিং সম্বন্ধে কিছু জানে।'

চুপ করে থাকল রানা।

দীর্ঘ অস্বস্তিকর নীরবতার পর যুবতী বলল, 'আমাকে আপনি ক্লাবে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন, প্লিয। আগামী পরশু রাতের আগে আলোচনার আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। পরশু সন্ধ্যা ছ'টায় আমার বাড়িতে চলে আসতে পারবেন? আমাদের হয়তো অপেক্ষা করতে হবে, তবে কিডন্যাপার যোগাযোগ করলে দেরি না করে রওনা হতে পারব তা হলে আমরা।'

'ওরা যোগাযোগ করলে আমাকে ফোন করবেন,' বলল রানা, 'আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'প্লিয, মিস্টার রানা,' অনুনয়ের সুরে বলল পলা ব্যারন, 'আপনি উপস্থিত থাকলে ভরসা পাব আমি। মনের ওপর থেকে চাপ কমবে। আসবেন আপনি সন্ধ্যা ছ'টায়?'

'ঠিক আছে, পৌঁছে যাব আমি,' বলল রানা। ক্যাডিলাক স্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে নিল, ফিরে চলল ক্লাবের দিকে। পথে আর একটা কথাও হলো না।

ক্লাবের পার্কিং লটে পৌঁছে রানা গাড়ি থেকে নেমে যাবার পর নামল পলা ব্যারনও, ম্লান হেসে বলল, 'তা হলে আগামী পরশু ঠিক সন্ধে ছ'টায় দেখা হচ্ছে তো, মিস্টার রানা?' রানা মাথা ঝাঁকাতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্লাব-হাউসের দিকে পা বাড়াল সে।

পিছন থেকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। চমৎকার ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে পলা ব্যারন, স্বর্ণখচিত পোশাক ও চুলে জড়ানো হিরেগুলো চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। রানা আন্দাজ করল, মেয়েটার দ্বিধান্বিত হৃদয়ে একই সঙ্গে কাজ করছে ভয় ও ঈর্ষা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বুইকের দিকে পা বাড়িয়ে রানা সিদ্ধান্ত নিল, লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের অফিসে যাবে কাল। রানা এজেন্সি বেশ কয়েকবার বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তদন্তে সাহায্য করেছে তাকে, সমবয়সী বলে রানার সঙ্গে তার সম্পর্কটাও অনেকটা বন্ধুর

মতো। ভাল হয় জেফ ব্যারনের কিডন্যাপিঙের বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ সেরে রাখলে। আরেকটা ব্যাপার, যোগাযোগ করতে হবে জেমস কুপারের সঙ্গেও।

চার

সকালে অফিসে পৌঁছেই হাসপাতালে ফোন করল রানা। ইনফর্মেশন ডেস্ক থেকে ওকে জানানো হলো, অন্তত আরও একটা দিন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে থাকতে হবে আজিজ খন্দকার ও হাকিম হাশেমিকে। তবে কেবিনে ট্র্যান্সফার করবার পরে দেখা করা যাবে তাদের সঙ্গে। আরেকটা সুসংবাদ, তুহীন আশরাফের জ্ঞান ফিরেছে। এখনও শক-এ আছে, কথা বলতে পারছে না, তবে সেরে উঠবে সে-সম্ভাবনাই বেশি। সুখবরগুলো সুসানাকে জানিয়ে অফিস থেকে বের হলো রানা, বুইক নিয়ে রওনা হয়ে গেল। টেড মরিসের সঙ্গে সাক্ষাৎটা সেরে ফেলা দরকার।

পনেরো মিনিটের মাথায় পুলিশ হেডকোয়ার্টারের পার্কিং লটে পৌঁছে গেল ওর বুইক। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠল রানা। লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের ছোট্ট অফিসটা এই ফ্লোরেই।

চোখের উপর হ্যাট টেনে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল টেড মরিস, দরজা খুলবার শব্দে ফিরে তাকাল। রানাকে দেখে ঠোঁট থেকে ঝুলন্ত সিগারেট ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। লালচে মুখটা চিন্তান্বিত তার।

'আপনার কথাই ভাবছিলাম,' বলল সে। 'বসুন, মিস্টার রানা।' নিজেও বসল সে পিঠসোজা, হাতলওয়ালা চেয়ারে।

'শুনলাম ক্যাপ্টেনের নির্দেশে আপনার সঙ্গে কীরকম খারাপ ব্যবহার করেছে হেডকোয়ার্টারের সবাই। আমি কালকে অফিসে ছিলাম না, কাজেই আমার কিছু করার ছিল না, নইলে অন্তত আমার অফিসে বসিয়ে দুটো ভাল-মন্দ কথা বলতে পারতাম। কী ঘটেছে সেটা অনেক পরে সার্জেন্ট জোসেফের কাছে শুনেছি।'

বসল রানা। সরাসরি কাজের কথায় এলো। 'কিডন্যাপিং কেসের কী অবস্থা?'

'যা-তা,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মরিস। 'এগোনোর মতো কোনও সূত্র নেই। পাগল হয়ে উঠেছেন ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। তাঁর বোধহয় ধারণা হয়েছে, এই কেসটা সমাধান করতে পারলে তাঁকে চিফ অভ পুলিশ পদে বসিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, পলা ব্যারনের প্রভাবের কথা ভেবে কোনও কিছু করতে ভয়ও পাচ্ছেন তিনি।'

পকেট থেকে বেনসনের প্যাকেট বের করে মরিসকে সিগারেট অফার করল রানা, সে নেবার পর আগুন এগিয়ে দিয়ে নিজেও ধরাল একটা। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান চলল। তারপর রানা জিজ্ঞেস করল, 'লিসা চ্যাপেলের কোনও খবর?'

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল টেড মরিস। 'এই দুর্দিনে আপনি কি আমাকে জেরা করতে এসেছেন, মিস্টার রানা?'

'না,' একটু থেমে বলল রানা, 'আমি এসেছি কিছু ইনফর্মেশন শেয়ার করতে।'

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট মরিসের চেহারা। 'জেনেছেন কিছু?'

'খুব বেশি কিছু নয়। তবে তথ্যগুলো গোপন রাখতে হবে। গতকাল রাতে পলা ব্যারন আমাকে ফোন করেছিল। বুঝতেই পারছেন, কেন।'

'মুক্তিপণের দাবী জানানো হয়েছে তাঁকে। তিনি চান আপনি টাকাগুলো পৌঁছে দিন. ঠিক?'

'হুঁ। চাইছে না পুলিশ কিছু জানুক।'

'চাইবেন তো না-ই,' তিক্ত স্বরে বলল টেড মরিস। 'কিন্তু এটা ঠিকই চাইবেন, যেন আমরা তাঁর স্বামীকে উদ্ধার করে দিই। ...কখন?'

'আগামীকাল রাতে। ফোন করে ফাইনাল ইন্সট্রাকশন দেয়া হবে।'

'ক্যাপ্টেন ফ্লেমিংকে জানাতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানাবেন কি না সেটা আপনার ইচ্ছে। টাকা যে নিতে আসবে তাকে গ্রেফতার করা ছাড়া আর কিছু করার নেই ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের। আর ওরকম কিছু যদি সে করে, তার মানে হচ্ছে, নিজের হাতে জেফ ব্যারনকে খুন না করে কিডন্যাপারদের দিয়ে কাজটা করানো।'

'আমার ধারণা, জেফ ব্যারন ইতিমধ্যেই মারা গেছেন,' বলল মরিস। সিগারেটে টান দিয়ে রানার দিকে তাকাল।

'আমারও,' বলল রানা। 'তবে আমরা কেউ সেটা নিশ্চিত ভাবে জানি না।'

'ক্যাপ্টেনকে বলতেই হবে আমার।'

'তা হলে বলবেন,' বলল রানা, 'তবে পলা ব্যারন যেন না জানে আমি খবরটা দিয়েছি।' জিজ্ঞেস করল, 'কী করবেন ভাবছেন, ফোনে আড়ি পাতবেন?'

'সম্ভবত,' চোখ বন্ধ করে ভাবল টেড মরিস, ভ্রূ কুঁচকে উঠল তার। 'তবে ক্যাপ্টেনকে যতটুকু চিনি, তাতে পলা ব্যারন আমাদের জড়াতে না চাইলে তিনি আঙুল নাড়বেন বলে মনে হয় না। ভুল পদক্ষেপ নিয়ে প্যাঁচে পড়তে পারেন সে-ভয় পাচ্ছেন ক্যাপ্টেন সারাক্ষণ। মুক্তিপণের টাকা দেয়া হয়ে গেলে আমাদের ঝামেলা শেষ, এরপর তো এফবিআই দায়িত্ব বুঝে নেবে।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'এবার আসা যাক লিসা চ্যাপেলের কথায়। কিছু জানা গেল, না একেবারে কিছুই না?'

'ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং এ-ব্যাপারে কিছু করতে চাইছেন না। তবে আমি মেয়েটার গাড়ির ট্রেস বের করেছি। ওশন এন্ড থেকে তাকে আসতে দেখেছিল একজন প্যাট্রল-পুলিশ, গাড়ির নম্বরটা মনে ছিল তার। গাড়ির নম্বর মনে রাখা তার বাতিক। কিডন্যাপিঙের ঘটনাটা জানার পর একটা রিপোর্ট জমা দেয় সে। মেয়েটা হুক'স গ্যারাজ থেকে গাড়িটা ভাড়া নিয়েছে। জায়গাটা চেনেন বোধহয়, রবার্ট শ্যাচেট্স্ নামে এক লোকের গ্যারাজ। লোকটা নানান ধরনের ড্রাগ স্মাগল করে বলে আমাদের ধারণা। অনেকদিন ধরেই তার উপর চোখ রাখছি আমরা। ধরা পড়েনি কখনও। ফোন করেছিলাম তার গ্যারাজে, লোকটা লস অ্যাঞ্জেলেসে আছে, তবে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। লিসা চ্যাপেলের কথা মনে আছে মহিলার। গত পরশু বিকেলে, মানে কিডন্যাপিঙের দিন গ্যারাজে যায় লিসা চ্যাপেল, শ্যাচেট্স্‌কে বলে তার একটা গাড়ি দরকার। দুশো ডলার জমা রেখে কয়েকদিনের জন্যে গাড়িটা ভাড়া নেয়। নিজের অ্যাড্রেস দিয়েছে অর্কিড হোটেল।'

'গাড়িটা ইনশিওর করা আছে বলেই সম্ভবত ভাড়া দেবার আগে মেয়েটা কে, কী করে বা কোথায় বাড়ি– এসব খোঁজখবর নেবার প্রয়োজন বোধ করেনি শ্যাচেট্স্?'

'তা-ই আসলে। কিন্তু ওখানেই আটকে গেছি আমি, আর এগোতে পারিনি তদন্তে।'

'এয়ারপোর্ট আর স্টেশনে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন বোধহয়?'

'হ্যাঁ। মেয়েটা ওসব জায়গা দিয়ে শহরে ঢোকেনি। হতে পারে আগে থেকেই অর্কিড সিটিতে আছে।'

'তা হলে এর বেশি আর এগোয়নি তদন্ত,' নিজেকেই যেন বলল রানা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে টেড মরিসের দিকে তাকাল।

'আর এগোবেও না,' সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে টিপে নেভাল লেফটেন্যান্ট। 'তদন্ত করতে হলে আমাদের একমাত্র উপায় এখন এই লিসা চ্যাপেল মেয়েটাকে খুঁজে বের

করা, অথচ তার উপায় নেই আমার। কাউকে কিছু করতে দিচ্ছেন না ক্যাপ্টেন।'

'শীঘ্রি হয়তো মাথা খাটাবার জন্যে কোনও মার্ডার কেস পেয়ে যাবেন আপনি,' সান্ত্বনা দিল রানা, গলা তিক্ত। 'এমনও হতে পারে, আগামীকাল রাতে আমিই খুন হয়ে যাব।'

চিন্তিত চেহারায় রানাকে দেখল টেড মরিস, তারপর হাসি হাসি মুখে বলল, 'এ সপ্তাহে এই প্রথম একটা ভাল সম্ভাবনার কথা শুনলাম, মিস্টার রানা। বলা যায় না, খুন আপনি হয়ে যেতেও পারেন।'

উঠে পড়ল রানা, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে বলল, 'এই সম্ভাবনাটাও ভেবে দেখুন যে, খুন আমি ঠিকই হয়ে গেলাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও খুনিকে আপনি ধরতে পারলেন না।'

'গুডবাই, মিস্টার রানা,' বলল টেড মরিস, ঠোঁট গোল করে বিষাদের একটা সুরে শিস দিতে শুরু করল।

'খ্রিস্টান নও বলে উইল তো করতে পারবে না, সব না হয় দানই করে যাও আমাকে,' রানাকে ওয়ালথারটা চেক করে শোল্ডার হোলস্টারে ঢোকাতে দেখে কপট আগ্রহের সঙ্গে বলল জেমস কুপার। সন্ধ্যা নামবার পর ছদ্মবেশ নিয়ে এক বিশ্রী চেহারার হিপ্পি সেজে রানা এজেন্সির অফিস বিল্ডিঙে এসে ঢুকেছে সে। 'আমার সোনালী চুলের সেই মেয়েটা, রানা। লোলা, মনে আছে? ওর ধারণা ডলারের গাছ আছে আমার। মারাই যখন যাচ্ছ, তো তোমার সহায়-সম্পত্তি যদি দিয়ে যাও, তা হলে...'

'আপনি চুপ করুন তো, মিস্টার কুপার,' কড়া গলায় ধমকের সুরে বলল সুসানা সারান্ডন। উদ্বেগ চেপে রাখতে চাইছে মেয়েটা, কিন্তু চোখ থেকে বিচলিত ভাবটা লুকাতে পারছে না অনেক চেষ্টা করেও। 'মিস্টার রানা যে কত বড় বিপদের মধ্যে পড়তে পারেন সেটা আপনি মোটেই ভাবছেন না। আপনি নিষ্ঠুরের মতো...'

'দু'জনই চুপ করো তোমরা,' ভ্রূ কুঁচকে জেমস কুপার আর সুসানা সারান্ডনকে দেখল রানা। 'মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে আমার।' জেমস কুপারের দিকে তাকাল ও। 'আরেকবার বুঝে নাও, জেমস। বাড়িটার উপর চোখ রাখা হতে পারে, কাজেই লুকিয়ে থাকবে তুমি। বেরোনোর সময় তোমাকে আমি জানাব কোথায় যাচ্ছি। আমরা চলে যাবার দশ মিনিট পর রওনা হবে, তার আগে কিছুতেই নয়। খেয়াল রাখবে, কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়। ভুল করা চলবে না। গোলমাল দেখা না দিলে গোপন জায়গা থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি বোঝো সাহায্য দরকার আমার, গুলি করতে করতে আসবে।'

'এটা আবার কী বললে,' চিন্তিত চোখে রানার দিকে তাকাল জেমস কুপার। 'গোলমাল? ...কীসের গোলমাল?'

'যদি হয়, সে-কথা বললাম। সেক্ষেত্রে গুলি করতে করতে আসবে।'

'এখন তো মনে হচ্ছে আমারই বরং উইলটা করে যাওয়া দরকার,' শুকনো গলায় বলল জেমস কুপার। 'তবে তোমাকে কিছু দেব না, তুমি তো মরেই যাচ্ছ; যা দেবার, দেব ওই লোলাকেই।'

'গুলি করলে যাতে টার্গেটে লাগে সেদিকে খেয়াল রেখো,' ঘড়ি দেখল রানা। 'এবার রওনা হতে হয়।' সুসানার দিকে তাকাল ও। 'যদি মাঝরাতের পরেও আমরা দু'জন যোগাযোগ না করি, তো সোজা লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের কাছে চলে যাবে, তাকে জানাবে, আমরা ফিরিনি।'

'সাবধান থাকবেন, মিস্টার রানা,' উদ্বিগ্ন গলায় বলল সুসানা। 'অযথা কোনও ঝুঁকি নিতে যাবেন না, টাকাগুলো রেখে গাড়ি নিয়ে সোজা ফিরতি পথ ধরবেন, পেছনে তাকাবেন না, আস্তে গাড়ি চালাবেন, ফিরে যাবেন না আর ওখানে, যদি মনেও হয়...'

'ব্যস, ব্যস,' দু'হাত তুলে উৎকণ্ঠিত সুসানাকে থামাল রানা। 'সব জানি আমি, আর ভয় পাইয়ে দিয়ো না। জেমস, চলো,

রওনা হওয়া যাক।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এলিভেটরের দিকে পা বাড়িয়ে জেম্‌স কুপার বলল, 'একটু ড্রিঙ্ক করে নিলে হতো না, রানা? ...সময় আছে?'

'না,' এক কথায় তাকে নাকচ করে দিল রানা। 'তবে গাড়িতে স্কচের একটা পাইন্ট রেখেছি তোমার জন্যে, ওখান থেকে চুমুক দিয়ে নিয়ো।'

নীচে নেমে গেট দিয়ে আগে বের হলো রানা। এমনিতেই এটা অভিজাত অফিস পাড়া, অফিস ছুটির পর লোক থাকে না বললেই চলে, তারপরেও দেখে নিল সাবধানে। আশপাশে নেই কেউ। ওর ইশারা পেয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চট্ করে বুইকের পিছনে উঠে সিটের সামনের সরু জায়গাটায় শুয়ে পড়ল জেমস কুপার। তার উপর গাড়ির পুরু, ভারী ম্যাট্রেস চাপিয়ে দিল রানা।

'প্রতিটা মুহূর্ত মনে হবে আদর-সোহাগের পর এয়ারকুল্‌ড্ ঘরে প্রেমিকার পাশে নরম গদির বিছানায় শুয়ে আছি,' পিঠে গাড়ির আইলের খোঁচা খেয়ে তিক্ত গলায় বলল জেমস কুপার। খসখসে ম্যাট্রেসের তলা থেকে মাথাটা বের করল। করুণ শোনাল গলা: 'কতক্ষণ এটার তলায় থাকতে হবে আমাকে, রানা? আন্দাজ?'

'তিন কি চার ঘণ্টা, জেমস, এর বেশি নয়,' সান্ত্বনার সুরে বলল রানা।

'তাপমাত্রা চল্লিশের ওপরে,' গুঙিয়ে উঠল জেমস কুপার। 'নরক সম্বন্ধে একটা আইডিয়া জন্মাবে আমার। অথচ আমার মতো একজন হৃদয়বান মানুষের স্বর্গে যাবার কথা! লোলা যদি জানত...'

'রাত বাড়লে তাপ কমবে,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা, জেমস বেচারার জন্য দুঃখই লাগছে ওর। 'পুরো এক পাইন্ট স্কচ আছে সময় কাটানোর জন্যে, চিন্তা করছ কেন? ...শুধু সিগারেট খাওয়া

চলবে না।'

'সিগারেট খাওয়া চলবে না?' যেন হাহাকার করে উঠল জেমস কুপার। বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে এলো বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস। তারপর খেপে উঠে বলল, 'মর্ ব্যাটা তুই!'

রওনা হয়ে গেল রানা। গতবার যেরকম দ্রুত গতিতে দু'মাইল দীর্ঘ প্রাইভেট রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটিয়েছিল, এবার তার অর্ধেক গতিতেও চালাল না বুইক। ড্রাইভওয়েতে আস্তে করে বাঁক নিয়ে উঠানের দেয়ালের এক ইঞ্চি দূরে গাড়ি থামাল।

চাঁদের আলোয় প্রকাণ্ড বাড়িটা দেখে কোনও রাজপ্রাসাদ বলে মনে হচ্ছে। সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট কালো সেই ক্যাডিলাকটা। একটু দূরে ফিলটারেশন চলছে বলে মৃদু ছল্‌ছল্‌ছলাৎ আওয়াজ করছে সুইমিং পুলের পানি। ওখানে সাঁতার কাটছে না কেউ এখন। পরিবেশে কোথায় যেন মিশে আছে গভীর বিষাদ।

ঘাসের মতো সবুজ রঙের শাটার দেয়া জানালাগুলোর দিকে তাকাল রানা ইঞ্জিন বন্ধ করে, নিচু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, জেমস, যাচ্ছি আমি।'

'সুন্দর কাটুক সময়টা,' তিক্ত গলার জবাব এলো ম্যাট্রেসের তলা থেকে। 'ড্রিঙ্ক দিলে বরফ চেয়ে নিয়ো, ঠাণ্ডা অনুভূতিটা ভাল লাগবে।'

টেরেস পার হয়ে কলিং বেল টিপল রানা। দরজার গ্লাস প্যানেলের ওপাশে দীর্ঘ একটা হল দেখতে পাচ্ছে ও। মৃদু আলোকিত একটা করিডর চলে গেছে বাড়ির পিছন দিকে।

লম্বা, চিকন এক বুড়ো লোক করিডর ধরে হেঁটে এসে দরজা খুলল। নীরবে ইংরেজ বাটলারের সহানুভূতি নিয়ে রানাকে দেখল সে। রানার মনে হলো, ওর সুটের দাম কতো হতে পারে সেটা আন্দাজ করে নিয়ে এর চেয়ে ভাল কিছু কিনে দিতে চাইতে পারে লোকটা। বোধহয় ভাবছে. তাতেও যদি এ-বাড়ির সম্মান রক্ষা

হয়। তবে রানার ধারণা ভুলও হতে পারে। হয়তো ওকে নিয়ে মোটেই ভাবছে না বুড়ো বাটলার।

'মিসেস ব্যারনের কাছে এসেছি,' লোকটার চোখে প্রশ্ন দেখে বলল রানা।

'নাম, সার?'

'মাসুদ রানা।'

সরল না বাটলার। 'কার্ড আছে, সার?'

'আছে,' বিরক্ত হলো রানা। কার্ড বের করল না। 'ডান নিতম্বে একটা জন্মদাগও আছে আমার। চাইলে দেখাতে পারি।'

বাচ্চা ছেলের দুষ্টুমি শুনল, এরঁকম একটা চেহারা করে ভদ্রতার হাসি হাসল লোকটা।

'খবরের কাগজের লোকরা মিসেস ব্যারনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সার। আমাদের সতর্ক থাকতে হচ্ছে।'

কার্ড বের না করলে এ-লোক সরবে বলে মনে হয় না, কাজেই মানিব্যাগ থেকে রানা এজেন্সির কার্ড বের করে এগিয়ে দিল রানা।

ওটায় চোখ বুলিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল বাটলার।

'লাউঞ্জে অপেক্ষা করবেন আপনি, সার?' বিনয়ের সঙ্গে বলল।

সিং চান যে-ঘরে খুন হয়েছিল, সেখানে ঢুকল রানা। কার্পেট পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। আজকে ঘরে কোনও লাশ নেই, চুমুক না-দেয়া হুইস্কি নেই, নতুন করে পালিশ করা টেবিলের উপর পড়ে নেই কোনও নিভে যাওয়া আধপোড়া সিগারেট।

'স্কচ অ্যান্ড আইস, সার?' ওর পিছন থেকে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল বাটলার।

'দিন।' একটা ইযি চেয়ারে বসল রানা।

ঘর পেরিয়ে দেয়াল-লাগোয়া সাইডবোর্ডের সামনে থামল বুড়ো বাটলার। ওটার উপর একটা হেইগ অ্যান্ড হেইগ-এর বোতল দাঁড়িয়ে আছে, পাশে হোয়াইট রক ও বরফের বাকেট।

গভীর মনোযোগে শুনল রানা, কিন্তু কঙ্কালসার লোকটার হাড় ফুটবার মটমট আওয়াজ কানে এলো না ওর। কঙ্কাল হোক বা জিন্দালাশ, ড্রিঙ্ক তৈরির সময় অন্তত তার হৃদয়টা থাকে উদারতায় পরিপূর্ণ। সামান্য একটু হোয়াইটরক ও বরফ দিয়ে এতো বেশি পরিমাণে হুইস্কি ঢালল যে, সাবধানে চুমুক না দিলে কড়া তরলটা গিলতে গিয়ে বিষম খাবে যে-কেউ। ঝুঁকে পড়ে রানার সামনে গ্লাস সহ ট্রে ধরে নরম গলায় বলল, 'আপনি যদি মনে করেন অপেক্ষার সময়টা কোনও পত্রিকা পড়বেন, তা হলে আমি এনে দিতে পারি, সার।'

চেয়ারের হাতলের উপর গ্লাসটা নামিয়ে রাখল রানা। 'ভাবছেন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমাকে?'

'আমার এ-ধরনের বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা নেই, সার, তবে মনে হয় রাত বাড়ার আগে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে না।' লাইটপোস্টের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল বাটলার। সত্তরের বেশি হবে তার বয়স, দ্রুত নড়াচড়ার ক্ষমতা হয়তো হারিয়েছে, তবে পুষিয়ে নিয়েছে অভিজ্ঞতা ও কাজের দক্ষতা দিয়ে। ঐতিহ্যবাহী ইংরেজ বাটলার। প্রায় এরকমই একটা দর্শনীয় জিনিস আছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চিফ মার্ভিন লংফেলোর বাড়িতে, মনে পড়ল রানার।

'আমারও মনে হচ্ছে দেরি হবে,' বলল ও। পকেট থেকে বেনসনের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল। 'তিন-চার ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হতে পারে।' বাটলারের দিকে তাকাল আবার। 'আপনার নামটা জানা হয়নি।'

'হার্ভি সিমলক, সার।'

'আপনি কি মিসেস ব্যারনের কাজ করেন, না মিস্টার ব্রডহার্স্ট-এর?'

'মিস্টার ব্রডহার্স্ট-এর, সার। আপাতত আমাকে মিসেস ব্যারনের দেখভাল করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সার।'

'এই পরিবারের সঙ্গে অনেকদিন আছেন নিশ্চয়ই?'

বিনীত হাসল বুড়ো সিমলক। 'পঞ্চাশ বছর, সার। মিস্টার ব্রডহার্স্ট সিনিয়রের সঙ্গে ছিলাম বারো বছর, আটত্রিশ বছর ধরে আছি মিস্টার ব্রডহার্স্ট জুনিয়রের সঙ্গে।'

লোকটা বেশ সহজ হয়ে এসেছে, টের পেল রানা। আসুক, তা-ই চাইছিল ও। জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার ব্যারনের সঙ্গে নিউ ইয়র্কে পরিচয় হয়েছে নিশ্চয়ই আপনার?'

ঝট করে আঙুল সোজা করলে যেরকম মুহূর্তে উবে যায় ঘুসি পাকানো মুঠো, ঠিক ততটাই দ্রুততার সঙ্গে বিনয়ী ভাবটা দূর হয়ে গেল বাটলারের চেহারা থেকে।

'জী, সার। মিস্টার ব্রডহার্স্ট-এর সঙ্গে কয়েকদিন ছিলেন উনি ওখানে।'

'তাঁকে দেখিনি আমি,' বলল রানা। 'ফোনে কথা হয়েছিল। অনেক শুনেছি ভদ্রলোকের কথা। তবে কোনও ছবি দেখিনি কোথাও। দেখতে কেমন উনি?'

বাটলারের নীল চোখ দুটোতে যেন অপছন্দের দৃষ্টি দেখল রানা মুহূর্তের জন্য, নিশ্চিত হতে পারল না।

'লম্বা মানুষ। নিয়মিত ব্যায়াম করেন বলে শক্তপোক্ত শরীর। দেখতে সুদর্শন। এর বেশি কিছু বলে তাঁকে বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সার।'

'পছন্দ করেন তাঁকে?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল বাটলার। 'আপনি কি বলেছিলেন পত্রিকা পড়বেন, সার?' যথেষ্ট ভদ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল যদিও। 'আপনাকে হয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।'

প্রশ্নের জবাবটা পেয়ে গেল রানা। যে-কারণেই হোক, এই বুড়ো বাটলার জেফ ব্যারনকে পছন্দ করে না। সহজ গলায় বলল ও, 'না, থাক, বসে থাকতে কোনও অসুবিধে হবে না আমার।'

'ভেরি গুড, সার।' বাটলারের আচরণ থেকে খাতিরের ভাবটা

অদৃশ্য হয়েছে। 'কোনও খবর পাওয়া গেলে আপনাকে জানাব আমি।'

বকের মতো সরু সরু পায়ে ভর দিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল হার্ভি সিমলক।

কার্পেটের দিকে চোখ নামাল রানা। ওর বাম পা এখন যেখানে আছে, তার ফুট তিনেক দূরে পড়ে ছিল ফিলিপিনো শোফার সিং চান-এর মাথা। ফায়ারপ্লেসের কাছে ওই যে দেখা যাচ্ছে টেলিফোন। ওটা থেকেই কথা বলেছিল বিচলিত জেফ ব্যারন, তার অনিয়মিত শ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। কেইসমেন্ট জানালার দিকে তাকাল। কিডন্যাপার সম্ভবত অস্ত্র হাতে ওই পথেই ঢুকেছিল ঘরে।

চমৎকার ট্রপিকাল সুট পরা বেঁটে এক লোক দরজায় দাঁড়িয়ে তাকাল রানার দিকে, পানামা হ্যাট ঠিক মতো বসিয়ে নিল মাথায়। লোকটার আসবার আওয়াজ পায়নি রানা। কেউ ওকে দেখছে অনুভব করে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল।

'আপনাকে চমকে দিতে চাইনি, মিস্টার রানা,' মৃদু গলায় বলল লোকটা। কেমন যেন একটা উদাস, আত্মবিস্মৃত ভাব আছে তার কথা বলার ভঙ্গিতে। 'জানতাম না আপনি এখানে আছেন।' কথা বলতে বলতে ঘরের ভিতর ঢুকল সে, টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল পানামা হ্যাট।

রানা আন্দাজ করল, এই ভদ্রলোকই ডিক ব্রডহার্স্ট, পলা ব্যারনের বাবা। তবে মেয়ের সঙ্গে ভদ্রলোকের চেহারার মিল নেই। টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো ছোট, বাঁকানো নাক ডিক ব্রডহার্স্ট-এর, চিবুকটা ভারী, চোখে স্বপ্নাতুর, আত্মভোলা দৃষ্টি। চামড়া কোঁচকানো মুখটা রোদে পোড়া। সাদা চুলগুলোর পিছনে রোদে পোড়া একটা চকচকে লম্বাটে টাকও আছে। সবটা মিলিয়ে দাড়ি-গোঁফ কামানো স্যান্টা ক্লয মনে হয় দেখলে।

করমর্দনের জন্য ভদ্রতা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে

যাচ্ছিল রানা, হাতের ইশারায় ওকে নিরস্ত করলেন ভদ্রলোক।

'বসুন। আমি হুইস্কি নিয়ে আসি।' সোনার তৈরি হাত-ঘড়িতে সময় দেখলেন। 'সন্ধ্যা ছ'টার আগে মদ্যপান করি না আমি। আপনি করেন?'

'মাঝে মাঝে,' বলল রানা। 'তবে একটা নিয়মের মধ্যে থাকা ভাল।'

রানা কী বলল না বলল তা নিয়ে মানুষটাকে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না। রানা ধারণা করল, কে কী বলল তা নিয়ে কখনোই কোনও ঔৎসুক্য ছিল না ভদ্রলোকের।

'আপনি সেই উপকারী মিস্টার রানা, যিনি মুক্তিপণের টাকা পৌঁছে দিতে রাজি হয়েছেন,' সাইডবোর্ডের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন মিস্টার ব্রডহার্স্ট। কোনও প্রশ্ন নয়, স্রেফ মন্তব্য। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বসলেন ওর উল্টোদিকের একটা ইযি চেয়ারে, গ্লাসের উপর দিয়ে রানাকে দেখলেন। তাঁর দৃষ্টি দেখে রানার মনে হলো ভদ্রলোক চিড়িয়াখানার অদ্ভুত কোনও জন্তু দেখছেন।

'পলা বলল ও আপনার সঙ্গে যাবে।' আবারও মন্তব্য।

'আমাকেও তা-ই বলেছেন।' খানিকটা বিরক্তি বোধ করছে রানা। ওর মনে হচ্ছে, এসবের মধ্যে না জড়ানোই উচিত ছিল।

'ভাল হতো ও না গেলে, তবে আমার কথায় সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না ও।' হুইস্কিতে চুমুক দিলেন ভদ্রলোক, তারপর মুখ নিচু করে হরিণের চামড়ার তৈরি জুতো জোড়ার দিকে তাকালেন। জীবনে রানা পূর্ণবয়স্ক কারও এতো ছোট আকারের পা দেখেনি। 'কখনোই ওকে প্রভাবিত করতে পারিনি আমি। দুঃখজনক। তবে স্বীকার করতেই হবে, বয়স্ক মানুষ সবসময়ই বিরক্তিকর। আবার এটাও ঠিক, বয়স্করা তরুণদের অনেক কাজে আসতে পারে, যদি তারা বয়স্কদের সাহায্য নিতে তৈরি থাকে। আপনি কী বলেন, মিস্টার রানা?'

'ঠিকই বলেছেন।'

'অথচ পলা কখনও বুঝল না।'

রানার ধারণা হলো, ওকে লক্ষ করে বলা হচ্ছে না কথাগুলো, ডিক ব্রডহার্স্ট নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলছেন, কাজেই চুপ করে থাকল ও।

জুতোর দিকে তাকিয়ে বেশ খানিকটা সময় নীরবে পার করলেন ডিক ব্রডহার্স্ট। আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা।

'আপনার সঙ্গে কি অস্ত্র আছে, মিস্টার রানা?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'আছে,' বলল রানা। 'তবে ওটা ব্যবহার করতে হবে বলে মনে হয় না।'

'না হলেই ভাল। আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন পলা যাতে কোনও ঝুঁকি না নেয়, দেখবেন না, মিস্টার রানা?'

'দেখতে চেষ্টা করব। যদি উনি আমার কথা শোনেন, তবে।'

অর্ধেকটা হুইস্কি শেষ করে ব্রডহার্স্ট আবার বললেন, 'বড় অঙ্কের মুক্তিপণই চেয়েছে কিডন্যাপাররা। দশ লাখ ডলার অনেক টাকা।'

তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো ডিক ব্রডহার্স্ট আশা করছেন ও কিছু বলবে, কাজেই রানা বলল, 'বড় অঙ্কের টাকা পাবে আশা করছে বলেই এতো বড় ঝুঁকি নিয়েছে তারা।'

'ঝুঁকিটা বড়, এটাও ঠিক। আপনার কি মনে হয় ওরা ওদের কথা রাখবে, মিস্টার রানা?'

'জানি না,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'যদি মিস্টার ব্যারন তাদের চেহারা দেখে না থাকেন, তা হলে কিডন্যাপাররা তাঁকে ছেড়ে দিতেও পারে।'

'বোধহয় ঠিকই বলছেন আপনি। অতীতের কয়েকটা কিডন্যাপিং কেস পড়ছিলাম আমি, দেখলাম মুক্তিপণের অঙ্ক যত বেশি, অপহৃত মানুষটার বাঁচার সম্ভাবনাও ততই কম।'

রানা খেয়াল করল, হঠাৎ করেই আর আনমনা সেই ভাবটা

নেই মিস্টার ব্রডহার্স্টের। একটু অস্বাভাবিক লাগল ওর ভদ্রলোকের চাহনি। তীক্ষ্ণ চোখে রানার দিকে চেয়ে আছেন তিনি। দৃষ্টিতে কোনও একটা অস্বাভাবিক অনুভূতির প্রচ্ছন্ন ছাপ।

'নির্ভর করে কিডন্যাপারদের উপর,' ব্রডহার্স্ট-এর চোখের দিক থেকে নিজের চোখ সরাল না রানা।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ব্যারনকে আর জীবিত দেখব না আমি,' আস্তে করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ব্রডহার্স্ট, ঘরের ভিতরে চোখ বুলালেন, ভঙ্গি দেখে মনে হলো হারিয়ে যাওয়া কিছু খুঁজছেন। 'বোধগম্য কারণেই পলাকে আমি এ-ব্যাপারে কিছু বলিনি। তবে অবাক হবো না এরইমধ্যে ব্যারন খুন হয়ে গিয়ে থাকলে।' রানার দিকে তাকালেন। সাদা ভ্রূ জোড়া উঁচু হলো। 'আপনার কী ধারণা, মিস্টার রানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সে-সম্ভাবনা তো আছেই– আধাআধি।'

'হয়তো আধাআধির বেশি, কী বলেন?'

'হয়তো।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন ডিক ব্রডহার্স্ট, তাঁর চোখ দুটোর আনন্দিত দৃষ্টি ভিতরে ভিতরে নড়িয়ে দিল রানাকে।

বিদায় নিয়ে মৃদু নড করে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। রানা শুনতে পেল, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছেন তিনি।

রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে থাকল রানা, একটার পর একটা সিগারেট টেনে পার করল সময়টা। তারপর বাজল টেলিফোন। ততক্ষণে রানা এতই বিরক্ত বোধ করছে যে, আরেকটু হলে উঠে গিয়ে নিজেই টেলিফোনটা ধরত। দু'বার রিং হতেই বাড়ির অন্য কোথাও থেকে ধরা হলো ফোন।

সাড়ে চার ঘণ্টা প্রায় একটানা পায়চারি করেছে রানা, বারবার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছে বাইরে, নিজেকে মনে হয়েছে ওর খাঁচায় বন্দি বাঘ।

দেরির জন্য দু'বার এসে ক্ষমাপ্রার্থনা করে গেছে পলা ব্যারন,

ক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল তাকে। বারবার অনুরোধ করেছে মুক্তিপণের টাকা পৌঁছে দেবার পর আজ রাতটা যেন রানা এ-বাড়িতেই থাকে। কিছুক্ষণের জন্য এসেছিল বুড়ো বাটলার সিমলক, হুইল-ওয়্যাগনে করে ডিনার দিয়ে গিয়েছিল। কোনও কথা বলেনি, নীরবে রাজসিক ডিনার সার্ভ করে চলে গেছে।

রাত ন'টার দিকে একবার বাইরে বেরিয়েছে রানা, রোস্ট করা মুরগির অর্ধেকটা ছিঁড়ে গাড়ির জানালা দিয়ে সাপ্লাই দিয়েছে জেমস কুপারকে। মিনিট খানেক বাইরে ছিল তখন ও। এর বেশি থাকবার উপায় ছিল না ওর, ভয় পাচ্ছিল বাড়িটার উপর নজর রাখছে এমন কেউ জেমসের একটানা কাতর অভিযোগ শুনে ফেলতে পারে।

এবার হয়তো জানা যাবে কিছু, যদি কিডন্যাপাররাই ফোনটা করে থাকে। জেফ ব্যারনকে চেনে না রানা, তবে দীর্ঘ, ক্লান্তিকর অপেক্ষা থেকে খানিকটা হলেও বুঝতে পারছে কীরকম হতে পারে পলা ব্যারনের মনের অবস্থা।

কয়েক মিনিট পর বাইরে নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়ে হল-এ বেরিয়ে এলো রানা, দেখল, সিঁড়ি বেয়ে তাড়াহুড়ো করে নেমে আসছে পলা ব্যারন। কালো স্ল্যাকস পরেছে মেয়েটা, সেই সঙ্গে খাটো একটা ফার কোট। তার পিছনে আসছে সিমলক, হাতে অয়েলস্কিনে মোড়া তিনটে প্যাকেট।

ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে পলা ব্যারনকে, মনে হচ্ছে অসুস্থ। বোঝা যাচ্ছে, অপেক্ষার সময়টা প্রচণ্ড মানসিক কষ্টে কেটেছে তার। রানাকে দেখে নিচু গলায় বলল, 'মন্টি ভার্ডে মাইনিং ক্যাম্প। চেনেন জায়গাটা, মিস্টার রানা?'

'চিনি,' বলল রানা। 'স্যান দিয়েগো হাইওয়ে ধরে যেতে হয় ওখানে। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া কম থাকলে বড় জোর মিনিট বিশেক লাগবে পৌঁছতে।'

একটা ঘরের দরজায় নিঃশব্দে দেখা দিলেন ডিক ব্রডহার্স্ট।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন নরম গলায়।

'মন্টি ভার্ডে মাইনিং ক্যাম্প,' জানাল রানা। 'স্যান দিয়েগো হাইওয়ের ধারে পরিত্যক্ত একটা রূপার খনি। কিডন্যাপাররা ভাল জায়গাই বেছেছে।' পলা ব্যারনের দিকে তাকাল ও। কাঁপছে মেয়েটার ঠোঁট দুটো। জিজ্ঞেস করল রানা, 'আপনার স্বামীর কোনও খবর পেলেন, মিসেস ব্যারন?'

'ওকে... ওকে ছেড়ে দেবে টাকাগুলো পাবার তিন ঘণ্টা পর,' থেমে থেমে বলল পলা ব্যারন। 'ফোন করে জানাবে ওকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

পরস্পরের চোখে তাকাল ডিক ব্রডহার্স্ট ও রানা।

রানার বাহুতে হাত রাখল পলা ব্যারন। 'আপনার কী মনে হয়, মিথ্যে বলছে ওরা, মিস্টার রানা? টাকা দিয়ে দেবার পর ওদের উপর তো বোধহয় কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না আমাদের।'

'এখনও নিয়ন্ত্রণ নেই,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ওদের বিশ্বাস করা ছাড়া কিছু করার নেই আসলে।'

ডিক ব্রডহার্স্ট বললেন, 'ভাল হতো না তুমি থেকে গেলে, পলা? মিস্টার রানা টাকা দিয়ে আসতে পারবেন।'

বাবার দিকে তাকাল না পলা ব্যারন, নিচু গলায় বলল, 'না। আমি যাব।'

ডিক ব্রডহার্স্ট আবারও বললেন, 'চিন্তা করে দেখো, পলা। এমনও তো হতে পারে, ওরা তোমাকেই কিডন্যাপ করে ফেলল, তখন? মিস্টার রানাই তো টাকাগুলো...'

এবার বাবার দিকে তাকাল পলা ব্যারন, চেহারায় একই সঙ্গে দুঃখ, ক্ষোভ, হিস্টিরিয়া ও রাগের ছাপ। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'আমি যাবই। তুমি যা-ই বলো না কেন, আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না। জানি, সব জানি আমি! মিথ্যে ভান করতে হবে না তোমাকে। ভাল করেই জানি, তুমি চাও না জেফ এই বিপদ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারুক। তুমি ওকে ঘৃণা করো। ও কিডন্যাপ হবার

পর থেকে খুশি চেপে রাখতে অনেক কষ্ট হচ্ছে তোমার। কিন্তু ওকে আমি ফিরিয়ে আনব। শুনছ? জেনে রাখো, ওকে আমি ফিরিয়ে আনব, যেভাবে হোক।'

'কী বলছ এসব!' নরম গলায় বললেন ডিক ব্রডহার্স্ট, চোখে তিক্ত, কঠোর দৃষ্টি। রানা খেয়াল করল, ক্ষণিকের জন্য মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়েছিল ভদ্রলোকের।

বাবার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রানাকে দেখল পলা। 'আপনি আমার সঙ্গে আসছেন তো, মিস্টার রানা?'

'চলুন।'

'প্লিয, টাকাগুলো আপনার কাছে রাখুন তা হলে,' দ্রুত পায়ে দরজার কাছে চলে গেল পলা ব্যারন, ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল টেরেসে।

রানার হাতে টাকার প্যাকেটগুলো দিল বাটলার সিমলক, মৃদু গলায় বলল, 'ওঁর দিকে খেয়াল রাখবেন, সার।'

কোনও কথা না বলে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন মিস্টার ব্রডহার্স্ট।

'খুব মনোকষ্টে আছেন, মিসেস ব্যারন, সার,' বিড়বিড় করল বাটলার। তার চেহারা দেখে মনে হলো, সে-ও কম দুঃখিত নয়।

টেরেস হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে ক্যাডিলারের কাছে চলে এলো রানা, গাড়ির পিছনের সিটে প্যাকেট তিনটে নামিয়ে রেখে বলল, 'আমিই গাড়ি চালাব। এক মিনিট অপেক্ষা করুন, বুইক থেকে আমার পিস্তলটা নিয়ে আসি।' পলা ব্যারনকে গাড়িতে বসতে দেখে দ্রুত পায়ে বুইকের কাছে চলে এলো ও, নিচু গলায় বলল, 'মন্টি ভার্ডে মাইনিং ক্যাম্প। দশ মিনিট পর রওনা হবে।'

ম্যাট্রেসের তলা থেকে মৃদু একটা গোঙানি শুনতে পেল ও, অপেক্ষা না করে ফিরে এলো ক্যাডিলাকের পাশে, ড্রাইভিং সিটে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। পলা ব্যারন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার গাড়িটা কি এখানেই থাকবে?'

'না, আমার এক বন্ধু এসে নিয়ে যাবে,' জবাবে বলল রানা।

জড়সড় হয়ে বসল পলা ব্যারন, নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল।

রওনা হলো রানা, মৃদু গলায় বলল, 'হতাশ হবেন না।'

নীরবে কাঁদছে পলা ব্যারন। কাঁদলে হয়তো মনটা হালকা হবে, ভাবল রানা, গাড়ি চালানোর দিকে মনোযোগ দিল। মসৃণ ভাবে ছুটে চলেছে দামি ক্যাডিলাক। অর্কিড বুলেভার্ডে পৌঁছে রানা বলল, 'শক্ত হোন। ওরা কী বলেছে এখনও আমাকে জানাননি আপনি। যদি কোনও ভুল করে বসি, তা হলে হয়তো মিস্টার ব্যারনকে ফেরত দেয়া হবে না। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন, সতর্ক আর ভীত এখন ওই কিডন্যাপাররা। ফোনে কী বলেছে খুলে বলুন আমাকে।'

মিনিট পাঁচেক লাগল পলা ব্যারনের নিজেকে সামলে নিতে, ততক্ষণে মন্টি ভার্ডে অ্যাভেনিউতে পড়েছে ক্যাডিলাক।

'পুরনো সুড়ঙ্গের সামনে একটা ছাউনি আছে, ওটার উপর রেখে দিতে হবে প্যাকেট তিনটে। জায়গাটা আপনি চেনেন?'

'চিনি।' গত বছর ওখানে রানা এজেন্সির পিকনিক হয়েছিল, মনে পড়ল রানার। 'আর কিছু?'

'প্যাকেটগুলো এক ফুট পর পর এক সারিতে রাখতে হবে। প্যাকেট রাখার পর দেরি না করে চলে আসতে হবে আমাদের।'

'ব্যস?'

শিউরে উঠল পলা ব্যারন। 'হুমকি দিয়েছে আমাকে, যদি কোনও ফাঁদ পাতা হয়, তা হলে খুন করে ফেলবে জেফকে।'

'ফোনে আপনার স্বামীকে কথা বলতে দেয়নি?'

'না। ...কেন?'

'কখনও কখনও দেয়,' বলল রানা। মেয়েটাকে জানতে দিল না কী ভাবছে। ফোনে ভিকটিমকে কথা বলতে না দেয়া খুব খারাপ ইঙ্গিত বহন করে। হয়তো আর কখনোই কথা বলবে না জেফ ব্যারন। একটু পরে জিজ্ঞেস করল, 'গতবার যে-লোক ফোন

করেছিল, এবারও কি সে-ই ফোন করেছে?'

'মনে হয়। একইরকম অস্পষ্ট, চাপা গলা।'

কী করবে ভেবে নিল রানা, তারপর বলল, 'খনির সামনে গাড়ি থামাব আমি। গাড়িতেই থাকবেন আপনি। টাকার প্যাকেট যেভাবে বলেছে, সেভাবে রেখে আসব। কী করছি সেটা গাড়িতে বসেই দেখতে পাবেন। ফিরে এসে গাড়িতে উঠব, তখন গাড়ি আপনি চালাবেন। ভার্ডে অ্যাভেনিউর মুখে পৌঁছে একটু থামবেন, আমি নেমে যাব ওখানে। এরপর সোজা বাড়ি ফিরবেন। ঠিক আছে?'

'আপনি নেমে যাবেন কেন?'

'নামলে হয়তো কিডন্যাপারদেরকে দেখতে পাব।'

'না!' রানার বাহুতে দেবে গেল পলা ব্যারনের সুন্দর আঙুলগুলো। 'খুন করে ফেলবে ওরা জেফকে! টাকা রেখে ওরা যা করতে বলেছে, তা-ই করব আমরা। আমাকে কথা দিন, অন্য কিছু করবেন না আপনি?'

'বেশ, সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে,' বলল রানা। 'টাকাগুলো আপনার। যদি কথা না রাখে, সেক্ষেত্রে ওদের ধরার কোনও উপায় থাকবে না। যা বলেছি সেটা করলে, আমি আপনাকে কথা দিতে পারি, আমাকে দেখবে না ওরা।'

'না!' আগেরই মতো চাপা গলায় বলল পলা ব্যারন। 'আমার কারণে কথা রাখবে না, সেরকম কোনও সুযোগ দেব না আমি ওদের।' রানার বাহু থেকে হাত সরিয়ে নিল মেয়েটা।

বাঁক নিয়ে স্যান দিয়েগো হাইওয়েতে পড়ল ক্যাডিলাক। রানা মৃদু গলায় বলল, 'আরেকবার ভেবে দেখুন।'

অপেক্ষা করল ও, মিনিট খানেক পার হয়ে গেল, জবাব দিল না পলা ব্যারন। সোজা সামনের দিকে চেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে সে।

হাইওয়েতে এতো রাতেও গাড়ি-ঘোড়ার লম্বা লাইন, আট-দশ মিনিট লেগে গেল রানার খনির কাছাকাছি পৌঁছুতে। তারপর

বাঁক নিয়ে খনির কাঁচা রাস্তায় পড়ল ক্যাডিলাক। এবড়োখেবড়ো পথ, নাচছে ক্যাডিলাক। অন্ধকার, পরিত্যক্ত একটা জায়গা। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে পথের দু'পাশের বড় বড় ঝোপ, ময়লার উঁচু স্তূপ। জায়গাটা মেইন হাইওয়ে থেকে বড় জোর দু'-তিনশো গজ দূরে, কিন্তু নির্জন কাঁচা রাস্তা নিকষ কালো অন্ধকার, যেন কোনও প্রাচীন সমাধির অভ্যন্তর।

সামনে দেখা গেল খনির প্রবেশ পথ। কব্জা ভেঙে এক পাশে পড়ে আছে কাঠের পাল্লা দুটোর একটা, অন্যটা এখনও অর্ধেকটা পথ আড়াল করে দাঁড়ানো। ওখানে গাড়ি থামাল রানা, ইঞ্জিন বন্ধ করল না, দরজা খুলে নামল। হেডলাইটের আলো চিড় ধরা কংক্রিটের রাস্তায় লম্বা একটা হলদে দাগের মতো দেখাচ্ছে। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে সুড়ঙ্গের মুখ পর্যন্ত। ছাউনিটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। সাত ফুটের বেশি উঁচু হবে না, দেয়ালের কাঠ পচে গেছে। একসময় ওখানে খনি মজুরদের হাজিরা নেয়া হতো।

'গাড়িতে থাকুন,' চারপাশ একবার দেখে নিয়ে বলল রানা। 'যদি বোঝেন কোনও গণ্ডগোল হয়ে গেছে, দেরি না করে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরবেন।'

ছাউনির দিকে চেয়ে আছে পলা ব্যারন, আবেগতাড়িত চেহারা দেখে মনে হলো, আশা করছে, এক্ষুনি ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে জেফ ব্যারন।

পিছনের সিট থেকে ডলারের প্যাকেট তিনটে তুলে নিল রানা, এক হাতে কোমরের কাছে ধরল ওগুলো। শোল্ডার হোলস্টারে নেড়েচেড়ে একটু ঢিলে করে নিল ওয়ালথারটাকে, তারপর ড্রাইভওয়ে ধরে পা বাড়াল ছাউনির দিকে।

হাইওয়ে থেকে ভেসে আসছে গাড়ি-ঘোড়ার মৃদু আওয়াজ, নইলে চারপাশ কবরের মতো নিস্তব্ধ। নড়ছে না কিছু। ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এলো না কেউ ক্যাডিলাকের হেডলাইটের আলোয় নিজেকে চমৎকার একটা

লোভনীয় টার্গেট মনে হচ্ছে রানার। ছাউনির কাছে পৌঁছে গেল ও, আধখোলা একটা দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল।

মেঝেতে একটা ভাঙা কাঠের চেয়ার, একগাদা নোংরা কাগজ ও একরাশ ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু নেই। হেডলাইটের আলোয় পিছনের দেয়াল দেখা যাচ্ছে, অসংখ্য মাকড়সা জাল ছড়িয়ে কারুকাজ করেছে ওখানে।

ডলারের প্যাকেট রেখে সরে যেতে ইচ্ছে করছে না রানার। মন বলছে, টাকাগুলো আর কখনোই ফিরে পাবে না পলা ব্যারন। ফেরত পাবে না জীবিত জেফ ব্যারনকেও। নিজেকে বোঝাল রানা, তা-তে ওর কী; যা করতে বলা হয়েছে, তা-ই করছে ও, সাহায্য করছে মেয়েটাকে। এর বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই ওর। জং ধরা করোগেটেড ছাদের উপর প্যাকেট তিনটে এক ফুট পরপর রাখতে বলা হয়েছে, সেভাবেই রেখে দিল ও। যদিও মন বলছে কাছাকাছি থেকে চোখ রাখতে, তবুও ফিরতি পথ ধরল নিজেকে শাসন করে। চারপাশে একবার তাকাল। কেউ যদি লুকিয়েও থাকে, বুঝবার উপায় নেই। লুকানোর জায়গার অভাব নেই চারপাশে। থাকবে নাকি? আরেকবার ভাবল। সিদ্ধান্ত নিল, থাকবে না। ও যদি থাকে, আর জেফ ব্যারন খুন হয়ে যায়, তা হলে বিবেকের কাছে দায়ী থাকতে হবে ওকে। টাকা খোয়ানোর ঝুঁকি নিচ্ছে পলা ব্যারন, স্বামী খোয়ানোর নয়। এরমধ্যে ওর নাক না গলানোই ভাল।

ক্যাডিলাকের পাশে পৌঁছে দরজা খুলে স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসল রানা। আবারও কাঁদতে শুরু করেছে পলা ব্যারন। মেয়েটার দিকে তাকাল না রানা, নরম গলায় বলল, 'আমি এখানে থেকে নজর রাখি, সেটা যদি আপনি না চান, তো চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।'

'চলুন, প্লিয!' অস্পষ্ট গলায় বলল পলা ব্যারন। মুখ নিচু করে থম মেরে বসে থাকল।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা, রওনা হয়ে পলকের জন্য দেখল, একটা ছায়ামূর্তি চট্ করে সরে গেল একগাদা পুরোনো রেইলওয়ে স্লিপারের আড়ালে। জেমস হতে পারে, আন্দাজ করল রানা, নিশ্চিত হতে পারল না। জেমস যদি লুকিয়ে থেকে নজর রাখে, তা হলে ওর চোখে হয়তো ধরা পড়বে টাকা নিতে আসা লোকটা। পলার দিকে তাকাল রানা, ছায়ামূর্তিটাকে দেখেনি সে, চোখে রুমাল চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদছে এখন।

সাবধান, জেমস, মনে মনে বলল রানা। একবারও অন্যদিকে না তাকিয়ে রওনা হয়ে গেল ও ওশন এন্ড-এর দিকে।

পাঁচ

ঘড়ি দেখল রানা। সোয়া দুটো বাজে। লাউঞ্জে একা বসে আছে ও, সিগারেট হাতে অসচেতন ভাবে তাকিয়ে আছে রূপো ও সোনার কারুকাজ করা মেক্সিকান একটা স্যাডলের দিকে। দেয়ালে ঝুলছে ওটা।

দোতলায় কোথাও আছে পলা ব্যারন। তার অনুরোধেই আড়াই ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে রানা। বার কয়েক ওকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে গেছে মেয়েটা।

হঠাৎ চমকে উঠতে হলো ওকে। নিচু সুরে শিস দিয়েছে কেউ ঠিক ওর কানের কাছে।

'নার্ভটা শক্ত করতে শেখো, বাছা,' বলে উঠল জেমস কুপার, সামনে চলে এলো। 'হুইস্কি-টুইস্কি হবে নাকি?'

সাইডবোর্ড দেখাল রানা। 'নিয়ে নাও। ...কী খবর?'

জবাব দিল না জেমস কুপার– আগে কাজ, তারপর কথা।

সাইডবোর্ডের সামনে গিয়ে ড্রিঙ্ক ঢেলে নিয়ে ফিরে এসে বসল রানার মুখোমুখি। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'কী মনে হয়, আজ রাতে ঘুমাতে পারব?'

'ঘুমের কথা বাদ দাও,' রানা বুঝতে পারছে, কিছু একটা দেখেছে জেমস খনিতে। 'কী দেখলে?'

'দেখলাম ডলারের প্যাকেটগুলো নিয়ে গেল,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুপার। 'কাউকে দেখিনি।'

কোনও প্রশ্ন করল না রানা, ও চুপ করে তাকিয়ে আছে দেখে কুপার আবার বলল, 'ওগুলো যে-ই নিক, মাথায় বুদ্ধি আছে তার। মনে হয় শ্যাফটের কোনও সাপোর্টিং গার্ডারের উপর ঘুটঘুটে আঁধারে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা, ছাউনির ছাদের চেয়ে ওপরে। একটা ছিপ ব্যবহার করেছে। গভীর সাগরে মাছ ধরতে যেগুলো ব্যবহার করা হয়, ওই জিনিস। বড় মাছ ধরার মজবুত ছিপ, নইলে ডলারের ভারী পার্সেল তুলে নিতে পারত না। বড়শি বাধিয়ে একে একে পার্সেলগুলো নিজের কাছে তুলে নিয়ে গেল। একটু আওয়াজও করেনি। বের হয়নি আড়াল ছেড়ে। আমার তো ঘটনা দেখে গা শিউরে উঠেছিল ভূতের কথা ভেবে। চাঁদের আলোয় একটা একটা করে পার্সেল শূন্যে উঠছে... কীভাবে কাজটা করছে বোঝার আগে পর্যন্ত আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম ভয়ে। ভাবছিলাম ঝেড়ে দৌড় দিয়ে পালাব কি না।'

'তোমাকে দেখেনি তো?'

'না। অসম্ভব।'

'সম্ভব,' বলল রানা। 'আমি তোমাকে দেখেছি।'

'নিজের জীবন বাজি রাখতে পারি, দেখোনি,' জোর দিয়ে বলল জেমস কুপার। 'তুমি ফিরতি পথ ধরার আগে ওখানে পৌঁছাইনি আমি। ক্যাডিলাকের টেইল-লাইটগুলো হাইওয়ে ধরে দূরে চলে যেতে দেখেছি, তারপর বুইক থেকে নেমে ক্রল করে এগোতে শুরু করেছি খনির দিকে।'

'কিন্তু ফেরার সময় একজনকে দেখেছি আমি,' বলল রানা।

হুইস্কিতে চুমুক দিল জেমস কুপার। 'সে যে-ই হোক, আমি ছিলাম না।'

ছায়ামূর্তিটা কেমন ছিল মনে করবার চেষ্টা করল রানা। লোকটার দৈহিক আকৃতি দেখে জেমসের কথা মনে হয়েছিল ওর। তার মানে, লোকটা ছিল লম্বা, সুঠামদেহী, কাঁধ দুটো চওড়া। তথ্যগুলো কোনও কাজে আসবে বলে মনে হলো না ওর।

'তা হলে কিডন্যাপারদের একজন,' বলল ও। 'চেহারা দেখতে পেলে ভাল হতো।' ঘড়ি দেখল। আড়াইটা বাজে। 'আর আধঘণ্টার মধ্যে খবর পাওয়া যাবে। অবশ্য যদি যোগাযোগ আদৌ করে ওরা।'

দু'হাতে চোখ ডলল জেমস কুপার। 'জানটা খারাপ হয়ে গেছে। অপেক্ষার অসহ্য পাঁচটা ঘণ্টা শেষ করে দিয়েছে আমার সমস্ত জীবনীশক্তি। ভাবতে ইচ্ছে করছে না কিছু। তারপরও, রানা, বলো দেখি, তোমার কি মনে হয় কিডন্যাপাররা জেফ ব্যারনকে ছেড়ে দেবে?'

'না,' যা অনুভব করছে তা-ই বলল রানা। 'আমি কোনও কারণ দেখি না।'

হাই তুলল জেমস কুপার। 'দশ লাখ ডলার নিয়ে গেছে জানলে ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের মনে হবে একসঙ্গে কয়েকটা কাঠ-পিঁপড়ের কামড় খেয়েছে সে তার লালচে পাছাটায়।'

'টাকা দেয়ার ব্যাপারে আমাদের কিছু করার ছিল না,' বলল রানা। 'দায়-দায়িত্ব পলা ব্যারনের।'

'কিন্তু আমরা তাকে সহায়তা করেছি,' আরেকটা হাই চাপল জেমস কুপার। 'পলা ব্যারনকে কিছু বলতে সাহস পাবে না মোটকু শয়তানটা, কিন্তু আমাদের সঙ্গে চোটপাট দেখাতে চেষ্টা করবে।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল ঘরে ডিক ব্রডহার্স্টকে নিঃশব্দে ঢুকতে দেখে।

'তা হলে নিরাপদেই ফিরেছেন, মিস্টার রানা,' বললেন ভদ্রলোক। 'খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম আপনাদের কথা ভেবে।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে জেমস কুপারের দিকে তাকালেন তিনি। রানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইরে গিয়ে আপনার গাড়িটা দেখিনি একটু আগে।'

'ও নিয়ে গিয়েছিল,' জেমসকে দেখাল রানা। ওকে পরিচয় করিয়ে দিল।

'লম্বা সময় ধরে অস্বস্তিকর অপেক্ষা করতে হচ্ছে,' বললেন ব্রডহার্স্ট। 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করার সময় হয়ে গেছে ওদের, মিস্টার রানা?'

'আরও পাঁচ মিনিট পর তিন ঘণ্টা পুরো হবে,' বলল রানা। জেমসকে আরেকটা ড্রিঙ্ক নিতে দেখল। 'সত্যি যদি জেফ ব্যারনকে কিডন্যাপাররা ছেড়ে দেয়, তা হলে নিশ্চিত হতে চাইবে, সে এখানে পৌঁছাবার আগেই যাতে শহর ছেড়ে সরে যেতে পারে তারা।'

আধপাক ঘুরে রানার দিকে তাকালেন ডিক ব্রডহার্স্ট। আড়ষ্ট গলায় বললেন, 'আমার মনে হয় না ওকে ছেড়ে দেবার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে। আধঘণ্টার মধ্যে যদি কিডন্যাপাররা যোগাযোগ না করে, তা হলে পুলিশে খবর দেব আমি। আপনি কী বলেন, মিস্টার রানা?'

'আপনার যা ইচ্ছে,' বলল রানা। 'তবে এতক্ষণ যখন অপেক্ষা করেছি, তো আমার মনে হয় সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে। কোনও ভুল সিদ্ধান্ত এখনও মিস্টার ব্যারনের জীবননাশের কারণ হতে পারে।'

মাথা নাড়লেন ডিক ব্রডহার্স্ট। 'না, মিস্টার রানা, আমার ধারণা মারা গেছে ও।'

এ-ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করল না রানা। অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করছে বলেই হয়তো ভদ্রতার ধার না ধেরে সরাসরি প্রশ্ন

করল, 'ঠিক কী কারণে মিস্টার ব্যারনকে এতো অপছন্দ করেন আপনি, মিস্টার ব্রডহার্স্ট?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন ভদ্রলোক, বেরিয়ে গেলেন টেরেসে, ওখানে তিন-চার মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঢুকলেন ঘরে, দরজার দিকে এগোলেন। নিজেকেই যেন বললেন, 'যাই, পলার কী অবস্থা দেখি গিয়ে। অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে মনের ওপর খুব চাপ পড়ছে নিশ্চয়ই ওর।' দরজার কাছে পৌঁছে বেরিয়ে যাবার আগে রানার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'যে-লোক টাকার জন্যে কোনও মহিলাকে বিয়ে করে, তাকে পছন্দ করার কোনও কারণ নেই, মিস্টার রানা।'

ভদ্রলোকের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল রানা ও জেমস কুপার, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

'টাকার জন্যে পলা ব্রডহার্স্টকে বিয়ে করেছিল জেফ ব্যারন?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল কুপার।

জবাব না দিয়ে ঘড়ি দেখল রানা। 'নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেছে পাঁচ মিনিট আগে।'

চেয়ার ছেড়ে একটা লম্বা সোফায় গা এলিয়ে দিল কুপার, বলল, 'কিছু ঘটলে জাগিয়ে দিয়ো, আর পারছি না।'

দশ মিনিট পার হবার আগেই তার গভীর, নিয়মিত শ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। ইযি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল ও নিজেও। কখন ঘুমিয়ে পড়ল, বলতে পারবে না।

ঘুমটা ভাঙল চোখে রোদ এসে পড়ায়। চট্ করে ঘড়ি দেখল রানা। সোয়া সাতটা বাজে। কুপারের দিকে তাকাল। এখনও গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে সে। বাগানের শেষ প্রান্তে কোরালের নিচু টিলার গায়ে সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ার মৃদু শব্দ হচ্ছে, এ ছাড়া চারপাশে আর কোনও আওয়াজ নেই।

ইযি চেয়ার ছেড়ে টেরেসে এসে দাঁড়াল রানা। বাগানে দু'জন চাইনিজ মালী কাজ করছে। শাপলা ফুলের পুকুরের চারপাশে

জড়ো হয়েছে কয়েকটা পোষা ফ্লেমিঙ্গো, খাবার খুঁজছে। টেরেসের শেষপ্রান্তে একটা ব্যালকনিতে বসে সাগরের দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে পলা ব্যারন, মনে হলো বিষণ্ন চিত্তে কী যেন ভাবছে মেয়েটা গভীর ভাবে। ফ্যাকাসে সাদা কাতর চেহারা যেন নীরবে বলছে, করেনি, ওরা ফোন করেনি। ফিরে আসেনি জেফ। ওরা ফিরিয়ে দেয়নি আমার স্বামীকে।

লাউঞ্জে ফিরে এলো রানা। বুঝতে পারছে, মেয়েটাকে এখন বিরক্ত করা মোটেই উচিত হবে না।

*

পরের দুটো দিন যেন দোজখে কাটল রানার। সমস্ত স্বাভাবিক কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল ওর। জেমস কুপারকে সকালেই সাগর-তীরের হোটেলে ফেরত পাঠানোয় বেহুদা ঝক্কিঝামেলা থেকে বেঁচে গেল সে। সে যে রাতের অভিযানে জড়িত ছিল, সেটা রানার অনুরোধে সবার কাছে চেপে গেলেন মিস্টার ব্রডহার্স্ট।

মুক্তিপণ দেবার পরদিন সকাল আটটায় পুলিশকে যখন জানানো হলো, টাকা দেবার পরও জেফ ব্যারনকে ফেরত দেয়নি কিডন্যাপাররা, খবরটা পেয়ে মাথায় যেন বাজ পড়ল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের। প্রশাসনের উপরমহলে তোলপাড়, হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল। দেরি না করে খবরটা প্রচার করা হলো রেডিও ও টেলিভিশনে। নড়েচড়ে বসল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের হোমরাচোমরা কয়েকজন নেতা। তাদের তীব্র সমালোচনা করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা বিবৃতি আকারে প্রকাশ করল বিরোধী দলীয় অনেক নেতা। ফলাফল: উত্তরে স্যান ফ্রান্সিসকো এবং দক্ষিণে লস অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত সবখানে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হলো পুলিশ বাহিনীকে।

দেরি না করে অর্কিড সিটির সবক'জন পুলিশ অফিসারকে সার্চ মিশনে পাঠাল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের মাথাটা খাটিয়ে নিয়ে পরিকল্পনা করল কীভাবে কিডন্যাপারদের পাকড়াও

করবে, তারপর নিজের বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্যাপক সার্চ অ্যান্ড অ্যারেস্ট অপারেশনের নির্দেশ দিল অধীনস্থদের। কিন্তু তার নির্দেশ পালিত হবার আগেই স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে এসে হাজির হলো বারোজন এফবিআই এজেন্ট, কয়েক কড়া ধমকে সমস্ত কর্তৃত্ব কেড়ে নিল তারা ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের হাত থেকে।

পুলিশের পাশাপাশি স্টেট ট্রুপ, রেগুলার আর্মি ইউনিট, এয়ারফোর্সকে সার্চে নামানো হলো। ব্যস্ত হয়ে আধঘণ্টা পরপর সর্বশেষ খবর প্রচার শুরু করল রেডিও ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলো।

ফেডারাল এজেন্টরা এসে হাজির হবার আগে আড়াই ঘণ্টা পুলিশ হেডকোয়ার্টারে কাটাতে হলো রানাকে, সম্মুখীন হতে হলো ক্ষিপ্ত, লালমুখো ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের জেরার। আভাসে ইঙ্গিতে নানারকম হুমকি দিল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, প্রচ্ছন্ন প্রলোভন দেখানোর চেষ্টা করল ওকে, যেন রানা কিডন্যাপিঙের কেস নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করে।

এরপর পৌঁছল এফবিআই এজেন্টরা, রানাকে দেখে দেরি না করে হ্যান্ডশেক করল তাদের চিফ, তার দেখাদেখি দলের অন্যান্যরা, হাসিমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করল। এফবিআই চিফের ধমকে থতমত খেয়ে লালচে চেহারায় বিদায় নিতে হলো অপ্রস্তুত, অপমানিত ইয়ান ফ্লেমিংকে। বুঝতে পারল না স্পষ্ট করে, কেন পাল্টা হুমকি দেয়া হয়েছে তাকে, 'মিস্টার রানার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করতে যাবেন না, চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।' তার মাথায় এটাও ঢুকল না, কেন এফবিআই দলের নেতা শ্বেতাঙ্গ হয়েও কয়েকবার করে বলেছে বহুবার তারা রানা ও রানা এজেন্সির সাহায্য পেয়ে উপকৃত হয়েছে।

কাজের কথা ছাড়া কোনও ফালতু কথা বলল না এফবিআই-এর কেউ, অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল তারা গতরাতে ঠিক কী ঘটেছে। জেমস কুপারের জড়িত

থাকবার বিষয়টি ছাড়া আর সবই তাদের জানাল রানা। মুক্তিপণের টাকা নিতে নিজে দেখেছে বলল। জানাল, গোপনে ফিরে গিয়েছিল ও মন্টে ভার্ডে মাইনিং ক্যাম্পে।

ফেডারাল এজেন্টদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোতেই জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা উদ্‌গ্রীব সাংবাদিকদের খপ্পরে পড়তে হলো ওকে। একের পর পর এক ছবি তোলা হলো ওর, করা হলো হাজারো প্রশ্ন। একদল উৎসাহী লোক জুটে গেল অটোগ্রাফ নিতে, সুভ্যেনির সংগ্রহ করতে। রানার কাছাকাছি হবার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করল তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে। *মুক্তিপণ দিতে যাওয়া মানুষ* বলে প্রচার হয়ে গেছে রানার নাম। আরও বেশি খ্যাতি পেয়েছে ও মুক্তিপণের টাকা নিতে দেখায়। উন্মত্ত অটোগ্রাফ শিকারী ও সুভ্যেনির সংগ্রহকারীদের হাত ছাড়িয়ে যখন ও শেষ পর্যন্ত বুইকে উঠে পড়তে পারল, ততক্ষণে ওর কোটের বোতামগুলো ছিঁড়ে নিয়ে গেছে পাবলিক। শার্টের বুক পকেট থেকে সোহানার উপহার দেয়া রুমালটাও হ্যাঁচকা টানে নিয়ে গেছে কে যেন। সুভ্যেনির।

অফিসের নিরাপত্তায় পৌঁছে অবশেষে স্বস্তির শ্বাস ফেলল ও। সুসানাকে বলে দিল, কেউ দেখা করতে চাইলে বলে দিতে হবে, ও অফিসে নেই, কোথায় আছে কেউ জানে না। ঠিক করল, রাত গভীর হবার আগে অফিস থেকে বের হবে না। ফাইলগুলো আবার নতুন করে পড়তে শুরু করল। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কেসগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করল।

সারাদিন গুঞ্জন তুলে আকাশে চক্কর কাটল বেশ কয়েকটা সার্চ প্লেন; বালিয়াড়ি, টিলা ও শহর থেকে বেরুবার সবক'টা পথের উপর নজর রাখল ওগুলো। প্রতিটা সড়কে পাহারায় থাকল পুলিশ বাহিনী। বাড়ি-বাড়ি তল্লাশীর ব্যবস্থা নেয়া হলো। সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। এক স্কোয়াড পুলিশ গেল শহরের পুবপ্রান্তে চোর-

বদমাশদের ঘাঁটি বলে কুখ্যাত কোরাল গেবলে, বাছা বাছা খুনে-ডাকাতদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে।

টিভিতে ফেডারাল এজেন্ট, পুলিশবাহিনী ও আর্মি ইউনিট-এর সমস্ত কার্যক্রম প্রচার করা হচ্ছে, ফাইলে চোখ বুলানোর ফাঁকে তাদের কর্মতৎপরতা টিভির পর্দায় দেখল রানা। হাসপাতালে খোঁজ নিল। এখনও কেবিনে নেয়া হয়নি হাকিম হাশেমি ও আজিজ খন্দকারকে। ওকে জানানো হলো, আগামীকাল হয়তো কেবিনে নেয়া হবে তাদের।

সবার ব্যস্ততা দেখে যে-কারও মনে হতে পারে, পানিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে লাল পিঁপড়ের বাসা, পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে পিঁপড়ে, ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দিন শেষে দেখা গেল; আসল কাজের কোনও অগ্রগতি হয়নি। ফেডারাল এজেন্ট, পুলিশ বাহিনী, স্টেট ট্রুপার ও শতখানেক শখের গোয়েন্দার সমস্ত প্রচেষ্টা বিফলে গেল, জেফ ব্যারন কিংবা কিডন্যাপারদের কোনও হদিশ জানা গেল না। টেলিভিশন নিউজে প্রচার করা হলো, মানসিক চাপ সইতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে পলা ব্যারন। কাউকে তার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

পরদিন অবশ্য সকালে প্রচার করা হলো, পলা ব্যারন আগের চেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে।

সকাল এগারোটায় ওশন এন্ড-এর বাড়িতে প্রেস কনফারেন্স ডাকল পলা ব্যারন, রেডিও-টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হলো সেটা।

প্রেস কনফারেন্সে অসুস্থ চেহারার পলা ব্যারন শান্ত গলায় ঘোষণা দিল, যে তার স্বামী জেফ ব্যারনের হদিশ দিতে পারবে, তাকে ব্রডহার্স্ট'স কম্পানিয থেকে পাঁচ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। এ-খবরটা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হলো রেডিও-টিভিতে।

এর ফলে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। অর্কিড সিটির মধ্যবিত্ত ও

নিম্ন-মধ্যবিত্তরা প্রায় প্রত্যেকেই মুহূর্তে পরিণত হলো অপেশাদার গোয়েন্দায়। অচেনা কাউকে দেখলেই সন্দেহ করা হতে লাগল। শহরে নতুন কেউ এলেই অনুসরণ করা হলো তাকে। হোটেল রেস্তোরাঁগুলোতে আলোচনার বিষয় বলতে জেফ ব্যারনের কিডন্যাপিঙের বিষয়টি ছাড়া আর কিছুই থাকল না।

কাক-ডাকা ভোরে অফিসে এসে বাকি দিনটা পার করল রানা প্রায় অলস ভাবে। দু'বার ফোন করল জেমস কুপারকে, জানতে চাইল তদন্তের কী খবর। জেমস কুপার জানাল, সাগর-তীরের হেরোইনখোরদের দলে ভিড়ে পড়েছে সে, ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে। তবে এখনও তাকে এতোটা বিশ্বাস করা হচ্ছে না যে, কোনও খুচরা বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলে জানাবে, কার কাছ থেকে পাইকারী দামে হেরোইন কেনে সে। বলল, সঙ্গে আরও কয়েকজন অপারেটর থাকলে সুবিধে হতো। খুচরা বিক্রেতাদের উপর চোখ রাখলে আগে হোক পরে হোক, জানা যেত এদিকে হেরোইনের ডিলারটা কে।

দু'চার কথায় কী করতে হবে তাকে জানাল রানা, তারপর আশ্বাস দিল, আর মাত্র দু'এক দিন অপেক্ষা করতে হবে জেমসকে, তারপর আরও অপারেটরের ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে ও।

ফোন রেখে আবার ফাইলে ডুবে গেল রানা, মাঝে মাঝে খবর শুনল। হাসপাতালে একবার ফোন করে জানল, আজও হাকিম হাশেমি ও আজিজ খন্দকারকে কেবিনে নেবার মতো সুস্থ বলে মনে করেননি ডাক্তাররা।

রাত ন'টায় রাস্তাঘাটে ভিড় কমবার পরে সাগর-তীরের বাংলোয় ফিরল রানা। কেমন যেন খচ্‌খচ্‌ করছে ওর মন। গাড়িটা গ্যারাজে রেখে বেরিয়ে এলো সাবধানে, দাঁড়াল একটা ঝোপের সঙ্গে মিশে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, কোথাও কোনও অস্বাভাবিক নড়াচড়া বা শব্দ নেই। তারপরও অস্বস্তি গেল না ওর মন থেকে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চাঁদের আলোয় রানা

বেরিয়ে ঝোপগুলোর ছায়ায় থেকে নিঃশব্দে চলে এলো ও বারান্দার কাছে। বারান্দায় উঠতে গিয়েও না উঠে দ্রুত সরে একটা মোটা পিলারের আড়ালে চলে গেল। বারান্দার ডানপাশে, খানিকটা দূরের অন্ধকারে আবছা একটা নড়াচড়া চোখে পড়েছে ওর। মৃদু খসখস আওয়াজটা পোশাক ঘষা খাবার।

কে?

ওয়ালথারটা বেরিয়ে এলো রানার হাতে। চুপ করে অপেক্ষা করল ও আড়ালে দাঁড়িয়ে।

'মিস্টার রানা?' জিজ্ঞেস করল ধারাল ইস্পাতের মতো কঠিন একটা নারীকণ্ঠ। রানার মনে হলো, ওই গলা ঠিক মতো প্রয়োগ করলে কঠিন পাথরও টুকরো টুকরো হয়ে যাবে সে-আঘাতে।

চারপাশ আরেকবার ভালমত দেখে নিল রানা। আর কেউ ধারেকাছে আছে বলে মনে হলো না। পিলারের আড়াল থেকে উঁকি দিল ও। খেয়াল করল, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে কোনও বিপদের আভাস দিচ্ছে না।

বারান্দার ডানদিকের কোনায় একাকী দাঁড়িয়ে আছে মাঝারি উচ্চতার দোহারা গড়নের মেয়েটা। অন্ধকারে তার চেহারা ভাল মতো দেখা যাচ্ছে না। তবে মুখটা পানপাতা আকৃতির বলে মনে হলো।

পিস্তলটা হোলস্টারে না পুরেই খুঁটির আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো রানা।

'বলুন? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।'

'আপনিই মাসুদ রানা?' আবারও জানতে চাইল মেয়েটা।

'হ্যাঁ। আপনি?'

জবাব দিল না যুবতী। একটু উসখুস করে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার। বাংলোয় একটু বসা যাবে?'

'আসুন।' মেয়েটাকে চোখের আড়াল না করেই তালা খুলে সামনের ঘরে ঢুকল রানা, দরজা থেকে সরে গিয়ে বাতি জ্বালল।

মেয়েটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে, পারফিউমের গন্ধটা নাকে এলো ওর। পাশ ফিরে তাকাল, মিষ্টি একটা চেহারা দেখতে পেল। তবে চোখ দুটোর দৃষ্টি অত্যন্ত শীতল। মনে হয়, দুনিয়ার খারাপ দিকগুলোর বেশিরভাগই দেখে নিয়েছে এই মেয়ে।

বয়স আন্দাজ করবার চেষ্টা করল রানা। চব্বিশ থেকে পঁচিশ, তবে প্রথম দেখায় বেশি বয়স্ক মনে হয়। রোদে পোড়া গায়ের চামড়া বাদামি রঙের। ঘন কালো একরাশ চুলে মাঝখান থেকে সিঁথি করেছে। নীল একটা উইন্ডব্রেকার পরে আছে, সেই সঙ্গে নীল স্ল্যাক্স। দেহের গড়ন ও চেহারা, সবমিলিয়ে আকর্ষণীয়, যদি ওই কড়া কণ্ঠস্বরটা বাদ দেয়া যায়। ওটা না শুনলে অনেক পুরুষই এর কাছে আসতে চাইবে, তবে সহজে আসতে পারবে বলে মনে হয় না।

'বসুন,' একটা সোফা দেখাল রানা। মেয়েটা বসবার পর জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, কী দরকার।'

সরাসরি রানার দিকে স্থির চোখে তাকাল মেয়েটা, কী যেন খুঁজছে রানার মুখে। তারপর বলল, 'চার্লস উইলি আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে আমাকে।'

যুবক জুয়াড়ীর হাসিখুশি, নিরুদ্বিগ্ন চেহারা মনে পড়ল রানার। মনে পড়ল, বিপদে তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মৃদু হাসল ও। 'কেন, কারও মাথায় স্যান্ড-ব্যাগ ফাটিয়েছে ও?'

'না, বিরাট বিপদে আছে চার্লি,' সিগারেটের প্যাকেট-লাইটার বের করে একটা মার্লবরো ধরাল মেয়েটা, কষে টান দিয়ে এক বুক ধোঁয়া গিলল, তারপর প্যাকেট ও লাইটারটা সামনের টেবিলে রেখে ধীরে ধীরে বলল, 'জেফ ব্যারনের কিডন্যাপিঙের দায়ে ফেঁসে গেছে ও।'

ক্ষণিকের জন্য রানার মনে হলো, ভুল শুনেছে। ম্যান্টেলপিসে টিকটিক করে চলছে ঘড়িটা, আওয়াজটা জোরাল শোনাল স্তব্ধ নীরবতায়। কিচেনে ঢেকুর তুলবার মতো বিশ্রী আওয়াজ করল ফ্রিয।

ঘাড় কাত করে রানাকে দেখছে মেয়েটা, তার চোখের কোণ থেকে সামান্য দূর দিয়ে এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে সিগারেটের নীলচে ধোঁয়া।

'চার্লস উইলি ফেঁসে গেছে জেফ ব্যারনের কিডন্যাপিঙের দায়ে?' বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। বড় বেশি কাকতালীয় মনে হচ্ছে না?

আস্তে করে মাথা দোলাল যুবতী। 'বলেছে, আপনি সাহায্য করতে পারবেন। যদি পারেন তো করুন, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে কারও না কারও সাহায্য লাগবে ওর।'

'কখন গ্রেফতার করা হয়েছে ওকে?'

ঘড়িটা একবার দেখে নিল মেয়েটা। 'এক ঘণ্টা ছয় মিনিট আগে।'

সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ফেডারাল এজেন্টরা গ্রেফতার করেছে?'

মাথা নাড়ল যুবতী। 'মোটা এক পুলিশ। তার সঙ্গে বদমাশ চেহারার দুই সাদাপোশাকের গোয়েন্দা ছিল।'

'মোটা পুলিশ?' ভ্রূ উঁচু করল রানা। 'বেঁটে, মোটা, চুলগুলো সাদা?'

'হ্যাঁ। ...কে লোকটা?'

'পুলিশ ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ফ্লেমিং।'

'তা হলে সে-ই।' সিগারেটে টান দিয়ে খানিক কী যেন ভেবে তারপর রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। ভ্রূ কুঁচকে উঠল। 'জানতাম না পুলিশের ক্যাপ্টেনরা নিজেরা গ্রেফতার করতে যায়।'

'যায়, যদি অনেক টাকা পাবার আশা থাকে, সেই সঙ্গে যদি নিজের কর্মতৎপরতা প্রচারের সুযোগ দেখে,' বলল রানা। 'ব্রায়ান ফ্লেমিং বোধহয় ফেডারাল এজেন্টদের উপর দিয়ে টেক্কা মারতে চাইছে।'

'তা হলে টেক্কা মেরেছে সে,' তিক্ত শোনাল মেয়েটার কড়া

গলা। 'চার্লি বলল আপনি ওকে এই বিপদ থেকে বের করে আনতে পারবেন।' রানার চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল সে। 'পারবেন আপনি?'

'জানি না,' সামান্য চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'ওর কাছে আমি ঋণী। যদি সাহায্য করতে পারি তো অবশ্যই করব। কী ধরনের সাহায্য চায় ও আমার কাছে?'

'বলেনি। মাথা গুলিয়ে গিয়েছিল ওর। হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল একেবারে। ওকে ওরকম বোকা বনে যেতে দেখিনি আমি আগে কখনও।'

দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এসে সামনাসামনি সোফায় বসল রানা, বলল, 'প্রথম থেকে বলে যান কীভাবে কী ঘটেছে, তা হলে বুঝতে সুবিধে হবে আমার।'

নড়েচড়ে বসল মেয়েটা। 'তার আগে একটু ড্রিঙ্ক নেয়া যাবে?'

উঠল রানা, কাবার্ড থেকে হুইস্কির বোতল, পানির জগ ও একটা গ্লাস নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি পানি মিশিয়ে নেবেন, না পানি ছাড়া?'

'আপনাকে দেখে তো বুদ্ধিমান লোক বলেই মনে হয়,' কঠিন গলায় বলল যুবতী, 'ওরা এখন চার্লিকে ধরে পেটাচ্ছে, আপনার কি মনে হয় এরকম একটা সময়ে সব জেনেশুনেও আমি পানি মিশিয়ে ড্রিঙ্ক করব?'

গ্লাসে তিন আঙুল পরিমাণ হুইস্কি ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিল রানা।

একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল টেবিলে, তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে এক হাতে ঘুসি মারল আরেক হাতের তালুতে। রাগের ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়।

'কে আপনি, বলুন তো?' যথেষ্ট সময় দিয়েছে মনে হওয়ায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'মারিয়া ব্রানশা,' আবার রানার চোখে তাকাল মেয়েটা। 'চার্লির গার্লফ্রেন্ড।'

'বলে যান কী ঘটেছে,' বলল রানা। বারবার ওর মন বলছে, ঘাপলা আছে কোথাও।

কথা গুছিয়ে নিল মারিয়া ব্রানশা, তারপর প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে গেল: 'সিনেমায় যাবার কথা ছিল আমার আর চার্লির। দেরি করে ফেলেছিল ও। ফোন করলাম, ও বলল কাপড় পাল্টাবে, আমি যেন ওর ওখানে চলে যাই। আমি যখন গেলাম, এলিভেটরে ওদের তিনজনের সঙ্গেই উঠলাম। পাঁচতলায় উঠে আগে যেতে দিলাম ওদের। ওরা যখন করিডরের কোনা ঘুরল, অনুসরণ করলাম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। দু'জনের হাতে রিভলভার। পিছন থেকে চোখ রাখলাম ওদের উপর। আমাকে দেখেনি। মোটা লোকটা দরজায় নক করল। চার্লি মনে হয় ভেবেছিল আমি নক করছি। ও দরজা খুলতেই তিনজন মিলে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কী ঘটছে বোঝার আগেই চার্লির হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল ওরা। এরপর পুরো অ্যাপার্টমেন্ট তছনছ করতে শুরু করল। অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা ভিড়ানো ছিল, বল্টু লাগায়নি। উঁকি দিলাম। দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শয়তানগুলোকে সবকিছু তছনছ করতে দেখছিল চার্লি। আমাকে দেখে ইশারা করল, যেন সরে পড়ি ওখান থেকে। ওর কথা পাত্তা না দিয়ে থাকলাম কী ঘটে দেখার জন্যে। তারপর লোকগুলো সোফার ধারে পড়ে থাকা পিস্তলটা পেল। ব্রায়ান ফ্লেমিং খুব লাফঝাঁপ শুরু করল। বারবার করে বলল, ওটা দিয়েই জেফ ব্যারনের শোফারকে খুন করা হয়েছে। এরপর থতমত খেয়ে গেল চার্লি। আমরা দু'জন একসঙ্গে তাস খেলি, পেশাদার জুয়াড়ী। লিপ রিডিং জানি দু'জনই। জ্ঞানটা কাজে দেয় হাতে ভাল তাস না এলে। তখনই চার্লি আমাকে ঠোঁট নেড়ে বলল, আমি যেন আপনার সঙ্গে দেখা করে সাহায্য চাই। আমি যখন চলে আসছি, তখন ওকে মারধর করছিল পুলিশগুলো।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'ব্রায়ান ফ্লেমিং জানল কী করে যে ওই পিস্তলটা দিয়েই জেফ ব্যারনের শোফারকে খুন করা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল মারিয়া ব্রানশা। 'জানি না।'

'তারপর কী হলো?'

'রাস্তার উল্টোধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। আধঘণ্টা পর ওকে বের করে আনল অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটা থেকে। ঠিকমত হাঁটতে পারছিল না ও, মুখে আর কাপড়ে রক্ত লেগে ছিল।' সামনে ঝুঁকল মারিয়া ব্রানশা, অ্যাশট্রেতে টিপে নেভাল সিগারেট, তারপর বলল, 'পুলিশের গাড়িতে করে নিয়ে গেল ওকে। তারপর এখানে এলাম আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে।'

'কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে কিছু জানেন আপনি?' মেয়েটার চোখ পড়তে চেষ্টা করল রানা।

বাদামি চোখ দুটোর নিষ্কম্প চাহনি রানার চোখে স্থির হলো। 'খবরের কাগজে যতটুকু পড়েছি, ততটুকু জানি।'

'আর কিছু না?'

'না।'

'চার্লস উইলি?'

'কিছু জানে না ও। এধরনের কোনওকিছুতে নিজেকে জড়ানোর মতো বোকা মানুষ নয় ও। আমরা জুয়ায় মাঝেমধ্যে চুরি করি ঠিক, কিন্তু এর বেশি আর কিছু না।'

'কখনও ধরা পড়েছে ও?'

বাদামি চোখ দুটোর দৃষ্টি শীতল হয়ে উঠল। 'মাঝেমধ্যে।'

'পুলিশ রেকর্ড আছে ওর?' নিজেকে রানার পুলিশের গোয়েন্দা মনে হলো। কিন্তু প্রশ্নগুলো না করেও কোনও উপায় নেই। চার্লস উইলির গাড্ডা থেকে বেরিয়ে আসবার সম্ভাবনা কতোটা সেটা বুঝতে হলে এসব প্রশ্নের জবাব জানা থাকতে হবে ওর।

রাগের ছাপ পড়ল মারিয়া ব্রানশা'র চেহারায়। 'আছে রেকর্ড। স্যান ফ্রান্সিসকোতে তিন মাস জেল খেটেছিল ও। মাত্র এক মাস

আগে বেরিয়েছে।'

'এর আগে কখনও জেলে গেছে?'

মারিয়া ব্রানশা আপত্তির সুরে বলল, 'অনেক বেশি প্রশ্ন করেন আপনি।'

'না করে উপায় নেই,' নরম গলায় বলল রানা। 'ওর রেকর্ড জানতে হবে আমাকে। জানাটা জরুরি।'

'তিনবার জেলে গেছে ও। একবার সাত মাসের জন্যে, একবার চার মাসের জন্যে, শেষবার তিন মাসের জন্যে। পাঁচ বছরে ওই তিনবার।'

'তাসে চুরির জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর স্যান্ড-ব্যাগের বাড়ি খেয়ে কেউ অভিযোগ করেনি কখনও?'

'না।'

'কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে আপনি ঠিক জানেন তো?' মেয়েটার চোখের দৃষ্টি পড়ছে রানা। 'এমন তো নয় যে, আপনার অজান্তে কাজটা করেছে ও?'

'করেনি!' আগের চেয়েও অনেক কড়া শোনাল মারিয়া ব্রানশা'র গলা। 'আমি জানি করেনি ও! ওটা ওর লাইন নয়।'

মেয়েটার কথা বিশ্বাস করল রানা; কেন, নিজেও বলতে পারবে না। হয়তো চার্লস উইলির সেদিনের সহজ আচরণের সঙ্গে কিডন্যাপিঙের মতো ভয়ঙ্কর কোনও অপরাধ খাপ খায় না বলেই। টেলিফোনের রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল রানা, বলল, 'দেখি কী করা যায়।'

ডায়াল করবার আধমিনিট পর রিসিভার তোলা হলো ওদিক থেকে। নরম একটা গলা অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে বলল, 'দিস ইয মিস্টার ফ্রান্সিস রেনল্ড'স রেসিডেন্স।'

'মিস্টার রেনল্ড কি বাড়িতে আছেন? আমি মাসুদ রানা বলছি

দাঁড়কাকের মতো কালো কোট পরা মাঝবয়সী বাটলারকে মনের চোখে দেখতে পেল রানা।

'আছেন, সার,' বলল বাটলার। 'একটু ধরুন, লাইন দিচ্ছি তাঁকে।'

মিনিট দুয়েক পর লাইনে এলেন ফ্রান্সিস রেনল্ড। বরাবরের মতোই সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, মিস্টার রানা? জরুরি কিছু?'

ফ্রান্সিস রেনল্ড রানা এজেন্সির বাঁধা উকিল। ঘাঘু লোক, আইনের মারপ্যাঁচ নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসেন। মামলা যত বেশি জটিল হয়, ততই খুশি হন; বিপুল উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন কাজে। ওকালতিকে তাঁর পেশা না বলে নেশা বললে ভুল বলা হবে না।

রানা বলল, 'এক ঘণ্টা আগে সঙ্গে দু'জন ডিটেকটিভকে নিয়ে চার্লস উইলি নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ফ্লেমিং। চার্লস উইলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার ওয়েলিংটন স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। অ্যাপার্টমেন্ট সার্চ করে একটা পিস্তল পাওয়া গেছে। ব্রায়ান ফ্লেমিং ওটা দেখা মাত্র কল্পনা করে নিয়েছে, ওটা জেফ ব্যারনের শোফারকে খুন করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। জেফ ব্যারনের কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চার্লস উইলিকে গ্রেফতার করেছে সে। মিস্টার রেনল্ড, আমি চাইছি আপনি চার্লস উইলির পক্ষে কেসটা লড়ুন। খরচাপাতির কথা বিন্দুমাত্র ভাববেন না; জানবেন, এটা আমার কেস। ভাল হয় যদি এখনই পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গিয়ে উইলির সঙ্গে দেখা করেন। মারধর করা হচ্ছে তাকে। প্রথমেই সেটা ঠেকানো দরকার।'

ফ্রান্সিস রেনল্ড কাজটা নেবেন কি না, সেটা নিয়ে মোটেই চিন্তিত বোধ করছে না রানা। কঠিন কাজগুলো করতে ভদ্রলোক সবসময়েই আগ্রহী হন।

রেনল্ড জানতে চাইলেন, 'লোকটা কি কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত ছিল বা আছে?'

'না,' একটু অনিশ্চয়তায় ভুগলেও দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'সবই আমার কাছে সাজানো নাটক বলে মনে হচ্ছে। শুধু একটা পিস্তল দেখেই ব্রায়ান ফ্লেমিঙের পক্ষে বলে দেয়া সম্ভব নয় ওটা দিয়েই জেফ ব্যারনের শোফারকে খুন করা হয়েছে। লোকটা হয় পিস্তলটা নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে প্ল্যান্ট করেছে ওখানে, নয়তো শুধুমাত্র সন্দেহের উপর ভিত্তি করে অভিযোগ করছে।'

'বলবেন না, মিস্টার রানা, একথা বলবেন না,' প্রায় হাহাকার করে উঠলেন মিস্টার রেনল্ড। 'পুলিশের ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে এসব বললে মানহানির মামলায় পড়ে যাবেন।'

'আমি আপনাকে বলেছি, আর কাউকে নয়,' বলল রানা। 'ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ফ্লেমিং মনে করছে এফবিআই এজেন্টদের উপর টেক্কা দেবার সুযোগ এটা। সুযোগটা কাজে লাগানোর জন্যে সে বেআইনী কিছু করবে না সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।'

কৌতূহল প্রকাশ করলেন রেনল্ড, 'কে লোকটা? এই চার্লস উইলি?'

'জুয়াড়ী,' বলল রানা। অনুভব করল, যা বলছে, সেটা উইলির পক্ষে যাচ্ছে না। 'পুলিশ রেকর্ড আছে ওর।'

'তা হলে তো কেস জটিল হয়ে গেল। গুড!' বলার সুরে মনে হলো খুশি হয়ে উঠছেন রেনল্ড। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তার পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন কেন, মিস্টার রানা?'

কণ্ঠনালী বরাবর লিওনেল পুশকিনের ছোরাটার নেমে আসা মনের চোখে দেখতে পেল রানা। 'আমার মস্তবড় একটা উপকার করেছিল ও একদিন। মিস্টার রেনল্ড, আপনি যদি এক্ষুনি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ওর গায়ে হাত তোলা ঠেকান, তা হলে ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞ বোধ করব আমি।'

'যাব,' একটু চিন্তিত শোনাল রেনল্ডের কণ্ঠ। 'কিন্তু ফ্লেমিঙের

হাতে শক্ত কোনও প্রমাণ আছে বলে মনে হয়। শুধু একটা পিস্তলের উপর ভর করে নিশ্চয়ই কেস সাজায়নি লোকটা।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'তবে প্রমাণ থাকলেই পুলিশ কাউকে যেমন খুশি পেটাবে সেটা আইনে নেই। বেআইনী কাজ করছে ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং।'

রেনল্ড বললেন, 'আপনি চার্লস উইলিকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে তদন্ত করবেন নিশ্চয়ই, মিস্টার রানা? কিডন্যাপিংটা এতো বেশি পাবলিসিটি পেয়েছে যে, কেস লড়ে হেরে গেলে রীতিমতো অপমানিত বোধ করব আমি।' খানিকটা উদ্বেগ প্রকাশ পেল ভদ্রলোকের কণ্ঠে।

'আমি চার্লস উইলিকে কথা দিয়েছি, সাহায্য করব,' বলল রানা। 'কথা রাখব আমি, মিস্টার রেনল্ড– যেমন করে হোক।'

'আমি তা হলে রওনা হয়ে যাচ্ছি,' বললেন ভদ্রলোক। 'কালকে সকালে আপনি যদি একবার আমার অফিসে আসতে পারেন, তখন বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। ফোনে কেসটা নিয়ে কথা বলতে চাই না আমি।'

'সো লং, মিস্টার রেনল্ড।' ফোন নামিয়ে রাখল রানা, দেখল, প্রত্যাশা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মারিয়া ব্রানশা।

'কাকে ফোন করলেন, মিস্টার রানা?' কড়কড়ে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'ফ্রান্সিস রেনল্ডকে,' বলল রানা। 'উনি প্যাসিফিক কোস্ট-এর সবচেয়ে নামকরা ক্রিমিনাল লইয়ার।'

'পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছেন উনি?'

'হ্যাঁ। প্রথমে মারধর ঠেকানোর ব্যবস্থা নেবেন।'

আরেকটা সিগারেটা ধরাল মারিয়া ব্রানশা, রানা খেয়াল করল হাত অল্প অল্প কাঁপছে মেয়েটার। নিচু গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে চার্লি ঠিকই বলেছে, আপনি ওকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবেন।'

এটাকেই প্রশংসা ধরে নিতে হবে, আন্দাজ করল রানা।

জিজ্ঞেস করল, 'যদি প্রয়োজন পড়ে, আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'ঠিকানাটা লিখে নিন,' বলল মেয়েটা। রানা প্যাড-কলম হাতে নেয়ায় বলল, 'দুইশো পঁয়তাল্লিশ মন্টি ভার্ডে অ্যাভেনিউ। সবুজ রঙের একটা বাংলো ওটা। যাবার পথে হাতের বামদিকে পড়ে।'

প্যাডে ঠিকানা লিখে নিল রানা।

মারিয়া ব্রানশা আবার বলল, 'অনেক টাকা লাগবে নিশ্চয়ই মিস্টার রেনল্ডকে অ্যাপয়েন্ট করায়?'

'লাগবে,' বলল রানা, 'তবে আমি উইলিকে কথা দিয়েছিলাম বিনা দোষে ফেঁসে গেলে পাশে পাবে আমাকে, কাজেই টাকা নিয়ে ওর কোনও চিন্তা না করলেও চলবে।'

বাদামী চোখ দুটোর দৃষ্টি খানিকটা নরম হলো। উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, নিচু গলায় বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

উঠল রানাও, দরজা খুলে মারিয়া ব্রানশাকে বের হতে দিল, তারপর নিজেও বেরিয়ে বলল, 'আমি এখনই একবার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাব। পুলিশ কী ধরনের প্রমাণ সংগ্রহ করেছে না জানলে ওকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে না। চেষ্টা করব উইলির সঙ্গে কথা বলতে।'

'দেবে ওরা দেখা করতে?' লাল লিপস্টিক মাখা ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠতে দেখল রানা।

'দিতেও পারে,' বলল ও। 'আমি দেখা করব হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের সঙ্গে, সে হয়তো ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।'

এই প্রথম মারিয়া ব্রানশা'র চোখ দুটো থেকে সমস্ত কঠোরতা বিদায় নিল, একটু ইতস্তত করে বলল মেয়েটা, 'দেখা হলে চার্লিকে আমার ভালবাসা জানাবেন।'

ছয়

রানার বুইক যখন কিংস স্ট্রিট হয়ে সেন্টার অ্যাভেনিউতে পড়ল, ততক্ষণে প্রচার হয়ে গেছে চার্লস উইলির গ্রেফতারের চাঞ্চল্যকর সংবাদ।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের পাঁচশো গজের মধ্যে যেতে পারল না রানা, তার আগেই ওর বুইক থামাল বেগুনী চেহারার এক পুলিশ অফিসার, হাতের ইশারায় গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলল। আরও আট-দশজন অফিসার অন্যান্য গাড়িগুলোকে ফিরিয়ে দিতে ব্যস্ত।

অর্কিড বুলেভার্ডের দিকে রওনা হয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের রাস্তার মোড়ে হাজারো মানুষের ভিড় দেখল রানা। অর্কিড বুলেভার্ডে বুইক পার্ক করল ও, পায়ে হেঁটে ফিরে এলো আবার প্রিন্সেস স্ট্রিটে, এগোল পুলিশ হেডকোয়ার্টারের দিকে।

অফিস বিল্ডিংটার সামনের রাস্তায় হাজার দু'তিনেক মানুষের বিরাট এক জটলা তৈরি হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে আরও বাড়ছে মানুষ। পুলিশের বাধা মানতে চাইছে না তারা, চার্লস উইলিকে দেখতে এসেছে, যতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় হোক, দেখে তবেই বাড়ি ফিরবে। মাঝে মাঝে লাঠি-চার্জ করা হচ্ছে অগ্রসরমান, অতি-আগ্রহী জনতার উপর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পিছাচ্ছে তখন মানুষ, আবার একটু পরেই এগোতে চাইছে। সবার সম্মিলিত হৈ-চৈ কানে তালা ধরিয়ে দেয়।

ব্রায়ান ফ্লেমিঙের বিশেষ পছন্দের জনা তিরিশেক পালোয়ান কিসিমের পুলিশ অফিসার টিয়ার-গ্যাস শেল ছুঁড়তে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হেডকোয়ার্টারের গেটে।

শত শত কৌতূহলী মানুষের ভিড় ঠেলে তাদের সামনে পৌঁছানোর কোনও উপায় দেখল না রানা। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে কাছের একটা ড্রাগ-স্টোরে ঢুকল ও। এখানে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ একটু কম। দোকানে সাদা অ্যাপ্রন পরা নাইট ক্লার্ক ছাড়া আর কেউ নেই। দরজায় দাঁড়িয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল লোকটা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে দাঁড়িয়ে রানাকে ভিতরে ঢুকতে দিল।

'একটা ফোন করব,' তাকে বলল রানা। পকেট থেকে মোবাইল বের করে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ইনফর্মেশন ডেস্কে ডায়াল করল ও।

নাইট ক্লার্ককে বলতে শুনল: 'দারুণ, তাই না? সবাই বলাবলি করছে ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং কিডন্যাপারকে ধরে ফেলেছে। আপনার কি মনে হয়, পাঁচ লাখ ডলার পাবে সে? ইশ্, আমি ধরতে পারলে হতো। পাঁচ লাখ ডলার!'

জবাবে কিছু বলল না রানা, ওদিক থেকে এনগেজ-টোন আসছে। মানিব্যাগ বের করে হেডকোয়ার্টারের আরও কয়েকটা নম্বরে চেষ্টা করল, সবগুলো লাইনই এনগেজ্‌ড্। হয় কথা বলা হচ্ছে সবগুলো ফোনে, নয়তো রিসিভার উঠিয়ে রাখা হয়েছে ব্রায়ান ফ্লেমিঙের নির্দেশে। আরও মিনিট তিনেক লাইন পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে দোকানটা থেকে বের হয়ে এলো রানা। ততক্ষণে দোকানের ক্লার্ক বেরিয়ে পড়েছে, একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে ভিড়ের উপর দিয়ে দেখছে হেডকোয়ার্টারের সামনে কী ঘটছে। রানাকে পাশে থামতে দেখে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'এইমাত্র ফেডারাল এজেন্টরা পৌঁছল। তাতে কী, দেরি করে ফেলেছে ওরা। এই ফ্লেমিং লোকটা আসলেই চালু মাল। এতো ভাল পুলিশ ক্যাপ্টেন অর্কিড সিটিতে ছিল না আগে কখনও।'

'দোকানের পিছন দিয়ে বের হবার কোনও রাস্তা আছে?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা। দোকানের সামনে নিরেট দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। পিছনের কয়েকজনের পিঠে ধাক্কা দিয়ে

এগোতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে ও।

'বলেন কী, বের হয়ে যাবেন?' অবাক হলো ক্লার্ক। 'ভুল করবেন কিন্তু। কী ঘটছে দেখতে হলে দোকান থেকে একটা টুল নিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ান। এখান থেকে যেরকম দেখতে পাবেন, সেরকম আর কোথাও থেকে পাবেন না।'

'কী দেখতে পাব?' জিজ্ঞেস করল বিরক্ত রানা।

ভ্রূ কুঁচকে উপর থেকে রানাকে দেখল ক্লার্ক। 'হয়তো চার্লস উইলি লোকটাকে বের করে আনবে ওরা। এমনও হতে পারে, স্বয়ং পলা ব্যারন আসবে তাকে দেখে সনাক্ত করতে। অনেক কিছুই ঘটতে পারে এখন। আহা, আমার সুইটহার্ট এখানে থাকলে ভাল হতো, দারুণ মজা পেত ও।'

'দোকানের পিছন দিয়ে বেরিয়ে যাবার কোনও পথ আছে?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'কাউন্টারের পিছনের পর্দা সরালে একটা দরজা পাবেন,' রানার দিকে আর ফিরেও তাকাল না ক্লার্ক, 'ওটা দিয়ে গলিতে বের হলে অর্কিড বুলেভার্ডে যেতে পারবেন।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল রানা, কাউন্টারের পিছনের দরজা খুলে ফেলল। ঠিক তখনই হুড়মুড় করে পিছাল ভিড়, ঝনঝন করে জোরাল একটা আওয়াজ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল, মানুষের পিঠের ঠেলায় দোকানের সামনের কাঁচের দেয়াল ভেঙে পড়েছে। ক্ষয়ক্ষতি দেখতে থামল না ও, বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

অন্ধকার, নির্জন গলিটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দু'দিকে। অর্কিড বুলেভার্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করে ঠিক করে ফেলল, ওয়েস্টউড অ্যাভেনিউতে যাবে এখান থেকে। ওখানে ছোট একটা বাড়িতে স্ত্রী, দুই বাচ্চা, একটা বক্সার কুকুর, দুটো সাদা বেড়াল এবং একটা বুলফিঞ্চ পাখির সঙ্গে বসবাস করে লেফটেন্যান্ট টেড মরিস। রানা জানে, পুলিশের ডিউটির কথা বাদ দিলে টেড মরিস

অত্যন্ত সংসারী লোক, কাজ না থাকলে বাড়িতেই সময় কাটায়। তার বন্ধুমহলে গুজব আছে, টেড মরিস ক্যাপ্টেন ফ্লেমিংকে যতটা ভয় পায়, তার চেয়েও অনেক বেশি ভয় পায় তার মারকুটে স্ত্রীকে।

টেড মরিসের ডিউটি কখন শেষ হবে জানার কোনও উপায় নেই, তবে দেরি যতই হোক, বাড়ি টেড মরিস ফিরবেই, আর তখনই তার সঙ্গে আলাপটা সারবে ও।

অর্কিড বুলেভার্ড থেকে বুইক নিয়ে ওয়েস্টউড অ্যাভেনিউতে টেড মরিসের বাড়ির সামনে পৌঁছুতে রাত সোয়া দশটা বেজে গেল রানার। বাড়িতে ঢুকবার গেট জুড়ে বুইকটা রেখে একটা সিগারেট ধরাল ও, মানসিক প্রস্তুতি নিল, হয়তো অনেকক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে।

বাড়ির নীচতলার একটা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। পর্দার ওপাশে হেঁটেচলে বেড়ানো একজন মহিলার ছায়া মাঝেমধ্যে দেখতে পাচ্ছে রানা। পৌনে এগারোটার সময় বাতি নিভে গেল। একটু পরে ওপরের তলায় একটা বাতি জ্বলে উঠে নিভল আবার। গোটা বাড়ি ডুবে গেল অন্ধকারে।

চোখ বন্ধ করে সিটে হেলান দিল রানা, মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়ে মেডিটেশন শুরু করল। একটু পরে, আলফা লেভেলে পৌঁছে এক এক করে ভাবতে শুরু করল মারিয়া ব্রানশা মেয়েটা আসবার পর থেকে কী কী হয়েছে। মিস্টার রেনল্ড বোধহয় ঠিকই বলেছেন, ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের হাতে ওই পিস্তলটা ছাড়াও আরও কোনও জোরাল প্রমাণ আছে। সম্ভবত গোপন সূত্র থেকে চার্লস উইলির জড়িত থাকার তথ্য পায় পুলিশ। সে এমন কেউ, যার চোখ আছে পুরস্কারের ওই পাঁচ লাখ ডলারের উপর। টাকার অঙ্কটা বিশাল, অনেকেই ওই পরিমাণ টাকার জন্য যা খুশি করতে পারে।

টিলার রাস্তা ধরে একটা গাড়ি আসবার আওয়াজ শুনতে পেল ও, আলফা লেভেল থেকে উঠে এসে চোখ মেলল। আধমিনিট পর

ওর বুইকের উইন্ডশিল্ডে পড়ল হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো, চোখ ধাঁধিয়ে দিল। মুখোমুখি হয়ে থামল গাড়িটা, হেডলাইট নিভিয়ে দিলেও ইঞ্জিন বন্ধ করা হলো না।

জানালা দিয়ে মাথা বের করে উঁকি দিল রানা। ওরই মতো নিজের গাড়ির জানালা থেকে গলা বের করেছে লেফটেন্যান্ট টেড মরিস। রাস্তার আলোয় তাকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে দেখল ও, লেফটেন্যান্ট ওকে চিনতে পারেনি। 'গাড়িটা সরান, মিস্টার,' ক্লান্ত গলায় বলল টেড মরিস। 'আপনি আমার বাড়িতে ঢোকার পথ বন্ধ করে গাড়ি রেখেছেন।'

'কথা ছিল আপনার সঙ্গে,' বলল রানা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

'আপনি!' হাঁ হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের মুখ। 'আপনি এখানে কী করছেন!'

জবাব দিল না রানা, টেড মরিসের পাশে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে বলল, 'একটা দরকারে এসেছি আপনার কাছে।'

কাত হয়ে পাশের দরজা খুলে দিল টেড মরিস, গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে বলল, 'আসুন, বসুন। ...কিছু মনে করবেন না, রাত বেশি হয়ে গেছে বলে বাড়িতে কাউকে নিয়ে যেতে চাই না। কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে আমার স্ত্রী খুব বিরক্ত হন। ...আশা করি কিছু মনে করবেন না, মিস্টার রানা?'

'একেবারেই না,' টেড মরিসের পাশে বসে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তাকে একটা সিগারেট অফার করল রানা, নিজেও ধরাল একটা। দেরি না করে কাজের কথায় চলে এলো, 'যে-জন্যে এসেছি, আমার জানা দরকার ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং চার্লস উইলির পিছনে লাগল কেন।'

নাক কুঁচকে বিদঘুটে একটা আওয়াজ করে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করল টেড মরিস। 'শুনেছেন তা হলে? ওই মামলার কারণেই তো মাঝরাত হলো আমার ফিরতে। ...আগে আপনি

বলুন, চার্লস উইলির ব্যাপারে হঠাৎ আগ্রহী হলেন কেন।'

'ওকে চিনি আমি,' বলল রানা। 'আমার ধারণা চার্লস উইলি জেফ ব্যারনকে কিডন্যাপ করেনি।'

'আমার মন এখনও দু'দিকেই দুলছে,' বলল টেড মরিস। পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি ফ্রান্সিস রেনল্ডকে আমাদের অফিসে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ঢুকতে পেরেছেন উনি?'

'ওই ভদ্রলোককে ঠেকানোর সাধ্য আছে কারও! মানুষের ভিড় জমতে শুরু করার আগেই আইনের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন। জানে বাঁচিয়ে দিয়েছেন চার্লস উইলিকে। যেভাবে ওকে মারা হচ্ছিল...' থেমে গেল টেড মরিস।

সে আর কিছু বলছে না দেখে রানা জিজ্ঞেস করল, 'গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে নিশ্চয়ই গ্রেফতার করা হয়েছে ওকে?'

নীরবে মাথা দোলাল লেফটেন্যান্ট।

'লোকটা নিজের পরিচয় দিয়েছে?'

কষে সিগারেটে টান দিল লেফটেন্যান্ট মরিস। 'না। আর সে-কারণেই আমার মনে হচ্ছে আসলে চার্লস উইলি হয়তো দায়ী নয়। ফোনটা যে করেছিল, সরাসরি ক্যাপ্টেন ফ্লেমিংকে চায় সে, বলছিল আর কারও সঙ্গে কথা বলবে না। নিজের পরিচয় দেয়নি, তার মানে পুরস্কারের টাকা পাবার কোনও ব্যবস্থা রাখেনি। চার্লস উইলি যে কিডন্যাপ করেনি, তা বোঝার জন্যে এটাই হয়তো যথেষ্ট। এতো বড় অঙ্কের টাকার লোভ ছেড়েছে ইনফর্মার লোকটা শুধু নিজেকে জড়াতে চায়নি বলে। ক্যাপ্টেন ফ্লেমিংকে সে বলে চার্লস উইলির অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে সার্চ করতে। জানায়, জেফ ব্যারনের শোফারকে যে-পিস্তলটা দিয়ে খুন করা হয়েছে, ওটা সোফার ধারে পাওয়া যাবে, ওখানে অন্যান্য প্রমাণও আছে। ইনফর্মারের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। লোকটা জবাব না দিয়ে ফোন রেখে দেয়। আমরা কলটা ট্রেস করেছিলাম, কোরাল

গেবলের একটা কল-বক্স থেকে ফোন করা হয়। আর কিছুই জানা যায়নি।'

'এমন কেউ ফোন করেছে, যে চার্লস উইলিকে দেখতে পারে না,' একটা চিন্তা উঁকি দিল রানার মাথায়।

'হতে পারে,' সায় দিল টেড মরিস, একটু থেমে বলল, 'এটাও হতে পারে, সে নিজে কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত কেউ। যা-ই হোক, ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং ওখানে যান।' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'জানেন, কী পেয়েছেন ওখানে উনি?'

'পিস্তলটা।'

'ওটা তো পেয়েইছেন, সেই সঙ্গে তিনটে অয়েলস্কিন, ব্যবহৃত পঞ্চাশ ডলারের নোটে নগদ দুই লাখ ডলার। একটা ছিপও পেয়েছেন। ছিপটা দিয়েই বোধহয় শেড-এর ছাদ থেকে ডলারগুলো সরানো হয়েছিল।'

'অ্যাপার্টমেন্টের কোথায় পাওয়া যায় ওসব?' নিজের চিন্তা প্রকাশ করল না রানা।

'ডলারগুলো পাওয়া যায় কাবার্ডে, একটা সুটকেসে; একটা ড্রয়ারের মধ্যে অয়েলস্কিন, আর ছিপটা ছিল খাটের নীচে।'

'এরকম প্রমাণ কেউ নিজের অ্যাপার্টমেন্টে রাখবে?' বিরক্তি চেপে রাখল রানা। 'ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং এর কী ব্যাখ্যা দিয়েছে?'

'কিছুই না। উনি চাইছেন ফেডারাল এজেন্টরা যাতে তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে চলে যায়, তা হলেই সর্বময় কর্তৃত্ব ফিরে পাবেন উনি। চার্লস উইলির পুলিশ রেকর্ড আছে, সেটা তার বিরুদ্ধে যায়। সেটাই কাজে লাগাতে চান ক্যাপ্টেন। বোকা মানুষ বলেই হয়তো, দূরে দেখতে পান না, ফলে যে যা-ই বলুক, কেসটা সাজানোও হতে পারে সেটা তিনি মানতেই চাইছেন না।'

'উইলির কোনও অ্যালিবাই নেই?'

'আছে একটা, তবে ওটাতে কোনও উপকার হবে না তার। জানিয়েছে, ক্লিভ সোলন নামের এক পেশাদার জুয়াড়ীর সঙ্গে

ডমিনিক'স বার নামের একটা আড্ডায জুয়া খেলছিল। সেই ঘরে তখন তৃতীয় আর কেউ ছিল না। আমরা সোলনের সঙ্গে কথা বলেছি। সে জানিয়েছে, রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত তার সঙ্গে জুয়া খেলেছে চার্লস উইলি। সোলনের মনে আছে, কারণ তখন জিতছিল উইলি, তারপরও হঠাৎ করেই উঠে পড়ে, বলেছিল একটা ডেট আছে তার। সোলন বিরক্ত হয়েছিল হেরে যাওয়া টাকা উদ্ধারের আশা নেই দেখে। অথচ চার্লস উইলি শপথ করে বলছে, রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত সোলনের সঙ্গে জুয়া খেলেছে সে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, রাত দশটা দশ মিনিটের পর কিডন্যাপিংটা হয়, মিস্টার রানা?'

জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'ডমিনিক'স বার থেকে উইলিকে কেউ বের হতে দেখেছিল?'

মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট মরিস। 'বার-এর পিছন দিয়ে বেরিয়ে যায় সে।'

'সোলনের মতো পেশাদার জুয়াড়ীর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না,' বলল রানা। চার্লস উইলিও একজন পেশাদার জুয়াড়ী, চিন্তাটা মাথা থেকে জোর করে তাড়াতে হলো ওকে।

'আমরা কয়েকজন সন্দেহে ভুগলেও ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং বিনা দ্বিধায় সোলনের কথা বিশ্বাস করছেন,' বলল টেড মরিস। 'যে-কোনও কিছু বিশ্বাস করবেন, যদি ফেডারাল এজেন্টদের অর্কিড সিটি থেকে বিদায় করতে পারেন। ...আর সবকিছু বলছে সবই সাজানো, কিন্তু ওই দু'লাখ ডলার আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে, মিস্টার রানা। কাউকে ফাঁসানোর জন্যে দু'লাখ ডলার খরচ করবে কেউ? হাজার কয়েক রেখে দিলেই তো প্রমাণ হিসেবে তা যথেষ্ট হতো।'

'এমনও হতে পারে, দু'লাখ ডলার রাখলে সবাই ঠিক আপনারই মতো দ্বিধায় পড়ে যাবে, সে-কারণেই অত টাকা রাখা হয়েছে,' বলল রানা। 'আরও আট লাখ ডলার থাকবে

কিডন্যাপারের কাছে।'

'তারপরও এতো টাকা পানিতে ফেলবে কেউ?' মানতে পারল না টেড মরিস। 'আমি হলে তো এক ডলারও দিতাম না।'

'অর্কিড সিটিতে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়, যারা দু'লাখ ডলার খরচ করতে সামান্যতম দ্বিধা করবে না,' বলল রানা।

'তা হয়তো কম নয়, কিন্তু জুরিদের সম্মানী খুবই কম,' বাস্তব সমস্যা তুলে ধরল টেড মরিস। 'একজন জুরিও বিশ্বাস করবে না স্রেফ কাউকে ফাঁসানোর জন্যে দু'লাখ ডলার হাতছাড়া করবে কেউ।'

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে গাড়ির অ্যাশট্রেতে গোড়াটা টিপে নেভাল রানা। ঠিকই বলেছে টেড মরিস। সাধারণ আয়ের কোনও মানুষ কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। ওই দু'লাখ ডলার ডেকে আনতে পারে চার্লস উইলির মৃত্যু। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা চার্লস উইলির?'

'যা হতে পারত, তার চেয়ে ভাল,' বলল টেড মরিস। 'যথেষ্ট মারধর খাবার পরও নিজের অ্যালিবাই আঁকড়ে ধরে আছে এখনও। তবে মিস্টার রেনল্ড ওখানে না গেলে অনেক আগেই ভেঙে পড়ত। সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ আর ইঙ্গের কাজ-কারবার দেখলে মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত হ্যান্ডকাফ পরা কাউকে মারধর করার সুযোগ পেলে আর কিছু চায় না ওই দু'জন।'

'দেখা করা যাবে চার্লস উইলির সঙ্গে?'

মাথা নাড়ল টেড মরিস। 'কোনও ভাবেই না। চার্লস উইলি ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের স্পেশাল কয়েদি। এমনকী ফেডারাল এজেন্টদেরও কঠোর হতে হয়েছে, ক্যাপ্টেনকে ধমক-ধামক দিতে হয়েছে, নইলে চার্লস উইলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দিচ্ছিলেন না ক্যাপ্টেন তাদেরও।'

'ফ্রান্সিস রেনল্ড কেস লড়লে উইলি বেকসুর খালাস পাবে সে-সম্ভাবনা কতটুকু ভাবছেন?'

'একেবারেই নেই,' বিনা দ্বিধায় বলল টেড মরিস। 'জুরিরা চার্লস উইলির কথা বিশ্বাস করবে না। মিস্টার ফ্রান্সিসের আইনী মারপ্যাঁচে কোনও কাজই হবে না। কালকে সকালে পেপারে নিজেই দেখতে পাবেন কী লিখেছে সাংবাদিকরা। সবাই তারা ধারণা করছে, আসল অপরাধীকেই ধরেছেন ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। ধরেই নিয়েছে বিচার শেষ, দোষী সাব্যস্ত করা হয়ে গিয়েছে চার্লস উইলিকে। এখন তাকে বাঁচানোর একটাই উপায়, আসল কিডন্যাপারকে প্রমাণসহ খুঁজে বের করা।'

'ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং এই পরিস্থিতিতে কী করবে ভাবছে?'

'কিছুই করবেন না। তাঁর ধারণা যা করার করে ফেলেছেন উনি, কিডন্যাপারকে ধরে ফেলেছেন। চার্লস উইলি এখন তাঁর হেফাজতে, সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ।'

'অনেক সময় নষ্ট করলাম আপনার,' বলল রানা, গাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো।

'আপনি কী করবেন ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল লেফটেন্যান্ট মরিস।

'চেষ্টা করব উইলিকে নির্দোষ প্রমাণ করতে।'

'ভাগ্য আপনার সহায় হোক,' রানা গাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়ার পর বলল টেড মরিস। 'তবে আমার মনে হয় না আপনি সফল হবেন। সূত্র কোথায়? আমি তো এগোনোর মতো কোনও সূত্রই দেখছি না।'

'তেমন কোনও সূত্র সত্যিই নেই,' বলল রানা, 'তবে লিসা চ্যাপেলকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করব আমি। আমার ধারণা পুলিশ যা ভাবছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জানে মেয়েটা।'

'হতে পারে, যদিও আমার তা মনে হয় না,' খানিকটা অধৈর্য প্রকাশ পেল এবার টেড মরিসের কণ্ঠে, 'লিসা চ্যাপেল যদি কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত থাকত, তা হলে জেফ ব্যারন কিডন্যাপ হয়ে যাবার পর ওশন এন্ড-এ যেত না সে।'

'হয়তো বাড়িটাতে কিছু ফেলে গিয়েছিল, নিতে ফিরে এসেছিল আবার। তার জানা থাকার কথা নয় যে ওখানে তখন আমরা থাকব। হতে পারে মেয়েটা সত্যিই কিছু জানে না, কিন্তু তাকে খুঁজে বের করে শিওর হতে অসুবিধে কী?'

আস্তে করে মাথা দোলাল টেড মরিস। 'ঠিক আছে, যা ভাল বোঝেন করুন। আমি যদি কোনও সাহায্যে আসি, তো যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আমারও মন বলছে চার্লস উইলিকে ফাঁসানো হয়েছে, তবে কথাটা সহকর্মীদের কারও সামনে উচ্চারণ করব না আমি।'

'সময় দেবার জন্যে ধন্যবাদ,' বুইকের দিকে পা বাড়ানোর আগে বলল রানা, 'পরে দেখা হবে।'

গাড়িতে উঠে হাত নেড়ে বিদায় জানাল ও লেফটেন্যান্ট টেড মরিসকে, তারপর বুইক পিছিয়ে নিয়ে ধীর গতিতে রওনা হলো সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর দিকে। চওড়া, সমতল রাস্তায় পড়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করল মিস্টার রেনল্ডের বাড়ির নম্বরে। রাত দশটার পর মোবাইল বন্ধ রাখেন তিনি।

ওদিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুললেন ভদ্রলোক।

'দিস ইয ফ্রান্সিস রেনল্ড'স রেসিডেন্স।'

'মাসুদ রানা বলছি, মিস্টার রেনল্ড।' গাড়ির গতি আরও কমাল রানা। 'ওর সঙ্গে কথা বলে কী মনে হলো আপনার, মিস্টার রেনল্ড?'

'মনে হলো কিডন্যাপিঙে জড়িত নয় লোকটা,' বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন মিস্টার রেনল্ড। 'তবে, তার মানে এই নয় যে ওকে আমি ছাড়িয়ে আনতে পারব। চেষ্টা তো করবই, কিন্তু ব্যর্থ হতে হবে হয়তো আমাকে। ওকে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ফ্রেম করা হয়েছে। এভিডেন্স যে-ই প্ল্যান্ট করে থাকুক, নিজের কাজ বোঝে সে। ডলারগুলো রেখে আসা গোটা ব্যাপারটাকে একটা ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। ...মিস্টার রানা, কালকে সকালে আমার অফিসে আসছেন

তো? আলোচনা করলে হয়তো বেরিয়ে আসবে কী করা যায়। ধরুন নটার দিকে? আসতে পারবেন?'

'পারব,' বলল রানা।

'বেশি কিছু আশা করবেন না, মিস্টার রানা। খারাপ লাগছে বলতে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, চার্লস উইলি এখন একটা লাশ।'

'দেখা যাক লাশটাকে আমরা জীবন দিতে পারি কি না,' সামান্য নীরবতার পর বলল রানা।

বিদায় জানিয়ে ফোন রেখে দিল ও, বুইকের গতি বাড়িয়ে ফিরে চলল ওর বাংলোর দিকে।

সকাল আটটা। বিশ তলায় নিজের বিশাল অফিসে ডেস্ক চেয়ারে বসে আছেন ফ্রান্সিস রেনল্ড, চেয়ারের একদিকের হাতলের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছেন পা দুটো। দু'হাতের বুড়ো আঙুল ভেস্ট-এর আর্মহোলে ঢোকানো। দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেছেন নিভে যাওয়া একটা আধপোড়া, দামি কিউবান সিগার।

হালকা-পাতলা, বেঁটে-খাটো মানুষ তিনি, চোয়াল উঁচু ছোট মুখটার তুলনায় অগোছাল প্রকাণ্ড কালো গোঁফটা বেমানান। হাড় সর্বস্ব নাকটাও। ওটা দ্বিগুণ আকারের কারও চেহারায় হয়তো মানিয়ে যেত। বেশ একটা অভুক্ত বেড়াল-বেড়াল ভাব আছে ভদ্রলোকের চেহারায়, দেখলে একেবারেই মনে হয় না প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকের তীরে তাঁর চেয়ে দক্ষ ক্রিমিনাল লইয়ার আর নেই, শতখানেক মিলিয়নেয়ার ক্লায়েন্ট আছে তাঁর।

ভদ্রলোকের সামনে বসে আছে রানা। কিছুক্ষণ আগে ঢুকেছে অফিসে, কুশল বিনিময় করে আলোচনায় বসেছে। তবে আলোচনাটা একটু বিশেষ ধরনের।

আরেকবার রানাকে দেখে নিয়ে মাথা নাড়লেন ফ্রান্সিস রেনল্ড। দেয়ালে ঝোলানো অয়েল পেইন্টিঙের উপর স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি।

'মিস্টার রানা, এ-পর্যন্ত আপনি আমাকে যা বলেছেন, তাতে জুরিদের সামান্যতম প্রভাবিত করা যাবে না। এমন কোনও প্রমাণ দরকার, যেটা থেকে জানা যাবে সিং চানকে খুন করেনি চার্লস উইলি, জেফ ব্যারনকেও কিডন্যাপ করেনি। আপনি যদি আমাকে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ সরবরাহ করতে না পারেন, তো ধরে নিন এই সম্মুখ সমরে হেরে ভূত হয়ে গেছি আমি। কোনও প্রমাণই তো নেই চার্লস উইলির পক্ষে। ওর যা অবস্থা, তাতে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে বক্স ছেড়ে বেরও হতে হবে না জুরিদের। জনমতের চাপটাও বিরাট বড় ভূমিকা রাখবে তাদের সিদ্ধান্তে। সোজা কথায়, নিরপেক্ষ ন্যায় বিচার পাবে না চার্লস উইলি। পুলিশ রেকর্ড থাকায় আরও বেকায়দা হয়ে গেছে লোকটার অবস্থা। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নিকে চমকে দিয়ে থমকে দেবার মতো কোনও প্রমাণ যদি জোগাড় না হয়, কোর্টে দাঁড়িয়ে শুধু বড় বড় বোলচাল মারতে পারব আমি, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। সিং চান-এর খুনের দায় চেপেছে চার্লস উইলির কাঁধে, এখন যদি জেফ ব্যারনের লাশটা পাওয়া যায়, দুটো খুনকে একই সুতোয় গাঁথবে সবাই। ইলেকট্রিক চেয়ারে বসার ওয়ান ওয়ে টিকেট তক্ষুনি হতে পাবে চার্লস উইলি।'

আগেও ভদ্রলোকের সঙ্গে নানান কেস নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা হওয়ায় রানা জানে, আসলে ওকে এসব শোনানোর দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে মিস্টার রেনল্ডের। এক, সামনে কাউকে বসিয়ে নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলো ঝালিয়ে স্বচ্ছ করে নেয়া। দুই, ক্লায়েন্টদের জানানো, তাদের সঠিক আইনী অবস্থান।

আবার শুরু করলেন মিস্টার রেনল্ড: 'এবার ভেবে দেখা যাক কী প্রমাণ আছে চার্লস উইলির বিরুদ্ধে। তার অ্যাপার্টমেন্টে পিস্তলটা পেয়েছে পুলিশ। ঠিক মতো যুক্তি-তর্ক দেখালে জুরিদের আমি হয়তো বোঝাতে পারব, ওটা একটা প্ল্যান্ট। ছিপটাও না হয় ম্যানেজ করা গেল। যে-কারও ছিপ থাকতে পারে। কিন্তু ওই দু'লাখ ডলার? কেউ বিশ্বাস করবে না ওটাও প্ল্যান্ট করা হয়েছে।

এই কাজটা যে করেছে, তার মগজ যে ভাল চলে সেটা বোঝা যাচ্ছে। দু'লাখ ডলার বিরাট একটা অঙ্ক।' অয়েল পেইন্টিং থেকে চোখ সরিয়ে আবার রানার দিকে তাকালেন মিস্টার রেনল্ড। 'আপনি কি বলেন, মিস্টার রানা?'

'নিঃসন্দেহে।'

আবার অয়েল পেইন্টিঙে চলে গেল চোখ। 'গুড। তা হলে দেখা যাচ্ছে এই টাকাগুলো থাকায় চার্লস উইলিকে কেউ ফাঁসিয়ে দিয়েছে, সেটা আমরা প্রমাণ করতে পারছি না। জুরিরা মনে করবে ওই টাকা কেউ প্ল্যান্ট করেনি, কাজেই তারা এটাও মেনে নেবে না যে ছিপ, অয়েলস্কিন বা পিস্তল কেউ প্ল্যান্ট করেছে। তার ফলে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কেস হয়ে যাচ্ছে নিখুঁত। কী বলছি, বুঝতে পারছেন, মিস্টার রানা?'

'হুঁ।'

'এটাও জুরিদের বলা যাবে না যে, আসল কিডন্যাপার দু'লাখ ডলার হাতছাড়া করেছে নিজের চামড়া বাঁচানোর জন্যে। কথাটা একেবারেই বিশ্বাস্য নয়। চার্লস উইলির ভাল একটা অ্যালিবাই থাকলে হয়তো বিশ্বাস করানো যেত। নেই তা। তার ওপর পিস্তলটায় তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।'

'পেপারে লিখেছে দেখলাম,' বলল রানা।

'ওই ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'কিন্তু একটু আগে আপনি বলেছেন, চার্লস উইলি আপনাকে বলেছে পিস্তলটা ছোঁয়নি সে।'

'ঠিক। তার বক্তব্য অনুযায়ী, ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং তার হাতে পিস্তল দিয়ে জিজ্ঞেস করে, ওটা সে চেনে কি না। পিস্তল চার্লস উইলি ধরেছে ঠিকই, তবে ধরেছে ওটা তার অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া যাবার পর।'

'কথাটা আপনি কোর্টে তুললে কোনও লাভ হবে না,' বলল রানা। 'পুলিশের ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে কয়েকবার সাজা পাওয়া এক

আসামী চার্লস উইলির বক্তব্য কোনও গুরুত্ব পাবে না।'

'একেবারেই না।'

নীরবতা নামল ঘরে। একটু পরে আবার শুরু করলেন মিস্টার রেনল্ড: 'কাজেই চার্লস উইলির পক্ষে এমন কোনও প্রমাণ দরকার, যেটা নিয়ে আমি কোর্টে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারি। মিস্টার রানা, আপনি আমাকে বালি-ইঁট-পাথর-সিমেন্ট-রড দিন, আমি বাড়ি বানিয়ে দেব। এখন দরকার প্রমাণ। তা না জোগাড় করা গেলে খামোকা সবার সময় নষ্ট।'

'শুরু থেকে ভেবে দেখতে হবে আমাকে,' খানিকটা যেন নিজেকেই বলল রানা 'অনেক কিছুই মিলছে না, খাপে খাপে বসছে না।'

'যেমন?' অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার রেনল্ড।

জবাব দিল না রানা, শুনতে পায়নি। ভাবনায় ডুবে গেল। জেফ ব্যারন নিখোঁজ হওয়ায় পলা ব্যারনের বাবা ডিক ব্রডহার্স্ট খুব খুশি হয়েছেন। ভদ্রলোকের আনন্দিত হবার কারণটা জানা দরকার। বিয়েটা গোপন রাখা হয়েছিল কেন, সেটাও মনে প্রশ্ন জাগায়। এমনও হতে পারে, ডিক ব্রডহার্স্ট নিজেই কিডন্যাপিং করিয়েছেন। দেখলে সহজ-সরল মনে হলেও ভদ্রলোকের চোখ মাঝে মাঝে অন্য কথা বলে। বলেছিলেন, জেফ ব্যারন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছে শুধু তার অর্থবিত্তের জন্য। আরেকটা ব্যাপার, জেফ ব্যারনের অতীতের সঙ্গে লিসা চ্যাপেলের কোনও যোগাযোগ আছে।

মিস্টার রেনল্ডের দিকে তাকাল রানা, ভদ্রলোক অয়েল পেইন্টিং থেকে চোখ সরিয়ে এখন ওকেই দেখছেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল ও, 'কিডন্যাপিংটা যদি সাধারণ কোনও মুক্তিপণের কেস হয়, তা হলে কিডন্যাপারদের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা খুব কঠিন হবে, আমার একার পক্ষে প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। কিন্তু কিডন্যাপিং যদি জেফ ব্যারনের কাছের কেউ অন্য কোনও উদ্দেশ্যে করে থাকে, তা হলে আমি হয়তো বের

করতে পারব আসল ঘটনা কী।'

আগ্রহের ছাপ পড়ল মিস্টার রেনল্ডের চেহারায়। একটু ঝুঁকে বসলেন তিনি। 'তা হলে দেখুন কাজটা কাছের কারও কি না। আমাদের হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই।'

কয়েকটা নাম মনে মনে আওড়াল রানা, দ্রুত কয়েকটা সিদ্ধান্তে এলো। লিসা চ্যাপেল। হুক্স্ গ্যারাজের রবার্ট শ্যাচেট্স্। শ্যাচেটসের ওখানেই প্রথমে খোঁজ করতে হবে লিসা চ্যাপেলের। শোফার সিং চান। তার অতীতটাও জানা দরকার। একেবারেই গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে না পুলিশ তার মৃত্যু। জানা দরকার জেফ ব্যারনের অতীত। রানা এজেন্সির প্যারিস শাখায় ফোন করে রফিককে এ-ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলতে হবে। আরেকজন– লিওনেল পুশকিন। উইলি তার মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করেছিল। উইলির উপর লোকটার আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক।

'চার্লস উইলির কোনও শত্রু আছে কি না জানেন আপনি?' মিস্টার রেনল্ডকে বলতে শুনল রানা, ওর মনে হলো ভদ্রলোক যেন ওর মন পড়েই জিজ্ঞেস করেছেন কথাটা। 'এমন কেউ, যে ফাঁসিয়ে দিতে চাইবে তাকে?'

'একজনের কথা ভাবছিলাম আমি সকালে এখানে আসার পথে,' বলল রানা। 'লিওনেল পুশকিন নামে এক লোক থাকে উইলির ঠিক সামনের অ্যাপার্টমেন্টে। তার ক্ষোভ আছে উইলির উপর। উইলি তাকে মেরে অজ্ঞান করেছিল।' সংক্ষেপে মিস্টার রেনল্ডকে খুলে বলল রানা, কীভাবে হোঁচট খেয়ে চিত হয়ে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল ও লিওনেল পুশকিনের অ্যাপার্টমেন্টে, কেমন করে পুশকিনের উদ্যত ছোরার ফলা থেকে শেষ মুহূর্তে ওকে বাঁচিয়েছিল চার্লস উইলি।

আরেকটু ঝুঁকে বসলেন মিস্টার রেনল্ড, বিরাট নাকটার যৎসামান্য মাংস ফুলে উঠল। ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং এটা জানে?'

'না,' বলল রানা। 'জানলেও তার মনোভাব বদল হত না।

পুশকিনের ব্যাপারে খোঁজ নেব ঠিক করেছি। সহজে লুকিয়ে নিয়ে যাবার মত ফোল্ডিং ছিপ নয়, গভীর সাগরে মাছ ধরার বড়সড় ওয়ান-পিস রড। কাউকে না কাউকে ওটা উইলির অ্যাপার্টমেন্টে রেখে আসতে হয়েছে। ওই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের রিসেপশনিস্ট আর গার্ডের কাছে খোঁজ নেব ছিপসহ কাউকে তারা দেখেছে কি না।' অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি তা হলে আসি, মিস্টার রেনল্ড। হাতে কোনও জরুরি তথ্য এলেই যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে।'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার রেনল্ড। 'যত তাড়াতাড়ি পারেন। গুডবাই, মিস্টার রানা।'

সুসজ্জিত অফিসটা থেকে বেরিয়ে এলো রানা। বুঝতে পারছে, সময় নষ্ট না করে ওয়েলিংটন স্ট্রিটের সেই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে যাওয়া উচিত ওর।

কিডন্যাপার ধরা পড়ে যাওয়ায় জনতার উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস কমে গেছে। প্রশাসনের ব্যস্ততা না কমলেও গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে যার যার কাজে মন দিয়েছে আবার সাধারণ মানুষ। এখন আর সুভ্যেনির শিকারী বা সাংবাদিকদের তরফ থেকে অযাচিত মনোযোগ পাবার ভয় নেই রানার। নিশ্চিন্তে রওনা হলো ও ওয়েলিংটন স্ট্রিটের দিকে।

পঁচিশ মিনিট পর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে পৌঁছে পার্কিং লট-এ বুইক রাখল ও, ঢুকে পড়ল নীরব লবিতে।

শেয়ালমুখো ট্রিক্সি নেই আজ রিসেপশনে, তার বদলে বসে আছে অন্য একটা মেয়ে। চুইংগাম চিবুচ্ছে সে, বিরক্ত চেহারায় চোখ বুলাচ্ছে একটা ফান ম্যাগাযিনে।

রানা সামনে বাড়তেই নির্দিষ্ট সেই পিলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বোউলার হ্যাট পরা সামার্স টাম্বলউড, ভ্রূ কুঁচকে দেখছে রানাকে।

'কী খবর,' ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁক করে দাঁতগুলো ঘুষখোর

গার্ডকে দেখাল রানা। 'কয়েকটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে। বলুন তো, কোথায় বসা যায়?'

চর্বিভরা চেহারায় কুতকুতে চোখ দুটো অস্বাভাবিক ছোট। ওগুলোতে সন্দেহ ও বিস্ময়ের ছাপ দেখতে পেল ও।

'আমার সঙ্গে আবার কীসের কথা?' ঘড়ঘড় করে বলল টাম্বলউড। নড়ে উঠল তার ধূসর গোঁফ। 'আপনাকে কিছু বলার নেই আমার আমি ব্যস্ত।'

মানিব্যাগ বের করে তাকে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোটের কোনা দেখতে দিল রানা। তারপর ওটা বের করে ব্যাগটা রেখে দিল যথাস্থানে।

'চলুন, নির্জনে কোথাও কথা বলি।'

চিন্তিত চেহারায় নোটটা দেখল সামার্স, মোটা একটা নোংরা আঙুল দিয়ে ওপরের মাড়ির কয়েকটা দাঁত ডলল, খুঁটে বের করে আনল মাংসের একটা অর্ধগলিত টুকরো, ওটা প্যান্টের পিছনে মুছে কাউন্টারের ওপাশে বসা মেয়েটার দিকে ফিরল।

'সিলভিয়া, যদি দরকার হয় তো নীচতলায় আছি আমি। দেখো, অপরিচিত কাউকে আবার উঠতে দিয়ো না।'

ফান ম্যাগাযিন থেকে চোখ তুলল না মেয়েটা, তবে সামান্য মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, শুনেছে।

থপথপ পা ফেলে সরু একটা সিঁড়ির দিকে এগোল সামার্স টাম্বলউড।

তার সঙ্গে নীচতলায় নেমে এলো রানা। লোকটার মুখের রসুনের তীব্র গন্ধ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় শ্বাস আটকে রাখল।

সামনে সাদা টালি লাগানো একটা খাটো প্যাসেজ। দুটো কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছে, সেই আলোয় দেখা গেল প্যাসেজটা শেষ হয়েছে ছোট একটা অফিসের দরজায়। অফিসে একটা ডেস্ক, দুটো চেয়ার ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। কালি ও ঝুলে ভরা

ফায়ারপ্লেসের ওপরে ঝুলছে মনিকা লিউইনিস্কির অটোগ্রাফ দেওয়া একটা ছবি।

ডেস্কের ওপাশে আরাম করে বসে মাথার পিছনে বোউলার হ্যাট ঠেলে দিল টাম্বলউড। তাকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। মোটা নাকটা দিয়ে ধীর গতিতে ঢুকছে-বেরোচ্ছে শ্বাস। একদৃষ্টিতে রানার হাতের পঞ্চাশ ডলারের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

ওটা হাতে না পেলে অন্যদিকে মনোযোগ দিতে পারবে না লোকটা, কাজেই তার দিকে পঞ্চাশ ডলার বাড়িয়ে দিল রানা। নিকোটিনের দাগ পড়া মোটা দুটো আঙুল বাড়িয়ে ওটা নিল টাম্বলউড, প্যান্টের পিছনের পকেটে গুঁজে রাখল।

'চার্লস উইলি সম্বন্ধে জানতে চাই,' বলল রানা।

কোটের হাতায় নাক দিয়ে বেরিয়ে আসা হলদেটে সর্দি মুছল টাম্বলউড, কাজটা শেষ করে সন্তুষ্ট হয়ে বড় করে শ্বাস ছাড়ল। রসুন ও বিয়ারের মিশ্র দুর্গন্ধ পেল রানা।

বিরক্তির ছাপ পড়ল সামার্স টাম্বলউডের চেহারায়। 'আরে ধুর! আবার ওর ব্যাপারে কথা বলতে হবে?'

গন্ধটা উপেক্ষা করল রানা। 'অসুবিধে কী?'

'শহরের সবক'টা পুলিশ আমার সঙ্গে কথা বলেছে, জানতে চেয়েছে ওর সম্বন্ধে। ওদের বলিনি এমন কিছু আপনাকে বলার নেই আমার।'

'তাতে কী, ওদের আপনি কী বলেছেন সেটা আমি জানি না। আমি এমন কিছু প্রশ্ন করতে চাই, যেগুলো পুলিশের কেউ আপনাকে করেনি।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল টাম্বলউড। 'যতক্ষণ আমার সার্ভিসের জন্যে দাম দিচ্ছেন ততক্ষণ আপত্তি নেই আমার। তবে বেশি সময় নষ্ট করতে পারব না।'

প্যাকেট বের করে ডেস্কের উপর দিয়ে তার দিকে একটা সিগারেট গড়িয়ে দিল রানা। মনে মনে বলল, বাপু, বুঝে নাও,

খানিকটা সময় ব্যয় করতে হবে তোমাকে ওই পঞ্চাশ ডলারের জন্য। সময়ের দাম নিয়ে তোমার মনে কোনও ভ্রান্ত উঁচু ধারণা থেকে থাকলে বিস্মিত হতে হবে তোমাকে।

জিজ্ঞেস করল রানা, 'চার্লস উইলিই কি কিডন্যাপ করেছে? আপনার কী ধারণা?'

কুতকুতে চোখ দুটো পিটপিট করে রানাকে দেখছে। টাম্বলউড বোধহয় এরকম কোনও প্রশ্ন আশা করেনি।

'আমার কী ধারণা তাতে কী যায় আসে?'

একটু কঠোর হলো রানা। 'অনেক কিছু। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দিন। যদি মনে করেন জবাব দেবেন না, তা হলে ওই পঞ্চাশ ডলার ফিরিয়ে দিন, জবাব দেবে এমন কারও কাছে যাব আমি।'

রানার চোখের দিকে তাকাল সামার্স টাম্বলউড। বুঝে নিল, এই লোকের সঙ্গে সুবিধে হবে না। যা বলছে তা-ই করবে এ

'বিয়ার চলবে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কথা যখন বলতে হবে তো আরাম করে বসেই বলি, কী বলেন?' রানার জবাবের অপেক্ষা না করে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে বিয়ারের দুটো ক্যান বের করল সে, একটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

ক্যাপ খুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বিয়ারের ক্যান ডেস্কে নামিয়ে রাখল রানা।

'আমার মনে হয় না কাজটা ও করেছে,' বলল টাম্বলউড। 'এটা ওর লাইন না।'

'আমিও তা-ই শুনেছি। ওর কথা বলুন। যে-কোনও তথ্য হয়তো কাজে আসবে আমার।'

'কী কাজে?'

'ওকে পুলিশের খপ্পর থেকে বাঁচানোর কাজে।'

'ও! মানুষটা খারাপ না চার্লস উইলি। দিলটা খোলা। খরচের হাতটাও বেশ লম্বা। কোনও ঝুট ঝামেলায় ছিল না। গার্ল ফ্রেন্ডটা

সুন্দরী ছিল। দেখেছেন মেয়েটাকে?'

'দেখেছি,' ওই লাইনে টাম্বলউডকে আর বেশিদূর এগোতে দিতে চাইল না রানা।

'আসলেই দেখতে ভাল, কি বলেন?' চোখ টিপল টাম্বলউড। 'ওরকম ফিগার সহজে দেখা যায় না। বুকটা কি আসল? আপনার কী মনে হয়?'

'হতে পারে। ডিপ সী ফিশিং রডটা কি উইলিকে কখনও নিয়ে আসতে দেখেছিলেন আপনি?'

মাথা নাড়ল টাম্বলউড। 'না। জানি ওর কোনও ছিপ ছিল না। যে-মেয়েটা ওর ঘর পরিষ্কার করত, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উইলির অ্যাপার্টমেন্টে কখনও কোনও ছিপ দেখেনি মেয়েটা।'

'বিছানার তলা পরিষ্কার করত সে?'

'করত।'

'গতরাতে তো ওখানে ছিপ পেয়েছে পুলিশ। কালকে সকালে মেয়েটা বিছানার তলায় ঝাড় দিয়েছিল?'

'দিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'কখন ঘর পরিষ্কার করে মেয়েটা?'

'গতকাল দেরিতে এসেছিল ও। বেলা সাড়ে বারোটায় বেরিয়ে যায় উইলি। বেলা একটার দিকে ওর ঘর পরিষ্কার করতে যায় মেয়েটা।'

'আর পুলিশ কখন ছিপটা পায়?'

'সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়।'

'তা হলে ধরে নেয়া যায় দেড়টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে গোপনে কেউ ওটা রেখে আসে উইলির বিছানার নীচে, ঠিক?'

'যদি কেউ রেখে থাকে।'

'এবার ওই প্রসঙ্গ থাক। দুপুর দেড়টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে কেউ এ-বাড়িতে ছিপটা আনে। তা-ই তো?'

প্রশ্নটার মধ্যে দ্বিমত প্রকাশ করার মত কোনও খুঁত চোখে

পড়ল না সামার্স টাম্বলউডের। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'ইয়েপ।'

'এ-বাড়িতে ঢোকার আর কোনও পথ আছে?'

'বেযমেন্টে ঢোকা যায় পিছনের দরজা দিয়ে।'

'তারপর কারও চোখে ধরা না পড়ে ওপরের কোনও অ্যাপার্টমেন্টে যেতে পারবে?'

'নোপ।'

'কোনও ভুল হচ্ছে না তো আপনার?'

'না। সামনের দরজা দিয়েই আসুক আর পিছনের দরজা দিয়ে, লবিতে তাকে আসতেই হবে। আমার চোখ ফাঁকি দিয়ে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব না।'

'দুপুর দেড়টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আপনি কোথায় ছিলেন?'

'সিনেমা হলে।'

'তার মানে গতকাল আপনি এখানে ছিলেন না ওই সময়ে?'

'না।'

'ছুটি?'

'ছুটি।'

'লবির দায়িত্বে কে ছিল?'

'ট্রিক্সি।' বিয়ারে লম্বা চুমুক দিল টাম্বলউড। 'আজকে ওর ছুটি।'

'তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ?'

'কেন করবে?'

'ছিপের কথা জানতে চায়নি তারা? জিজ্ঞেস করেনি কীভাবে ওটা উইলির অ্যাপার্টমেন্টে গেল?'

'জিজ্ঞেস করবে কেন?'

গলা শুকিয়ে যাওয়ায় ছোট্ট একটা চুমুক দিল রানা বিয়ারে। তার মানে, ছিপটা পেয়েই পুলিশ সন্তুষ্ট। ওটা কীভাবে এলো সেটা জানার কোনও চেষ্টা ছিল না কারও। ওটা অ্যাপার্টমেন্টে ছিল,

এটাকেই যথেষ্ট প্রমাণ বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

'ছিপ নিয়ে কেউ এসে থাকলে সেক্ষেত্রে ট্রিক্সি তাকে দেখে থাকতে পারে?'

'যদি কেউ এনে থাকে, ও দেখেছে।'

'হয়তো মুখ-হাত ধুতে গিয়েছিল তখন...' কথা শেষ করল না রানা।

মাথা নাড়ল টাম্বলউড। 'এক সেকেন্ডের জন্যেও লবি ছেড়ে যাবার নিয়ম নেই। রিসেপশনের পিছনে একটা রিটায়ারিং রুম আছে, ট্রিক্সি যদি ওখানে যায়, একটা সুইচ অন করে দিয়ে যাবে ও ম্যাট্রেসের নীচে দুটো বাযার চালু হয়ে যাবে । কেউ এলেই বাযার বাজবে। ব্যবস্থাটা একদম ফুলপ্রুফ। ওগুলোকে ফাঁকি দিয়ে এ-বাড়িতে ঢুকতে পারবে না কেউ। এদিকে বেশ চুরি-চামারি শুরু হয়েছিল বলে সতর্ক থাকি আমরা। কেউ যদি ছিপ নিয়ে এসে থাকে, তা হলে ট্রিক্সি তাকে দেখবেই।'

'একটু আগেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, উইলি বা আর কেউ ছিপ এনেছে। তার মানে ট্রিক্সি তাকে দেখেছে।'

'হ্যাঁ।'

বিয়ারটা শেষ করে সিগারেট ধরাল রানা।

'আরেকটা বিয়ার চলবে?' জিজ্ঞেস করল টাম্বলউড।

'না, ধন্যবাদ।'

আরেকটা ক্যান বের করল টাম্বলউড, ক্যাপ খুলে চুমুক দিল।

'ট্রিক্সিকে সাক্ষী হিসেবে দরকার আমার,' টাম্বলউড বিয়ারের ক্যান নামিয়ে রাখবার পর বলল রানা।

'কালকে আসবে ও। সাবধান থাকবেন। ওর খাঁই বেশি।'

'থাকে কোথায় ও?'

ভাবনায় ডুবে গেল সামার্স টাম্বলউড, তারপর মাথা নাড়ল। 'বলতে পারব না। নিয়ম নেই।'

সিগারেটে টান দিয়ে মনিকা লিউইনিস্কির ছবিটা দেখল রানা,

তারপর হঠাৎ বলল, 'আমার ধারণা ছিপটা নিয়ে এসেছে লিওনেল পুশকিন।'

বিয়ারে লম্বা চুমুক দিচ্ছিল টাম্বলউড, চমকে যাওয়ায় তার শ্বাসনালীতে ঢুকে গেল খানিকটা বিয়ার। বেদম কাশতে শুরু করল সে, মুখটা হয়ে গেল টকটকে লাল। উঠে তার পিঠে বার কয়েক থাবড়া দিল রানা।

একটু সুস্থির হয়ে সামার্স টাম্বলউড বলল, 'পুশকিন? কী বলছেন!'

'লোকটা উইলিকে ঘৃণা করে। ওর অ্যাপার্টমেন্টে ছিপ যে রেখেছে, উইলিকে দেখতে পারে না সে। উইলির উল্টোদিকে থাকে পুশকিন। লোকটা যে বদমাশের হাড্ডি, সেটা জানি। ...যদিও কোর্টে এসব কথা টিকবে না, প্রমাণ করতে হবে।'

'যেরকম বলছেন সেরকমটা হতে পারে,' একটু ভেবে বলল টাম্বলউড।

চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টানল রানা। বিয়ার পান করল টাম্বলউড, তারপর নিচু গলায় বলল, 'পুশকিনের বিরুদ্ধে ট্রিক্সিকে দিয়ে কিছু বলাতে পারবেন না। লোকটাকে রীতিমতো পছন্দ করে ট্রিক্সি।'

রানার মনে হলো, ঘুষের টাকাগুলো পানিতে যায়নি। জিজ্ঞেস করল, 'পুশকিনের তো মেয়ের অভাব পড়েনি, তা হলে ট্রিক্সির মতো মেয়ের সঙ্গে লটরপটর কেন?'

'কারণ এই বাড়িটা যাঁর, তিনি মেয়েলি কেলেংকারী পছন্দ করেন না। আমাদের উপর তাঁর নির্দেশ আছে, রাত একটার আগেই ভাড়াটেদের অতিথি মেয়েরা বিদায় হচ্ছে কি না দেখতে হবে। যদি কেউ না যায়, তা হলে তাঁকে রিপোর্ট করতে হবে। সপ্তাহে একবার করে নাইট শিফটে থাকে ট্রিক্সি। পুশকিনের কাছে যেসব মেয়েরা আসে, তারা রাত একটার আগে চলে যায় না, কখনও কখনও রাতের পর রাত থাকে, কিন্তু আজ পর্যন্ত পুশকিনের

নামে কোনও রিপোর্ট দেয়নি ট্রিক্সি।'

'কারণটা কী? ট্রিক্সিকে ঘুষ দেয় পুশকিন? আমিও না হয় কিছু খরচ করব।'

বিয়ার শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের ধুলো ঝাড়ল টাম্বলউড। 'এবার আমাকে যেতে হয়। অনেকক্ষণ হলো।'

'পঞ্চাশ ডলারের সমান তথ্য এখনও পাইনি আমি, বসুন,' বলল রানা।

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল টাম্বলউড। 'আমার যা রেট, তাতে পঞ্চাশ ডলারে যতটা সময় দেয়া উচিত, তার চেয়ে বেশিই দিয়েছি। আরও পঞ্চাশ ছাড়ুন, এমন তথ্য দেব যে লাফিয়ে উঠবেন।'

'বিশ,' বলল রানা। বসে থাকল।

'পঁয়তাল্লিশ।'

'পঁচিশ।'

তিরিশে রফা হলো শেষে। টাকাটা নিয়ে পকেটে পুরে আবার বসল টাম্বলউড।

'ট্রিক্সি নেশা করে, বুঝলেন? ওগুলো জোগাড় করে দেয় লিওনেল পুশকিন। কাজেই টাকা দিয়ে ট্রিক্সির মুখ আপনি কিছুতেই খোলাতে পারবেন না।'

'হয়তো পারব,' রানা বুঝতে পারছে, ট্রিক্সির প্রতি সম্ভবত কঠোর হতে হবে ওকে। 'ওর ঠিকানাটা দিন।'

বাড়তি ঘুষ নিয়ম ভাঙতে বিরাট ভূমিকা পালন করল এবার।

'একশো চৌত্রিশ ফেলমন্ট স্ট্রিট। একটা মেস-বাড়ি।'

চেয়ার ছাড়ল রানা। ঘুরে দাঁড়ানোর আগে বলল, 'একটা কথা, মিস্টার টাম্বলউড, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, বলবেন আপনি আমাকে দেখেননি।'

বুকে আঙুল ঠুকল সামার্স টাম্বলউড। 'চিন্তা করবেন না, যাদের আমি বন্ধু মনে করি, তাদের কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে মুখ খুলি না কখনও।'

বেরিয়ে এলো রানা ছোট্ট অফিস-ঘর থেকে। বিয়ারের ক্যানের দিকে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সামার্স টাম্বলউড।

সাত

এক পাশে একটা সিগারেটের দোকান, আরেক পাশে তৃতীয় শ্রেণীর একটা ক্যাফে, মাঝখান দিয়ে একশো চৌত্রিশ ফেলমন্ট স্ট্রিটের বাড়িটাতে ঢুকবার দরজা। দরজা থেকে ঝুলন্ত কাঁসার একটা নোংরা প্লেটে লেখা রয়েছে, এখানে কর্মজীবী মহিলাদের থাকবার সু-বন্দোবস্ত আছে। কোনও সার্ভিস দেওয়া হয় না। জন্তু-জানোয়ার ও পুরুষ নিষিদ্ধ। প্লেটের ওপরে বুড়ো আঙুলের কালো ছাপওয়ালা একটা কার্ড ঝুলছে, ওতে লেখা, ঘর খালি নেই।

পাশের ক্যাফেটা ফুটপাথে চারটে টেবিল ফেলেছে। লম্বা, চিকন এক বয়স্ক ওয়েইটার ওখানে অপেক্ষা করছে, চেহারা দেখলে মনে হয় অপরিসীম বিষাদে মুষড়ে আছে। সূর্যের আলোয় তার কয়েক যুগ ধরে ব্যবহার করা টেইল কোট সবজেটে দেখাচ্ছে। রানাকে মেস-বাড়ির সামনে বুইক থেকে নামতে দেখে খানিকটা আশান্বিত হয়ে উঠল সে, তাড়াতাড়ি নোংরা একটা কাপড় নেড়ে ইশারা করল একটা টেবিলের দিকে।

মাথা নেড়ে তাকে আরেকবার বিষাদে তলিয়ে দিল রানা, তিন ধাপ পাথরের সিঁড়ি টপকে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল বাড়িটাতে। নির্জন লবিটা ছোট এবং প্রায়ান্ধকার। চারদিকে অযত্নের ছাপ। বাম পাশের দেয়ালে এক সারিতে বেশ কিছু মেইল-বক্স দেখতে পেয়ে ওখানে থামল ও। বক্সগুলোর উপর কাঁসার প্লেটে ভাড়াটেদের নাম লেখা আছে। ডানদিক থেকে পঞ্চম বক্সের উপর ট্রিক্সি বেন্ডেনের

নাম দেখতে পেল ও। রুম তেইশ, তৃতীয় তলা।

সিঁড়িতে বিছানো রয়েছে নারকেলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি পাতলা ম্যাট্রেস। তিরিশ ধাপ উঠে দ্বিতীয় তলার ল্যান্ডিঙে পৌঁছল রানা। সামনে লম্বা একটা অন্ধকার মতো করিডর। দু'পাশে খানিক পর পর অনেকগুলো দরজা। দরজাগুলোর সামনে দুধের বোতল, খবরের কাগজ রেখে গেছে হকাররা। ঘড়ি দেখল রানা, এখন বাজে সাড়ে দশটা। অনেকেই এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি, নইলে দরজা খুলে দুধের বোতল বা খবরের কাগজ নিত। বাড়িটাকে পতিতালয়ের কাছাকাছি কিছু বলে মনে হলো ওর।

সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠতে শুরু করে দেখল, কঠোর চেহারার এক সুঠামদেহী লোক নামছে সিঁড়ি বেয়ে। বাদামী সুট তার পরনে, মাথায় সাদা ফেল্ট হ্যাট। চোখ দুটো ঢেকে রেখেছে কালচে রেব্যান সানগ্লাস। রানাকে দেখেই চমকে উঠল সে, মুখ দিয়ে বিস্মিত একটা আওয়াজ বের হলো। ভাব দেখে মনে হলো দ্বিধায় ভুগছে, পিছাবে না নামবে। তারপর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে নামতে শুরু করল।

অপেক্ষা করল রানা। ওকে পাশ কাটানোর সময় খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা গাল বুড়ো আঙুল দিয়ে খসখস করে চুলকাল লোকটা। রানার মনে হলো, লোকটা কোনও কারণে বিচলিত বোধ করছে।

'জন্তু-জানোয়ার ও পুরুষ নিষিদ্ধ,' লোকটা ওকে পার হয়ে যাবার পর নিচু গলায় বলল রানা।

কয়েক ধাপ নীচে থমকে গেল লোকটা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রাগ-রাগ ভাব করে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনাকে কিছু বলছি না।' আবার উঠতে শুরু করল ও। টের পেল, পিছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

তৃতীয় তলা একেবারে দ্বিতীয় তলারই মত। দুধের বোতল ও খবরের কাগজ এখানেও রাখা আছে দরজার বাইরে। দরজার নম্বর দেখতে দেখতে এগোল রানা। রুম তেইশ করিডরের মাঝখানে,

হাতের ডান পাশে। দরজার সামনে থামল ও, মনে মনে ঠিক করে নিল কীভাবে মেয়েটাকে ম্যানেজ করবে। জোর খাটানো যাবে না, মানসিক ভাবে নরম করতে হবে ট্রিক্সিকে। বিবেকের দংশন কাজে আসবে বোধহয়। সামার্স টাম্বলউড যা বলেছে, তাতে এই মেয়ে ইচ্ছে করলেই চার্লস উইলিকে বিপদ থেকে বের করে আনতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, উইলিকে বাঁচাতে গিয়ে মেয়েটা লিওনেল পুশকিনাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে কি না।

দরজায় নক করতে গিয়েও থেমে গেল রানা, ঘাড় ফিরাল। ওর পিছনে কেশে উঠেছে কে যেন।

উল্টোপাশের ঘরের দরজা খুলে গেছে, উঁকি দিয়ে ওকে দেখছে এক যুবতী। চুলগুলো আগুনের মতো লালচে তার। টলছে মেয়েটা অল্প অল্প, ঠোঁটে মদির আমন্ত্রণের হাসি। নীরবে বলছে, এসো, খানিকটা সময় কাটাই দু'জন মিলে। সবুজ সিল্কের গাউনটা ফাঁক হয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে চমৎকার ফিগারের অনেকটা। লাল নেইলপলিশ করা অপূর্ব সুন্দর আঙুলগুলো দিয়ে চুলে বিলি কাটল মেয়েটা। ওই আঙুল জীবনেও ঘরের কোনও কাজ করেছে বলে মনে হলো না রানার। সুস্পষ্ট আমন্ত্রণটা আদিম, উপেক্ষা করা কঠিন।

'কী হ্যান্ডসাম, কাউকে খুঁজছ?' একটু জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল যুবতী।

'হ্যাঁ। ওর ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি এখন।'

হাসিটা চওড়া হলো। আমন্ত্রণটা হলো আরও প্রকট। 'ওর কথা বাদ দাও। ও তো এখনও ঘুম থেকেই ওঠেনি। কিন্তু আমি উঠেছি। আমার দরজাটাও খোলা। কী, হ্যান্ডসাম? আসবে নাকি আমার ঘরে?'

'তোমার সঙ্গ পেলে খুব ভাগ্যবান মনে করতাম নিজেকে,' ভদ্রতা করে বলল রানা। কিন্তু উপায় নেই। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে আমাকে। আরেকদিন, হয়তো?'

সবুজ চোখ দুটোর দৃষ্টি কঠোর হতে দেখল রানা। হাসিটা মুছে গেছে ঠোঁট থেকে।

'আরেকটা গাধা,' বলল যুবতী, পিছিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

ট্রিক্সি বেল্ডেনের দরজায় নক করল রানা। আধমিনিট পেরিয়ে যাবার পর আবার নক করল। এবার আগের চেয়ে জোরে। ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। দরজা খুলল না কেউ।

করিডরের দু'পাশ দেখে নিল রানা। কেউ নেই। ডোর নব ধরে মোচড় মেরে আস্তে ঠেলা দিল দরজায়। খুলে যাচ্ছে।

ঘরটা বেশ বড়। প্রকাণ্ড খাট, দুটো আর্মচেয়ার, একটা বড়সড় ওয়ার্ড্রোব ও ড্রেসিং টেবিল রাখার পরেও ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ঘরে কেউ নেই। বিছানার চাদর কোঁচকানো, সকালে কেউ বিছানা ঠিক করেনি। নোংরা, তেল চিটচিটে চাদরটা দেখে ধারণা হয়, গত ছ'মাসে পাল্টানো হয়নি ওটা। চাদরটাতে সাদা উকুন ঘুরে বেড়াতে পারে বলে মনে হলো রানার। ড্রেসিং টেবিলের কাঁচে ধুলো জমে আছে। কার্পেটে এখানে ওখানে পড়ে আছে পোড়া সিগারেটের ফিল্টার। দরজা থেকে বিছানার তলায় জমে থাকা ধুলো দেখা যাচ্ছে।

সতর্ক সংকেত বেজে উঠল রানার মনের গহীনে। পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল ও, বিছানার এক ধারে আরেকটা দরজা দেখে নিঃশব্দে এগোল সেদিকে। ঘরে গাঁজার ধোঁয়ার হালকা গন্ধ। একদিনে এরকম গন্ধ হয় না ঘরে, বহুদিন এখানে গাঁজা টানা হয়েছে। পর্দা, বিছানার চাদর, তোষক, বালিশ– সবকিছুতে মিশে আছে বোটকা গন্ধটা। আরেকটা গন্ধও আছে, হেরোইন টেনেছে কেউ এ-ঘরে।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল রানা, বেশ জোরে নক করল কোনও সাড়া নেই ওদিক থেকে। কথা বলল না কেউ। একটু অপেক্ষা করে নব মুচড়ে ঠেলা দিল রানা দরজায়। ধীরে ধীরে খুলে

যেতে শুরু করল ভারী দরজা। ওটার পিছনে ঝুলন্ত কিছু একটা ধাক্কা খেল দেয়ালের সঙ্গে। বাথরুম। কেউ নেই। খয়েরী বাথটাবে জমে আছে কাদাটে পানি। নোংরা দুটো তোয়ালে রাখা পাশের র‍্যাকে। বেসিনে একটা অর্ধেক ব্যবহৃত সাবান ও টুথপেস্ট। টুথব্রাশটা নতুন।

ট্রিক্সি বেলডেন কোথায় আছে বুঝতে দেরি হলো না রানার।

বাথরুমে ঢুকে দরজা টেনে পিছনে তাকাল ও। যা ভেবেছিল, দরজার একটা হুক থেকে ঝুলছে মেয়েটা। নীল নাইট গাউন কুঁচকে গেছে। পা দুটো হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ হয়ে আছে, যেন চেয়ারে বসেছে। মাথাটা একদিকে কাত। নাইট গাউনের ফিতেটা গলায় এঁটে বসেছে। কালচে জিভটা বের হয়ে এসেছে অন্তত চার ইঞ্চি।

লাশের হাতটা ছুঁলো রানা। ঠাণ্ডা, আড়ষ্ট।

বাথরুমে আর কিছু নেই। বেরিয়ে এসে আস্তে করে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, তারপর নিপুণ ভাবে সার্চ করে দেখতে শুরু করল ঘরটা। বিছানায় বালিশের কাছে কয়েকটা কালো চুল পেল ও। ট্রিক্সির চুল ছিল সোনালী। খুন যে করেছে, সে বিশ্রাম নিয়েছে শুয়ে? তা হলে কি সারারাত ছিল সে?

কিচেনেটে দুটো কাবার্ড একে একে খুলে দেখল ও। একটাতে কাপ-পিরিচ-প্লেট, অন্যটাতে জগ-ডিশ ও রান্নার তৈজস-পত্র। দ্বিতীয় কাবার্ডে জগের পাশে একটা কাপ-পিরিচ ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল। এই কাবার্ডে ওগুলো থাকার কথা নয়, থাকার কথা পাশেরটায়। ট্র্যাশ বাস্কেটে খুঁজল রানা। কফির সেদ্ধ দানা পেল। এখনও হাল্কা গরম হয়ে আছে ওগুলো। বেশিক্ষণ হয়নি কফির দানা বের করা হয়েছে পারকোলেটর থেকে। তার মানে, একটু আগে এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কেউ। কে? সেই বাদামী সুট পরা লোকটা?

আজ সকালে কফি বানায়নি ট্রিক্সি বেল্ডেন। লাশ নড়েচড়ে বেড়ায় না, তার কফিও দরকার পড়ে না।

খুনটা যে করেছে, সে সকালে ফিরে এসেছিল, ভুলে ফেলে যাওয়া কিছু নিতে, এটা রানার বিশ্বাস হলো না। খুনি বোধহয় রাতটা এখানেই কাটিয়েছে, তারপর ঘুম থেকে উঠে চলে যাবার আগে কফি বানিয়ে খেয়ে গেছে। তা যদি হয়, তা হলে খুনটা করেছে ঠাণ্ডা মাথার কোনও খুনি। সর্বক্ষণ সে জানত, বাথরুমের দরজার ওপাশ থেকে ঝুলছে ট্রিক্সি বেন্ডেনের লাশ। এমন হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি, ঘুমাতে যাবার আগে সে শিওর হয়ে নিয়েছে, ট্রিক্সি মারা গেছে কি না।

সোজা কথায়, এটা আত্মহত্যা নয়, খুন।

সাবধানে সমস্ত জায়গা থেকে নিজের হাতের ছাপ মুছে ফেলল রানা, তারপর রুম তেইশের দরজা খুলে করিডরে উঁকি দিল। নেই কেউ। নব মুছে বেরিয়ে এলো ও করিডরে, বাইরে থেকেও মুছল নব, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে উল্টোদিকের ঘরের দরজায় মৃদু টোকা দিল।

বিশ সেকেন্ড পর আট ইঞ্চি ফাঁক হলো দরজা। কৌতূহলী চেহারায় রানাকে দেখল মিস ডেড্রিক। এখন তার চেহারায় কোনও আমন্ত্রণ নেই। 'কী?' জিজ্ঞেস করল নিচু গলায়। তার সবুজ চোখ দুটোতে সন্দেহ খেলা করতে দেখল রানা।

সরাসরি কাজের কথা পাড়বে, ঠিক করে ফেলল ও, মানিব্যাগ থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরে নরম গলায় বলল, 'কিছু তথ্য দরকার আমার।'

'কী ব্যাপারে?' কার্ডটা নিয়ে চোখ বুলাল মিস ডেড্রিক। পড়বার অভ্যেস তার আছে বলে মনে হয় না, অক্ষরগুলো পড়ে শব্দটা কী সেটা বুঝতে চেষ্টা করছে মেয়েটা। ঠোঁট না নাড়িয়ে পড়তে গিয়ে হিমশিম খেতে হলো তাকে। কার্ড থেকে চোখ তুলে রানাকে দেখল সে। 'প্রাইভেট ডিটেকটিভ? কী পাব তথ্য দিলে?'

'দশ মিনিট সময় নেব, বদলে উপহার দেব পঞ্চাশ ডলার।' ঘরের সস্তা, রংচঙে আসবাবপত্র দেখে রানা আন্দাজ করতে পাবল

মেয়েটার পেশা কী। 'আমাদের মধ্যে যা কথা হবে, সেটা তৃতীয় কেউ জানবে না।'

দরজাটা আরেকটু ফাঁক করে কার্ডটা ফেরত দিল মিস ডেড্রিক। 'আগে টাকার চেহারাটা দেখি।'

সরল একটা অন্তর মনে মনে বলল রানা। যা দরকার সরাসরি তা-ই চাইছে, ফালতু প্রশ্ন করে মাথাটাকে বেহুদা খাটাতে রাজি নয়।

মানিব্যাগ থেকে পঞ্চাশ ডলারের কড়কড়ে একটা নোট বের করে দেখাল রানা, কিন্তু ওর হাতে দিল না।

খ্রিস্টান বাচ্চারা যেভাবে আগ্রহ নিয়ে সান্টা ক্লজের উপহারের থলের দিকে তাকায়, সেভাবে পঞ্চাশ ডলারের নোট দেখল মিস ডেড্রিক, তারপর দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল। 'এসো। তুমি কে তা জানি না, হ্যান্ডসাম, কিন্তু ওই টাকাগুলো হাতে পাবার জন্যে তালু চুলকাচ্ছে আমার। ঠিক তো, শুধু তথ্যের জন্যেই তো টাকাগুলো?' একটু সন্দেহ প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

'অবশ্যই!' ঘরে ঢুকল রানা, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

রুম তেইশের মতোই এ ঘরটাও বড়। আসবাবপত্র সস্তা হলেও ঘরটা পরিষ্কার।

লাল নেইলপলিশ করা ডান হাত এগিয়ে দিল মিস ডেড্রিক। 'টাকা।'

'আগে তথ্য।'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। 'বসো।' রানাকে চেয়ার দেখিয়ে নিজে বসল ডিভানে। ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ জানাল ওটার স্প্রিং। 'তুমি ঠিক বলছ তো, আর কিছু চাও না?'

একটা চেয়ারে বসল রানা, চোখ সরিয়ে নিল প্রায় নগ্ন, গোল, ফর্সা উরু দুটোর উপর থেকে। 'আপাতত না।'

হাসল যুবতী 'ঠিক আছে। ঠাট্টা করছিলাম। আসলে তোমার মতো সুপুরুষ তো এখানে আসে না, যারা আসে তারা দরজা বন্ধ

হলেই... যাকগে, কী জানতে চাও?'

'ট্রিক্সি বেল্ডেনকে চেনো?'

সবুজ চোখ দুটোর দৃষ্টি কঠোর হয়ে গেল।

'ওর পিছনে টাকা নষ্ট করছ?'

'আমার এক ক্লায়েন্টকে পুলিশি ঝামেলা থেকে বের করে আনতে ওর সাহায্য দরকার ছিল,' বলল রানা। 'অন্য কোনও কারণ নেই ট্রিক্সির কথা জানতে চাওয়ার।'

ভ্রূ উঁচু করল মিস ডেড্রিক। 'তো ওকে জিজ্ঞেস করলেই পারো, আমার কাছে এসেছ কেন?'

'ওকে জিজ্ঞেস করতেই এসেছিলাম,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'কিন্তু খুন হয়ে গেছে ও।' মেয়েটা উঠে দরজার দিকে দৌড় দিলে ঠেকাতে তৈরি হয়ে গেল রানা।

হাঁ হয়ে গেল যুবতীর মুখ। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে রানার দিকে, তারপর বলল, 'এরকম একটা মিথ্যে বলে লাভ কী তোমার?' রানা চুপ করে আছে দেখে ঢোক গিলল সে বার দুয়েক, তারপর বলল, 'সত্যিই খুন হয়ে গেছে ও?'

'হ্যাঁ,' মেয়েটা দৌড় দেবে বলে মনে হলো না রানার। 'বাথরুমের দরজার পিছন থেকে ঝুলছে লাশটা।'

শিউরে উঠল যুবতী। পাশের টেবিল থেকে হুইস্কির বোতল তুলে নিয়ে ঢকঢক করে খানিকটা নির্জলা তরল ঢালল গলায়। বার কয়েক কেশে নিয়ে সামলে উঠে বলল, 'আমি জানতাম ও বোকা, কিন্তু এতোটা বোকা তা জানতাম না। ওই গাঁজাই ওকে খেল শেষ পর্যন্ত।'

সিগারেট অফার করল রানা, মেয়েটাকে আগুন এগিয়ে দিয়ে নিজেও ধরাল সিগারেট। 'ওর ঘরে এখনও গাঁজার গন্ধ পাবে গেলে।'

'কী ভয়ঙ্কর! আবার শিউরে উঠল যুবতী। কক্ষনো যাব না ওই ঘরে। এই ঘরেও আর থাকছি না আমি। এই বাড়িতেই থাকি

কি না সন্দেহ!'

'কালকে রাতে ওকে দেখেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'কখন?'

'ডিনার করতে যাবার সময় দেখা হয়েছিল, তখন কাজ থেকে ফিরছিল ও। পরে আবার ডিনার সেরে আসার সময় সিঁড়িতে দেখা হয়। দু'জন একই সঙ্গে ফিরেছিলাম।'

'তখন ক'টা বাজে?'

হাই চাপতে চেষ্টা করল মেয়েটা। 'অন্তত সাড়ে তিনটে তো হবেই। ঠিক বলতে পারব না, তবে রাত তখন অনেক।'

'একা ছিল ট্রিক্সি?'

মাথা নাড়ল যুবতী। 'না, বরাবরের মতোই একজন লোক ছিল সঙ্গে। ওই নোংরা মেয়েলোকটার মধ্যে কী যে পায় পুরুষমানুষ...' ভ্রূ কুচকে গেল তার, 'থাক, ও যখন মরে গেছে, তো এভাবে ওর কথা বলা উচিত হচ্ছে না আমার।'

'সেই লোক দেখতে কেমন ছিল?'

'ট্রিক্সির তুলনায় ফাটাফাটি। ওরকম কাউকে ভালবাসা যায় ঠিক যেন টম ক্রুয। দেখতে ওরকম না, কিন্তু স্টাইলটা এক।'

'কী পরা ছিল সে?'

জবাব দিতে একটুও ভাবতে হলো না মেয়েটাকে। 'বাদামী সুট, সাদা ফেল্ট হ্যাট, হাতে-রং-করা টাই। সানগ্লাস পরে ছিল রাতেও। বোধহয় চায়নি কোনও বন্ধুবান্ধব দেখে ফেলুক ট্রিক্সির সঙ্গে ঘুরছে সে।'

'সরু, কালো গোঁফ ছিল তার?'

'ছিল। চেনো ওকে?'

'একটু আগে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে সে।'

'আজকে সকালে?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল যুবতীর। 'কিন্তু ট্রিক্সি যদি খুন হয়ে গিয়ে থাকে...'

'অনেকক্ষণ হলো খুন হয়েছে ট্রিক্সি,' বলল রানা। 'অন্তত আট ঘণ্টা আগে।'

'তার মানে লোকটা যখন ওর ঘরে, তখন বাথরুমে ঝুলছে ট্রিক্সির লাশ?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ট্রিক্সি মারা গেছে ভোর চারটের দিকে। লোকটা সকাল পর্যন্ত ছিল, তারপর কফি খেয়ে বেরিয়ে যায়।'

ডিভানে কনুই রেখে আরেক হাতে নিজেকে বাতাস করল মেয়েটা। 'তা হলে কি ওই লোকই... কী ভয়ঙ্কর!'

চুপ করে থাকল রানা। সাদা ফেল্ট হ্যাট পরা লোকটা যদি রাতে চলে গিয়ে থাকে, তা হলে সকালে এখানে আসবার আগে দাড়ি কামায়নি কেন? লোকটার গোঁফ কালো, চুলও কি কালো? এসব হয়তো কিছুই নয়, আবার তথ্যগুলো অর্থবহও হতে পারে।

চেয়ার ছাড়ল রানা, পঞ্চাশ ডলারের নোট বাড়িয়ে দিল মেয়েটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেসিয়ারের ওপাশে চলে গেল ওটা। রানা বলল, 'অনেক উপকার হলো তোমার সঙ্গে কথা বলে। এবার তোমারও একটা উপকার করি, মন দিয়ে শোনো। যদি ঝামেলা থেকে বাঁচতে চাও, তো কাউকে বোলো না তুমি জেনেছ ট্রিক্সি মারা গেছে। অপেক্ষা করো, কেউ না কেউ লাশটা খুঁজে পাবে।'

'আমি বলব কাউকে? কক্ষনো না।' ঘনঘন মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'এ-ঘরে আর ঘুম হবে না আমার। উল্টোদিকের ঘরে একটা লাশ!'

'ঘুম আরও কম হবে পুলিশ জিজ্ঞেসাবাদের জন্যে তোমাকে হেডকোয়ার্টারে ধরে নিয়ে গেলে,' বলল রানা। 'মনে করো কিছুই জানো না তুমি।'

'তুমি পুলিশকে জানাবে না?'

'জানাব।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার আগে মেয়েটাকে একবার দেখল রানা। থম মেরে ডিভানে বসে আছে যুবতী, চেহারায় গভীর চিন্তার

ছাপ। করিডরে বেরিয়ে এসে পকেট থেকে মোবাইল বের করে পা বাড়াল রানা সিঁড়ির দিকে, তারপর মোবাইলের ব্যাটারি লো দেখে আবার ওটা রেখে দিল পকেটে। অনেকখানি চার্জ আছে দেখে সকালে বেরোনোর আগে আর চার্জ দেয়নি, ডিসপ্লেতে এখন চার্জ দেখাচ্ছে প্রায় শূন্যের ঘরে। ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের ভেজাল।

নীচে নেমে এসে লবির অন্ধকার যেখানে বেশি. সেখানে অবশ্য কল-বক্স পেল ও। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই প্রায় চমকে উঠে নাকটা কোঁচকাল রানা। ওর মনে হলো, এতক্ষণ কেউ এখানে কোনও বতু-পাঁঠা আটকে রেখেছিল। কয়েক বছর গোসল না-করানো বতু-পাঁঠা।

রুমাল বের করে ক্রেডলের মাউথপিসে চেপে ধরে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নম্বরে ফোন করল রানা, শ্বাস আটকে রেখেছে। নিজের পরিচয় দিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়ানোর কোনও ইচ্ছে আপাতত নেই ওর।

দু'বার রিং হবার পর ফোন রিসিভ করা হলো।

'পুলিশ হেডকোয়ার্টার। দিস ইয সার্জেন্ট মিফলিন স্পিকিং।'

'লেফটেন্যান্ট টেড মরিসকে লাইন দিন,' মাউথপিস থেকে মুখটা খানিক দূরে রেখেছে রানা। ওর গলা অস্পষ্ট শোনাবে।

'কে বলছেন?'

'মরিস রেনোর। তাড়াতাড়ি করুন প্লিজ।'

'ধরুন।' কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর লাইনে খুট করে আওয়াজ হলো। কানেকশন দেয়া হলো টেড মরিসের সঙ্গে।

আরও পনেরো সেকেন্ড পর টেড মরিসের গলা শুনতে পেল রানা।

'লেফটেন্যান্ট টেড মরিস অভ পোলিস। কে আপনি?'

'দুইশো চৌত্রিশ ক্লেমন্ট স্ট্রিটের বাড়িটাতে চলে আসুন,' বলল রানা। 'তৃতীয় তলায় রুম তেইশে খুন করা হয়েছে এক মেয়েকে। তাড়াতাড়ি এলে ট্র্যাশ বাস্কেটে খুনের প্রমাণ পাবেন।

ধরে নেবেন না এটা আত্মহত্যা। বাদামী সুট, সাদা ফেল্ট হ্যাট পরা লম্বা এক লোক সম্ভবত খুনটা করেছে। কাঁধ দুটো বেশ চওড়া তার।'

'কে আপনি?' কড়া শোনাল এবার টেড মরিসের কণ্ঠ।

খসখস আওয়াজ শুনতে পেল রানা, কাগজে ঠিকানা লিখে নিচ্ছে লেফটেন্যান্ট। রিসিভার নামিয়ে রাখল ও, কল-বক্স থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে চলে এলো সামনের দরজার কাছে। ওর হাতে বড়জোর মিনিট পাঁচেক আছে। অর্কিড সিটির পুলিশ হয়তো দক্ষ নয়, তবে জরুরি মুহূর্তে দ্রুত হাজির হতে পারে তারা।

দেরি না করে বুইকে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা। ওর জানালার পাশে এসে দাঁড়াল ছেঁড়া উইন্ডব্রেকার ও কোঁচকানো প্যান্ট পরা এক কিশোর, ঝুঁকে জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল।

'হেই মিস্টার, আপনাকে এক্ষুনি দুই নম্বর কোরাল রো-তে যেতে বলেছে।'

'কে বলেছে?' যখন তখন পুলিশের গাড়ির সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পাবে, ধারণা করছে রানা।

'যে আমাকে পাঁচ ডলার দিয়েছে,' বলল ছেলেটা। 'বলেছে খুব জরুরি, আপনি বুঝবেন।' সরে দাঁড়াল সে, দৌড়ে চলে গেল রাস্তা ধরে।

ছেলেটাকে ধরে জানা দরকার কে ওকে খবরটা দিতে বলেছে, কিন্তু যথেষ্ট সময় নেই এখন আর হাতে। দূর থেকে পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। বিচ রোডের দিকে রওনা হয়ে গেল ও।

কোরাল-রো চেনে না রানা, তবে আন্দাজ করতে পারছে, জায়গাটা কোরাল গেবলের কোথাও হবে।

চার্লস উইলিকে পুলিশের হাত থেকে ছোটাতে হলে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করবার মতো সূত্র দরকার। সেই সূত্র হয়তো মিলে যাবে ওখানে। ট্রিক্সি মেয়েটা মুখ খুললে উইলি ছাড়া পেত, কিন্তু

খুন হয়ে গেছে সে। কোরাল রো-তে যাবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। তবে সতর্ক থাকতে হবে ওকে। সন্দেহ নেই, এটা একটা ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ওখানে ওঁৎ পেতে আছে বিপদ। চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে ওর সাহসকে।

একটা জেদ কাজ করছে রানার মনে। কেন যেন মনে হচ্ছে, নাচানো হচ্ছে ওকে। নিজেকে কারও হাতের সুতোয় বাঁধা পুতুল ভাবলে মেজাজটা গরম হয়ে উঠতে চায় ওর।

এক কাজ করা যায়, জেমসকে ডাকা যায়। দু'জন ওরা একসঙ্গে থাকলে ঝুঁকি কমে যাবে নিঃসন্দেহে। চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল রানা। জেমসের কাভার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ওকে সঙ্গে নেয়া ঠিক হবে না। তা হলে?

শুরু থেকেই কিডন্যাপিংটা গোলমেলে আর খাপছাড়া লাগছে। জেফ ব্যারনেব কিডন্যাপিঙের দায় চাপানো হলো চার্লস উইলির উপর। কেন? তারও আগে, জেফ ব্যারন নিজে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করল, সাহায্য চাইল। দুনিয়ায় এতো মানুষ থাকতে ওকেই কেন ফোন করল লোকটা? তা-ও আবার ওর বাংলোয় কী করে? ওর প্রাইভেট ফোন নম্বর পেল কোথায় কোটিপতি পলার স্বামী?

চার্লস উইলিকে ফাঁসানো হয়েছে, কোনও সন্দেহ নেই তাতে। এবং ওকেও এসবের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে চাইছে কেউ।

সেই কেউটা কে? ডিক ব্রডহার্স্ট? পলা ব্যারন? লিওনেল পুশকিন? স্বয়ং জেফ ব্যারন? নাকি আর কেউ? এমন কেউ, যাকে ও চেনে না? উদ্দেশ্য কী? ইচ্ছে করেই ওকে ইনভল্ভ করা হচ্ছে, কেন? কিডন্যাপিংটাকে এখন আর সাধারণ কোনও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না ওর। কিডন্যাপ আদৌ করা হয়েছে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ জাগছে মনে।

তবে কিডন্যাপিং ঘটুক বা না ঘটুক, এই জটিল ধাঁধার পিছনে যে-ই থাকুক, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আছে তার, সেই সঙ্গে সাহসেরও কমতি

নেই। চতুর একটা মাথা নিজের স্বার্থ আদায়ে ভেবেচিন্তে কাজ করছে, মানুষ খুন করতেও বাধছে না তার। ওকে জড়িয়ে নিতে চাওয়ার পিছনেও নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে লোকটার। জানতে হবে কী সেটা।

চিন্তার মোড় ঘুরে গেল রানার। ফেলমন্ট স্ট্রিটের ওই ক্যাফের বুড়ো ওয়েইটার ওকে মনে রেখেছে কি না কে জানে। গাড়ির নম্বরটা যদি বলতে পারে, তা হলে পুলিশকে এড়ানোর কোনও উপায় থাকবে না ওর। লেফটেন্যান্ট টেড মরিস যদি জানতে পারে ফোন ও-ই করেছিল, তা হলে সে আসা পর্যন্ত ও থাকেনি বলে অখুশি হবে। কেসটা তার হাত থেকে নিয়ে নিতে পারে ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ফ্লেমিং। সেক্ষেত্রে ওকে ভোগাতে চেষ্টা করবে লোকটা।

রাস্তার পাশে একটা কল-বক্স দেখে ওখান থেকে হাসপাতালের ইনফর্মেশন ডেস্কে ফোন করল ও, সকালে ইনফর্মেশন ডেস্ক থেকে জানানো হয়েছিল, ডিউটি ডক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এবার খানিক অপেক্ষা করিয়ে রেখে ওকে জানানো হলো, আগামীকাল কেবিনে ট্র্যান্সফার করা হবে আজিজ খন্দকার ও হাকিম হাশেমিকে। তুহীন আশরাফের অবস্থা আগের চেয়ে স্টেবল।

গাড়িতে উঠে রানা ভাবল, আগামীকাল তা হলে দেখা করা যাবে আজিজ ও হাকিমের সঙ্গে। হয়তো জানা যাবে ওরা কোরাল গেবলে কী করতে গিয়েছিল, অবশ্য যদি কথা বলতে পারে ওরা, কিংবা বলতে দেয়া হয়।

বিচ রোডের শেষে পৌঁছে বামদিকে মোড় নিয়ে ওয়াটারফ্রন্টে পড়ল বুইক। ফাঁকা একটা জায়গায় গাড়ি রাখল রানা। বুইকের একদিকে দড়ির উঁচু বান্ডিল, আরেকদিকে তেলের ড্রাম। নামার আগে ওয়ালথারটা হোলস্টারে ঢিলে করে নিল ও। কোরাল গেবলে অস্ত্র ছাড়া নতুন কারও ঘোরাঘুরি নিরাপদ নয়। এদিকে টহল দিতে এলে পুলিশও কমপক্ষে তিনজন থাকে একসঙ্গে। প্রতি মাসে অন্তত

দুটো খুন হয় এখানে। গলির মধ্যে পাওয়া যায় ছোরা বা গুলিবিদ্ধ লাশ।

বন্দরটা ছোট, অনেকগুলো নৌকা ও মাছধরা ট্রলার ভাসছে জেটির পাশে। রানাকে দেখে রোদে অলস ভঙ্গিতে বসে থাকা জেলেরা শকুনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কাদামাখা সোয়েট শার্ট ও ক্যানভাসের প্যান্ট পরা কঠোর, মারকুটে লোকগুলো ওর ওজন বুঝতে চাইছে।

একাকী বসে আছে এক জেলে, ছুরি দিয়ে কাঠের একটা টুকরো চেঁছে নৌকার আকৃতি দিচ্ছে। তাকে বেছে নিল রানা তথ্যের জন্য। পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোরাল রো কোথায় বলতে পারবেন?'

রানাকে আপাদমস্তক দেখল জেলে, ঘাড় ফিরিয়ে বন্দরের তেলতেলে পানিতে কফ মেশানো থুতু ফেলল, তারপর কাঁধের উপর দিয়ে ডানহাতের বুড়ো আঙুল তাক করে দেখাল কোনদিকে যেতে হবে। ওদিকটাতে কফি-শপ, সী-ফুড স্টলগুলো আছে।

'এলি'য বার-এর পিছনে।'

এলি'য বার চেনে রানা। প্রথম যখন এ-শহরে রানা এজেন্সি খোলা হলো, তখন দু'মাস গোটা শহর চষে বেড়িয়েছে ও, শহরের কোন্ এলাকার বৈশিষ্ট্য কী তা নোট করেছে। ওর নোটের উপর ভিত্তি করেই প্রয়োজনে কোথায় কীভাবে তদন্ত করতে হবে সেটা স্থির হয়।

এলি'য বার দোতলা একটা কাঠের বাড়ি। কারও যদি জেলেদের সঙ্গে বসে খেতে আপত্তি না থাকে, তা হলে চমৎকার লাগবে তার বারের সুস্বাদু রান্না। সেই সঙ্গে দশ বছরের পুরোনো এল বিক্রি হয় ওখানে। সতর্ক না থাকলে স্বাদের কারণে যে-ই ও-জিনিস বেশি গিলবে, টলে পড়ে যাবার আগে টেরও পাবে না কখন মাতাল হয়ে গেছে। দু'বার ওখানে গেছে রানা। বারের পরিবেশটা ভাল না. যখন তখন যা খুশি ঘটতে পারে, ঘটেও।

জেলেকে ধন্যবাদ দিয়ে চওড়া ওয়াটারফ্রন্ট রোড পার হয়ে এলির বারের দিকে চলল রানা।

কাঠের বাড়িটার পাশ দিয়ে ভিতর দিকে চলে গেছে একটা গলি। এক পাশের দেয়ালে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা: কোরাল রো।

গলির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আশপাশ ভাল করে দেখে নিল রানা। দুর্গন্ধে ভরা গলিটা নির্জন, সরু, অন্ধকার মত। দু'পাশের উঁচু দেয়াল সূর্যের আলো আসতে বাধা দিচ্ছে। গলির শেষদিকে অন্ধকার আরও গাঢ়। ছায়া যেসব জায়গায় বেশি, সেরকম কয়েকটা জায়গা বেছে নিল রানা থেমে চারপাশ দেখবার জন্য, সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ফেলে দিল, পায়ের নীচে পিষে নিভিয়ে ফেলল আগুন, তারপর নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল গলির ভিতর। ছায়ার মধ্য দিয়ে যেন এগিয়ে চলেছে আরেকটা ছায়া। গলির মধ্যে সামান্যতম নড়াচড়াও চোখে পড়বে ওর।

গলিটা ডানে বাঁক নিয়েছে। আগে উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে সাবধানে মোড় ঘুরল রানা। ভাঙাচোরা একটা কাঠের তৈরি বাড়ি কোরাল রো, সামনের এক ফালি উঠান দু'দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে পড়ো চেহারার পরিত্যক্ত কয়েকটা বাড়ি। একসময় ওগুলো ওয়্যারহাউস হিসেবে ব্যবহৃত হতো, এখন ইঁদুরের নিরাপদ আশ্রয়।

বাড়িগুলোর কালো আকৃতির উপর থেকে খানিকটা নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। ওখানে থামল রানা, কোরাল রো'র সামনের অংশে ঘুরছে ওর চোখ।

বাড়ির দরজাটা উই পোকা কেটেছে। একটা পাল্লা ঝুলছে কাত হয়ে। অন্যটার গায়ে সাদা একটা সাইনবোর্ডে লেখা: ২ নং কোরাল রো। জানালাগুলো বোর্ড আটকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ওখানে ও ঢুকবে কি না। ঢুকলে ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনি তথ্য পাবার সম্ভাবনাও আছে। ঢুকবে।

বাড়ির মেঝে নিশ্চয়ই তক্তার। এতোদিনে পচে গেছে কাঠ। চাপ পড়লে ককাবে। আরও পাঁচ মিনিট দরজাটার দিকে তাকিয়ে

থাকল রানা। কোনও নড়াচড়া নেই। কেউ থেকে থাকলেও আওয়াজ করছে না সে, অন্ধকারে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

দরজার দিকে না গিয়ে উঠানের ধার দিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ির বারান্দায় উঠল রানা। গুলি করল না কেউ। বাড়ির ভিতর থেকে কোনও শব্দ হলো না। দরজাটা এখন রানার ফুট দশেক বামে। দেয়াল ঘেঁষে নিঃশব্দে ওটার দিকে এগোল ও, ভাঙা পাল্লা পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকেই সরে গেল এক পাশে। ঘরের বেশিরভাগ ডুবে আছে অন্ধকারে। দরজা দিয়ে আসা সামান্য আলোয় বামপাশে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে কাঠের সিঁড়ি। কয়েকটা ধাপ ধসে গেছে। রেইলিং নেই।

অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিয়ে আগের অবস্থান থেকে সরে যেতে শুরু করল রানা। সাবধানে হাঁটলেও মৃদু মচমচ আওয়াজ করে আপত্তি জানাচ্ছে মেঝের তক্তা। খসখস আওয়াজ শুনতে পেল ও। খুদে খুদে পা দ্রুত দৌড়াচ্ছে। পালাচ্ছে ইঁদুরের দল।

আবছা ভাবে পাশের ঘরে যাবার আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ওটার কাছে পৌঁছে গেল রানা, সাবধানে উঁকি দিল। এ-ঘরের দেয়ালের তক্তাগুলোর মাঝ দিয়ে আলোর সামান্য রেখা আসছে। তারপরও ঘরের গাঢ় অন্ধকার কাটেনি।

দরজা পেরিয়ে এক পাশে সরল ও, ঠিক তখনই ওর ডানপাশে মচমচ করে উঠল মেঝের তক্তা। ঘুরেই বিদ্যুদ্বেগে সেদিকে ওয়ালথার তাক করতে শুরু করল রানা। কিন্তু প্রতিপক্ষ ওর চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। ভারী এবং শক্ত কী যেন একটা দড়াম করে পড়ল রানার মাথার পাশ দিয়ে ডান কাঁধে। হাড়ে তীক্ষ্ণ চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল রানা, ওর অবশ হাত থেকে খসে পড়ে মেঝেতে পিছলে দূরে চলে গেল ওয়ালথার। পিছিয়ে গেল রানা, তারপর ব্যথার তীব্রতা সামলাতে গিয়ে বসে পড়ল চার হাত-পায়ে। আঘাতটা মাথায় লাগলে অন্তত কয়েক ঘণ্টা জ্ঞান থাকত না।

পাঁজরে লাগল প্রচণ্ড লাথিটা। রানার মনে হলো আগুন জ্বলে

উঠেছে হাড়ের ভিতর। লোকটার শক্ত হাত দুটোর ঠাণ্ডা আঙুলগুলো চেপে বসল ওর গলায়, শ্বাস আটকে দিল।

গলার দিকে থুতনি নামাল রানা। অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল ব্যস্ত হয়ে। শক্তিশালী দুটো কাঁধের স্পর্শ পেল ও হাতে। এবার আন্দাজ করতে পারল লোকটার মুখ কোথায় থাকতে পারে। ডান পাশ থেকে হাত ঘুরিয়ে ঘুসি মারল ও, নরম স্পর্শ পেয়ে বুঝল লোকটার কান থেঁতলে গেছে।

ঘোঁৎ করে উঠল আক্রমকারী, তারপর ধাক্কা দিয়ে রানাকে মাটিতে ফেলতে চেষ্টা করল। ভারী ওজনের কারণে ভারসাম্য হারিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল রানা। লোকটা চেপে বসল রানার উপর। ওর গলায় আরও শক্ত হচ্ছে ইস্পাতের মতো শক্ত আঙুলের চাপ। ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে লোকটা রানার মুখে।

দেরি না করে গলায় চেপে বসা হাতের কড়ে আঙুল দুটো ধরে গায়ের জোরে উল্টোদিকে মোচড় দিল রানা। শুনতে পেল, ব্যথায় অস্ফুট একটা আওয়াজ করে শ্বাস আটকে ফেলল লোকটা, ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাকে হাত সরাতে দিল রানা, তারপর লোকটা ওর পেটের উপর সোজা হয়ে বসছে বুঝেই গায়ের জোরে মাথার পাশে রাউন্ড-হাউস সুইং করল। ঝনঝন করে উঠল ওর মুঠোর হাড়। কাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা ওর উপর থেকে, তারপর গড়িয়ে দ্রুত সরে গেল আওতার বাইরে, উঠে দাঁড়াচ্ছে।

স্প্রিঙের মতো ঝটকা খেয়ে দাঁড়াল রানা, তারই ফাঁকে লোকটার হাতে কী যেন একটা ক্ষণিকের জন্য চকচক করতে দেখল। ছোরা বের করেছে বোধহয়। রানার স্টিলের পাত মোড়া জুতোর লাথিটা চকচকে জিনিস ধরা কব্জিতে লাগল। উড়ে গিয়ে ঘরের কোনায় পড়ল ছোরাটা ঝনঝন শব্দ করে। এক হাতে আরেক হাতের কব্জি চেপে ধরেছে লোকটা, কুঁজো হয়ে গেল পেটে রানার ঘুসি খেয়ে। ভুস করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে।

থুতনি, গালে পরপর আরও কয়েকটা ঘুসি খেয়ে সিধে হলো সে, কাতরে উঠল ঘাড়ে একটা কারাতে চপ খেয়ে। বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে লোকটা, পিছাতে চেষ্টা করছে, তারপর হঠাৎই ঘুরে দৌড় দিল, ছিটকে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। পাশের ঘরের মেঝে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজে প্রতিবাদ জানাল। ধুপ করে আওয়াজ হলো দরজার পাল্লা ভেঙে পড়বার।

দেরি না করে পিছু নিল রানা, মাত্র তিন-চার পা এগোতে পারল, তারপর পচা মেঝের তক্তায় গোড়ালি পর্যন্ত দেবে গেল ওর ডান পা। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল রানা। মাথা ঠুকে গেল মেঝেতে, চোখে অন্ধকার দেখছে। এখন ওকে সহজেই বাগে পেত প্রতিপক্ষ, কিন্তু ভয় পেয়ে আগেই বেরিয়ে গেছে সে কোরাল রো থেকে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল রানা, টেনেটুনে পা বের করে আনল মেঝের গর্ত থেকে। পিস্তলটা খুঁজে বের করতে মিনিট দুয়েক লাগল ওর। ওটা হাতে বাগিয়ে ধরে সাবধানে পাশের ঘরে চলে এলো, যেন কোনও তাড়া নেই। অন্ধকারের হামলাকারী পালিয়েছে। কোরাল গেবলে অসংখ্য লুকানোর জায়গা আছে, কাজেই খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন।

দরজার কাছে সাদা কী যেন মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে তুলল ও।

একটা সাদা ফেল্ট হ্যাট।

আট

এলি'য বার-এর বারম্যান লোকটাকে দেখলে প্রাক্তন কুস্তিগির মনে হয়। বয়স হয়েছে তার, কিন্তু এখনও সহজেই পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে

পারবে একসঙ্গে দু'-তিনজনকে।

রানাকে বিয়ার, ভেড়ার মাংস ও রুটি সার্ভ করল সে। রানা খেতে শুরু করায় কাউন্টারের উপর রোমশ দুই কনুই রেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে ওর দিকে।

দিনের এসময়ে বারে খদ্দের কম, ছ'-সাতজন এখানে-ওখানে টেবিলে বসে আছে। মাছ কিংবা কাছিম ধরা তাদের পেশা, অপেক্ষা করছে জোয়ারের জন্য। জোয়ার এলে সাগরে চলে যাবে। রানার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিল না বারম্যান ছাড়া আর কেউ। বারম্যানের কাটাকুটি ভরা চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ দেখল রানা। মাঝে মাঝেই পেশীবহুল হাত দিয়ে ন্যাড়া মাথাটা ডলছে সে, যেন ঘষে ঘষে চালু করতে চাইছে জং ধরা মগজটাকে।

'আগে আপনাকে কোথাও দেখেছি,' হাড় ভাঙা থ্যাবড়া নাক দু'আঙুলে টান দিয়ে বলল সে। 'আগেও আমার এখানে এসেছেন, নাকি?'

খাওয়া শেষ করে বিয়ারে চুমুক দিল রানা। 'এসেছি।'

ন্যাড়া মাথাটা দোলাল বারম্যান, একসময় যেখানে বাম কানটা ছিল, সেই ফুটো মত জায়গাটা চুলকে হাসল। বেরিয়ে পড়ল অস্বাভাবিক সাদা, বড় বড় দাঁত।

'কাউকে ভুলি না আমি। পঞ্চাশ বছর পরেও যদি আসেন, ঠিকই চিনতে পারব।'

একটা চিন্তা মাথায় এলো রানার, বলল, 'সত্যি, কারও কারও মনে রাখার এই ক্ষমতাটা বিস্ময়কর। আমার ওরকম ক্ষমতা থাকলে খুশি হতাম। আমি তো আগের দিন দেখা হলেও কাউকে চিনতে পারি না।'

খুশি হলো বারম্যান। 'গতকাল এক লোক এসেছিল তিন বছর পর। কিছু বলার আগেই তাকে এক পাইন্ট পুরোনো এল দিলাম। সবসময় এল-ই চাইত সে।' ন্যাড়া মাথায় টোকা দিল বারম্যান। 'একেই বলে মাথা।'

না চাইতেই যদি এ-লোক ওকে এল এনে দিত, আর ওর এল খেতে ইচ্ছে না হতো, তা হলেও বারণ করতে যেত না ও, ভাবল রানা। দেখে মনে হয় না এই সাড়ে তিনশো পাউন্ড ওজনের পালোয়ান কারও আপত্তি গ্রাহ্য করবে।

'দেখি তো আপনার স্মৃতি কতটা প্রখর,' বলল ও। 'লম্বা, সুঠামদেহী লোক ও, বাদামী রঙের সুট পরে, মাথায় সাদা ফেল্ট হ্যাট থাকে– এখানে দেখেছেন ওকে কখনও?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল বারম্যানের চেহারা। কঠোর হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। নিচু গলায় বলল, 'এখানে বেশি প্রশ্ন করা স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল নয়, মিস্টার। সামনের দাঁতগুলো যদি খোয়াতে না চান, তা হলে মুখটা বন্ধ রাখেন।'

বিয়ারে চুমুক দিয়ে বারম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'তা হলে আপনিও কাউকে ভয় পান?'

বারের চারপাশে দেখে নিল পালোয়ান। কেউ তাকিয়ে নেই দেখে গলা নামিয়ে বলল, 'ওর ধারেকাছে যাবেন না। এদিকের চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাশ সবাই ওকে ভয় পায়। প্রথম প্রথম ওর সঙ্গে লাগতে গিয়েছিল কয়েকজন, রাতে অন্ধকার গলিতে ছুরি খেয়েছে সবাই। গভীর পানির মাছ। কেউ কেউ সন্দেহ করে ড্রাগের ব্যবসা আসলে ও-ই চালায়।'

'নাম কী ওর?'

অন্যদিকে তাকাল পালোয়ান।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা, লোকটা আর ওর দিকে ফিরল না। জবাব পাওয়া যাবে না বুঝে বিয়ার শেষ করে টেবিলে বিল রেখে বেরিয়ে এলো ও দুপুরের রোদে, বুইকের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কিডন্যাপিং নিয়ে ভাবতে গিয়ে বারবার লিওনেল পুশকিনের কথা মনে পড়ছে রানার। ট্রিক্সির মুখ বন্ধ করতে চাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল লোকটার, যদি সে-ই উইলির অ্যাপার্টমেন্টে ছিপটা

রেখে থাকে। পুশকিন কিডন্যাপিঙে জড়িত থাকলে উইলিকে ফাঁসানো তার জন্য কঠিন কিছু ছিল না। লিসা চ্যাপেল মেয়েটা কি কোনও ভাবে পুশকিনের সঙ্গে জড়িত? খোঁজ নিতে হবে মেয়েটা কোথায়। বুইকের পাশে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখল রানা, একটা বাজে। ঠিক করল, একবার হুকস গ্যারাজে যাবে, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে ওখানে।

বিচ রোড হয়ে হথর্ন আভেনিউতে পড়ল রানার বুইক, তারপর বামে বাঁক নিয়ে চলে এলো ফুটহিল বুলেভার্ডে। চোখে রোদ এসে পড়ায় সানশিল্ড নামিয়ে আনল উইন্ডস্ক্রিনের সামনে।

লাঞ্চ টাইম বলে রাস্তায় গাড়িঘোড়া কম, তবে তাড়া নেই ওর, গতি বাড়াল না। মনে মনে গুছিয়ে নিল প্রশ্নগুলো।

ফুটহিল বুলেভার্ড ও হলিউড অ্যাভেনিউর সংযোগস্থলে, মরুভূমির পাশে শ্যাচেটসের হুকস গ্যারাজ। জায়গাটা আহামরি কিছু নয়, এখানে ভাল ব্যবসা হবার কোনও কারণ নেই। এরকম একটা নির্জন জায়গায় রবার্ট শ্যাচেট্স্ ফিলিং স্টেশন করেছে কেন সেটা মাথায় ঢুকল না রানার।

মোট ছ'টা পাম্প আছে স্টেশনে। ওগুলো থেকে খানিকটা দূরে দুটো টাওয়ার, একটা বাতাসের, একটা পানির। ওগুলোর এপাশে করোগেটেড স্টিলের একটা শেডের তলায় রিপেয়ার শপ। ডানদিকে রেস্টরুম আর স্ন্যাক বার। ছাউনিটার কারণে প্রথমে দেখা যায় না, তবে গাড়ির গতি কমিয়ে ছাউনির পিছনে চৌকো একটা একতলা পুরোনো বাংলো দেখল রানা।

কখনও হয়তো চমৎকার একটা ফিলিং স্টেশন ছিল জায়গাটা, তবে যত্নের অভাবে পরিত্যক্ত চেহারা হয়েছে এখন। বাড়িঘরগুলোতে গাঢ় নীল রং করা হয়েছিল অনেক আগে, সাগরের লোনা জলহাওয়া, রোদ-বৃষ্টি ও মরুভূমি থেকে উড়ে আসা বালির আঁচড়ে সে-রং মলিন হয়ে গেছে।

একটা নতুন বেন্টলি কুপে দাঁড়িয়ে আছে সামনে পাম্পের

পাশে। রোদে ওটার কুচকুচে কালো রং চকচক করছে। রিপেয়ার শপের র‍্যাম্পে একটা চার টনি ট্রাক দেখল রানা। জনমানুষের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। বুইকের গতি কমিয়ে বেন্টলির পিছনে থামল ও, দু'বার হর্ন বাজিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

মিনিট তিনেক পর গ্রিযমাখা নীল ওভারল পরা একটা ছেলে অলস ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো রিপেয়ার শপ থেকে। এতো আস্তে হাঁটছে যে মনে হয় প্রচুর সময় আছে তার হাতে। বুইকের পাশে এসে থামল সে, কোনও কথা না বলে রানার দিকে কৌতূহলহীন চোখে তাকিয়ে একটা ভ্রূ উঁচু করল।

পনেরো-ষোলো হবে ছেলেটার বয়স, আন্দাজ করল রানা। তবে চতুর, কঠোর চেহারাটা দেখে মনে হয়, এরইমধ্যে দুনিয়ার নোংরা যা কিছু, সব দেখা হয়ে গেছে এর। ছিঁচকে চোরদের মতো ঘনঘন চোখ সরায় ছেলেটা।

'বিশ লিটার,' বলল রানা। 'অকটেন।'

তেল ভরতে বুইকের পিছনে চলে গেল ছেলেটা। পাম্পের ডায়ালে একটা চোখ রাখল রানা, নিশ্চিত হতে চাইল, ঠকছে না।

কিছুক্ষণ পর আবার এসে ওর পাশে দাঁড়াল ছেলেটা, নোংরা একটা হাত বাড়িয়ে দিল। বিশ লিটারের দাম শোধ করল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'রবার্ট শ্যাচেট্স্ কোথায়?'

রানার চোখের দিকে তাকিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল তরুণ। 'কাজে গেছে।'

'কোথায়?'

'শহরের বাইরে।'

'ফিরবে কখন?'

'জানি না।'

'মিসেস শ্যাচেট্স্ আছে?'

'উনি ব্যস্ত।'

আঙুল দিয়ে বাংলোটা দেখাল রানা। 'ওখানে?'

'যেখানেই থাকুন, উনি ব্যস্ত,' ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটা, রিপেয়ার শপের দিকে পা বাড়াল।

ডাকতে যাচ্ছিল রানা তাকে, কিন্তু চেক লাউঞ্জ সুট পরা লম্বা-চওড়া লোকটাকে রিপেয়ার শপের পিছন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে চুপ হয়ে গেল। স্ন্যাপ-ব্রিম বাদামি হ্যাট পরেছে লিওনেল পুশকিন, বাটনহোল-এ একটা রক্তলাল কারনেশন। উইন্ডস্ক্রিনের সানশিল্ডের কারণে লোকটা ওকে দেখতে পাবে না। বসে থাকল রানা। কিছু ঘটে কি না দেখবে।

বুইকের দিকে একবার তাকিয়ে বেন্টলিতে উঠল পুশকিন, বাঁক নিয়ে বিচউড অ্যাভেনিউর দিকে রওনা হয়ে গেল গাড়িটা।

রিপেয়ার শপে ঢুকে পড়েছে ভাবলেশহীন তরুণ, দেখা যাচ্ছে না তাকে আর। কিন্তু ঠিকই লুকিয়ে ওকে দেখছে, এরকম একটা অনুভূতি হলো রানার। লিওনেল পুশকিন এখানে এসেছিল কেন, জিজ্ঞেস করল নিজেকে কোনও জবাব খুঁজে পেল না। হয়তো তার এই হাজির হওয়া কাকতালীয়, কিন্তু সে সম্ভাবনা কম। লেফটেন্যান্ট টেড মরিস বলেছিল, রবার্ট শ্যাচেটসকে ড্রাগস ডিলার বলে সন্দেহ করে পুলিশ। নেশা করে লিওনেল পুশকিন। ট্রিক্সিকে গাঁজা সরবরাহ করত। এখান থেকেই গাঁজা কেনে লোকটা? শ্যাচেটসের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি শুধুই ক্রেতা-বিক্রেতার? রানা এজেন্সির ছেলেদের উপর হামলার সঙ্গে শ্যাচেট্সের কি কোনও সম্পর্ক আছে? আরেকটা ব্যাপার, শহর থেকে এতটা দূরের এই নির্জন স্টেশন এসে গাড়ি ভাড়া নিয়েছিল লিসা চ্যাপেল। কেন? এটাও কাকতালীয়? অনেকগুলো প্রশ্ন, কিন্তু একটারও জবাব নেই। রানা ঠিক করল, মিসেস শ্যাচেট্সের সঙ্গে আলাপটা সেরে ফেলা দরকার ওর।

বুইক থেকে নেমে কংক্রিটের পথ ধরে রিপেয়ার শপের সামনে দিয়ে বাংলোর দিকে পা বাড়াল ও। দরজার খানিকটা ভিতরে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে তরুণ, ভাবলেশহীন চেহারায় রানাকে দেখল,

কিছু বলল না। একই দৃষ্টি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে পাশ কাটাল রানা।

বাংলোর বাগানটাতে অযত্নের ছাপ, ধুলোভরা ফুলের গাছগুলোতে পানি দেয়া হয় না বলে মরতে বসেছে। স্টিলের তার থেকে ঝুলছে ধোয়া, কোঁচকানো কাপড়।

রোদে ফোস্কা মত পড়েছে সবুজ রং করা কাঠের দরজাটাতে। টোকা দিয়ে অপেক্ষায় থাকল রানা। মিনিট খানেক পর আবার টোকা দিতে হাত তুলল, কিন্তু তার আগেই খোলা হলো দরজা।

সন্দেহ নিয়ে রানাকে দেখল ছোটখাটো, শক্তপোক্ত এক মহিলা। বিষাদের ছাপ তার চেহারায়। চোখগুলো ফুলে আছে, বোধহয় কেঁদেছে কোনও কারণে।

'কী চাই?' দরজা থেকে সরল না।

'মিস্টার শ্যাচেট্স্ আছেন?'

'না। আপনি কে?'

পকেট থেকে রানা এজেন্সির কার্ড বের করে তার হাতে দিল রানা। 'মিস্টার শ্যাচেটস লিসা চ্যাপেল নামে এক মহিলাকে একটা গাড়ি ভাড়া দিয়েছিলেন, সে-ব্যাপারে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

রানার মনে হলো কার্ডটা পড়ে কী যেন সিদ্ধান্ত নিল মহিলা।

'আসুন,' দরজা থেকে সরে দাঁড়াল সে। 'আমি মিসেস শ্যাচেট্স্।'

প্রথম ঘরটা লিভিংরুম। গোছানো, কিন্তু আসবাবপত্র সব পুরনো এবং সস্তা। বোধহয় জাঙ্ক ইয়ার্ড থেকে কেনা হয়েছে।

রানাকে একটা গদি-ছেঁড়া সোফা দেখাল মহিলা। রানা বসবার পর বলল, 'কী জানতে চান, বলুন।'

'বাইরের ওই ছেলেটা বলল আপনার স্বামী শহরের বাইরে গেছে,' বলল রানা। 'ওর কথা বিশ্বাস হয়নি আমার।'

টপ করে দু' ফোঁটা জল নেমে এল মিসেস শ্যাচেটসের গাল বেয়ে। একবার ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমি জানি না ও কোথায়।

মনে হয় সত্যিই আমাকে ফেলে চলে গেছে ও।'

অবাক হলো রানা। 'আপনার এরকম ধারণার কারণ বলবেন কি?'

হাতের উল্টোপিঠে চোখের জল মুছল মহিলা। 'হেরোইনে আসক্ত হয়ে পড়েছিল রবার্ট। কিছুদিন ধরেই খুব দুর্ব্যবহার করছিল, গায়ে হাত তুলছিল। বলছিল আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। তারপর সত্যিই চলে গেল। কোথায় গেছে বলে যায়নি। কোনও যোগাযোগও করেনি আর।'

রবার্ট শ্যাচেটসের হেরোইন আসক্তির কথা শুনে আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। সারাহ্ জন্সটনকে হেরোইন জোগান দিচ্ছিল লিওনেল পুশকিন, ট্রিক্সিকে গাঁজা। লোকটাকে আজ এখানে দেখেছে ও। সাবধানে জিজ্ঞেস করল রানা, 'মিস্টার পুশকিন কি আপনার স্বামীর বন্ধু?'

'একসঙ্গে ব্যবসা করে ওরা।'

'কীসের?'

'জানি না। তবে আমার স্বামীর বেশ কয়েকজন পার্টনার আছে। মাঝেমধ্যে আসে তারা এখানে। আমাকে কখনও তাদের আলাপ শুনতে দেয়নি। মনে হয় বেআইনী কিছু হবে।'

'পার্টনারদের নাম বলতে পারবেন?'

'জেফ ব্যারন, লিওনেল পুশকিন, আরও কয়েকজন, নাম জানি না।'

'জেফ ব্যারন?' সোজা হয়ে বসল রানা। লিওনেল পুশকিনের সঙ্গে তা হলে জেফ ব্যারনের সম্পর্ক ছিল? জেফ ব্যারনের কিডন্যাপিঙের সঙ্গে লিওনেল পুশকিন জড়িত? কিন্তু প্রমাণ কই?

'রবার্টকে ঘুমের মধ্যে বলতে শুনেছি প্যারিসে হেরোইনের বড় একটা র‍্যাকেট চালায় জেফ ব্যারন,' একটু থেমে থেমে বলল মিসেস শ্যাচেটস। 'ওর কথা সত্যি হতে পারে। যারা হেরোইন বিক্রি করে, তাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল রবার্টের। কোরাল

গেবলে ক্লার্ক নিউম্যান বলে এক লোক আছে, তার কাছ থেকে সস্তায় হেরোইন কিনত ও।'

তথ্যগুলো হজম করে অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল রানা। 'লিওনেল পুশকিনকে এখানে দেখলাম। কেন এসেছিল বলতে পারেন?'

'ওই শয়তান ছোঁড়াটার সঙ্গে কথা বলতে,' কড়া শোনাল মিসেস শ্যাচেটসের কণ্ঠ। 'প্রায়ই আসে।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনি বলেছিলেন ওই মেয়েলোকটার কথা জিজ্ঞেস করবেন।'

লিসা চ্যাপেলের প্রতি মহিলার অপছন্দটা স্পষ্ট প্রকাশ পেল বলবার ভঙ্গিতে।

'মেয়েটা কোথায় উঠেছে বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বিচ হোটেলে উঠেছিল জানি। খোঁজ নিয়েছিলাম, এখন ওখানে নেই। রবার্টকে তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে শুনেছি। চলে যাবার আগে ওই মেয়েলোকটাকে ও বলছিল, "ঠিক আছে, সোনা, আমি এক্ষুনি আসছি।" তারপর গাড়ি নিয়ে চলে যায় রবার্ট, আর ফেরেনি। আর কোনও যোগাযোগ করেনি।' ফোঁপাতে শুরু করল মিসেস শ্যাচেটস। সামলে নিল মিনিট খানেক পর।

ধাঁধাটা ক্রমেই জটিল হচ্ছে, মনে মনে বলল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার স্বামী চলে গেল, সেটা কবের কথা?'

'যে-রাতে জেফ ব্যারন কিডন্যাপ হলো, সেই রাতেই চলে গেছে ও।'

'ক'টার সময় চলে যায় আপনার স্বামী?'

'রাত আটটার খানিক আগে।'

'তথ্যগুলোর জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' উঠে দাঁড়াল রানা, বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলো বাংলো থেকে। ওর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

এবার অফিসে যাবে, ঠিক করল রানা। জেমসের সঙ্গে আলাপ করা দরকার। ফিওনা শ্যাচেটসের কথা অনুযায়ী রবার্ট শ্যাচেটসকে

সস্তায় হেরোইন দিত ক্লার্ক নিউম্যান। খুচরো বিক্রেতা সস্তায় দিতে পারবে না। নিউম্যান তা হলে হেরোইন র‍্যাকেটের উপরের ধাপের একজন। সম্ভবত ডিলার। জেমসকে বলতে হবে, লোকটাকে যেন খুঁজে বের করে, চোখ রাখে তার কার্যকলাপের উপর। এদিকে বিচ হোটেলে লিসা চ্যাপেলের খোঁজ নিতে হলে সুসানার সাহায্য দরকার ওর। কাজটা ঝটপট সেরে ফেলতে হবে।

বিচ হোটেলের বিলাসবহুল প্রকাণ্ড লবিতে দামি পোশাক পরা বেশ কয়েকজন বসে আছে ড্রিঙ্কের গ্লাস হাতে নিয়ে। তাদের প্রত্যেকের চোখ আটকে গেল সুসানার সুগঠিত, ফর্সা গোড়ালিতে। রানার পাশে হাঁটছে সুসানা, সেরা পোশাকটা পরেছে। পরীর মতো লাগছে ওকে দেখতে।

যুবক রিসেপশন ক্লার্কের চুলগুলো কোঁকড়ানো, সোনালী সুতোর মত। নীল চোখে দুনিয়া-চেনা সতর্ক দৃষ্টি। 'গুড ইভনিং,' সুসানার দিকে তাকিয়ে মাথা সামান্য নোয়াল সে। 'রিযার্ভেশন আছে আপনাদের?'

'অন্য কাজে এসেছি আমরা,' বলল রানা। কার্ড বের করে কাউন্টারের উপর রাখল। 'কিছু তথ্য দরকার আমাদের।'

ক্লার্কের সোনালী ভ্রূ উঁচু হলো, সামনে ঝুঁকে কার্ডটা পড়ল সে, তারপর তুলে নিয়ে আবার পড়ল।

'ও, মিস্টার রানা... কী করতে পারি আমি আপনাদের জন্যে?' সুসানার দিকে তাকিয়ে আছে ক্লার্ক, আনমনে টাইটা ঠিক করল।

'এগারো বা বারো তারিখে একটা মেয়ে আপনাদের এখানে ছিল, তাকে খুঁজছি আমরা,' বলল রানা।

গম্ভীর হয়ে গেল ক্লার্কের চেহারা। 'আমরা আমাদের ভিযিটরদের কোনও ইনফর্মেশন কাউকে দিই না, মিস্টার রানা।'

'অবশ্যই,' মৃদু হাসল রানা। 'নিয়ম ভাঙতে বলব না আমি আপনাকে। তবে,' সুসানাকে দেখাল ও। 'মেয়েটা এই ভদ্রমহিলার

বোন।' চোখের পাপড়ি নাচিয়ে ক্লার্কের দিকে আকুতি নিয়ে তাকাল সুসানা, ওরকম দৃষ্টি যে-কোনও পুরুষের হৃদয় গলিয়ে পানি করে দেবে। এবার রানা যোগ করল, 'রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে ও। সে-কারণেই ওকে খুঁজছি আমরা।'

'ও, আচ্ছা...' দ্বিধায় পড়ে গেল ক্লার্ক। 'সেক্ষেত্রে হয়তো নিয়ম ভাঙাটা... কী নাম মেয়েটার?'

'অন্য কোনও নামে উঠেছিল ও হোটেলে,' বলল রানা। 'তবে ওর মতো সুন্দরী মেয়ের কথা হয়তো মনে থাকবে আপনার। ...এখানে নিশ্চয়ই মেয়েরা প্রায়ই একা ওঠে না?'

মাথা নাড়ল ক্লার্ক, চেহারায় দুঃখের ছাপ।

'না, তা ওঠে না। মনে হয় বুঝতে পারছি আপনারা কার কথা বলছেন। মিস মনিকা শ্যারন।' রেজিস্টারের পাতা ওল্টাল সে। একটা পাতায় আঙুল ঠুকল। 'হ্যাঁ, এই তো, মিস শ্যারন। লম্বা, হাঁটু পর্যন্ত কালো চুল, সত্যিই সুন্দরী। এঁর কথাই তো বলছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওয়াইন রঙের ইভনিং গাউন আর কালো স্ল্যাক্স পরা ছিল ও বারো তারিখ সন্ধ্যায়। ওর আসল নাম লিসা চ্যাপেল।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ক্লার্ক, পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে মুখ মুছল। 'তা হলে মিস চ্যাপেলই।'

'কবে এখানে ওঠে ও?'

রেজিস্টার দেখল লোকটা। 'বারো তারিখ সন্ধ্যা ছ'টায়।'

'এরপর কোথায় যাবে সেটা জানিয়েছিল?'

'না।'

'হোটেল ছাড়ে কবে?'

'তেরো তারিখে। তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে আমার, অবাক হয়েছিলাম। এক সপ্তাহের জন্যে রুম বুক করেছিলেন উনি।'

'গাড়ি ছিল ওর সঙ্গে?'

ভ্রূ কুঁচকে ভাবল ক্লার্ক, চিন্তিত চেহারায় দেখল সুসানাকে.

তারপর বলল, 'না। যখন আসেন তখন গাড়ি ছিল না। পরে একটা গাড়ি ভাড়া করেন। আমাকে বলেছিলেন সন্ধ্যায় গাড়িটা লাগবে তাঁর।'

'গাড়িটা বোধহয় ওর হয়ে আপনিই ভাড়া করেন?'

'হ্যাঁ। হুকস গ্যারাজ থেকে প্রায় নিয়মিতই গাড়ি নিই আমরা ভিজিটরদের জন্যে। চেনেন হয়তো গ্যারাজটা?' রানা মাথা ঝাঁকানোয় সে বলল, 'সাড়ে ছ'টা বা সাতটার দিকে গাড়িটা নিয়ে আসে রবার্ট শ্যাচেটস, মিস চ্যাপেলের জন্যে রেখে যায় এখানে।'

'তখন ওর সঙ্গে আলাপ করেছিল মিস্টার শ্যাচেটস?'

'না। তার কোনও দরকার ছিল না।'

'আপনি ঠিক জানেন, দু'জনের দেখা হয়নি?'

'শিওর।'

'তারপর গাড়িটার কী হলো?'

'এখনও আমাদের গ্যারাজে আছে ওটা,' বলল ক্লার্ক। 'আপনার কথায় ওটার কথা মনে পড়ল। এমনিতে শ্যাচেটস এসে তার গাড়ি নিয়ে যায় সবসময়। এবার আসেনি। ওকে মনে করিয়ে দিতে হবে।'

'গাড়িটা একটু দেখা যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'কী গাড়ি?'

'একটা কালো লিংকন। অ্যাটেনড্যান্ট আপনাকে দেখিয়ে দেবে।' বিচলিত মনে হলো ক্লার্ককে। জেরার মুখে পড়লে সবাই একটু থতমত খায়, সে-ও বিব্রত বোধ করছে।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' বলল রানা। 'আরেকটা প্রশ্ন, ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল হোটেলে?'

সামান্য চিন্তা করল ক্লার্ক, তারপর বলল, 'একজন এসেছিলেন। সেটা তেরো তারিখ বিকেলের কথা। ভদ্রলোক চলে যাবার পর মিস চ্যাপেলও বুকিং ক্যান্সেল করে চলে যান।'

সিগারেট ধরাল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'তাঁকে আপনি দেখেছিলেন?'

রুমালে মুখ মুছে চট্ করে প্রশংসার দৃষ্টিতে সুসানাকে দেখে নিল ক্লার্ক। 'অবশ্যই! ডেস্কে এসে মিস চ্যাপেলের খোঁজ করেন তিনি।'

'তাঁর চেহারা বর্ণনা করতে পারবেন?'

'বয়স্ক লোক, দামি সুট পরে ছিলেন। বোঝা যায় টাকাওয়ালা মানুষ। নাম বলেছিলেন ডিক ব্রডহার্স্ট।'

আস্তে করে শ্বাস ছাড়ল রানা। 'বেঁটে মানুষ, মাথায় টাক, নাকটা পাখির ঠোঁটের মতো, পায়ের পাতা দুটো অস্বাভাবিক ছোট?'

'পা দেখিনি, মিস্টার রানা, কিন্তু বাকি সবকিছু মিলছে।'

'তিনি চলে যাবার পর দেরি না করে চলে যায় সুসানার বোন? তখন কি তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল?'

'চিন্তিত বলব না, তবে কিছু যেন ভাবছিলেন। চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। অবাক হয়েছিলাম সাতদিনের জন্যে রুম বুক করে এভাবে হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন বলে।'

'যাবার সময় কি ও ট্যাক্সি নিয়ে যায়?'

'মনে হয়। পোর্টার বলতে পারবে।' সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ক্লার্ক। 'ট্যাক্সি ড্রাইভারকে যদি বের করতে পারেন, তা হলে জানতে পারবেন উনি কোথায় গেছেন। দাঁড়ান, আমি পোর্টারকে জিজ্ঞেস করে দেখি।' কাউন্টারের পিছন থেকে বেরিয়ে পোর্টারের ডেস্কের দিকে পা বাড়াল লোকটা।

রানা নিচু গলায় সুসানাকে বলল, 'কিডন্যাপিঙের সঙ্গে ডিক ব্রডহার্স্ট জড়িত থাকতে পারে ভাবছিলাম। ধারণাটা হয়তো একেবারে মিথ্যে নয়।'

'কিডন্যাপিঙের সময় উনি কোথায় ছিলেন সেটা তুমি জানো, মাসুদ?' জিজ্ঞেস করল সুসানা।

'না। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। সে নিজে সরাসরি বে-

আইনী কোনওকিছুতে জড়াবে বলে মনে হয় না। প্রয়োজন পড়লে কাউকে ভাড়া করবে।'

ফিরে এলো ক্লার্ক। 'নাহ্, দুঃখিত, আপনাদের কপালটা মন্দ। পোর্টার মিস চ্যাপেলকে চিনেছে, তবে ড্রাইভার কে ছিল মনে নেই তার।'

'অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম আপনার,' ভদ্রতা করে বলল রানা। 'সময় দেবার জন্যে ধন্যবাদ। এবার একবার গাড়িটা দেখতে চাই। গ্যারাজটা কি হোটেলের পিছনে?'

'হ্যাঁ।' সুসানার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল ক্লার্ক। 'আশা করি আপনার বোনকে খুঁজে পাবেন।'

জবাবে ম্লান হাসল সুসানা।

লবি পার হবার সময় রানা লক্ষ করল, আলোচনা থেমে গেছে গেস্টদের, আবার তারা মনোযোগ দিয়েছে সুসানার গোড়ালিতে।

গ্যারাজের অ্যাটেনড্যান্ট কালো একটা লিংকনের সামনে পৌঁছে দিল ওদের। বলল, 'এটাই। বুঝলাম না শ্যাচেটস এখনও ফেরত নিল না কেন।' বারবার সুসানাকে দেখছে লোকটা চোখে প্রশংসা নিয়ে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'বারো তারিখ রাতে গাড়িটা লিসা কখন ফিরিয়ে দেয় বলতে পারবেন?'

'পারব। কোন্ গাড়ি কখন এলো গেল তার লগ রাখি আমরা।'

অফিসের দিকে রওনা হলো লোকটা লগ দেখতে। গাড়িটা সার্চ করতে শুরু করল রানা। সিটগুলো হাতিয়ে দেখল, মেঝের ম্যাট তুলে দেখল তলায় কিছু আছে কি না। লিসা চ্যাপেল হয়তো কিছু ফেলে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু নেই কিছু। গাড়ির দরজা বন্ধ করে সুসানার পাশে দাঁড়াল রানা।

একটু পর ফিরে এলো অ্যাটেনড্যান্ট। 'রাত দশটা পঞ্চান্ন মিনিটে ফেরেন মিস চ্যাপেল।'

'তখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার?'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যাটেনড্যান্ট। 'বোধহয় হয়েছিল দেখা। তবে মনে পড়ছে না এখন।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনার সাহায্যের জন্যে,' নরম গলায় বলল রানা। সুসানাকে নিয়ে হোটেলের সামনে, বুইকের কাছে ফিরে এলো ও। গাড়িতে উঠে বলল, 'তোমাকে বাসায় নামিয়ে দেব আমি তারপর আমাকে একটু যেতে হবে ডিক ব্রডহার্স্ট-এর সঙ্গে কথা বলতে।'

নয়

ওশন এন্ডের দিকে রওনা হয়ে আজকে যা যা জেনেছে সেসব মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করল রানা।

চার্লস উইলিকে বের করে আনবার কাজ এগোয়নি, এটা ধরে নেয়া যায়। তবে মনে হচ্ছে, লেগে থাকলে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার মতো তথ্য হয়তো সংগ্রহ করতে পারবে ও। জটিল এই কিডন্যাপিঙের বিভিন্ন অস্বাভাবিকতার অনেকটাই এখন ওর জানা। লেফটেন্যান্ট টেড মরিস কিছুই জানে না, একেবারেই অন্ধকারে আছে। জানলেও তাকে হয়তো তদন্ত করতে দিত না ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং।

ট্রিক্সি বেল্ডেনকে খুন করা হয়েছে, কারণ সে জানত উইলিকে কে ফাঁসিয়েছে। তার আরেকটা সহজ মানে দাঁড়ায়, উইলি আসলে নির্দোষ।

মিসেস শ্যাচেটসের কথা যদি সত্যি হয়, মিথ্যে হবার কোনও কারণ নেই, তা হলে জেফ ব্যারন হেরোইন স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত। প্যারিসে ওই কাজই করছিল সে পলা ব্রডহার্স্ট-এর সঙ্গে

পরিচয় হবার আগে। তার স্মাগলিঙের ব্যবসার সঙ্গে কিডন্যাপিঙের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে। হয়তো পলা ব্রডহার্স্টকে বিয়ে করে স্মাগলিং রিং থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল সে, খুন হয়ে গেছে দলের অন্যদের হাতে। তারা জেফ ব্যারনের নকল কিডন্যাপিংটা সাজিয়েছে পলা ব্যারনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যে।

ডিক ব্রডহার্স্ট। কিডন্যাপিঙের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক আছে? দুপুরে অফিসে পৌঁছে সুসানার কাছে নিউ ইয়র্ক শাখার রিপোর্ট পেয়েছে ও, শোফার সিং চান দশ বছর ধরে ডিক ব্রডহার্স্ট-এর চাকরি করছিল। কোনও বাজে রেকর্ড নেই। ধরা যাক, জেফ ব্যারনের সঙ্গে লিওনেল পুশকিনের সম্পর্ক আছে, এবং তারা দু'জন হেরোইন স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত সেটা জানতে পেরে ডিক ব্রডহার্স্টকে বলে দিয়েছিল সিং চান। খবরটা ছিল বোমা ফাটানোর মতো। দুনিয়ার চতুর্থ ধনী মহিলার স্বামী একজন হেরোইন স্মাগলার। খবরটা যাতে প্রকাশ না পায় সেজন্যে অনেক কিছুই করতে পারে ডিক ব্রডহার্স্ট। এরকম কিছু প্রকাশ পেলে পারিবারিক সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা ধুলোয় মিশে যাবে তার। তা ছাড়া, মেয়ের এধরনের পাবলিসিটি কোনও বাবাই চায় না। জেফ ব্যারনকে সরিয়ে দিতে কাউকে হয়তো ভাড়া করেছিল লোকটা। কিডন্যাপিঙের প্ল্যানটা লিওনেল পুশকিনের না হয়ে ডিক ব্রডহার্স্টেরও হতে পারে। ওশন এন্ডের বিশাল বাগানের কোথাও জেফ ব্যারনকে পুঁতে রাখা হয়নি, তা নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না। চার ফুট মাটির নীচে তাকে খুঁজবার কথা ভাবছে না কেউ এখনও।

লিসা চ্যাপেলের কী ভূমিকা এসবে? কে মেয়েটা? ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং তাকে খোঁজার ভান করেছে, তবে পায়নি। অথচ সহজেই মেয়েটার কাছে পৌঁছে গেছে ডিক ব্রডহার্স্ট। লোকটা জানল কী করে কোথায় আছে লিসা চ্যাপেল? কেন গিয়েছিল সে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে? দু'জনের কথা হবার পর অন্য কোথাও চলে যেতে ওরকম ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কেন লিসা চ্যাপেল?

ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল রানা। এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে ও রহস্যের জালে। তথ্য, আরও তথ্য দরকার। ডিক ব্রডহার্স্টকে ম্যানেজ করবে কীভাবে ভাবছে ও অনেকক্ষণ ধরে। লোকটা সহজে মুখ খুলবে না। কঠোর হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছে না ও। হুমকি দিতে হবে, হয় আমার প্রশ্নের জবাব দিন, নইলে ছেঁকে ধরবে সাংবাদিকের দল– বেছে নিন কোন্‌টা করবেন। বিচ হোটেলের রিসেপশন ক্লার্ক ডিক ব্রডহার্স্টকে সনাক্ত করতে পারবে। ডিক ব্রডহার্স্ট অস্বীকার করতে পারবে না যে লিসা চ্যাপেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে ওখানে।

প্রথম যে-রাতে রানা ওশন এন্ডে এসেছিল, তখনও আজকের মতোই টারমাকে কালো রঙের প্রকাণ্ড ক্যাডিলাকটা দেখেছিল। গোলাপের বেড থেকে খুরপি দিয়ে ঘাস ও আগাছা খুঁটে তুলছে আজ দু'জন চাইনিজ মালী, বাস্কেটে ফেলছে ওগুলো।

টেরেসে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে দুটো কমলা রঙের ফ্লেমিঙ্গো। চাইনিজ মালীদের মতোই রানার দিকে মনোযোগ দিল না ওদুটোও।

টেরেস পার হয়ে কলিং বেল টিপে অপেক্ষায় থাকল রানা।

দরজা খুলল বাটলার সিমলক, অনাহূত রানাকে দেখেই ঘন ভ্রূ কুঁচকে গেল তার, অপছন্দের দৃষ্টিতে তাকাল সে রানার দিকে।

'কী খবর,' তাকে বলল রানা। 'মিস্টার ব্রডহার্স্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তাঁকে একটু খবর দিন।'

'ভেতরে আসুন, মিস্টার রানা।' সরে দাঁড়াল বাটলার। 'মিস্টার ব্রডহার্স্ট বাড়িতে আছেন কি না ঠিক জানি না আমি।'

হল-এ ঢুকল রানা, স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আপনাকে একটা জাদুমন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, ওটা শুনলেই মিস্টার ব্রডহার্স্ট দেখা করবেন। তাঁকে শুধু বলবেন, আমি বলেছি, "বিচ হোটেল"।'

বিস্ময়ের ছাপ পড়ল বাটলারের প্রাচীন চেহারায়। 'বিচ হোটেল?'

'হ্যাঁ, বিচ হোটেল। অবাক হয়ে যাবেন আপনি তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখে। আমি কি লাউঞ্জে বসব?'

'বসুন, প্লিজ।'

'মিসেস ব্যারনের শরীর এখন কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শুনেছিলাম ভাল না।'

'এরকম দুঃসময়ে যতটা ভাল থাকা যায়, ততটা ভাল আছেন উনি,' কাঠ-কাঠ গলায় জানাল বাটলার।

তার চেহারায় ঘুরল রানার চোখ, কোনও রকমের অনুভূতির ছাপ নেই লোকটার চেহারায়। লাউঞ্জে ঢুকল ও, একটা সোফায় বসল। ওর মনে হলো, শেষ এখানে এসেছিল কয়েক যুগ আগে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে টেরেসে বেরিয়ে এলো ও, সেই বারান্দার দিকে তাকাল। কিডন্যাপিঙের পরের সকালে ওখানেই একাকী বসে ছিল বিষণ্ন পলা ব্যারন। আজকে বারান্দায় কেউ নেই। লাউঞ্জে ফিরে এল ও আবার। সারাদিন এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে ক্লান্তি লাগছে এখন। একটা সিগারেট ধরাল, ধোঁয়া ছাড়ল দেয়ালের দিকে। টেবিলের উপর বিরাট একটা বউলে সুইট পি রাখা হয়েছে, ওগুলোর ভারী গন্ধে ঝিমুনি চলে এলো ওর। অ্যাশট্রেতে টিপে নেভাল সিগারেট।

মিনিট দশেক পর সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল রানা, নামছে কে যেন।

লাউঞ্জে ঢুকল পলা ব্যারন। সাদা লিনেনের সাধারণ একটা পোশাক পরেছে আজ, চুলে গুঁজে রেখেছে সাদা গোলাপ ফুল। চোখের নীচে কালি, চেহারায় বিষাদের ছায়া। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে। রানা উঠে দাঁড়ানোয় স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখল যুবতী, ম্লান হেসে হাতের ইশারায় বসতে ইঙ্গিত করল।

'বসুন। হুইস্কি-সোডা নেবেন?'

'না, ধন্যবাদ।' বসল রানা। 'আমি আসলে এসেছি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। সিমলক আপনাকে বলেনি?'

বড় একটা ককটেইল কেবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল পলা ব্যারন, দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে ফিরে এসে একটা গ্লাস রানার দিকে বাড়িয়ে দিল বসল রানার মুখোমুখি, অকেশনাল টেবিলে মার্লবরো সিগারেটের প্যাকেট দেখাল। 'নিন?'

'না, ধন্যবাদ।' পকেট থেকে বেনসনের প্যাকেট বের করে আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা।

'গতকাল নিউ ইয়র্কে ফিরে গেছে বাবা,' বলল পলা ব্যারন। রানার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না। 'কী জন্যে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন আপনি?'

সিগারেটের ধোঁয়া উগরে রানা ভাবল, বাটলার সিমলক খবরটা ওকে প্রথমেই দেয়নি কেন? সে বলে দিলে পলা ব্যারনকে কষ্ট করে ওর সঙ্গে দেখা করতে নেমে আসতে হতো না। সম্ভবত নিজেই কোনও কারণে ওর সঙ্গে দেখা করতে চায় মেয়েটা।

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানতে তাঁকে দরকার হয়ে পড়েছে, মিসেস ব্যারন,' বলল রানা। মেয়েটার চোখে তাকাল। 'তবে উনি তো নেই, নিউ ইয়র্ক গেছেন। ওঁর নিউ ইয়র্কের ঠিকানা দিতে পারেন?'

জবাব দিল না পলা ব্যারন। 'এতোই জরুরি বিষয়?'

'খুব জরুরি কিছু নয়। ওঁর টেলিফোন নম্বর দিলেও চলবে।'

'বাবা দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে...' একটু দ্বিধা করল পলা ব্যারন। 'আসলে এতো উত্তেজনা সহ্য হচ্ছিল না বাবার। আমার মনে হয় না আপনি বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।'

হুইস্কিটুকু শেষ না করেই অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়াল রানা 'ঠিক আছে, জবাবগুলো জানা খুব জরুরি ছিল না।'

ক্ষণিকের জন্য বিস্ময়ের ছাপ পড়ল পলা ব্যারনের সুন্দর চেহারায়। জিজ্ঞেস করল, 'কী প্রশ্ন করতেন? আমাকে বলা যাবে না?'

বলবে. ঠিক করল রানা। 'যে-রাতে আপনার স্বামী কিডন্যাপ

হলেন, তার পরদিন লিসা চ্যাপেলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন আপনার বাবা। মেয়েটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার? ওই মেয়েই নিজেকে আপনার সেক্রেটারি বলে পরিচয় দিয়েছিল। আপনার বাবা বিচ হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করেন। আমি মিস্টার ব্রডহার্স্টের কাছে জানতে চাইতাম, কেন ওখানে গিয়েছিলেন উনি, কীভাবে জেনেছিলেন ওখানে আছে সে, এবং কী কথা ছিল তাঁর লিসা চ্যাপেলের সঙ্গে।'

মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল পলা ব্যারন, তারপর নিচু গলায় বলল, 'বাবা?'

'হ্যাঁ। হোটেলের ক্লার্কের কাছে নিজের নাম বলেছিলেন উনি। ক্লার্ক তাঁকে চিনতে পারবে।'

'কিন্তু কেন? বাবা কেন যাবে ওখানে? ওই মহিলাকে তো বাবা চেনে না!'

'কিন্তু গিয়েছিলেন তিনি,' পলা ব্যারনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে রানা। 'কথা বলেছিলেন। কী বলেছিলেন সেটা আমার জানা দরকার। উনি যদি আমাকে না বলেন, তা হলে পুলিশকে জানানো ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না আমার।'

ঝিক করে জ্বলে উঠল পলা ব্যারনের চোখ দুটো।

'আপনি কি হুমকি দিচ্ছেন, মিস্টার রানা?'

'না। যা করতে হবে আমাকে, শুধু সেটাই বলছি।'

'আজ বিকেলের ফ্লাইটে ইউরোপে বেড়াতে যাচ্ছে বাবা,' শুকনো গলায় বলল পলা ব্যারন। 'এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে। কোথায় গেছে আমি জানি না। মাঝে মাঝেই কাউকে কিছু না বলে এরকম চলে যায় বাবা।'

'তা হলে বলতে হয় ঠিক সময়েই গেছেন উনি,' বলল রানা। 'ঠিক যখন যাওয়া তাঁর দরকার হয়ে পড়েছিল।'

উঠে গিয়ে টেরেসের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল যুবতী। না ফিরেই জিজ্ঞেস করল, 'কেন বাবা ওই মহিলার সঙ্গে

দেখা করতে গিয়েছিল, আপনার কোনও ধারণা আছে, মিস্টার রানা?'

'না।'

'আন্দাজ করতে পারেন?'

'না।' মেয়েটির পাশে জানালায় দাঁড়াল রানা। 'মিসেস ব্যারন, একটা প্রশ্ন করব। সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন চার্লস উইলি আপনার স্বামীকে কিডন্যাপ করেছে?'

একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকল পলা ব্যারন, তারপর আড়ষ্ট গলায় বলল, 'অবশ্যই।'

'এতো নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?'

অধৈর্য ভঙ্গিতে বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল মেয়েটা। 'এ নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না আমি। আপনার যদি আর কোনও কথা না থাকে, তা হলে এবার আমি বিশ্রাম নিতে যাব।'

'আমার ধারণা চার্লস উইলি আপনার স্বামীকে কিডন্যাপ করেনি,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'একটু ভেবে দেখবেন, জেফ ব্যারনকে সরিয়ে দেবার পিছনে আপনার বাবার জোরাল মোটিভ ছিল কি না।'

ঝট করে ঘুরে তাকাল পলা ব্যারন, চোখে শঙ্কার ছায়া। চেহারা থেকে সমস্ত রং বিদায় নিয়েছে তার। 'হাউ ডেয়ার ইউ!' হিসহিস করে বলল, 'আপনার আর একটা কথাও শুনতে চাই না আমি।'

'আমিও বলতে চাই না।'

'তা হলে? এখানে এসে যা খুশি তা-ই বলার কোনও অধিকার নেই আপনার। কোন্ অধিকারে অযথা প্রশ্ন করছেন আপনি!'

'প্রশ্ন তো আপনি করছেন। আমি আপনার কাছে আসিনি, কথাটা ভুলে গেছেন?'

'কিন্তু হুমকি দিচ্ছেন আমাকে!' রীতিমত ফোঁপাচ্ছে পলা। 'আমি পুলিশে অভিযোগ করব!'

ঘুরেই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে, সিঁড়ি বেয়ে

দ্রুত উঠে যাচ্ছে। তার ফোঁপানোর আওয়াজ শুনতে পেল রানা।

সন্ধ্যার ম্লান আলোর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ও, ভাবছে, ভয় পেল কেন মেয়েটা? এমন কি হতে পারে, পলা ব্যারন জানে, তার বাবাই জেফ ব্যারনকে কিডন্যাপ করিয়েছে?

মৃদু একটা শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বাটলার সিমলক। কয়েক পা এগিয়ে তার সামনে থামল রানা, বলল, 'দেখা যাচ্ছে মিস্টার ব্রডহার্স্ট ইউরোপে চলে গেছেন।'

বুড়োর চোখে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখল না রানা।

'জী, সার।'

'সিং চানই তা হলে আপনাকে বলেছিল জেফ ব্যারন আসলে হেরোইন স্মাগলার, না আপনিই আবিষ্কার করেছিলেন?'

যা আশা করেছিল সেরকম প্রতিক্রিয়াই দেখল এবার রানা বাটলারের চেহারায়। বয়সের কারণে তার বুদ্ধি একটু ধীরে চলে। মুখটা হাঁ হয়ে গেল সিমলকের, চোখ জোড়া বিস্ফারিত হলো। 'সিং চান...' বলতে শুরু করেই খপ করে মুখ বন্ধ করে ফেলল সে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রাগ রাগ চেহারায় রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর বলল, 'আপনি এবার আসুন, মিস্টার রানা।'

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলো রানা। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ঘাড় ফিরিয়ে ও দেখল, দরজার কাঁচের ওপাশে দাঁড়িয়ে ওকেই দেখছে বাটলার। বুড়ো মানুষটার দৃষ্টি পিঠে নিয়েই গাড়ির কাছে পৌঁছল রানা, ভাবছে।

সিং চান যদি বাটলারকে বলে থাকে, তা হলে হয়তো ডিক ব্রডহার্স্টকেও বলেছে। এসবই টুকরো সূত্র, কিন্তু সব সুতো এখনও আলগা, চার্লস উইলিকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হলে সুতোগুলোকে জোড়া দিয়ে নিখুঁত একটা প্রতিরক্ষা জাল তৈরি করতে হবে। কিন্তু কীভাবে সম্ভব সেটা?

ফিরতি পথে প্রাইভেট রোড ধরে ধীর গতিতে বুইক চালাল রানা, চিন্তা করছে বর্তমান সমস্যাটা নিয়ে।

চার্লস উইলি ফ্রান্সিস রেনল্ডকে বলেছে কিডন্যাপিঙের রাতে ডমিনিক'স বারে ক্লিভ সোলনের সঙ্গে জুয়া খেলছিল সে। রাত সাড়ে দশটায় ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সোলন জানিয়েছে, চার্লস উইলি তার কাছ থেকে বিদায় নেয় সাড়ে ন'টায়। দু'জনের বক্তব্যের তফাতের কারণটা কী? কিডন্যাপিঙের সঙ্গে ক্লিভ সোলন জড়িত, না ঘুষ দেয়া হয়েছে তাকে? যদি ঘুষ দেয়া হয়ে থাকে, তা হলে কে দিয়েছে?

ঘড়ি দেখল রানা। সন্ধ্যা সাতটা ষোলো। ঠিক করল, চার্লস উইলির অ্যালিবাই পরীক্ষা করে দেখবে মেজাজটা ক্রমেই খিঁচড়ে উঠছে ওর। আজকে সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আলগা সুতো পেয়েছে কয়েকটা, ব্যস, এর বেশি কিচ্ছু নয়। মারা গেছে ট্রিক্সি বেন্ডেন, অপরিচিত এক সানগ্লাস পরা লোক ডেকে নিয়ে গিয়ে হামলা করেছে ওর উপর, জোর লাথি খেয়ে পাঁজরে এখনও ব্যথা: দুনিয়ার চতুর্থ ধনী মহিলা একগাদা মিথ্যে বলেছে ওকে– এর চেয়ে খারাপ আর কী ঘটবে ডমিনিক'স বার-এ গেলে?

গোলমেলে জায়গা ডমিনিক'স বার। তো অসুবিধে কী? গোলমাল করবার মতো মুডেই আছে ও এখন।

প্রথম কল-বক্সটা দেখেই বুইক থামিয়ে নেমে পড়ল রানা। স্লটে কয়েন ফেলে সুসানার অ্যাপার্টমেন্টের নম্বরে ডায়াল করল, মুখ থেকে ঘাম মুছল রুমাল বের করে কল বক্সের ভিতরটা সার্কাসের তাঁবুর মতো গরম। এর আগে এখানে যে ফোন করতে ঢুকেছিল, সে শ্যানেল ফাইভ পারফিউম ব্যবহার করে। তবে এতো বেশি মাখে যে, গন্ধটা রীতিমতো অশ্লীল রকমের জোরাল মনে হলো রানার।

ওদিকে রিসিভার তোলা হতেই রানা বলল, 'সুসানা? নোট নাও।'

'রেডি,' পাঁচ সেকেন্ড পর জবাব এলো।

'ডিক ব্রডহার্স্ট হঠাৎ করেই ইউরোপে চলে গেছে বলে জানানো হয়েছে আমাকে। জানিয়েছে তার মেয়ে পলা ব্যারন। আমার ধারণা, দোতলায় ঘাপটি মেরে বসে ছিল ডিক ব্রডহার্স্ট। পলা ব্যারনকে আমি বলেছি কিডন্যাপিঙের সঙ্গে তার বাবার সম্ভবত সম্পর্ক আছে। রাগারাগি করেছে পলা ব্যারন, তারপর কাঁদতে কাঁদতে উঠে চলে গেছে দোতলায়। তাকে আমার ভীত মনে হয়েছে। মনে হয়েছে সে-ও ডিক ব্রডহার্স্টের ব্যাপারে একই কথা ভেবেছে, চাইছে না এ নিয়ে কোনও তদন্ত হোক। বাটলারও মুখ খুলেছে, মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে শোফার সিং চান তাকে জানিয়েছিল জেফ ব্যারন হেরোইন স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত।... লিখে নিয়েছ, সুসানা?'

'এক মিনিট। হ্যাঁ। কিন্তু মাসুদ, এসব তথ্য তো চার্লস উইলিকে বাঁচাতে কোনও কাজে আসবে বলে মনে হয় না।'

'সেজন্যেই আমি এখন উইলির অ্যালিবাই পরখ করে দেখতে যাব,' বলল রানা। 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, প্যারিস শাখায় যোগাযোগ করবে তুমি, ওদের তাগাদা দেবে, যেন জেফ ব্যারনের অতীত ঘেঁটে দেখে তদন্তের রিপোর্ট তাড়াতাড়ি পাঠায়।'

'তুমি কী করবে, মাসুদ?'

'ডমিনিক'স বারে যাব ক্লিভ সোলনের সঙ্গে কথা বলতে।'

'সাবধান, মাসুদ,' উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল সুসানার কণ্ঠে, 'জায়গাটার বদনাম আছে।'

আমারও বদনাম আছে, ভাবল রানা। সুসানা আরও একগাদা প্রশ্ন করবার আগেই বিদায় নিয়ে ফোন রেখে দিল ও, রওনা হয়ে গেল বুইক নিয়ে। মন্টি ভার্ডে অ্যাভেনিউর দিকে চলেছে। উইলির প্রেমিকা নিশ্চয়ই উদ্বেগের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে, তাকে তদন্তের বর্তমান অবস্থা জানাবে বলে ঠিক করেছে ও। মেয়েটা হয়তো সোলন সম্বন্ধে কিছু তথ্যও দিতে পারবে ওকে, এমন কোনও তথ্য,

যেটা কাজে আসবে ওর।

মারিয়া ব্রানশা'র বাংলোটা ছোট, সবুজ রঙের, হাতের বামদিকে। দুইশো পঁয়তাল্লিশ মন্টি ভার্ডে অ্যাভেনিউর সামনে থামল রানার বুইক। বাংলোর সামনে যেখানে বাগান থাকবার কথা, সেখানে শান দেয়া উঠান। কৌতূহলী চোখ থেকে রক্ষা করবার জন্য চারপাশ থেকে বাংলোটাকে ঘিরে রেখেছে ঘন ঝোপের সারি।

বুইক থেকে নেমে কাঠের নিচু গেট খুলে উঠানে ঢুকল রানা। একটা জানালায় আলো জ্বলছে। ব্লাইন্ডের ওপাশে একটা ছায়াকে হাঁটতে দেখল ও। দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্চিখানেক খুলে গেল দরজাটা। 'কে?' জিজ্ঞেস করল একটা লৌহকঠিন কণ্ঠ। মারিয়া ব্রানশা।

'মাসুদ রানা।'

চেইন খুলে দরজা ফাঁক করল মেয়েটা। তার পিছনে অন্ধকার প্যাসেজ দেখতে পেল রানা।

'আসুন। ভাবছিলাম কখন আসবেন।'

মেয়েটার পিছু নিয়ে আলোকিত সিটিংরুমে এলো রানা, একটু অবাক হলো ঘরটা খুব সুন্দর ভাবে সাজানো দেখে। বাইরে থেকে বাংলোটা দেখে বোঝা যায় না মালিকের সুরুচি আছে। দেয়ালের চাইনিজ মুখোশ, কারুকার্য খচিত পুতুলগুলো চমৎকার লাগছে দেখতে। সোফাগুলোতে দামি, আরামদায়ক কুশন দেয়া। নীল, পুরু কার্পেট সম্ভবত ইরানি।

এখনও উইন্ডব্রেকার ও স্ল্যাক্স পরে আছে মারিয়া ব্রানশা, চোখ দুটো একটু ঢুলু ঢুলু মনে হলো। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। বোধহয় চার্লস উইলি গ্রেফতার হবার পর থেকে সামান্যই ঘুমিয়েছে।

'চার্লিকে বাঁচাবার মতো কিছু পেলেন?' হুইস্কির গ্লাস, বোতল ও বরফের বাকেট রানার সামনে টেবিলে রাখল মেয়েটা। 'গতরাত থেকে একটানা পায়চারি করছি আমি।'

একটু অবাক হলো রানা। গতরাত! মাত্র! চব্বিশ ঘণ্টায়

এতোকিছু ঘটেছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো ওর। সোফায় বসল ও, এপর্যন্ত যা ঘটেছে সংক্ষেপে বলল মেয়েটাকে।

পুরোটা সময় ফাঁকা ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর চেহারায় সিগারেট টানল মারিয়া ব্রানশা।

'অনেক তথ্য জানি আমি এখন, কিন্তু প্রমাণ বলতে হাতে কিছুই নেই,' বলে কথা শেষ করল রানা।

'এসব মিস্টার রেনল্ডকে বললে তিনি কেস সাজাতে পারবেন না?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

সিগারেট ধরাল রানা। 'না। এসব টুকরো তথ্য কোর্টে কোনও গুরুত্ব পাবে না। শক্ত প্রমাণ থাকতে হবে হাতে। সেজন্যেই আমি উইলির অ্যালিবাই কতটা জোরাল সেটা বুঝতে চাইছি।' মারিয়াকে জানাল রানা চার্লস উইলি ও ক্লিভ সোলনের বক্তব্য মিলছে না। 'উইলি বলছে ও বেরিয়েছে সাড়ে দশটায়, সোলন বলছে উইলি চলে যায় সাড়ে ন'টায়।'

'ক্লিভ সোলন তো ছ্যাঁচড়া দাগী আসামী,' বলল মারিয়া ব্রানশা, 'পাঁচ ডলারের জন্যে নিজের আপন মাকে বিক্রি করে দিতেও বাধবে না ওর। আপনি বলছেন ওর সঙ্গে দেখা করবেন, জানতে চেষ্টা করবেন কেউ চার্লিকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে কি না। কেউ দেখে থাকলেও হয়তো সোলনের ভয়ে মুখ খুলছে না। সেক্ষেত্রে সোলনের মুখ খোলাতে হবে।' থামল মারিয়া ব্রানশা, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'আমি সোলনের মুখ খোলাতে পারব। ওকে নিয়ে আসব আমার এখানে. দরকার হলে এমন ব্যবস্থা করব, যাতে স্বেচ্ছায় জবানবন্দি বদলায় সে।'

একটু অবাক হলো রানা। 'আপনি মুখ খোলাবেন? কীভাবে?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে মারিয়া ব্রানশা শুধু বলল, 'আর্মিতে সার্জেন্ট মেজর ছিলাম আমি। ইন্টারোগেশনের উপর স্পেশাল ট্রেইনিং আছে আমার। হাসতে হাসতে সোলনের নখের তলা দিয়ে সেফটি-পিন ঢোকাতে একটুও খারাপ লাগবে না আমার।'

মেয়েটার কঠোর চোখের দিকে তাকাল রানা, টের পেল, যা বলছে, ঠিক তা-ই করবে এ মেয়ে প্রয়োজনে। চার্লস উইলির বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল ওর। উইলি বলেছিল, তার ফিঁয়াসে যেরকম, তাতে স্যান্ড-ব্যাগ দিয়ে কিছু হবে-টবে না, হেভি ব্যাট্‌ল্ ট্যাঙ্ক লাগবে তাকে সামলাতে হলে।

রানা চুপ করে আছে দেখে মারিয়া ব্রানশা বলল, 'ভাল করছিলাম আমি আর্মিতে, চাকরিটা ছেড়েছি শুধু চার্লির অনুরোধে। ওর জন্যে অনেক কিছুই করতে পারি আমি। ...কখন যাচ্ছি আমরা ডমিনিক'স-এ?'

'আমি একা গেলেই ভাল হয়,' বলল রানা। 'ওখানে ঝামেলা হতে পারে।'

'সেজন্যেই তো আমিও যাব,' বলল মারিয়া ব্রানশা। 'হয় আপনার সঙ্গে যাব, নয়তো একা। পিস্তলের মুখে সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসবে ক্লিভ সোলন।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা, মেয়েটা একা ওখানে যাক তা চাইছে না। বলল, 'চলুন তা হলে।'

কাবার্ডের একটা ড্রয়ার খুলে .২৫ অটোমেটিক পিস্তল বের করে হিপ পকেটে ঢোকাল মারিয়া, হুইস্কিটুকু শেষ করে আয়নায় নিজেকে দেখে নিল একবার। বলল, 'ডাইনীর মতো লাগছে আমাকে দেখতে। ভাগ্যিস এই অবস্থায় আমাকে কখনও দেখেনি চার্লি!'

'যে-কোনও অবস্থায় আপনাকে দেখে ভাল লাগবে উইলির,' ভদ্রতা করে বলল রানা, তবে মিথ্যে বলেনি। মেয়েটার মধ্যে রুক্ষ একটা বুনো সৌন্দর্য আছে।

রানাকে বের হতে দিল মারিয়া, তারপর বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলো, দেরি না করে উঠে বসল বুইকের প্যাসেঞ্জার সিটে। রানা ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার পর বলল, 'এক কাজ করলে হয় না? লিওনেল পুশকিনকে যদি ধরে নিয়ে এসে মুখ খোলাই? তাতে দ্রুত কাজ হবে না?'

'হয়তো দরকারী তথ্য পাওয়া যাবে,' বলল রানা, 'তবে তাতে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। লিওনেল পুশকিন ক্লিভ সোলনের মতো ছ্যাঁচড়া লোক নয়। তা ছাড়া, জোর করে কারও জবানবন্দি নিলে পরে সে বলতে পারে, চাপের মুখে যা বলেছে সেটা অসত্য ছিল। সেক্ষেত্রে তার বাধ্য হয়ে দেয়া স্বীকারোক্তির কোনও গুরুত্ব থাকবে না কোর্টে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল মারিয়া, 'তা হলে সোলনের মুখ খুলিয়ে লাভ কী?'

'আমরা জানতে চেষ্টা করব উইলি আসলে তখন কোথায় ছিল, কেউ সোলনকে ঘুষ দিয়ে মিথ্যে বলতে উৎসাহিত করেছে কি না,' বলল রানা, 'ঘুষ দিয়ে থাকলে সে কে।'

'আপনি যদি চার্লিকে ছাড়িয়ে আনতে না পারেন, তা হলে পুশকিনকে ধরে আনব আমি,' কড়কড় করে উঠল প্রাক্তন সার্জেন্ট মেজরের গলা। 'একটু আগেই নিজেকে আমি কথা দিয়েছি, পুশকিনের ছাড়াছাড়ি নেই।'

ডমিনিক'স বারের সামনে অন্ধকার ছায়ায় গাড়ি পার্ক করল রানা। গাড়ি থেকে নামবার আগে শান্ত গলায় বলল, 'উইলিকে কীভাবে বাঁচানো যায় তা নিয়ে মাথা খাটান, পুশকিনের চিন্তা পরে করলেও হবে। ...এখানে আগে কখনও এসেছেন?'

'এসেছি। চার্লি তো প্রায় প্রতিদিনই আসত এখানে।'

'উইলি আর সোলন যে-ঘরে তাস খেলেছিল, সে-ঘরটা দেখতে চাই,' বলল রানা। 'সম্ভব?'

'সম্ভব, যদি আর কেউ ওই ঘর আগেই দখল করে না রাখে।'

'চলুন, যাওয়া যাক।'

পাঁচ ধাপ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দরজা ঠেলে বড়সড় বার রুমে ঢুকল ওরা দু'জন। উজ্জ্বল বাতির আলোয় দিনের মতো ঝলমল করছে ঘরটা। ভিতরে রীতিমতো ভিড়। জুকবক্সে মিউজিক বাজছে। বার-কাউন্টারের সামনে বসেছে শক্ত চেহারার কয়েকজন

ছ'ফুটি-সাড়ে ছ'ফুটি লোক। জাঙ্গিয়া, হল্টার পরা মেয়েরা তাদের খদ্দেরদের নানা কায়দা-কৌশল করে বোঝাতে চাইছে এ-ঘরে বসে সস্তা হুইস্কি গিলবার চেয়ে অনেক বেশি মজা হবে উপর তলায় তাদের ঘরে গেলে। তবে বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না তারা। কারণ, পকেটের অবস্থা ভাল থাকতে হবে তো।

পুরোনো আমলের ওয়েস্টার্ন সিনেমার দৃশ্যপট বলে মনে হয় জায়গাটাকে প্রথম দর্শনে। মারিয়ার আচরণে মনে হলো এখানে চলে ফিরে বেড়িয়ে সে অভ্যস্ত। কাঠের কুচি ভরা মেঝেতে হাইহিলের খটখট আওয়াজ তুলে বার-এর সামনে থামল মারিয়া, একটা আঙুল বাঁকিয়ে বারম্যানদের একজনকে ডাকল নিঃশব্দে।

তার পাশেই থাকল রানা, অনুভব করল, অনেকগুলো চোখ স্থির হয়েছে ওদের দু'জনের উপর।

কাউন্টারের সামনে বসা চার-পাঁচজন মস্তান কিসিমের লোক কথা বন্ধ করে মারিয়া ব্রানশা'র দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকাল। তাদের দৃষ্টি থামল রানার উপর, বাঁকা হেসে আবারও মনোযোগ দিল তারা মারিয়ার দিকে।

'হ্যালো, গার্লি,' তাদের একজন আদুরে গলায় ডাকল মারিয়াকে। 'হবে নাকি এক রাউন্ড?'

ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে, টের পেল রানা। মারিয়া ব্রানশাকে এখানে আনাটা ভুল হয়েছে বলে মনে হলো ওর। প্রমাণ সংগ্রহ করতে এসে হয়তো মারামারিতে জড়িয়ে পড়তে হবে ওকে এখন। কাউন্টারের লোকগুলো চওড়ায় ওর প্রায় দেড়গুণ, একেকটা সাক্ষাৎ গণ্ডার। সবাই একসঙ্গে হামলে পড়লে...

যে-লোকটা মন্তব্য করেছে, তার দিকে ধীরে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল মারিয়া, তারপর শান্ত গলায় তার মাকে নিয়ে বাছাই করা এমন কয়েকটা গালি দিল, যেগুলো রানা আগে কখনও শোনেনি; আর এখন মুখস্থ হয়ে গেলেও মৃত্যুর হুমকি না দিলে কাউকে কখনও শোনাবে না। তবে জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাওয়ায় মুগ্ধ রানা

কৃতজ্ঞ বোধ করছে মেয়েটির প্রতি।

যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভঙ্গিতে আবার কাউন্টারের দিকে ফিরল মারিয়া ব্রানশা।

রানার দিকে একবার লজ্জিত চেহারায় তাকিয়ে দূরের একটা টেবিলে গিয়ে বসল পালোয়ানগুলো।

মারিয়া ব্রানশা নিচু গলায় কথা বলছে, তার বক্তব্য চোখ সরু করে শুনল বারম্যান, তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে সিঁড়ির দিকে দেখাল।

'আসুন,' রানাকে বলল মারিয়া, 'ওপরে যাব আমরা। পনেরো নম্বর রুমে খেলেছিল চার্লি।'

ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে সিঁড়ির কাছে পৌঁছল দু'জন। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রানা বলল, 'ওরকম মারাত্মক গালি কোথায় শিখলেন?'

'আর্মিতে,' জানাল মারিয়া ব্রানশা, 'এগুলো তৈরি হয়েছে আমাদের প্রেসিডেন্টের জন্যে।' প্রসঙ্গ পাল্টাল সে। 'বারম্যান বলল আধঘণ্টা হলো দোতলায় একটা ঘরে বসে পোকার খেলছে ক্লিভ সোলন। বারম্যান আমার বন্ধু, সোলন জানবে না আমরা তার খোঁজে এসেছি।' রানার দিকে ফিরে তাকাল মেয়েটা, 'কী করব আমরা, খেলা শেষ করে বেরিয়ে এলেই ধরে নিয়ে যাব ওকে?'

'আগে চারপাশটা ঘুরে দেখব,' বলল রানা। মনে মনে বলল, পৃথিবীতে একমাত্র আমেরিকার প্রেসিডেন্টই ওরকম গালি খাবার মতো কাজ করতে পারে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে গেল ওরা, সামনে লম্বা একটা প্যাসেজ, দু'দিকে একের পর এক দরজা। 'রুম পনেরো,' বলে পা বাড়াল মারিয়া। একটা দরজার সামনে থেমে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল ওটা, বাতিটা জ্বালল।

ঘরটা বেশ বড়। সবুজ শেড দেয়া বাতির আলোয় দেখা গেল গোল একটা টেবিল, কয়েক পেটি তাস রাখা আছে ওটার উপর।

পাশেই কাঠের দুটো র‍্যাকে পোকার চিপস। টেবিলটা ঘিরে আছে দশটা চেয়ার। ওগুলোর ফাঁকে কাঁসার চিলুমচি। আর কোনও আসবাবপত্র নেই ঘরে।

'পিছন দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল উইলি,' বলল রানা। 'পথটা কোথায়?'

ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল মারিয়া ব্রানশা, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে প্যাসেজ ধরে হাঁটতে শুরু করল। প্যাসেজের শেষে একটা দরজা দিয়ে বারান্দায় যাওয়া যায়। বারান্দা থেকে কাঠের খাড়া, সরু সিঁড়ি নেমে গেছে অন্ধকার গলিতে।

'প্যাসেজে অপেক্ষা করব আমরা,' বলল মারিয়া। 'সোলন বেরিয়ে এলে পিস্তল ঠেকিয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলব।'

আবার প্যাসেজে ফিরে এলো ওরা। রানা সিদ্ধান্তে এসে বলল, 'আর কোনও ঘর খালি আছে? থাকলে সেখানেই ওকে জেরা করা যেত।'

'দরজা খুলে দেখি,' প্রথম যে-দরজাটা সামনে পড়ল ওটাই খুলল মারিয়া ব্রানশা। সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের মিলিত কণ্ঠে গালাগালির স্রোতে ভেসে গেল ওরা। তাড়াতাড়ি দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল মারিয়া।

পনেরো নম্বর ঘরের উল্টোদিকের দরজাটার সামনে থামল এবার ওরা। আস্তে করে দরজায় টোকা দিল রানা। ভিতর থেকে নড়াচড়ার আওয়াজ হলো, তারপর সামান্য খুলে গেল দরজা।

ক্লান্ত চেহারার এক স্বর্ণকেশী উঁকি দিয়ে দেখল রানাকে চেহারা খানিকটা উজ্জ্বল হলো মেয়েটার, লিপস্টিক মাখা চটচটে ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো নকল হাসিতে।

'হ্যালো, হানি, আমাকে খুঁজছ?'

তারপর সে মারিয়া ব্রানশাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হয়ে গেল ক্লান্ত চেহারা। সেই সঙ্গে টিটকারির একটা ভাবও ফুটে

উঠল দৃষ্টিতে।

'ও তুমি! তুমি উইলির প্রেমিকা না?' জানতে চাইল বাঁকা সুরে। 'এখানে কী চাই?'

মারিয়া কিছু বলবার আগেই রানা বলল, 'উইলির খবর নিতে এসেছি আমরা। সোলনের কাছ থেকে জানতে চাই জেফ ব্যারন যে-রাতে কিডন্যাপ হলো, সে-রাতে উইলি ঠিক কখন বেরিয়েছে। তুমি কিছু জানো, উইলি কখন বেরিয়েছে?'

মারিয়াকে চট করে একবার দেখে নিল স্বর্ণকেশী, তারপর নির্বিকার ভাবে বলল, 'সাড়ে দশটায় বেরিয়েছে উইলি।' রানার চোখে তাকাল। 'তার আগে পর্যন্ত এখানেই ছিল।'

'তুমি জানলে কী করে চার্লি সাড়ে দশটায় বেরিয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল মারিয়া, চোখে সন্দেহ নিয়ে দেখল মেয়েটাকে।

কাঁধ ঝাঁকাল পতিতা। 'রাত সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমার ঘরেই ছিল উইলি।' নিষ্পলক তাকিয়ে আছে সে রানার চোখে। 'ও আমার রেগুলার কাস্টমার।'

মারিয়া ব্রানশার হাত তার হিপ পকেটের দিকে নেমে যাচ্ছে, আড়চোখে দেখতে পেল রানা। মেয়েটা বোধহয় .২৫ অটোমেটিকটা বের করে গুলি করবে ঠিক করেছে। খপ্ করে তার হাতটা ধরল ও, শক্ত করে ধরে রওনা হলো সিঁড়ির দিকে।

হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল মারিয়া, না পেরে নিচু গলায় বলল, 'গুলি করে মারব আমি হারামজাদিকে। ...সোলনের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার না? মাগী হয়তো মিথ্যে বলেছে।'

'না, যা বলেছে ঠিকই বলেছে ও, ওর চোখের ভাষা তা-ই বলে,' মারিয়াকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। 'সোলনের সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না। ঠিকই বলেছে সে, সাড়ে ন'টায় তাকে ছেড়ে যায় উইলি। মিথ্যে উইলি বলেছে, কারণটা সম্ভবত আপনি।'

'অথচ আমি...' কথা শেষ করতে পারল না মারিয়া ব্রানশা।

নীরবে বুইকে উঠল মেয়েটা, সিগারেট ধরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। রওনা হলো রানা। একটু পর মারিয়া বলল, 'তা হলে সোলনকে কিছু জিজ্ঞেস করব না আমরা।' আবার কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মারিয়া। 'একটা ঘণ্টা ওই ফ্যাকাসে চেহারার বুড়ি মেয়েলোকটার সঙ্গে কাটিয়েছে চার্লি। বাহ্! খুব চমৎকার সময় কাটিয়েছে ও নিশ্চয়ই।'

মন্টি ভার্ডে অ্যাভেনিউ ধরে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে রানা, সান্ত্বনার সুরে বলল, 'যা করেছে সেটা গোপন রাখার জন্য মরার ঝুঁকি নিচ্ছে ও, সেটাকে কম করে দেখা যায় না।'

'চুপ করুন তো!' কাঁপা গলায় ধমক লাগাল মারিয়া, 'ওর পক্ষ নিতে হবে না আপনাকে। ...এমন কিছু নেই যা আমি করতে পারতাম না ওর জন্যে। ও যখন জেলে ছিল, ওর জন্যে অপেক্ষা করেছি আমি। ও যখন বের হলো, জেলের ফটকে পেয়েছে আমাকে। যখনই ওর টাকার অভাব হয়েছে, সব সময় টাকার অভাবে থাকে ও, আমি ওকে চালিয়ে নিয়েছি। গতকাল সারারাত ওর চিন্তায় ঘুমাতে পারিনি, শুধু পায়চারি করেছি। আর ও কী করেছে? নোংরা একটা ঘরে বুড়ি এক মেয়েছেলের সঙ্গে ফুর্তি করেছে, আবার টাকাও দিয়েছে সেজন্যে বুড়িটাকে।'

'ঠিক আছে, ও আপনাকে ঠকিয়েছে,' বোঝানোর সুরে বলল রানা, মেয়েটার অনুভূতি কীরকম হতে পারে আন্দাজ করতে পারছে, 'এখন তো আর আপনার কোনও দায়-দায়িত্ব থাকল না, ফ্রি হয়ে গেলেন আপনি। হাজারটা পুরুষ আপনাকে বিয়ে করতে এক বাক্যে রাজি হয়ে যাবে। তা হলে আর চিন্তার কী আছে?'

রাগে লাল চেহারায় ঘুরে রানাকে দেখল মারিয়া ব্রানশা।

আড়চোখে মারিয়াকে দেখল রানা। এধরনের মেয়েদের চেনে ও। এরা যদি কাউকে ভালবাসে, তা হলে ধরেই নেয়, সারাজীবন সে-লোক তার সঙ্গে থাকবে, সুখে-দুঃখে– সবসময়।

'সবগুলো পুরুষ একই রকম,' একটু পরে বলল মারিয়া, 'ভাল

হতো শয়তানটাকে যদি আমি ভাল না বাসতাম। এই গাড্ডা থেকে চার্লি যদি বেরোতে পারে, বাছা বাছা এমন কিছু কথা শোনাব ওকে আমি, বাকি জীবন সোনালী চুলের কোনও মেয়ে দেখলেই অ্যালার্জি হবে ওর।'

মারিয়া ব্রানশার বাংলোর সামনে গাড়ি থামাল রানা। মেয়েটা নেমে যাবার পর বলল, 'ঘুমিয়ে উঠুন, মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'পুলিশকে জানালে হয় না, তারা ওই মেয়েলোকটার সঙ্গে কথা বলতে পারত?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া। 'মেয়েলোকটার সাক্ষ্য চার্লিকে বের করে আনতে কাজে আসবে না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। ওর কথা বিশ্বাস করবে না পুলিশ। পতিতার সাক্ষ্য কোর্টে কোনও গুরুত্ব পাবে না। আর কেউ জানে না উইলি কোথায় ছিল। বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেছে বেচারা।'

'তা হলে আজ রাতের অভিযান বৃথা গেল?'

'বলতে পারেন,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'অন্য পথে এগোতে হবে এখন।'

'যা করেছেন সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ,' বলল মারিয়া। 'আমি ওই শয়তানটাকে ফেরত চাই।'

বাপরে বাপ! মেয়েটাকে দৃঢ় পায়ে বাংলোয় ঢুকে যেতে দেখল রানা, তারপর মুচকি হেসে রওনা হলো সাগর-তীরে, নিজ বাংলোর দিকে।

দশ

বালির ঢিবির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে চওড়া, কাঁচা পথ, পাশ কাটিয়েছে রানার বাংলোকে, শেষ হয়েছে সৈকতে গিয়ে।

বাংলোর সামনে পৌঁছে বুইকের হেডলাইটের আলোয় প্রকাণ্ড একটা রোলসরয়েসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, গ্যারাজে ঢুকবার পথ জুড়ে আছে।

গিয়ার নিউট্রাল করে ওটার পাশে থামল রানা, বুইক থেকে নেমে রোলসরয়েসের ড্যাশবোর্ডের সবুজ আলোয় ঝাপসা ভাবে দেখল পলা ব্যারনের চেহারা।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল পলা ব্যারন, চেহারাটা ফ্যাকাসে, চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ।

'আশা করি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি আপনাকে,' বিস্ময় চেপে রেখে ভদ্রতা করল রানা।

'আপনার সঙ্গে কথা আছে,' দরজা খুলে নামল মেয়েটা; গায়ে ভাল মতো জড়িয়ে নিল মখমলের দামি, খয়েরী চাদরটা। দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হলেও চাঁদের আলোয় অপরূপ লাগছে তার অবয়ব।

রানার পাশে হাঁটতে শুরু করল, বারান্দার দিকে যাচ্ছে।

দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল রানা, বাতি জ্বেলে ভাবল, কী চায় মেয়েটা!

লাউঞ্জে চলে গেল পলা ব্যারন, অনুসরণ করল রানা, দরজা বন্ধ করে সেটি-র পাশের ল্যাম্পটা জ্বেলে দিল। 'ড্রিঙ্ক বা কফি?' জিজ্ঞেস করল।

'না, ধন্যবাদ,' আড়ষ্ট শোনাল পলা ব্যারনের কণ্ঠ। সেটিতে বসল সে। চাদরটা সরে গেল গা থেকে। সাদা স্যাটিনের দামি পোশাক দেখা গেল, সেই সঙ্গে সোনার সুতোয় কারুকাজ করা স্কার্ট। গলার চেইন থেকে ঝুলন্ত বড়সড় হিরেটা সাতরঙা আলো বিকিরণ করছে। বাম হাতের চার ইঞ্চি চওড়া ব্রেসলেটেও হিরে বসানো। ডান কব্জিতে প্ল্যাটিনামের রোলেক্স। এধরনের সাজ রাষ্ট্রীয় কোনও নাচের আসরে পরে অভ্যাগত মহিলারা। রানার মনে হলো, পলা ব্যারন ওকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে, দুনিয়ার চতুর্থ

ধনী মহিলা সে।

আর্ম-চেয়ারে বসল রানা। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে ও। মনটাও দমে আছে। জটিল রহস্যের আঠালো জালে আটকা পড়া অসহায় পতঙ্গ মনে হচ্ছে নিজেকে ওর। তারই মধ্যে একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় এল। উঠে সুইচবোর্ডের দুটো সুইচ টিপে দিয়ে ফিরে এসে বসল আবার।

পুরোটা সময় ওকে নীরবে লক্ষ করল পলা ব্যারন। খেয়াল করেছে, পাশের ঘরের বাতি নিভে গেছে।

'পাশের ঘরের বাতিগুলো নিভিয়ে দিলাম,' ব্যাখ্যা করল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'এবার বলুন, মিসেস ব্যারন, কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'আমি চাই, কিডন্যাপিঙের কেস থেকে আপনি সরিয়ে নিন নিজেকে,' ধীর গলায় বলল পলা ব্যারন।

বিস্মিত হলো না রানা কথাটা শুনে, কিন্তু ভ্রূ উঁচু করে বিস্মিত ভঙ্গিতে তাকাল মেয়েটার দিকে। 'আপনি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই আমি সিরিয়াস আপনি মাঝখান থেকে ঝামেলা করছেন। এমন সব ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন, যেগুলো আপনার কোনও বিষয় নয়। পুলিশ অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে, আমি তাদের কাজে সন্তুষ্ট। কিডন্যাপার গ্রেফতার হবার পরেও আপনি খামোকা কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করবেন, সেটা আমি চাই না।'

সিগারেট ধরাল রানা, ছাদের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল। শান্ত স্বরে বলল, 'পুলিশ যাকে ধরেছে, আসলে সে কিডন্যাপিংটা করেনি, মিসেস ব্যারন। চার্লস উইলি আমার বন্ধু, ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যতক্ষণ ওকে সন্দেহমুক্ত করতে না পারছি, ততক্ষণ আমার সাধ্যমত যা পারি করব।'

আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল পলা ব্যারনের চেহারা, চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কোলের উপর রাখা হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেছে। নিচু, কড়া গলায় বলল, 'আমার ব্যাপারে যাতে নাক না গলান

সেজন্যে আমি আপনাকে টাকা দিতে রাজি আছি।'

রানা মৃদু গলায় বলল, 'আগেও অনেকে আমাকে অনেক টাকা সেধেছে, মিসেস ব্যারন, আমি নিইনি। আর এই কেসটায় ব্যক্তিগত ভাবে আমি আগ্রহী। আপনার স্বামীকে আমি খুঁজছি মনে করে উত্তেজিত হবেন না, প্লিজ। তাকে আমি খুঁজছি না। খুঁজছি উইলিকে যারা ফাঁসিয়েছে, তাদের। তাতে আপনার অসুবিধে হলে দুঃখিত। আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারছি না।'

'কত টাকা দিতে হবে সেটা বলুন,' রাগ প্রকাশ পেল পলা ব্যারনের কঠোর চোখে।

'কেন ভাবছেন টাকার অভাবে আছি আমি? আপনাকে তো বলেছি, আপনার স্বামীর ব্যাপারে আমি আগ্রহী নই,' আবারও বলল রানা। 'আপনার যদি এটা ছাড়া আর কোনও কথা না থাকে, তা হলে আমি আশা করব, বাড়ি ফিরবেন আপনি। আমি ক্লান্ত, ঘুমাতে চাই।' আধপোড়া সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল ও।

'এক লাখ ডলার,' রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মহিলা।

বিরক্তি বোধ করল রানা, বলল, 'আমরা এখানে একজন লোকের জীবন নিয়ে কথা বলছি, মিসেস ব্যারন। চার্লস উইলিকে যদি নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারি, ইলেকট্রিক চেয়ারে বসে মরতে হবে ওকে। বিনা দোষে। আপনি কি তা-ই চান?'

কাঁধ ঝাঁকাল পলা ব্যারন। 'আমি চার্লস উইলিকে চিনি না তার ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই। বিচারে যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তা হলে আসলেই সে দোষী। অর্কিড সিটি ছেড়ে মাসখানেকের জন্যে চলে গেলে আপনি এক লাখ ডলার পাবেন। ভেবে দেখুন।'

'যাওয়া সম্ভব নয়,' রাগ চেপে বলল রানা। 'আসল ঘটনাটা বের করতে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে আমাকে।'

'দেড লাখ!'

পলা ব্যারনের চোখে তাকাল রানা। 'কীসের ভয় পাচ্ছেন আপনি বলুন তো, মিসেস ব্যারন? তদন্ত চালিয়ে গেলে কী জেনে ফেলব, যেটা চাইছেন না আপনি?'

'দেড় লাখ ডলার!' চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল মহিলা।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল রানা। 'জেফ ব্যারনের কপালে কী ঘটেছে, বলুন তো? মারা গেছে সে? আপনি জেনে গেছেন তার মৃত্যুর পিছনে আপনার বাবার হাত আছে? এখন বাবাকে বাঁচাতে চাইছেন? নাকি গোটা ব্যাপারটাই আপনার আত্মগরিমা, আপনি চান না প্রকাশ পাক যে, এক হেরোইন স্মাগলারের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন আপনি?'

'দুই লাখ ডলার।' দাঁতে দাঁত চেপে বলল পলা ব্যারন। চোখের দৃষ্টি দিয়ে যদি পোড়ানো যেত, তা হলে এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যেত রানা।

'দু'-কোটি ডলার দিলেও আমাকে কেনা যাবে না, মিসেস ব্যারন,' বলল রানা, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। 'খামোকা মুখ খরচ করছেন আপনি। কোনও কাজ হাতে নিলে সেটা শেষ না করে থামি না আমি। এবার আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে আসতে পারেন।'

উঠে দাঁড়াল পলা ব্যারন, থমথম করছে চেহারা। নিচু গলায় জানতে চাইল, 'আপনি রাজি নন, শিওর তো, মিস্টার রানা?'

'শুভরাত্রি, মিসেস ব্যারন,' জবাবে বলল রানা। 'যতই টাকা থাকুক আপনার, জেনে রাখুন, টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না। আপনি এবার আসুন।'

'তা হলে আমাকে অন্য পথ বেছে নিতে হবে,' শীতল, বাঁকা হাসিতে ঠোঁট ফাঁক হলো পলা ব্যারনের। 'শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি। দু'-লাখ ডলার পাবেন, জেলেও যেতে হবে না। ভেবে দেখুন।'

'জাস্ট গেট আউট!' ধৈর্য হারিয়ে ধমকে উঠল রানা, ঘর

পেরিয়ে দরজা খুলে ফেলল দেরি না করে।

ওর দিকে মনোযোগ নেই পলা ব্যারনের, টেলিফোনের ক্রেডল তুলে নিয়ে ডায়াল করল সে, এক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর চিল চিৎকার ছাড়ল মাউথপিসে: 'পোলিস! হেল্প! হেল্প! কাম রাইট অ্যাওয়ে! হি ইয ট্রায়িং টু রেপ মি! অ্যাট মাসুদ রানা'য প্লেইস!' ক্রেডলটা মেঝেতে খসে পড়তে দিল সে, তারপর ঘুরে তাকাল রানার দিকে, ঠোঁটে প্রতিহিংসার হাসি, চোখ দুটো সরু হয়ে গেছে।

'দারুণ বুদ্ধি করেছেন,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা, ধপ করে বসে পড়ল আর্ম-চেয়ারে। 'তা হলে আপনি মিথ্যে অভিযোগ করতে যাচ্ছেন, রেপ করতে চেষ্টা করেছি আমি আপনাকে?'

জবাব দিল না পলা ব্যারন, গলার কাছে হাত নিয়ে এক টানে ফড়াৎ করে ছিঁড়ে ফেলল স্যাটিনের ড্রেস। এবার কাঁধে নখ দাবিয়ে নীচের দিকে টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে স্তন পর্যন্ত ফর্সা, নিখুঁত চামড়ায় দেখা দিল চার আঙুলের আঁচড়ের লাল দাগ। দু'হাতে চুলগুলো খামচে ধরে এলোমেলো করে ফেলল মহিলা। লাথি দিয়ে একটা ছোট টেবিল উল্টে ফেলল, আরেক ঠেলায় সেটি-টা পিছলে ঢুকে পড়ল ফায়ারপ্লেসের ভিতরে। হাইহিলের খোঁচায় কুঁচকে গেল মসৃণ কার্পেট। এবার সে রওনা হলো ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র তছনছ করতে।

বাধা না দিয়ে এতক্ষণ মহিলার কার্যকলাপ দেখেছে রানা, এবার ফোনের ক্রেডল তুলে নিল ও, ডায়াল করল দ্রুত। ওদিকে রিসিভার তুলবার আওয়াজ পেয়ে বলল, 'সুসানা, আমার বাংলোয় ঝামেলা হচ্ছে। জলদি চলে এসো। দুই নম্বর কেস। ...আর আসবার আগে মিস্টার রেনল্ডকে জানাও, তিনি যেন পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলে আসেন। তুমিও দেরি না করে চলে এসো ওখানে। আর দশ মিনিটের মধ্যেই ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হবে আমাকে। মিসেস ব্যারন এখন ধর্ষণ নাটকের মঞ্চ সাজাচ্ছে।'

'বড় আস্পর্ধা তো! আসছি আমি,' ফোন রেখে দিল রানার সেক্রেটারি সুসানা সারাডন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা, পরামর্শ দেবার সুরে বলল, 'যা শুরু করেছ, তাতে আমার মনে হয় স্টকিংগুলো খানিকটা নামিয়ে আনলে আরও বিশ্বাসযোগ্য দেখাবে ব্যাপারটা।'

'এবার বুঝবে তুমি, মাসুদ রানা, আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে কী ভুল করেছ তুমি,' হিসহিস করে বলল পলা ব্যারন। চেস্ট অভ ড্রয়ার্সের একটা ড্রয়ার টান দিয়ে খুলে মেঝেতে ফেলল। 'পাঁচ বছরের আগে জেল থেকে বের হতে হচ্ছে না তোমাকে।'

'আঁচড়টা না দিলেও পারতে,' সিগারেট তাক করল রানা পলা ব্যারনের নগ্ন বাম স্তনে। 'আমার নখের তলা খুঁজে তোমার চামড়া পাবে না পুলিশ।'

জবাব না দিয়ে এটা ওটা মেঝেতে ফেলতে শুরু করল পলা ব্যারন। রানা দেখছে চুপচাপ।

মিনিট সাতেক পরে বাংলোর বাইরে একটা গাড়ি থামল কড়া ব্রেক কষে। বেসুরো তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছাড়ল এবার পলা ব্যারন, তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে গেল বারান্দায়।

বসে থাকল রানা।

বাগানের সরু পথে বুট জুতো পরা পায়ের ছুটে আসবার ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। একজন ভারী গলায় বলে উঠল: 'আমরা এসে গেছি, মিস, চিন্তা করবেন না!'

দরজায় দেখা দিল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ। হাতের পিস্তলটা তাক করল সে রানার মাথায়। রেগে যাওয়ায় হাসির ভঙ্গিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে তার। চাপা গলায় বলল, 'একটু নড়ো, তোমার খুলি উড়িয়ে দেব, মাসুদ রানা।'

'পিস্তলটা সরান, মহিলা মিথ্যে বলছে,' অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ফেলল রানা।

'আচ্ছা! তাই? আমরা তো কিচ্ছু দেখতে পাই না, না? অন্ধ? মাথার উপর হাত তোলো!'

সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বাধ্য ছেলের মতো মাথার উপর হাত তুলল রানা।

সাবধানে এগিয়ে এলো সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ। 'মাসুদ রানা, শখের গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে এখন তা হলে ধর্ষণকারী ম্যানিয়াক?'

ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ অফিসার নেতিয়ে পড়া পলা ব্যারনকে ধরে প্রবেশ করল ঘরে। মহিলার আঁচড়ের জায়গাগুলো থেকে অল্প অল্প রক্ত ঝরছে এখন, সাদা ব্রেসিয়ার ও স্যাটিনের কাপড় রাঙিয়ে দিচ্ছে। সত্যিই, পলা ব্যারনের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মনে হয় রেপ করতে চেষ্টা করছিল তাকে কেউ।

'আরেহ্, এ যে দেখি মিসেস ব্যারন!' বাতির উজ্জ্বল আলোয় তাকে দেখে চমকে গেল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ। সঙ্গী পুলিশের দিকে ঝট্ করে হ্যান্ডকাফ এগিয়ে দিল সে রানার দিক থেকে অস্ত্র না সরিয়ে। 'হ্যান্ডকাফ পরাও কেলে কুত্তাটাকে!'

রানার হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল ইউনিফর্ম পরা অফিসার, বুকে একটা ঘুসি মারল। নিচু গলায় বলল, 'এরপরে কোনও মেয়ের দেখা পেতে হলে বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে, মাসুদ রানা।'

পলা ব্যারনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ। কাঁদছে মহিলা, কাঁপছে থরথর করে। তাকে একটা ড্রিঙ্ক এনে দিল সার্জেন্ট, আরও কী করবে ভাবতে শুরু করল থুতনি চুলকানোর ফাঁকে। বারবার বলছে, 'আশ্চর্য!'

'আমার চাদরটা দিন,' হঠাৎ বলল পলা ব্যারন। 'ঠিক আছি আমি। ...আমার স্বামীর ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম এই লোকের সঙ্গে, তারপর... তারপর হঠাৎ জানোয়ারের মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা।'

'কোনও জানোয়ার তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না, মিসেস

ব্যারন,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'ওদেরও রুচি বলে কিছু আছে।'

হাতের উল্টোপিঠে রানার গালে চড়াৎ করে চড় মারল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'স্টেশনে নিয়ে নিই, তারপর বুঝবে! অনেকদিন ধরে তোমাকে কায়দা মত বাগে পাবার অপেক্ষায় আছি আমরা।'

লোকটার বহুবচনের ব্যবহার দেখে আরও সতর্ক হয়ে উঠল রানা। পুলিশ স্টেশনে পৌঁছনোর আগে মুখ বন্ধ রাখাই ভাল মনে হলো ওর।

'আপনি কি স্টেশনে আসতে পারবেন, ম্যাম?' পলা ব্যারনকে জিজ্ঞেস করল ম্যাকগ্রাথ, 'অসুস্থ বোধ করলে আসার দরকার নেই।'

'যাব আমি,' দৃঢ় গলায় বলল পলা ব্যারন। 'ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের সঙ্গে দেখা করব। আমি চাই এই লোককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক।'

'পাবে, চিন্তা করবেন না,' হাসিমুখে নিশ্চয়তা দিল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ। 'আপনি যদি তৈরি থাকেন, ম্যাম, তা হলে আমরা রওনা হতে পারি।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল পলা ব্যারন।

পিঠে এক ধাক্কা দিয়ে দরজার কাছে রানাকে পৌঁছে দিল ইউনিফর্ম পরা অফিসার। ম্যাকগ্রাথ তাকে বলল, 'ঘাড়-ত্যাড়ামি করলে ওর মাথার উপর লাঠিটা ভাঙতে দ্বিধা কোরো না, হপি।'

রানাকে পুলিশের গাড়ির পিছনের সিটে ওঠানো হলো। পিস্তল হাতে ওর পাহারায় থাকল অফিসার হপি। পলা ব্যারনকে পাশে নিয়ে রোলসরয়েসের ড্রাইভিং সিটে বসল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ।

গাড়িটা যখন বাঁক নিয়ে অর্কিড বুলেভার্ডে পৌঁছল, তখন সুসানার ছোট্ট কনভার্টিবলটাকে পাশ কাটাতে দেখল রানা।

ঠেলতে ঠেলতে চার্জরুমে ঢোকানো হলো ওকে। লেফটেন্যান্ট টেড মরিসকে দেখতে পেল রানা, বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হ্যাট ও কোট পরা হয়ে গেছে তার, দায়িত্বে থাকা সার্জেন্টকে শেষ কয়েকটা কথা বলছে। রানার হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো দেখে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল তার। একবার রানাকে আরেকবার সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথকে দেখল সে। 'কী ব্যাপার!' বিস্ময় সামলে জানতে চাইল, 'মিস্টার রানাকে ধরে এনেছ কেন?'

বুক ফুলে উঠল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথের, আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলল, 'ধর্ষণের চার্জ, লেফটেন্যান্ট। ইঁদুরের বাচ্চাটা মিসেস ব্যারনকে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করছিল। ঠিক সময়মত ওখানে পৌঁছাই আমি।'

দেখবার মতো হলো টেড মরিসের চেহারা, চোখ দুটো চার টাকা দামের রসগোল্লার আকার পেল। চট্ করে পলা ব্যারনের দিকে তাকাল সে, জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি, মিসেস ব্যারন? আপনি মিস্টার রানার নামে অভিযোগ আনছেন?'

'অবশ্যই,' কড়া গলায় জবাব এলো। 'ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং কোথায়?'

'আজকে তাঁর ডিউটি অফ্,' বলল টেড মরিস। তার চেহারায় স্বস্তির ভাবটা গোপন থাকল না। 'মিসেস ব্যারনকে চেয়ার দাও।'

বসবার সময় চাদরটা সরে যেতে দিল পলা ব্যারন, টেড মরিস ও সার্জেন্ট, দু'জনই আঁচড়ের দগদগে দাগগুলো দেখতে পেল। শ্বাস আটকে ফেলল টেড মরিস, শঙ্কিত চোখে রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি করেছেন এসব?'

'না।' আর একটা কথাও বলল না রানা।

ম্যাকগ্রাথ হাত ঘুরিয়ে ঘুসি মারল ওর চোয়াল লক্ষ্য করে। কিন্তু টেড মরিস তৈরি ছিল, তার প্রচণ্ড ধাক্কায় টলোমলো পায়ে পিছিয়ে গেল লোকটা।

'কী করছ, ম্যাকগ্রাথ?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল টেড মরিস। 'খবরদার, কারও গায়ে হাত তুলতে যাবে না আমার সামনে আর কখনও।'

দাঁত খিঁচিয়ে রানাকে দেখল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ, টেড মরিসকে

বলল, 'ইঁদুরটাকে সেলে ভরা দরকার, লেফটেন্যান্ট।'

'চুপ করো।' পলা ব্যারনের দিকে ফিরল টেড মরিস। 'কী ঘটেছিল?'

'লোকটার ওখানে গিয়েছিলাম আমার স্বামীকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আলাপ করতে,' নিচু গলায় বলল পলা ব্যারন। 'পাঁচ মিনিটও হয়নি ওখানে পৌঁছেছি, হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল শয়তানটা। কোনওমতে এর হাত ছাড়িয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ফোন করতে পারি আমি। তারপর আরও উগ্র হয়ে উঠল লোকটা, আমার ড্রেস টেনে ছিঁড়ে ফেলল, চুমু খেতে চেষ্টা করছিল।' সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথকে দেখাল সে। 'ভাগ্যিস তখন এই অফিসার ওখানে পৌঁছে যান।'

মাথার পিছনে হ্যাট ঠেলে দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ থেকে ঘাম মুছল টেড মরিস। চিন্তিত এবং দুঃখিত দেখাচ্ছে তাকে।

'ওর কথা বিশ্বাস করলে ভুল করবেন,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'মিথ্যে বলছে মহিলা। একটু পরেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে মিথ্যে বলছে। আপনার অফিসে চলুন, শুধু আপনি, পলা ব্যারন আর আমি। ঘটনা যেদিকে গড়াবে, তাতে মিসেস ব্যারন চাইবে না সাংবাদিকরা আঁচ করতে পারুক কী ঘটেছে।'

'আমি প্রেস কনফারেন্স ডাকতে চাই এখানে,' জোর আপত্তির সুরে বলল পলা ব্যারন। 'সর্বনাশ দেখতে চাই আমি এই কামুক বদমাশটার। লাখ লাখ মানুষ জানুক অসহায় এক যুবতীকে একা পেয়ে কী করতে চেষ্টা করছিল লোকটা। একে জেলে না ঢোকানো পর্যন্ত মানসিক শান্তি পাব না আমি!'

হা-হা করে হেসে উঠল রানা।

ঘরে এসে ঢুকল সুসানা সারান্ডন। তার হাতে চামড়া মোড়ানো চৌকো একটা বাক্স মতো কী যেন। ঘন-ঘন শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটা, চুলগুলো এলোমেলো, হালকা ওভারকোটের বোতামগুলো তাড়াহুড়োয় উল্টোপাল্টা ভাবে লাগানো।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মিস্টার রেনল্ডকে পাইনি। বাসায় নেই। আপনার বিরুদ্ধে চার্জ আনা হয়ে গেছে, মিস্টার রানা?'

সুসানার হাত খামচে ধরল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ, কড়া গলায় বলল, 'বাইরের কাউকে এখানে থাকতে দিচ্ছি না আমরা এখন। ওয়েইটিং রুমে গিয়ে অপেক্ষা করুন।'

'না, ঠিক আছে, হাত ছাড়ো,' বলল টেড মরিস, সুসানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্দেশ পালন করার পর জিজ্ঞেস করল, 'কী জন্যে এসেছেন, মিস সারান্ডন?'

বাক্সটা কাছের একটা টেবিলের উপর সাবধানে নামিয়ে রাখল সুসানা, চামড়ার মোড়ক সরাতেই বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে নতুন একটা টেপ রেকর্ডার।

'তোমার হয়তো মনে আছে মিসেস পলা ব্যারন, আমাদের চমৎকার আলাপটা শুরু হবার আগেই উঠে গিয়ে দুটো সুইচ টিপেছিলাম আমি?' হালকা গলায় বলল রানা। 'একটা সুইচ ছিল পাশের ঘরের বাতি নেভাবার, অন্যটা রেকর্ডিং চালু করার। অতো রাতে তোমার মতো সন্দেহজনক মেয়েলোক ঘরে এলে নিজের নিরাপত্তার খাতিরেই একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় আমাদের।'

পলা ব্যারনের চেহারা দেখে রানার মনে হলো ওকে খুন করবার কথা ভাবছে মহিলা।

'মিথ্যে বলছে লোকটা!' হিসহিস করে উঠল পলা ব্যারন। 'ধোঁকা দিয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা। ওর একটা কথাও সত্যি নয়! অভিযোগ লিখে নিন। প্রেস কনফারেন্স ডাকার ব্যবস্থা করুন।'

'ঠিক আছে, আমি রাজি আছি,' বলল রানা। 'আসুক ওরা, ওদের সামনেই বাজানো যাবে ওটা।'

এইবার একটু যেন ঘাবড়ে গেল পলা। ভুরু কুঁচকে তাকাল ছোট্ট যন্ত্রটার দিকে। 'কী আছে ওতে?'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। শুনতে চাও তা হলে? বাজাও তো, সুসানা, শুনে দেখি কেমন লাগে,' তিক্ত গলায় সুসানাকে বলল রানা।

প্রথমে রিওয়াইন্ড করল সুসানা। হালকা ভাবে প্লে বাটন চেপে রাখায় কিচিমিচি কিচিমিচি আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পুরোটা রিওয়াইন্ড হওয়ার আগেই স্টপে চাপ দিয়ে থামাল ও যন্ত্রটা, তারপর ভলিউম বাড়িয়ে প্লে বাটনে চাপ দিল সুসানা। ঘুরতে শুরু করল টেপ।

ঘরের সবাই থমকে গেল রানার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে। রেকর্ডিং এতো ভাল যে, মনে হচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে কথাগুলো বলছে রানা। '...আমি খুঁজছি না। খুঁজছি উইলিকে যারা ফাঁসিয়েছে, তাদের। তাতে আপনার অসুবিধে হলে দুঃখিত। আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারছি না।'

'কত টাকা দিতে হবে সেটা বলুন,' রাগ প্রকাশ পেল পলা ব্যারনের কণ্ঠে।

'কেন ভাবছেন টাকার অভাবে আছি আমি? আপনাকে তো বলেছি, আপনার স্বামীর ব্যাপারে আমি আগ্রহী নই,' আবারও রানার কণ্ঠ। 'আপনার যদি এটা ছাড়া আর কোনও কথা না থাকে, তা হলে আমি আশা করব, বাড়ি ফিরবেন আপনি। আমি ক্লান্ত, ঘুমাতে চাই।'

'এক লাখ ডলার!' আবার শোনা গেল পলার কণ্ঠ।

হঠাৎ লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল মহিলা, টেপ রেকর্ডারের দিকে ছুটল। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল সুসানা।

'থামান!' চিৎকার করে উঠল পলা ব্যারন। 'টেপটা থামান! আমি আর শুনতে চাই না!'

আস্তে করে মাথা কাত করল রানা, সুসানা স্টপ বাটন টিপে প্লেয়ারটা বন্ধ করে দিল।

'পুরোটা শুনতে হবে আমাদের, মিসেস ব্যারন.' শান্ত গলায়

বলল টেড মরিস, 'নাকি আপনি অভিযোগ উঠিয়ে নিচ্ছেন?'

জবাব দিল না পলা ব্যারন, ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হলো দরজার দিকে, দরজা খুলে বেরিয়ে গেল দ্রুতপায়ে। তার হাই হিলের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কেউ কোনও কথা বলল না, তারপর টেড মরিস ইশারা করল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথকে। 'হ্যান্ডকাফ খোলো।'

নির্দেশ পালন করল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ, তার চেহারা দেখে মনে হলো, এই মাত্র একটা ক্ষুধার্ত বাঘের মুখের সামনে থেকে লোভনীয় খাবার সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

'একটুর জন্যে এবার বেঁচে গেছেন, মিস্টার রানা,' খানিকটা প্রশংসা প্রকাশ পেল টেড মরিসের কণ্ঠে। 'ভাল ঝামেলাতেই পড়েছিলেন।'

'যদি খানিকটা সময় দিতে পারেন তো আপনার অফিসে চলুন,' তাকে বলল রানা, 'কথা আছে।' সুসানার দিকে তাকাল ও। 'চমৎকার দেখিয়েছ, সুসানা। ধন্যবাদ। কোটের বোতামগুলো ঠিকমত লাগিয়ে এবার বাড়ি যাও, ঘুম দাও গিয়ে।'

উল্টোপাল্টা বোতামের দিকে চেয়ে লজ্জা পেল সুসানা। চট্ করে ওগুলো ঠিক করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর কোনও দরকার নেই তো আমাকে?'

'না।' সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথকে আড়ষ্ট পায়ে বেরিয়ে যেতে দেখল রানা। লোকটার ঘাড়ের পিছনটা বেগুনী হয়ে গেছে।

টেপ রেকর্ডার নিয়ে বেরিয়ে গেল সুসানা।

টেড মরিসের ছোট্ট অফিসে এসে বসল রানা। লেফটেন্যান্ট ওর দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'কিডন্যাপিঙের কেস যেদিকে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা, তাতে সাংবাদিকদের কাছে খুব রসাল খবর হবে গোটা ব্যাপারটা।'

পকেট হাতড়াল টেড মরিস, সিগারেট না পেয়ে রানার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল। বেনসনের প্যাকেট এগিয়ে দিল তাকে রানা,

নিজেও ধরাল একটা। 'এখন পর্যন্ত যা জেনেছি তাতে মনে হচ্ছে কিডন্যাপিঙের পিছনে পলা ব্যারনের বাবা ডিক ব্রডহার্স্ট আছে। জেফ ব্যারন আসলে হেরোইন স্মাগলার। আরেক বদমাশ লিওনেল পুশকিনের সঙ্গে সম্ভবত অবৈধ ব্যবসা আছে তার। জেফ ব্যারন প্যারিসে হেরোইন র‍্যাকেট চালাত। এমন হবারই সম্ভাবনা বেশি যে, বিরাট একটা স্মাগলিং রিঙের সদস্য এরা। আমার ধারণা ডিক ব্রডহার্স্ট জেনে যায় তার জামাই জেফ ব্যারন কী, তারপর কাউকে ভাড়া করে জেফ ব্যারনকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে। এবং এজন্যেই পলা ব্যারন টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল।'

হতবাক মনে হলো টেড মরিসকে। সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'তা হলে জেফ ব্যারন কোথায়?'

'আমিও সেটাই জানতে চেষ্টা করছি,' বলল রানা। 'আমার ধারণা লিওনেল পুশকিন আমাদের জানাতে পারবে জেফ ব্যারন কোথায়। আরেকটা লোক পারবে; লম্বা এক লোক, কাঁধ দুটো চওড়া। বাদামী সুট, সাদা ফেল্ট হ্যাট পরে।'

'তাকে খুঁজছি আমরা,' বলল টেড মরিস। 'তা হলে আপনিই ওই লোকের ব্যাপারে তথ্য দিয়েছিলেন আমাদের?'

'হ্যাঁ, ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি মনে হওয়ায় ওখানে আর দাঁড়াইনি, নইলে অপেক্ষা করতাম। ট্র্যাশ বাস্কেটে কফির ছিবড়া পেয়েছিলেন?'

জবাব দিল না টেড মরিস। 'লোকটা সারারাত ওখানেই কাটিয়েছিল, তাই না?'

'মনে হয়।'

'খুঁজছি আমরা লোকটাকে। মিস্টার রানা, কী কারণে আপনার ধারণা হয়েছে যে মিস্টার ব্রডহার্স্ট কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত?'

বিচ হোটেলে গিয়ে কী জেনেছে টেড মরিসকে বলল রানা। 'পলা ব্যারনের ভাষ্য অনুযায়ী ডিক ব্রডহার্স্ট ইউরোপে চলে গেছে,

কিন্তু আমার ধারণা, আসলে যায়নি।'

'ভাবছি গিয়ে দেখব ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলা যায় কি না,' বলল টেড মরিস।

সামান্য দ্বিধা করল রানা, তারপর বলল, 'ধরুন, আগামী কাল দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, অসুবিধে আছে? যদি এমন হয়: লিওনেল পুশকিন যে হেরোইন স্মাগলার, তার প্রমাণ পেয়ে গেলেন আপনি, তা হলে মুখ খোলাতে পারবেন তার?'

টেড মরিসের হাসিটার আড়ালে গাম্ভীর্য লুকানো থাকল না। 'চেষ্টা করলে না পারার কোনও কারণ নেই।'

টেড মরিসকে সরাসরি বললে আঁৎকে উঠবে, কাজেই ঘুরিয়ে কথাটা পাড়ল রানা: 'বলতে পারেন, কোথায় আধ কেজি হেরোইন পেতে পারি?'

কৌতূহলী চোখে রানাকে দেখল টেড মরিস। 'আমাদের নারকোটিক্স স্কোয়াডের কাছে আধ কেজির বেশিই আছে। কেন?'

'ওদের কাছ থেকে জোগাড় করে দিতে পারবেন কয়েক ঘণ্টার জন্যে?' একটু থামল রানা, তারপর বলল, 'লিওনেল পুশকিনই একমাত্র মানুষ না, যে প্রমাণ রেখে আসতে পারে। কালকে দুপুরের পরে আপনি গোপন সূত্র থেকে খবর পাবেন পুশকিনের ঘরের ঠিক কোথায় এক কেজি হেরোইন লুকানো আছে। তারপর তাকে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন, সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথও হাতের সুখ করে নিতে পারবে। পুশকিন মুখ খুললে আমাদের সবার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।'

খানিক ভাবল টেড মরিস, তারপর মাথা নাড়ল। 'সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং যদি জেনে যান যে...'

বাধা দিল রানা। 'তাকে বলছে কে?'

মাথা চুলকাল টেড মরিস। 'পুলিশের জব্দ করা হেরোইনই হতে হবে কেন? খানিকটা কিনে নিন না কোনওখান থেকে।'

'পুলিশের কাছ থেকে হেরোইন নিয়ে প্ল্যান্ট করলে আমিও

নিরাপদ থাকব, উদ্দেশ্যও পূরণ হবে,' বলল রানা।

'তবুও ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' মৃদু আপত্তির সুরে বলল লেফটেন্যান্ট।

'আমারও না,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু এ ছাড়া পুশকিনকে পাকড়াও করার আর কোনও আইনী উপায়ও নেই।'

'চাপের মুখে লোকটা যদি মুখ না খোলে, তা হলে সমস্ত পরিশ্রমই পানিতে যাবে,' বলল টেড মরিস। 'সহকর্মীদের কাছে ছোট হয়ে যাব আমি।' একটু দ্বিধা করল সে। 'ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়।'

রানাকে বসতে বলে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট, মিনিট বিশেক পর ফিরে এলো আবার। তার হাতে কাঠের একটা ছোট বাক্স। ওটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'নারকোটিক চিফকে বলতে হয়েছে জিনিসটা কেন দরকার,' বলল সে। 'অনেকদিন থেকেই নাকি লিওনেল পুশকিনের উপর চোখ রাখছে তার লোক। আপনার বুদ্ধি ভদ্রলোকের পছন্দ হয়েছে।' টেড মরিসকে দেখে মনে হলো অত্যন্ত দুঃখিত। মাথা নেড়ে আফসোস করে বলল, 'কিছু পুলিশের নীতিবোধ বলতে একেবারে কিছুই নেই।'

বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। টেড মরিস সাবধান করল, 'হুঁশিয়ার থাকবেন। পলা ব্যারনের ভাবভঙ্গি আমার পছন্দ হয়নি। সুযোগ পেলে আপনার সর্বনাশ করে ছাড়বে ওই মহিলা।'

'হ্যাঁ, চেষ্টা করবে,' বলল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টাল: 'চার্লস উইলি কেমন আছে?'

'ভাল। আজ সকালে মিস্টার রেনল্ড তাকে দেখে গেছেন। আপাতত কোনও চিন্তা নেই চার্লস উইলির।'

'দেখা করা যাবে ওর সঙ্গে?'

'না। ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং কাউকে দেখা করতে দিচ্ছেন না। শুধু মিস্টার রেনল্ড দেখা করতে পারবেন।'

'কথা বলাতে হলে লিওনেল পুশকিনের গায়ে হয়তো একটু

হাত বোলাতে হতে পারে,' বলল রানা।

'একা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অনুমতি দেব সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথকে,' মৃদু হাসল টেড মরিস।

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো রানা লেফটেন্যান্টের অফিস থেকে, হেরোইনের বাক্সটা রেখেছে কোটের পকেটে। পাঁচ মিনিট হেডকোয়ার্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ওকে, তারপর ট্যাক্সি পেল।

বাংলোয় পৌঁছে ঘড়ি দেখল, সাড়ে এগারোটা বাজে।

ট্যাক্সি বিদায় করে প্রথমেই হেরোইনের বাক্সটা ডাইনিং রুমের কাবার্ডে গোপন ড্রয়ারে রাখল ও, তারপর জেমস কুপারের মোবাইলে ফোন করল, ওদিকে "হ্যালো রানা" শুনেই জিজ্ঞেস করল, 'ওরা এসেছে?'

'এসেছে,' জবাব দিল কুপার। 'কাজ শুরু করেছি তবে বেশিদূর এগোতে পারিনি।'

'কোরাল গ্যাবলে হেরোইনের ডিলার লোকটার নাম সম্ভবত ক্লার্ক নিউম্যান, তাকে খোঁজো,' বলল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি পারো এক নম্বর প্ল্যান ধরে কাজ শুরু করবে। ...ও, ভাল কথা, কালকে হাসপাতালে যাব, কেবিনে নেয়া হবে আজিজ আর হাকিমকে। ওদের সঙ্গে যদি কথা বলতে দেয়, তা হলে হয়তো আরও কিছু জানা যাবে।'

'নিউম্যানকে নিচ্ছি তা হলে আমরা,' বলল জেমস কুপার। 'মনে করো প্রিপারেশন আমাদের নেয়া হয়ে গেছে। ধরে নাও আজ রাতেই কাজ শুরু করছি।'

'গুড। সাবধান থেকো।'

'তুমিও।' ফোন রেখে দিল জেমস কুপার।

এজেন্সির ছেলেদের জন্য নিজে সরাসরি কিছু করতে পারছে না বলে ক্ষণিকের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হলো রানার, তারপর কেটে গেল অপরাধ বোধ। দায়ী লোকগুলোকে খুঁজে বের করতে

পারলে তাদের কাছে ত্রাস হয়ে উঠবে জেমস, ঠিক যেমন সাক্ষাৎ যম হয়ে উঠত ও নিজে, তেমনি। জেমসের যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কাজেই নিজে ও যেতে পারছে না তাতে অপরাধ বোধ করবার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ নেই।

শোবার ঘরে চলে এলো ও, মোবাইল ফোন চার্জে দিয়ে জুতো-মোজা খুলে রাতের পোশাক পরে বাতি নিভিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নরম বিছানায়। খেয়ে নেবার মতো এনার্জিও অবশিষ্ট নেই ওর। সারাদিনের ক্লান্তি এক মিনিট পুরো হবার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দিল ওকে।

এগারো

সকালে উঠে নাস্তা তৈরি করল রানা, দুটো ডিম পোচ, চার পিস মাখন দেয়া পাউরুটি ও কফি। বেরিয়ে পড়ল নাস্তা সেরে।

অর্কিড সিটি হসপিটালে পৌঁছতে আধঘণ্টা মতো লাগল ওর। রিসেপশন ডেস্কে রিপোর্ট করতেই একজন নার্স ওকে পৌঁছে দিল তিনশো ষোলো নম্বর কেবিনে। এখানেই রাখা হয়েছে আজিজ খন্দকার ও হাকিম হাশেমিকে।

কেবিনে ঢুকে চমকে গেল রানা ওদের অবস্থা দেখে। মড়ার মতো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে দু'জনকে। বুক ও পেট ব্যান্ডেজ দিয়ে মোড়ানো।

হাকিম হাশেমি ঘুমাচ্ছে, তবে জেগে আছে আজিজ খন্দকার।

নার্স বিদায় নিতেই তার কটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা, একটু ঝুঁকে হাত বুলিয়ে দিল চুলে।

'মাসুদ ভাই,' ফিসফিস করে বলল আজিজ। টপ করে দু' ফোঁটা জল নামল তার চোখের কোণ বেয়ে। বড় করে শ্বাস নিল আজিজ, ফুঁপিয়ে উঠল বুকের স্টিচ-এ টান পড়ায়। 'আমাদের ওরা... আমাদের ওরা...'

'আমি শুনেছি, আজিজ,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'যারা মেরেছে, তাদের একজনকেও ছাড়ব না আমরা। স্যান ফ্রান্সিসকো শাখা থেকে রাকিব, রাসেল, ওয়ালিউল্লাহ্ এসেছে ওদের খুঁজে বের করতে। দরকার হলে একটা একটা করে হাড় ভাঙবে ওরা বদমাশগুলোর।'

কাঁপা কাঁপা শ্বাস ছাড়ল আজিজ, অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমাদের উপর হামলার সঙ্গে পুলিশের লোকেরও যোগসাজস ছিল, মাসুদ ভাই।'

'আন্দাজ করেছি আমি,' বলল রানা। 'কারও নাম বলতে পারবে?' আজিজকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'ঠিক আছে, বিশ্রাম নাও। সুস্থ হয়ে ওঠো। হাকিমকে জানিয়ো আমি দেখা করতে এসেছিলাম। বিকেলে আবার আসব।'

আস্তে করে মাথা কাত করল আজিজ খন্দকার।

আরেকবার আজিজের চুলে আলতো করে হাত চালিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

হাসপাতাল থেকে রানা এজেন্সির অফিস পনেরো মিনিটের পথ, আঠারো মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল ও সুসানার ঘর পেরিয়ে নিজের অফিসে। টেবিলের উপর খবরের কাগজ রেখে গেছে সুসানা। প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ রেখেই থমকে গেল রানা। ট্রিক্সি বেল্ডেনের খুনের খবরটা ছাপা হয়েছে বামপাশে, হেডলাইনে। ডানপাশে একই সমান বড় হেডলাইন হয়েছে আরেক মহিলার খুনের খবর। রিপোর্টে বলা হয়েছে, হুকস গ্যারাজে পাওয়া যায় লাশটা। মাথার পিছনে গুলি করে খুন করা হয়েছে। পুলিশ কনফার্ম করেছে, মহিলা হুকস গ্যারাজের মালিক রবার্ট শ্যাচেটসের স্ত্রী

ফিওনা শ্যাচেটস। রিপোর্টে সেই ছোকরার কোনও উল্লেখ নেই। বোধহয় ছিল না সে গ্যারাজে। লিওনেল পুশকিনকে খবর দিতে গিয়েছিল হয়তো।

খুনটা পুশকিন করে থাকলে অবাক হবে না রানা। লোকটার পক্ষে ওরকম কাজ সহজেই করা সম্ভব বলে মনে হয়েছে ওর।

দুপুর দেড়টায় সাতাশ ওয়েলিংটন স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের পার্কিং লটে গাড়ি রাখল রানা। লবিতে ঢুকে দেখল আজকে কোনও রিসেপশনিস্ট মেয়ে নেই ইন্টারকমের কাছে, রিসেপশন ডেস্কের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামার্স টাম্বলউড।

'কিছু টাকা পেলে কেমন হয়?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি দিতে রাজি, শুধু আপনার নেবার অপেক্ষা।'

সন্দেহের চোখে রানাকে দেখল সামার্স টাম্বলউড। 'টাকা নিতে জীবনে কখনও আপত্তি করিনি আমি। কী চাই আপনার?'

'আপনার পাস-কী,' বলল রানা। পুশকিনের অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার দরজার তালাটা যেরকম, গিল্টি মিয়ার উপহার দেয়া লক-পিক ব্যবহার করলেও দশ মিনিটের আগে ওটা খুলতে পারবে না ও। পাস-কী পেলে সুবিধে হয়।

সামার্স টাম্বলউডের চেহারা দেখে মনে হলো তার দিকে গুলি ভরা বন্দুক তাক করেছে কেউ।

'ক্কি-কী বললেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পাস-কী দরকার। পঞ্চাশ ডলার দেব ওটার জন্যে।'

কুতকুতে চোখ দুটো পিটপিট করতে শুরু করল। রানাকে দেখল লোকটা। 'পঞ্চাশ ডলার?' কেমন যেন ভাবুক মনে হচ্ছে তাকে।

কাউন্টারের উপর পাঁচটা দশ ডলারের কড়কড়ে নোট রাখল রানা। ওগুলো দেখল সামার্স টাম্বলউড, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল, খসখস করে চুলকাল নাকের এক পাশ।

'চাকরি চলে যেতে পারে আমার। পাস-কী দেয়া সম্ভব না।'

কাউন্টারের উপর আরও বিশটা ডলার রাখল রানা, বলল, 'এর বেশি দিতে পারব না।'

'কোথায় যাবেন?'

'পুশকিনের ঘরে। বাইরে গেছে সে?'

পিটপিট করছে কুতকুতে চোখ দুটো। 'হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়েছে।'

'তা হলে চিন্তা করছেন কেন? আমি যাব আর আসব, পাঁচ মিনিটের মামলা।'

'চাকরি যাবে আমার,' আবার বলল টাম্বলউড। 'সত্তর ডলারে এক সপ্তাহ চলবে বড়জোর। পোষায় না।'

'ঠিক আছে, কী আর করা,' নোটগুলো তুলে নিয়ে বুক পকেটে রাখল রানা। 'আপনার কোনও ক্ষতি হোক তা সত্যিই আমি অন্তর থেকে চাই না।'

'এক মিনিট,' বোউলার হ্যাট মাথার পিছনে ঠেলে দিয়ে শার্টের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছল টাম্বলউড। 'আরও ত্রিশ দিন, তা হলেই চলবে।'

একশো ডলার গুনে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো চলে গেল সামার্স টাম্বলউডের হিপ পকেটে। ইন্টারকমের পাশ থেকে চাবিটা তুলে রানার হাতে দিল সে। 'তাড়াতাড়ি করবেন।'

'পুশকিন বাইরে গেছে, এতে কোনও ভুল নেই তো?'

'না। নিজের চোখে যেতে দেখেছি।' চট্ করে লবির চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল সামার্স টাম্বলউড। 'আমি যাচ্ছি একটা বিয়ার খেতে। দেরি করবেন না। ...আর, ঈশ্বরের দোহাই লাগে, কেউ যেন না দেখে আপনি লোকটার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকছেন।' রওনা হয়ে গেল-সে তার ছোট্ট অফিসের দিকে।

এলিভেটরে করে পাঁচতলায় উঠে এলো রানা, করিডরের বাঁক ঘুরে পৌঁছে গেল অ্যাপার্টমেন্ট ফাইফ-এ ওয়ান-সিক্স-এর সামনে।

দরজায় টোকা দিয়ে অপেক্ষায় থাকল। কোনও সাড়া নেই। ডানে-বামে তাকাল একবার, নেই কেউ। তালার ফুটোর মধ্যে পাস-কী ঢুকিয়ে মোচড় দিয়ে লক খুলে ফেলল ও, নবে মোচড় দিয়ে দরজা খুলে ঢুকল ভিতরে। এক পা সামনে বাড়িয়েই চমকে থেমে গেল।

বাদামী সুট পরা লোকটা বসে আছে একটা আর্মচেয়ারে। হাতে .৪৫ কোল্ট রিভলভার, ওটা তাক করে রেখেছে সে রানার বুকে। ট্রিগারে আঙুল চেপে বসায় তর্জনীর নখ থেকে রক্ত সরে গেছে তার। রানাকে বিস্মিত চোখে তাকাতে দেখে প্রসারিত হলো লোকটার ঠোঁট। 'এসো,' বলল চমৎকার পুরুষালী কণ্ঠে, 'ধারণা করছিলাম তুমি আসবে। দরজাটা পা দিয়ে ঠেলে বন্ধ করে দাও।'

গলাটা চিনে ফেলল রানা। কিডন্যাপিঙের রাতে ওর বাংলোয় এই লোকই ফোন করেছিল। কণ্ঠ শুনে ওর মনে হয়েছিল গলাটা এমনই যে, শুনলে মেয়েদের মনে হবে, যদি আরও কিছু বলত মানুষটা! মানসপটে সুঠামদেহী, আকর্ষণীয়, লম্বা একজন সুপুরুষ লোকের ছবি আঁকবে তারা। আন্দাজ ভুল হবে না তাদের এ-ই সেই লোক: ধোঁয়াটে ঘরে বসে আছে রানার প্রতীক্ষায়।

'তুমিই তা হলে জেফ ব্যারন,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'দরজা বন্ধ করে বাঁ পাশে সরো,' বলল বাদামী সুট। 'চালাকি করতে যেয়ো না, খেপে আছি আমি তোমার উপর, গুলি করতে দেরি করব না। এই ফ্লোরে গুলির আওয়াজ হলেও কেউ খোঁজ নিতে আসবে না। ...দরজা বন্ধ করে ওই চেয়ারটায় বসো।'

অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার কোনও সুযোগ দেখল না রানা। সাত ফুট দূরে বসে আছে লোকটা, এই দূরত্ব থেকে গুলি মিস হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। দরজা বন্ধ করে বাঁ দিকে সরে চেয়ারে বসল রানা।

বাঁ হাতে ফোলা ঘাড় ডলল বাদামী সুট। 'ঘাড়টা এখনও ব্যথা হয়ে আছে আমার। খুব জোরে মেরেছিলে, আরেকটু হলে ভেঙেই যেত।' কালো চোখ দুটো রানাকে দেখছে নিষ্পলক। 'তবে এখন

মনে হচ্ছে তোমার উপর রাগ করে থাকা উচিত না আমার। ঠিক যেখানে তোমাকে চেয়েছি, সেখানেই তোমাকে পেয়েছি আমরা।'

'আমি আসব তা জানলে কী করে?' গলার ভিতরটা শুকনো ঠেকল রানার।

'পুলিশের নারকোটিক স্কোয়াডের সার্জেন্ট জন ডিগবার্ট তো আমাদেরই লোক,' ট্রিগারে আঙুলের চাপ একটু কমাল লোকটা।

পিঠ বেয়ে ঘাম গড়াতে শুরু করেছে, টের পেল রানা। বুঝতে পারছে, ওকে এসব জানানোর মানে, কিছুতেই জীবিত অবস্থায় এখান থেকে বের হতে দেয়া হবে না ওকে।

'পলো ব্যারন জানে তুমি এখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা, সময় আদায় করতে চাইছে। নিজেকে রক্ষা করার একটা না একটা সুযোগ হয়তো আসবে, বলল মনে মনে।

'না, আমার সম্বন্ধে ওর কোনও ধারণাই নেই।' মজা পেয়ে গা কাঁপিয়ে হাসতে দেখল রানা ব্যারনকে। 'আরাম করে বসো। তোমার কনুইয়ের কাছে টেবিলের উপর সিগারেটের প্যাকেট আছে, ইচ্ছে করলে সিগারেট টানতে পারো। বেশ খানিকটা সময় আছে আমাদের হাতে। পুশকিন তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তার আগে নিতান্ত বাধ্য না হলে তোমাকে খুন করব না আমি।'

আস্তে করে টেবিল থেকে প্যাকেট তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বের করে ম্যাচের আগুনে ধরাল রানা। খেয়াল করল, এক সেকেন্ডের জন্যেও ওর বুকের উপর থেকে সরল না কোল্টের নল। সিগারেট ধরাল জেফ ব্যারনও। ধোঁয়াটে ঘরে ধোঁয়া ছাড়ল আরও কিছুটা, তারপর হাল্কা সুরে বলল, 'পুশকিন তোমাকে খেলাতে চেয়েছিল। ও ভেবেছিল তোমাকে বোকা বানিয়ে ওর কাছ থেকে সারাহ্ জন্সটনকে কেড়ে নিয়ে যাবার শাস্তি দেবে। সেজন্যেই তোমাকে কিডন্যাপিঙের কেসে জড়িয়েছিলাম আমরা, ভেবেছিলাম খাটতে খাটতে জান বেরিয়ে যাবে তোমার, জানবে না কিছুই। বুঝিনি, তুমি এতটা ঝামেলা পাকিয়ে তুলবে।' আবার হাসল সে।

'ফোনে আমার অভিনয়টা কেমন হয়েছিল? মেধা আছে আমার, কি বলো? কেমন সাজিয়েছিলাম টাম্বলার, হুইস্কির গ্লাস, আধ-পোড়া সিগারেটের ব্যাপারগুলো?'

'ভাল, স্বীকার করতেই হবে,' বলল রানা। পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করল, 'সিং চানকে খুন না করলে চলত না?'

'না।' সিগারেটে আরেক টান দিল বাদামী সুট। 'ঝামেলা করছিল লোকটা, ওকে ওর প্রাপ্য শাস্তিটা দিতেই হতো।'

'তুমিই চার্লস উইলিকে ফাঁসিয়েছিলে, ব্যারন?' সিগারেটটা জিভে তেতো লাগছে, অ্যাশট্রেতে ওটা ফেলে দিল রানা।

'না, পুশকিনের কাজ। ঋণী থাকতে পছন্দ করে না ও। চার্লস উইলি অনেকদিন ধরেই ডোন্ট-কেয়ার ভাব দেখিয়ে বাড়াবাড়ি করছিল, কাজেই... চমৎকার প্ল্যান করেছিল পুশকিন, সবার সমস্ত সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছে এক চালে।'

'পুলিশ তোমাকে খুঁজছে,' বলল রানা, 'ট্রিক্সি বেন্ডেনকে খুনের অভিযোগে।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তোমার, নিজের কথা চিন্তা করো,' রানার দিকে ধোঁয়া ছুঁড়ল লোকটা।

আধমিনিট পেরিয়ে গেল নীরবে, তারপর দরজা খুলবার আওয়াজ পেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, লিওনেল পুশকিন ঢুকছে ঘরে। রানাকে একবার দেখে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে, চেহারায় ফুটে উঠেছে আন্তরিক খুশির ছাপ। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঢুকল কী করে?'

'চাবি ছিল ওর কাছে,' উঠে দাঁড়াল জেফ ব্যারন।

'সার্চ করো, পিস্তল থাকতে পারে,' নির্দেশ দিল পুশকিন।

'ওঠো, উঠে দাঁড়াও,' তর্জনী ভাঁজ করে ইঙ্গিত করল ব্যারন।

দাঁড়াল রানা। কোল্টটা পুশকিনের হাতে দিয়ে পিছন থেকে সার্চ করল ব্যারন রানাকে। .৩৮ ওয়ালথারটা বের করে নিল শোল্ডার হোলস্টার থেকে। এবার কোটের পকেটে পেল

হেরোইনের বাক্স ও মোবাইল ফোন। পিছিয়ে গিয়ে বাক্সটা খুলল সে, রানার দিকে তাকিয়ে টিটকারির হাসি হাসল।

'চমৎকার!' বলল পুশকিন। 'পুলিশ তা হলে তোমার মাধ্যমে আধ কেজি হেরোইন উপহার দিল আমাদের!' বাক্সটা একনজর দেখে নিয়ে মোবাইল ফোনের পাশে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল সে। ওয়ালথারটা তুলে নিয়ে কোল্ট ফেরত দিল জেফ ব্যারনকে। ওয়ালথার দিয়ে রানার পিঠে খোঁচা দিল সে, 'এবার বলো ঢুকলে কী করে।'

'গার্ড ছিল না, ইন্টারকমের পাশে পাস-কী দেখে নিয়ে এসেছি,' বলল রানা।

আরেকবার ওকে সার্চ করল পুশকিন, পাস-কী পেয়ে টেবিলের উপর রাখল ওটা। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মিথ্যে বলছে শালা। সামার্স টাম্বলউড দিয়েছে ওটা ওকে। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম হোঁৎকা হারামিটার একটা ব্যবস্থা করব, আজই করতে হবে সেটা।' কোটের ভিতরের পকেট থেকে রূপালী একটা কেস বের করে সিগারেট ধরাল সে, পাশ থেকে রানার চেহারা দেখে নিয়ে বলল, 'আচমকা ঘরে ঢুকে খুব চালিয়াতি করেছিলে আমার সঙ্গে, টিকটিকি সাহেব। এবার সব শোধবোধ হয়ে যাবে।'

বাদামী সুট জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে কী করবে ভাবছ, লিও?'

ফায়ারপ্লেসের ওপরের আয়নায় প্রশংসার দৃষ্টিতে নিজেকে দেখল পুশকিন, নরম গলায় বলল, 'খনিতে ফেলব ওকে। ওটাই ওর উপযুক্ত শাস্তি হবে। মরতে সময় নেবে প্রচুর।'

গম্ভীর হয়ে গেল জেফ ব্যারনের চেহারা। 'তার চেয়ে এখানেই ফেলে দিই না কেন মাথায় একটা গুলি করে? আবার খনিতে নামতে চাই না আমি। সত্যি ভয় করে আমার ওখানে নামলে।'

'যা বলছি তাই করবে তুমি,' কড়া গলায় বলল পুশকিন। 'ওর হাত বাঁধো।'

দু'জনের কথোপকথন শুনছে রানা, সেই সঙ্গে চিন্তা করে

চলেছে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায় এই ফাঁদ থেকে। দেখল, ভিতরের ঘরে চলে গেল জেফ ব্যারন, ফিরে এলো দু'ইঞ্চি চওড়া অ্যাডহিসেভ টেপ নিয়ে।

ওয়ালথারটা রানার মাথার পিছনে তাক করল পুশকিন। 'সামান্য একটু বেচাল দেখলেই গুলি করব। ধীরে ধীরে হাত দুটো পিছনে আনো, টিকটিকি সাহেব।'

কোমরের কাছে হাত নিয়ে এলো রানা। আপাতত কিছু করার নেই ওর।

রানার দু'হাতের কজি এক করে টেপ দিয়ে ভাল মতো পেঁচাল পুশকিনের দোসর। যতটা টেপ দরকার ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহার করল।

'মুখটাও আটকে দাও,' নির্দেশ দিল পুশকিন।

এত শক্ত করে টেপ আটকানো হলো যে, রানার ওপরের ঠোঁট চেপ্টে গেল দাঁতের সঙ্গে।

সামনে এসে নিষ্ঠুর হেসে রানাকে দেখল লিওনেল পুশকিন, পিস্তলের নল দিয়ে ওর মুখের পাশে প্রচণ্ড একটা বাড়ি মেরে বলল, 'মরার আগে বারবার অনুতাপ করবে তুমি আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিলে বলে।'

ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা, কুঁকড়ে গেল পেটে জোরাল লাথি খেয়ে। ওকে আরেকটা লাথি মেরে সঙ্গীর দিকে ফিরল পুশকিন। 'টাম্বলউডকে ওপরে আসতে বলো।'

জেফ ব্যারনকে ইন্টারকমের ক্রেডল তুলে বাটন দাবাতে দেখল রানা। বলতে শুনল, 'মিস্টার পুশকিন আপনাকে ওপরে আসতে বলেছেন। তাড়াতাড়ি আসবেন, প্লিজ।'

কোটের কলার ধরে রানাকে টেনে তুলল লিওনেল পুশকিন, ঠেলা দিয়ে একটা আর্মচেয়ারে বসিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'টাম্বলউডকে খতম করে এ-শহরের পাট চুকাব আমরা। অর্কিড সিটিতে আর থাকা হবে না আমাদের। লোক দিয়ে ব্যবসা

করাতে হবে।' দরজার পাশে সরে গেল সে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

কাত হলো রানা, দেখল দরজা থেকে সাত ফুট দূরে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে জেফ ব্যারন।

পেরিয়ে গেল মিনিট পাঁচেক, তারপর টোকার আওয়াজ হলো দরজায়।

'কাম ইন,' বলল জেফ ব্যারন।

খুলে গেল দরজা, ভিতরে ঢুকল সামার্স টাম্বলউড। গম্ভীর হয়ে আছে তার গোল চেহারা, ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে পরস্পরের সঙ্গে। বন্দি রানাকে দেখে মুখের রং পাল্টে বেগুনী হয়ে গেল তার। 'কী ব্যাপার!' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল।

'দরজা বন্ধ করে ভিতরে এসো,' রিভলভারটা তার ভুঁড়িতে তাক করল জেফ ব্যারন। নির্দেশ পালিত হতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি পাস-কী দিয়েছ ওকে?'

কড়া চোখে রানাকে দেখল সামার্স টাম্বলউড, আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'ওই লোক যদি এ-কথা বলে থাকে, তা হলে ডাঁহা মিথ্যেকথা বলেছে। ...আমার দিকে রিভলভার তাক করছেন কেন? যখন তখন গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।'

'গুলি বেরিয়ে গেলে মারাও পড়তে পারো তুমি,' বলল জেফ ব্যারন। হাসি হাসি হয়ে গেল তার সুদর্শন চেহারা।

নিঃশব্দে সামার্স টাম্বলউডের পিছনে চলে এলো লিওনেল পুশকিন, আস্তে করে টোকা দিল তার কাঁধে। 'কী খবর, সম্বন্ধী?'

আঁৎকে উঠল সামার্স টাম্বলউড। সামলে নিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে এখানে, মিস্টার পুশকিন? এই লোক কে, অস্ত্র তাক করছে কেন?' গলার আওয়াজে কর্তৃত্ব ফোটাতে চাইল সে, কিন্তু ভীত চাহনি লুকাতে পারল না চোখ থেকে। 'এ-বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঢোকা নিষেধ, সেটা একে জানাননি? আমি মালিকের কাছে রিপোর্ট করব।'

'দুঃখজনক, কিন্তু সে-সময় তুমি পাবে না, মোটকু' বলল লিওনেল পুশকিন। সরে দাঁড়াল সে। 'বিরক্ত হয়ে গেছি আমি তোমার বেয়াড়াপনায়। ট্রিক্সি তো মরে গেল, এবার তোমার পালা।'

হাঁ হয়ে গেল সামার্স টাম্বলউড। চোখে আতঙ্ক নিয়ে লিওনেল পুশকিনকে দেখল, মাথার উপর হাত দুটো তুলল আস্তে আস্তে। নিচু গলায় বলল, 'আমি রিপোর্ট করব না, মিস্টার পুশকিন। আপনি আমার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন।'

লিওনেল পুশকিনের হাতে ছোরা বেরিয়ে আসতে দেখে ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস আটকে ফেলল সে।

ছোরা দিয়ে তার পাঁজরে হালকা খোঁচা দিল পুশকিন। 'আমি সত্যিই দুঃখিত, সামার্স, কিন্তু অনেক বেশি দেখে ফেলেছ তুমি। জেনে ফেলেছ অনেককিছু। সামনের বাথরুমের দিকে হাঁটো।'

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল টাম্বলউড। কাতর অনুরোধ করল, 'মাপ করে দেন, মিস্টার পুশকিন, আমি... ঈশ্বরের দোহাই লাগে, কাউকে কিছু বলব না। একদম...'

প্রচণ্ড জোরে তার মাথায় পিস্তলের বাঁট নামিয়ে আনল লিওনেল পুশকিন। ধড়াস করে মেঝেতে পড়ে গেল সামার্স টাম্বলউড, দু'হাতে আহত মাথা চেপে ধরে গোঙাতে শুরু করল।

'শালাকে তুলতে হাত লাগাও,' ঠোঁট সরে যাওয়ায় মাড়িসহ দাঁত বেরিয়ে এলো লিওনেল পুশকিনের।

অসহায় রানা দেখল, জেফ ব্যারন ও লিওনেল পুশকিন ধরাধরি করে বাথরুমের দরজার সামনে নিয়ে গেল সামার্স টাম্বলউডকে। দরজা খুলতে গিয়ে ভারী লোকটাকে ছেড়ে দিল জেফ ব্যারন। সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল টাম্বলউড, পুশকিনের দিকে ঘুসি ছুঁড়ে ঘুরেই দৌড় দিল অ্যাপার্টমেন্টের সামনের দরজার দিকে।

এক লাফে তার পিছনে চলে গেল লিওনেল পুশকিন, আবার

টাম্বলউডের মাথায় নামিয়ে আনল পিস্তলের বাঁট। টাম্বলউড পড়ে যাওয়ায় দু'জন মিলে তাকে ছেঁচড়ে নিয়ে গেল বাথরুমে। ঝটকাঝটকির আওয়াজ শুনতে পেল রানা। চিৎকার করতে শুরু করল সামার্স টাম্বলউড। ভোঁতা একটা আঘাতের শব্দের পর চিৎকার থামল তার। জবাই করা গরুর মতো ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হচ্ছে লোকটার গলা দিয়ে। ফ্যাকাসে চেহারায় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো জেফ ব্যারন।

ঘড়ঘড় আওয়াজটা যেন শেষ হবে না। অসুস্থ বোধ করল রানা, বুঝতে পারছে কী ঘটেছে সামার্স টাম্বলউডের ভাগ্যে। আস্তে আস্তে কমে গেল আওয়াজটা, তারপর থেমে গেল।

বাথরুম থেকে বের হলো লিওনেল পুশকিন, রানার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল। হিসহিস করে বলল, 'এবার তোমার পালা, দোস্তো। তবে টাম্বলউডের মতো সহজে মরবে না তুমি।' জেফ ব্যারনের দিকে ফিরল সে। 'ঠিক আছে, নিয়ে যাও ওকে। সাবধানে নেবে। যদি কোনও ঝামেলা করে তো দেরি না করে শেষ করে দিয়ো।'

দু'জনের কথা শুনতে শুনতে গলার ভিতরটা শুকনো ঠেকল রানার। জেফ ব্যারনকে আপত্তির সুরে বলতে শুনল ও, 'আমি একা নিয়ে যাব?'

'অসুবিধে কী?' বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল অধৈর্য পুশকিন। 'সামার্স টাম্বলউডকে এখান থেকে সরাতে হবে আমার। সবকিছু গোছগাছও করতে হবে। তোমার অত চিন্তা কীসের; তেড়িবেড়ি করলে এক গুলিতে খতম করে দেবে।'

'আর গুলির আওয়াজে পুলিশ এসে ধরুক আমাকে।'

বাঁকা দৃষ্টিতে দেখল ওকে পুশকিন, 'ওদেরকেও গুলি করবে।' তারপর মৃদু হেসে বলল, 'তোমার সাইলেন্সার কোথায়?'

'ওহ্-হো!' বলে কাঁধ ঝাঁকাল জেফ ব্যারন। 'যাচ্ছি। ওর হাত দুটো ঢাকার জন্যে একটা কোট দাও। ওকে রেখে আসার সময়

ওটা আবার নিয়ে আসব।' পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সাইলেন্সারটা লাগাল ব্যারন কোল্ট .৪৫-এর নলে।

বেডরুম থেকে একটা হালকা ওভারকোট নিয়ে ফিরে এলো লিওনেল পুশকিন।

টান দিয়ে রানাকে তুলে দাঁড় করাল জেফ ব্যারন, নিচু গলায় বলল, 'তোমার বুইকটাই নিচ্ছি আমি। মনে রেখো, সামান্য একটু উল্টোপাল্টা করলেই খুন হয়ে যাবে।'

রানার কাঁধের উপর দিয়ে ওভারকোট চাপিয়ে দিল লিওনেল পুশকিন, মুখের টেপ ঢাকতে চওড়া কার্নিসওয়ালা একটা হ্যাট চাপিয়ে দিল ওর মাথায়, তারপর বলল, 'আমাকে আর কোনদিন দেখবে না, মাসুদ রানা। আমি হয়তো তোমাকে দেখব, কিন্তু তুমি দেখবে না।' রানাকে জেফ ব্যারনের দিকে ঠেলে দিল সে। 'নিয়ে যাও।'

রানার কনুই ধরল জেফ ব্যারন, তারপর বেরিয়ে গেল করিডরে। এলিভেটরে উঠল রানা, কেউ নেই যে দেখবে ওকে।

নীচে নেমে এলো এলিভেটর। রানার ফুসফুস বরাবর কোল্ট ঠেসে ধরল জেফ ব্যারন। 'একটা ভুল করো, তুমি শেষ।' দরদর করে ঘামছে লোকটা। রানাকে নিয়ে লবি পেরিয়ে পার্কিং লটে বেরিয়ে এলো।

দুটো মেয়ে একবার তাকিয়ে খানিকটা দূর দিয়ে পাশ কাটাল ওদের, ঢুকে গেল লবিতে।

বুইকের পিছনের দরজা খুলল জেফ ব্যারন। চাপা স্বরে হুকুম করল, 'ঢোকো!'

গাড়িতে উঠবার জন্য কুঁজো হলো রানা। ঠিক তখনই টের পেল, ওর মাথার তালুতে রিভলভারের বাঁট নামিয়ে আনছে জেফ ব্যারন। তীব্র আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল রানার চোখের সামনে, তারপর অন্ধকার হয়ে গেল সব।

বারো

অন্ধকার একটা কূপ থেকে যেন উঠে আসছে রানা। চোখ মেলল। কপাল কোঁচকাল মাথার দপদপে ব্যথায়। চিত হয়ে পড়ে আছে ও, ওর মুখের সামনে ঝিলমিল করছে আলোর তৈরি মাকড়সার অসংখ্য জাল। দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হতেই বুঝতে পারল, টর্চের আলো ফেলেছে কেউ ওর মুখে। উঠে বসতে চেষ্টা করল, কে যেন বুকে ঠেলা দিয়ে আবার ফেলে দিল ওকে।

বাদামী সুট পরা লোকটা। জেফ ব্যারন।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো তো, বাপু!' বলে উঠল তার পুরুষালী কণ্ঠ। 'আমি শুধু তোমার বিছানার ব্যবস্থা করছি।' এক টানে ফড়াৎ করে রানার মুখ থেকে টেপ টেনে খুলে নিল সে। চামড়ার তীব্র জ্বলুনিতে চোখে পানি এসে গেল রানার।

আলোটা বিরক্ত করছে রানাকে। তবে ভ্যাপসা গন্ধযুক্ত, শীতল, বদ্ধ বাতাস আরও বেশি অস্বস্তিকর ঠেকল ওর কাছে। জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমি কোথায়?'

'শীঘ্রি জানবে, কোথায়।'

কোমরে শক্ত করে এঁটে বসছে কী যেন, টের পেল রানা। ঘাড় উঁচু করে দেখল, মোটা একটা শেকল দিয়ে ওর কোমরে প্যাঁচ দিচ্ছে লিওনেল পুশকিনের দোসর, শক্ত করে শেকল পেঁচিয়ে একটা ভারী তালা আটকে দিল। লোকটার পিছনে এবড়োখেবড়ো পাথুরে দেয়াল দেখতে পেল রানা। কাঠের কালো কালো মোটা খুঁটি ছাদটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

'এটা কি খনি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ। জমিন থেকে একশো ফুট নীচে আছো তুমি।' সরে দাঁড়াল বাদামী সুট। 'এরকমটা হোক তা আমি চাইনি। তুমি তো শুনেছ, বুদ্ধিটা লিওর। তোমার প্রতি ব্যক্তিগত কোনও বিদ্বেষ নেই আমার, আমি হলে একটা গুলি ঢুকিয়ে দিতাম তোমার মাথার পেছনে, সব ঝামেলা চুকে যেত। কিন্তু তা হবার নয়। কালকে তোমাকে দেখতে আসবে লিও।'

'অনাহারে মরার জন্যে আমাকে এখানে ফেলে রাখবে ও?' হাতের টেপ কতটা শক্ত পরখ করে দেখতে শুরু করল রানা। ছেঁড়া অসম্ভব।

'না খেয়ে মরবে না তুমি,' শুকনো শোনাল কণ্ঠটা। রানা লক্ষ করল, হাত কাঁপছে জেফ ব্যারনের। 'অতটা সময় বাঁচা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'নিজেই বুঝবে। যদি কথা দাও কোনও রকম ঝামেলা করবে না, তা হলে যাবার আগে তোমার হাত দুটো খুলে দিয়ে যাব আমি। তাতে অন্তত মরার আগে লড়ে মরতে পারবে।'

চুপ করে থাকল রানা। আন্দাজ করতে চেষ্টা করল লোকটা কী বলতে চায়।

'উপুড় হও। তোমার হাতের টেপ খুলে দিই।'

শরীর মুচড়ে ঘুরল রানা। ওর কোমরে হাঁটু গেড়ে টেপ খুলে দেয়া হলো, তারপর রানা জাপটে ধরবার আগেই সরে গেল সে আওতার বাইরে।

উঠে বসল রানা, বুঝতে পারল, দাঁড়াতে পারবে না, ওকে পেঁচিয়ে রাখা শেকলটা সে-তুলনায় খাটো। তারপরও স্বস্তি বোধ করল খানিকটা। অন্তত ওর হাত দুটো এখন মুক্ত।

'টর্চটা দিয়ে যাব তোমাকে,' অন্ধকার থেকে জেফ ব্যারনকে বলতে শুনল রানা। 'তোমার জন্যে এর বেশি কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

কব্জিতে ঝিঁঝি ধরায় ডলে রক্ত চলাচল ঠিক করতে চাইল

রানা, জিজ্ঞেস করল, 'না খেয়ে মরব না বলছ, তা হলে কী ঘটবে?'

'জানি না। পারলে নিজেই আন্দাজ করো।'

টর্চের আলো স্থির হলো ছেঁড়া কম্বলের মতো কী যেন একটার উপর। ওদিকে তাকিয়ে রানার মনে হলো, জিনিসটা একসময় একটা লাউঞ্জ সুট ছিল।

'কাপড়ের ভিতরে একটা কঙ্কাল আছে,' রানার উপর আবার স্থির হলো টর্চের আলো। কাঁপা কাঁপা শ্বাস নিচ্ছে লোকটা। 'আমরা ওকে রেখে গিয়েছিলাম ছয় ঘণ্টাও হয়নি, ফিরে এসে দেখি ওই ছেঁড়া কাপড় আর হাড় ক'খানাই শুধু পড়ে আছে।'

'কে লোকটা?' রানার নিজের কানেই কর্কশ শোনাল গলার আওয়াজটা।

'জেনে লাভ নেই তোমার।'

রানা আন্দাজ করতে পারছে। সম্ভবত লাউঞ্জ সুটটা হুকস গ্যারাজের মালিক, হেরোইনসেবী রবার্ট শ্যাচেট্সের। জিজ্ঞেস করল, 'শ্যাচেটসের কঙ্কাল, না?'

'ধরে নাও, তোমারই মতো আরেক ঝামেলাবাজ,' জেফ ব্যারনকে রুমালে মুখ মুছতে দেখল রানা। 'কী যেন ওকে খেয়ে গেছে।' অন্ধকারের দিকে তাকাল সে অস্বস্তি নিয়ে। 'বুনো কোনও জানোয়ার আছে এখানে, লিঙ্কস্ জাতীয় কিছু হতে পারে।' পকেট থেকে আরেকটা টর্চ বের করে রানার দিকে ঢিল মারল সে। 'আলোর ব্যবস্থা করে দিলাম। যদি শোনো লিও আসছে, ওটা লুকিয়ে রেখো। ও যদি জানে তোমাকে টর্চ দিয়েছি, তা হলে খুনই করে ফেলবে আমাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ,' টর্চটা ক্যাচ ধরে শুকনো গলায় বলল রানা। টর্চের আলো ফেলল সুদর্শন খুনির মুখে। 'এক কাজ করলে পারো, ছেড়ে দিতে পারো আমাকে, ইচ্ছে করলেই পালাতে পারবে তুমি, আমিও চেষ্টা করব তোমার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়।'

'সম্ভব না,' টর্চের আলো থেকে সরে গেল সে। 'তুমি লিওনেল

পুশকিনকে চেনো না। ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পার পায় না কেউ। বিদায়, মাসুদ রানা, প্রার্থনা করি যেন তাড়াতাড়ি সব কষ্ট শেষ হয় তোমার।'

বসে থাকল রানা, দেখল, দূরে চলে যাচ্ছে জেফ ব্যারনের টর্চের আলোর বৃত্ত। চলে যাচ্ছে লোকটা। লম্বা সুড়ঙ্গে ছোট হয়ে যাচ্ছে তার আকৃতি। আলো দূরে সরে যেতেই অন্ধকার চেপে এলো চারপাশ থেকে। টর্চটা আবার জ্বালল রানা। সাদা আলোর আক্রমণে বিদ্যুদ্বেগে পিছু হটল গাঢ় অন্ধকার, রানার মনে হলো, আঁধারটা যেন জীবিত কিছু, ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠে পিছিয়ে গেল। আলোর আভার ওপারেই অপেক্ষা করে আছে, টর্চ নিভে গেলেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর।

কোমর পেঁচিয়ে থাকা শেকলটা পরীক্ষা করে দেখল রানা। খালিহাতে ভাঙা যাবে না ওটা, সে-তুলনায় অনেক মোটা। তালাটাও নিরেট, ভারী। শেকলের গোড়া খুঁজতে গিয়ে দেয়ালের গায়ে থেমে গেল রানার চোখ। পাথরের দেয়ালে গাঁথা মজবুত একটা আঙটার সঙ্গে শেকলটা আটকানো। দু'হাতে শেকল ধরল রানা, বাম পা রাখল দেয়ালে, তারপর গায়ের জোরে টান দিল শেকলে। কিছুই ঘটল না। আরেকবার চেষ্টা করে দেখল রানা। ওর মনে হলো অনন্তকাল ধরে শেকল টানছে। কিছুক্ষণ পর মেরুদণ্ডের হাড় ফুটবার মটমট আওয়াজ শুনতে পেল। এক তিল নড়েনি দেয়ালের গভীরে বসানো আঙটা।

হাঁপিয়ে গিয়ে পাথুরে মেঝেতে বসল ও বিশ্রাম নিতে, বুকের খাঁচায় ধুপধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করল। ওই আঙটা। ওটা খুলতে হবে এখান থেকে বের হতে হলে। কেউ ওকে খুঁজতে আসবে না এখানে। বেরোবার আগে সুসানাকে বলেছিল ও কোথায় যাচ্ছে। ওর দেরি দেখে সুসানা হয়তো ওয়েলিংটন স্ট্রিটের সেই অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িতে যাবে। ওখানে হয়তো সামার্স টাম্বলউডের লাশটাও পাবে। কিন্তু জানবে না জেফ

ব্যারন এই খনিতে আটকে রেখে গেছে ওকে মরবার জন্য। হয়তো লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে সুসানা। কিন্তু টেড মরিস কী করবে? পরিত্যক্ত এই পুরোনো খনিতে ওকে খুঁজতে আসবার কোনও কারণ নেই পুলিশের।

গলার ভিতরটা শুকিয়ে যাওয়ায় খরখরে লাগল রানার। মনে হলো, জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে ওকে। চাইছে না, কিন্তু বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছে গজ দশেক দূরে পড়ে থাকা ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের স্তূপের দিকে। ওটা রবার্ট শ্যাচেটসের অবশিষ্ট। কী বলল জেফ ব্যারন? *'কী যেন ওকে খেয়ে গেছে। বুনো কোনও জানোয়ার আছে এখানে, লিঙ্কস্ হতে পারে।'*

ঠিক আছে, ভয় পাচ্ছি আমি– নিজের কাছে স্বীকার করে নিল রানা। যদি পারতাম, দৌড়ে বেরিয়ে যেতাম এখান থেকে। চিৎকার করে সাহায্য চাইলে যদি কোনও লাভ হতো, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে দ্বিধা করতাম না। কিন্তু দৌড়ে বেরিয়ে যেতে পারছি না আমি, চেঁচিয়ে কোনও লাভ হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো, রানা, কী করবে।

পুরো এক মিনিট পাথরের মূর্তির মতো স্থির বসে থাকল ও। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো ওর শ্বাস-প্রশ্বাস। পাতালে আটকা পড়বার আতঙ্কটা গেল না, কিন্তু অনেকটা শান্ত হলো মন। পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট পেল ও, ম্যাচটাও আছে। সিগারেট ধরিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল, তাকাল টর্চের আলোর বাইরে, অন্ধকারের দিকে। ভাবতে চেষ্টা করল কতক্ষণ ওকে এখানে থাকতে হবে। একটানা জ্বললে ঘণ্টা দেড়েকের আগেই হয়তো ফুরিয়ে যাবে টর্চের ব্যাটারি। টর্চ নিভিয়ে দিতে হবে। সিগারেটের প্যাকেট খুলে গুনল রানা। সতেরোটা সিগারেট আছে। জ্বলন্ত সিগারেটের সামান্য লাল আভাটাও মনে খানিকটা স্বস্তি আনবে হয়তো। টর্চ নিভিয়ে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে কালিগোলা অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। জমাট নীরবতা

পীড়াদায়ক লাগছে কানে।

ধীরেসুস্থে সিগারেট শেষ করল রানা। কতক্ষণ এভাবে বসে আছে ও? আধঘণ্টা? রোলেক্সের লিউমিনাস ডায়ালে চোখ রাখল। মাত্র আট মিনিট পার হয়েছে। একদিন বা দু'দিন এখানে থাকতে হলে মনের উপর কীরকম চাপ পড়বে ভাবতেই আবার টর্চ জ্বালল ও, মেঝেতে টর্চ রেখে দু'হাতে শেকল ধরে টান দিল। ঝটকা মারছে বারবার। বিড়বিড় করে নিজেকে গাল বকতে শুনে ক্ষান্ত দিল শেষে। বসল আবার। মনে হলো, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে, যেন এই মাত্র পনেরো মাইল দৌড়ে এসেছে।

আওয়াজটা শুনতে পেল কিছুক্ষণ পর।

এতক্ষণ ওর নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক আর ঘড়ির মৃদু টিকটিক ছাড়া এই পরিত্যক্ত খনির একশো ফুট নীচের সুড়ঙ্গে আর কোনও আওয়াজ ছিল না। এখন আসছে। কিন্তু মোলায়েম শব্দটা কীসের?

অন্ধকারের দিকে তাকাল রানা, তাকিয়েই থাকল। শ্বাস আটকে শুনতে চেষ্টা করল। ধুকধুক করছে হৃৎপিণ্ড, টিকটিক করছে ঘড়ি– আর তো কোনও শব্দ নেই। আস্তে করে টর্চের দিকে হাত বাড়াল ও, লম্বা সুড়ঙ্গে আলো ফেলল। না, কিছু নেই। আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ। একেকটা সেকেন্ড যেন একেক মিনিট। তারপর আবার হলো আওয়াজটা। খুব মোলায়েম, আলতো পা ফেলার শব্দ। কী যেন অতি সাবধানে নড়ছে। একটা নুড়ি গড়িয়ে গেল, থমথমে নীরবতায় আওয়াজটা বিস্ফোরণের মতো বাজল কানে।

টর্চ তাক করে সুইচ টিপল রানা, তীক্ষ্ণধার ক্ষুর যেমন মাংস কাটে, ঠিক তেমনি করে অন্ধকার চিরে দিল উজ্জ্বল আলো। চোখের ভুল? ক্ষণিকের জন্য জ্বলজ্বলে দুটো বিন্দু দেখল না ও? ওগুলো কোনও জানোয়ারের চোখ হতে পারে? অদৃশ্য হয়ে গেছে। নেই আর এখন। সামনে ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করল রানা। জেফ

ব্যারনকে বলা লিওনেল পুশকিনের কথাটা যেন শুনতে পেল কানে: 'মরতে সময় নেবে প্রচুর।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা, মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে দিতে চাইল। টর্চটা জ্বলছে, ব্যাটারি খরচ হয়ে যাচ্ছে, তবুও টর্চ জ্বলুক। অন্ধকারে ওটা যা-ই হোক, আলো জ্বললে আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না।

পুড়ছে সিগারেট। মাঝে মাঝে ধোঁয়া টানছে রানা, শুনছে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক, আঙটা খুলবার কোনও উপায় আছে কি না ভেবে বের করবার চেষ্টা করছে। মাথাটা কি বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করল? নইলে বারবার অন্ধকারের বিন্দুগুলোর কথা মনে আসছে কেন?

আবার ওগুলো দেখতে পেল রানা। টর্চের আলোর আওতার ঠিক বাইরে, লাল দুটো বিন্দু, যেন নিভন্ত আগুনের তৈরি। নড়ল না রানা, চুপ করে তাকিয়ে থাকল ওগুলোর দিকে। অন্ধকারে ওকেও সমান মনোযোগে লক্ষ করা হচ্ছে বলে মনে হলো ওর।

আস্তে আস্তে গড়াচ্ছে সময়। বিন্দু দুটো এগিয়ে আসছে কি না বুঝতে চেষ্টা করল রানা, আন্দাজ করতে পারল না। এগিয়ে আসছে, কল্পনা করতে শুরু করেছে নাকি ও? অপেক্ষায় থাকল রানা, আওয়াজ যাতে না হয় সেজন্য মুখ দিয়ে শ্বাস ফেলছে।

হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে। অতি ধীরে, অতি সাবধানে, নিঃশব্দে আসছে। কীসের যেন আবছা অবয়ব ধীরে ধীরে আকৃতি পাচ্ছে। ছুঁচাল একটা মুখ অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেল রানা, পিঠটা গোলচে, মসৃণ। ডান পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে, তবু একতিল নড়ল না ও, দেখতে চায়, কীসের মোকাবিলা করতে হবে ওকে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, টর্চের আলোর আওতার মধ্যে ঢুকে পড়ল মস্ত একটা ইঁদুর। পূর্ণবয়স্ক একটা বিড়ালের কাছাকাছি ওটার আকার। নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য দু'ফুটের কাছাকাছি।

আলোয় চলে এসে ওটার সাবধানতা কমে গেল, সরাসরি

রানার চোখের দিকে তাকাল ইঁদুরটা। মসৃণ, বাদামী লোমগুলো টর্চের আলোয় চিকচিক করছে।

হাতের কাছে পড়ে থাকা আধসেরী একটা পাথর তুলে নিল রানা। এগোনো থেমে গেল ইঁদুরটার। স্থির দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে দেখছে। পাথর ছুঁড়ল রানা ইঁদুরটাকে লক্ষ্য করে।

ওটা অর্ধেক দূরত্ব পেরোনোর আগেই নরম পায়ের টিপটিপ আওয়াজ হলো, বাদামী একটা ঝিলিকের মতো অদৃশ্য হলো কুৎসিত জীবটা। ওটা যেখানে ছিল, সেখানে গিয়ে পড়ল পাথর।

এখন রানা বুঝতে পারছে কীসে খেয়েছে রবার্ট শ্যাচেট্স্‌কে। এটাও বুঝতে ওর দেরি হলো না, জানোয়ারটার যখন খিদে পাবে, তখন আর পাথর ছুঁড়লেও পালাবে না ওটা।

আরও পাথরের খোঁজে ধারেকাছে তাকাল রানা, হাতের নাগালে যেগুলো পেল, স্তূপ করতে শুরু করল। কাজটা সেরে মাটি পরখ করে দেখল ও। ধুলো ও নুড়িপাথরের নীচে ছোট এক খণ্ড কাঠ দেখতে পেয়ে তুলে নিল। জিনিসটা অস্ত্র হিসেবে কিছুই নয়, তবুও বাড়ি মারা যাবে অন্তত। যেভাবে ওকে শেকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে, তাতে একটা ইঁদুর আক্রমণ করে বসলে বাড়ি মেরে ওটাকে খতম করে দিতে পারবে ও। কিন্তু ওর মন বলছে, এখানে একটা ইঁদুর নেই, আরও আছে। কয়টা? কাপড়ের স্তূপটার উপর চোখ আটকে গেল রানার। একটা-দুটো নয়, অনেকগুলো ইঁদুর ওই অবস্থা করেছে রবার্ট শ্যাচেট্সের।

ডানহাতে কাঠের টুকরো ও বামহাতে টর্চ ধরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল রানা।

অপেক্ষা করছে ও। কাছেই কোথাও অন্ধকারে অপেক্ষা করছে ইঁদুরটাও। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে অতি ধীরে।

অনেকক্ষণ পর আবার ঘড়ি দেখল রানা। চারটে বিশ মিনিট। দু'ঘণ্টার কিছু বেশি সময় এই সুড়ঙ্গে বন্দি হয়ে আছে ও। প্যাকেটে আর পাঁচটা সিগারেট আছে। টর্চের আলোটা দুর্বল হয়ে

কমলা রং ধরেছে। গত আধঘণ্টা পাঁচ মিনিট পর পর অল্পক্ষণের জন্য টর্চ জ্বেলেছে ও– যতটা বেশি সময় আলোটা পাওয়া যায়।

আর কোনও আওয়াজ হয়নি। ইঁদুরটাকে আর দেখেনি রানা। বদ্ধ, ভারী বাতাসে ঝিমুনি চলে আসছে ওর। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে আগুনের আভার দিকে তাকিয়ে পার হয়েছে সময়টা। কোটের পকেট থেকে রুমালটা বের করে গলায় বেঁধেছে ও কিছুক্ষণ আগে। ইঁদুরটা গলা লক্ষ্য করে লাফ দিলে...

অটো সাজেশন দিয়ে মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করেছে ও বসে থেকে। তবে এটাও মেনে নিয়েছে, এখান থেকে ওর নিজের চেষ্টায় বের হবার কোনও উপায় নেই। ইঁদুরটা হামলা করলে ওটাকে খতম করতে হবে, এ-ছাড়া আর কোনও ভাবনা মনে আসতে দিচ্ছে না এখন।

দুটো ঘণ্টা যেন ছিল দুটো মাসের মতো দীর্ঘ। সিগারেট টানা, অন্ধকারে তাকিয়ে থাকা, কান পেতে শোনা আর ইঁদুরের কথা ভাবা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না ওর। ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে অবিরত।

তারপর মিহি আওয়াজটা আবার শুনতে পেল ও। সেই সঙ্গে খসখস আরেকটা শব্দ। মেঝেতে ঘষা খাচ্ছে ইঁদুরের লেজের ডগার শক্ত চামড়া। আওয়াজ লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়ল রানা। ছুটে দূরে চলে গেল জানোয়ারটা। এখনও ওটা বোধহয় খিদেতে পাগল হয়ে ওঠেনি। আরও দূরে সরাতে আরেকটা পাথর ছুঁড়ল রানা।

টর্চের দুর্বল আলোটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। টর্চ নিভিয়ে দিল রানা, অন্ধকারে কান পেতে বসে থাকল। ঝিমুনি আসছে আবারও। বোধহয় দশ মিনিট পেরল, তারপর চমকে উঠল ও। ডান পা বেয়ে সরসর করে উঠতে শুরু করেছে কী যেন একটা!

ঝট করে টর্চটা ধরে আলো জ্বালল ও, ওর মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে নেমে গেল ঠাণ্ডা একটা স্রোত। বাম হাতে কখন শক্ত করে ধরে কাঠের খণ্ডটা তুলেছে, বলতে পারবে না। এক সেকেন্ডের জন্য ইঁদুরটাকে আওতার মধ্যে দেখল রানা, গুটিসুটি

একটা ভাব করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, লাল চোখ দুটো জ্বলছে অঙ্গারের মতো। আলোটা জ্বলে উঠতেই পলকের মধ্যে ছিটকে সরে গেল অন্ধকারে। রানা টের পেল, দরদর করে ঘামছে ও শীতল সুড়ঙ্গে।

তারপর হঠাৎ আলোর আভার বাইরে আরও চার জোড়া লাল অঙ্গার দেখা দিল। এক ফুট দূরত্বে আছে ওগুলো। আস্তে আস্তে, সাবধানে এগিয়ে আসছে।

চিৎকার করে ধমক দিল রানা ওগুলোকে। ওর গলার আওয়াজ খানখান করে দিল নীরবতা। কিন্তু পিছাচ্ছে না কুৎসিত জীবগুলো। এক মুঠো পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ল রানা। অদৃশ্য হয়ে গেল লাল চোখগুলো, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো আবার। আরও খানিকটা কাছে চলে এসেছে। গলা ফাটিয়ে আবার ধমক দিল রানা।

'মাসুদ!' একটা অস্পষ্ট নারীকণ্ঠ শুনতে পেল ও।

চমকে গেল রানা। কানে ভুল শুনছে? 'কে?' জানতে চাইল চিৎকার করে।

'মাসুদ! কোথায় তুমি?'

'এখানে! টানেলের ভিতরে!' সুসানার গলা চিনতে পারল ও এবার। বাদামী একটা ঝিলিক দেখতে পেল, তারপরেই ওর গলায় বাঁধা রুমালে দাঁত বসাল একটা ইঁদুর। বুকের উপর ওটার ওজন টের পেল রানা, রোমশ শরীর থেকে ধুলোর গন্ধ আসছে। ওটার ভেজা নাক রুমাল সরিয়ে থুতনির নীচে পৌঁছে গেছে। গলায় কামড় বসানোর সুযোগ খুঁজছে ক্ষুধার্ত শিকারী।

দু'হাতে খপ করে মোটা, পিচ্ছিল শরীরটা ধরল রানা, টান দিয়ে সরিয়ে আনল গলার কাছ থেকে। শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করল ইঁদুরটা, ঘাড় বাঁকিয়ে কামড় বসিয়ে দিল কব্জিতে। তীক্ষ্ণ ব্যথা অগ্রাহ্য করল রানা, আরও শক্ত করে ধরল ওটাকে, তারপর দু'হাতের চাপে মেরুদণ্ড ভাঙতে চেষ্টা করল। কিঁচকিঁচ করে উঠল জানোয়ারটা, সূক্ষ্ম দাঁতগুলো বেরিয়ে এলো ওর

কব্জির মাংস থেকে। শুকনো ডালের মতো মট্ আওয়াজ করে ভেঙে গেল ওটার মেরুদণ্ড। দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা মৃত আতঙ্কটাকে।

'মাসুদ!'

আগের চেয়ে কাছে মনে হলো সুসানার গলার আওয়াজ।

'এখানে!'

অনেক দূরে, সুড়ঙ্গের আরেক মাথায় ছোট্ট একটা আলোর বিন্দু দেখতে পেল রানা।

'আমি আসছি!' চেঁচাল সুসানা। রানার মনে হলো এত মিষ্টি কণ্ঠ জীবনেও শোনেনি কখনও।

'সাবধান, সুসানা। সাবধানে এসো। ইঁদুর আছে।'

'আসছি।'

আস্তে আস্তে কাছে চলে আসছে আলোটা, উজ্জ্বল হচ্ছে। মিনিট খানেক পরে রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সুসানা, ওর হাত দুটো তুলে নিল নিজের কাঁপা হাতে।

হাসবার চেষ্টা করল রানা, মনের চোখে নিজেকে আয়নায় ভেঙচি কাটতে দেখল। নিশ্চয়ই ওরকমই দেখাচ্ছে ওর হাসি।

'এলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল ও।

সুসানার আঙুল রানার গাল ছুঁয়ে দিল। 'পরে শুনো, মাসুদ।... আহত হয়েছ?'

হাতটা তুলে দেখল রানা, ইঁদুরটার দাঁত বসে গিয়েছিল যেখানে, সেই ফুটোগুলো দিয়ে রক্ত পড়ছে। রুমালটা গলায় বেঁধেছিল বলে বেঁচে গেছে। ওটা না থাকলে জুগুলার ভেইন ছিঁড়ে ফেলত শয়তানটা।

'ইঁদুরের কাজ,' বলল রানা।

সাদা সিল্কের স্কার্ফটা খুলে ওর কব্জিতে শক্ত করে বেঁধে দিল সুসানা।

'সত্যিই ইঁদুর?'

'হ্যাঁ। মেরে ফেলেছি ওটাকে। তোমার পিছনে কোথাও আছে।'

চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সুসানা, ওর টর্চের আলোয় দেখা গেল মরা জানোয়ারটাকে। অস্ফুট একটা শব্দ বের হলো সুসানার গলা দিয়ে। 'ইয়াখ! আরও আছে?'

মিথ্যে বলল না রানা। 'আছে কয়েকটা। এটা বেশি উৎসাহী ছিল।'

কাছে গিয়ে ইঁদুরটাকে দেখল সুসানা, তারপর শিউরে উঠল। 'এতো বড়! চলো, চলে যাই এখান থেকে, মাসুদ!'

'শেকল দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে আমাকে,' বলল রানা। 'লিওনেল পুশকিনের প্রতিশোধ।'

শেকলটা হাতড়ে দেখল সুসানা। কী ঘটেছে সংক্ষেপে ওকে জানাল রানা।

সুসানা বলল, 'আমার কাছে একটা পিস্তল আছে, মাসুদ। শেকলের জোড়া ভাঙবে না গুলি করলে?' .২৫ সেমি অটোমেটিক বেরেটা পিস্তলটা স্কার্টের পকেট থেকে বের করে রানার হাতে দিল ও।

'সরে যাও,' সুসানাকে বলল রানা। 'তুমি সরে যাবার পর চেষ্টা করে দেখব শেকল ছিঁড়তে পারি কি না। পিছলে যে-কোনও দিকে যেতে পারে বুলেট।'

সুসানা খানিকটা দূরে যাবার পর শেকলের একটা জোড়ায় পিস্তলের নল ঠেকিয়ে গুলি করল রানা। তৃতীয় গুলিতে ঝটাং করে ভেঙে গেল জোড়া। বন্ধ জায়গায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে কান ভোঁ-ভোঁ করছে রানার, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। টলে পড়ে যাচ্ছিল, এগিয়ে এসে চট করে ওকে ধরে ফেলল সুসানা, দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করল।

'বসে থেকে থেকে হাত-পা জমে গেছে, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে,' তাকে বলল রানা, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে পায়চারি

শুরু করল। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হতে সময় নিল না বেশি। এবার জিজ্ঞেস করল ও, 'তুমি বলোনি, এখানে কীভাবে এলে।'

'এক মহিলা ফোন করেছিল। কিছুতেই নিজের পরিচয় দিল না। বলল, "যদি মিস্টার রানাকে বাঁচাতে চাও, তো জলদি মন্টি ভার্ডে মাইন-এ যাও। ওরা তাকে ওখানে নিয়ে গেছে।" তারপর সে কে, কীভাবে জানল, এসব না বলেই ফোন রেখে দিল। দেরি না করে টর্চ আর পিস্তলটা নিয়ে চলে এসেছি আমি।' আফসোস করে মাথা নাড়ল সুসানা। 'লেফটেন্যান্ট টেড মরিসকে জানানো দরকার ছিল, কিন্তু তাড়াহুড়োয় কী যে করেছি, মাথার ঠিক ছিল না।'

'সমস্যা নেই,' বলল রানা। 'তুমি এসে পড়ায় ছাড়া তো পেলাম, এবার বেরিয়ে যাব দু'জন এখান থেকে।'

মাথা নাড়ল সুসানা, কাঁপা গলায় বলল, 'জানি না পারব কি না। এক ঘণ্টার বেশি হলো একটার পর একটা টানেলে ঘুরেছি আমি দিশে হারিয়ে। যদি তোমার গলার আওয়াজ না শুনতাম, তা হলে চিৎকার করে সাহায্য চাইতে শুরু করতাম। ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপছিল। সব ক'টা টানেল দেখতে ঠিক একই রকম।'

'ঠিকই বেরিয়ে যাব আমরা,' সাহস দিল রানা। 'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

'ওটা কী?' কাপড়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে আছে সুসানা।

'রবার্ট শ্যাচেটসের অবশিষ্ট,' সামনে গিয়ে কাপড়ের স্তূপে টর্চের আলো ফেলল রানা। করোটির চামড়া-মাংসও পরিষ্কার করে ফেলেছে ইঁদুরের দল। কপালে বুলেটের একটা ছোট্ট ফুটো। 'গুলি করেছিল কেন?' নিজেকেই জিজ্ঞেস করল রানা। কাপড়গুলো ঘেঁটে দেখতে শুরু করল ও। চামড়ার ওয়ালেট পেল একটা ছেঁড়া পকেটে। ওটাতে শ্যাচেটসের নামে গাড়ির একটা রেজিস্ট্রেশন ট্যাগ, দুটো বিশ ডলারের নোট আর একটা ছবি পেল ও। ছবিটা ফিওনা শ্যাচেটসের। আগের জায়গায় ওয়ালেট রেখে উঠে দাঁড়াল

ও, বলল, 'টেড মরিসকে এখানে নিয়ে আসতে হবে।'

হাড়গোড়ের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সুসানা, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'ইঁদুর করেছে এই অবস্থা?'

'কিছু একটা করেছে,' বলল রানা, 'চলো, যাওয়া যাক।'

ভীত চোখে অন্ধকারের দিকে তাকাল সুসানা। গলাটা বেসুরো শোনাল ওর। 'আমাদের ওরা ধরতে আসবে না বোধহয়? কথা বলছ না কেন, মাসুদ? আসবে?'

'না। চলো।' সুসানার হাত ধরে এগোল রানা। ওর টর্চের আলো একেবারেই কমে এসেছে, তবে সুসানার টর্চ নিভিয়ে রাখতে বলল ও। যদি অনেকক্ষণ ধরে সুড়ঙ্গ থেকে বের হবার পথ খুঁজতে হয়, তা হলে পরে কাজে আসবে ওটা।

সুড়ঙ্গের অর্ধেকটা পেরনোর পর আরেকটা সুড়ঙ্গ দেখতে পেল ওরা, ওটা বামদিকে গেছে। রানার মনে পড়ল, ওটা ধরেই চলে গিয়েছিল জেফ ব্যারন।

'বামদিকে যাব আমরা,' বলল ও।

'সোজা যাব না কেন?' জিজ্ঞেস করল সুসানা।

'জেফ ব্যারন এটা দিয়ে গেছে।'

একশো গজ মত এগোল ওরা সুড়ঙ্গটা ধরে, তারপর আরেকটা সুড়ঙ্গের গায়ে শেষ হয়ে গেল ওটা। ডান ও বাম, দু'দিকে চলে গেছে নতুন সুড়ঙ্গ।

'এবার?' অসহায় গলায় জিজ্ঞেস করল সুসানা।

'জানি না,' দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'কোন্ দিকে যেতে চাও?'

একটু দ্বিধা করল সুসানা, তারপর বলল, 'ডানদিকে চলো।'

আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। সুড়ঙ্গের মেঝে উঁচু-নিচু, এবড়োখেবড়ো, কয়েক মিনিট হাঁটবার পর রানা টের পেল, ঢালু হয়ে নেমে গেছে মেঝে। থেমে পড়ল ও। 'সুসানা, নীচে নামছি আমরা। আসলে ওপরে ওঠার কথা। বামদিকের টানেল ধরে এগোতে হবে।'

'এখন বুঝতে পারছ, মাসুদ, সব টানেল যে একই রকম?' সুসানার গলায় তীক্ষ্ণ একটা ভাব আছে, আগে কখনও মেয়েটাকে এভাবে কথা বলতে শোনেনি রানা। 'এক ঘণ্টার বেশি দিশেহারার মতো শুধু ঘুরেছি আমি পথ হারিয়ে!'

'এসো,' ফিরতি পথ ধরল রানা।

বামদিকে সুড়ঙ্গটা পঞ্চাশ গজ এগিয়ে নিরেট পাথরের দেয়ালের গায়ে থেমে গেছে।

'ম-মনে হয় না আমরা বের হতে পারব, মাসুদ!' ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে সুসানা।

'চিন্তা কোরো না,' বলল রানা। নিজেই ও সুসানার আচরণে চিন্তায় পড়ে গেছে। এমনিতে সুসানা শান্ত, দৃঢ়চেতা; কিন্তু ওর মধ্যে এখন হিস্টিরিয়ার পূর্ব লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে রানা। 'এমনও হতে পারে ওদিকের টানেলটা নীচে নেমে আবার ওপরে উঠেছে। চলো, ওটা ধরেই যাব আমরা।'

শক্ত করে রানার হাত ধরল সুসানা। বেসুরো গলায় বলল, 'একা এসে বিরাট ভুল করে ফেলেছি, মাসুদ। ইশ্, কেন যে লেফটেন্যান্ট মরিসকে সঙ্গে আনলাম না! হারিয়ে গেছি আমরা! দশদিন ধরে ঘুরলেও হয়তো বের হতে পারব না, মাসুদ!'

'এসো,' আগের চেয়ে শান্ত গলায় বলল রানা। 'কথা বলে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না। হয়তো দেখবে দশ মিনিটের মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে গেছি।'

সুসানাকে দেখে মনে হলো নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তারপর আবার যখন কথা বলল, আগের চেয়ে কিছুটা শান্ত শোনাল ওর কণ্ঠ: 'দুঃখিত, মাসুদ। আসলে ভীষণ ভয় পেয়েছি। মাটির এতো নীচে... মনে হচ্ছে কবর হয়ে গেছে আমার।'

'হতাশ হলে চলবে না, সুসানা,' নরম গলায় বলল রানা। 'চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাদের। এসো।' সুসানার কনুইয়ের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে নিয়ে এগোল রানা। 'তুমি যে সাহস করে আমার

খোঁজে এখানে এসেছ; এজন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম।'

একটু পর আরও ঢালু হয়ে গেল সুড়ঙ্গের মেঝে, ওদের মনে হলো পাতালপুরীতে নেমে যাচ্ছে অনন্তকাল ধরে।

হঠাৎ নিভে গেল রানার টর্চ। থমকে দাঁড়াল ওরা।

রানার হাত খামচে ধরল সুসানা, মুখে অপর হাত চাপা দিয়ে আর্তচিৎকার ঠেকাল।

'ঠিক আছে, এবার তোমার টর্চটা জ্বালো,' বলল রানা। 'আমারটার ব্যাটারি শেষ। এতক্ষণ চলেছে সেটাই আশ্চর্য।'

রানার হাতে টর্চটা দিল সুসানা।

'তাড়াতাড়ি চলো, মাসুদ, এটাও বেশিক্ষণ জ্বলবে না।'

'যতক্ষণ জ্বলবে তাতেই বেরিয়ে যেতে পারব,' সাহস দিল রানা। সুসানার ব্যাপারে চিন্তা করতে হচ্ছে বলে ওর নিজের দুশ্চিন্তা কমে গেছে অনেক। আগের চেয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল ওরা। দু'জনই জানে, বেরোতে পারার আগে টর্চ নিভে গেলে মহাবিপদ।

আরও নীচে নামছে সুড়ঙ্গের মেঝে, সেই সঙ্গে বাতাস হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেনশূন্য। তারপর সর্বনাশের ষোলো-কলা পূর্ণ করতেই যেন নিচু হতে শুরু করল সুড়ঙ্গের ছাদ।

ছাদটা মাথার কাছে নেমে আসতেই থমকে দাঁড়াল সুসানা। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'এটা বেরনোর পথ নয়! আমি জানি এটা পথ নয়! চলো, ফিরে চলো!'

'এটাই পথ, সুসানা,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'জেফ ব্যারন বামদিকে বাঁক নিয়েছিল, আমি দেখেছি। এসো, আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি।'

'না!' কোরবানির হাট থেকে কেনা ছাগলের মত পিছিয়ে গেল সুসানা। ওর কাঁপা কাঁপা শ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। টর্চের আলো ফেলে দেখল কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে মুখটা, বড় বড় চোখ দুটোতে ভীতা হরিণীর দৃষ্টি। 'পারব না! আমি পারব না! শ্বাস আটকে আসছে আমার, মাসুদ!'

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রানারও। অক্সিজেনের অভাবে খিঁচ ধরছে বুকের খাঁচায়। স্বচ্ছতা হারাচ্ছে চিন্তাগুলো।

'আর একশো গজ, সুসানা,' হাত ধরে টান দিল রানা। 'তারপরও যদি পথ না পাই, তা হলে ফিরে যাব।'

পঞ্চাশ গজ এগোতেই ওদের সামনে আরেকটা আড়াআড়ি সুড়ঙ্গ পড়ল। বাতাসে আরও অনেক কমে গেছে অক্সিজেন।

'এই দেখো পথ পেয়ে গেছি,' খুশি খুশি গলায় বলতে চেষ্টা করল রানা। 'ডানদিকে যাব আমরা। মেঝে যদি নীচের দিকে নামে, তা হলে ফিরে এসে বামদিকে রওনা হয়ে যাব, ব্যস।'

সঙ্গে যেতে আপত্তি করল না সুসানা। কিন্তু পদক্ষেপ স্খলিত।

একটার পর একটা সুড়ঙ্গ বিভিন্ন দিকে চলে গেছে, সবগুলো দেখতে ঠিক একইরকম। রানার মনে হলো, যদি গোলকধাঁধায় পড়ে একই পথে বারবার ঘুরপাক খায় ওরা, তা হলেও টের পাবে না। হাঁটতে এখন রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। পা দুটো গাছের গুঁড়ির মতো ভারী ঠেকছে রানার, টেনে নিয়ে যেতে মনোযোগ দিতে হচ্ছে। অক্সিজেনের অভাবে ফোঁপাতে শুরু করেছে সুসানা, টলছে। ওকে ধরে এগোল রানা।

তবে আশার কথা, আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠছে সুড়ঙ্গের মেঝে। 'ঠিক পথেই আছি আমরা,' শ্বাসের ফাঁকে বলল রানা। 'ওপরের দিকে যাচ্ছি।'

রানার গায়ে প্রায় এলিয়ে পড়ল সুসানা, ফিসফিস করে বলল, 'বাতাস... নষ্ট... আর বেশিদূর যেতে পারব না আমি।'

সুসানার কোমর জড়িয়ে ধরে পা বাড়াল রানা। তারপর তুলে নিল ওকে পিঠে। সুড়ঙ্গের ছাদ আরও নেমে আসছে। আরও কুঁজো হতে হলো রানাকে, নইলে মাথায় ঠোকর খাবে। আর তিরিশ গজ এগোনোর পর প্রায় দু'ভাঁজ হয়ে গেল ও।

থামল রানা। হাঁপাতে হাঁপাতে শ্বাস নিল কিছুক্ষণ।

একটু দম ফিরে পেয়ে সুসানা বলল, 'মাসুদ, ফিরে যেতে

হবে!' কথাটা বলেই রানার পিঠ থেকে নেমে গেল ও, আচ্ছন্নের মতো হোঁচট খেতে খেতে পা বাড়াল ফিরতি পথে।

ওকে ধরে ফেলল রানা, জোর করে ঘোরাল। মিনতি ঝরল ওর কণ্ঠে: 'বোকামি কোরো না, সুসানা। এসো! সামনে যেতে হবে।'

আপত্তি করল সুসানা, 'না! আমি... আমি...' রানার চেহারায় দৃঢ়তা দেখে শক্ত করল নিজেকে, থরথর করে কাঁপছে। 'চলো, মাসুদ!'

'একটু বসে বিশ্রাম নিয়ে নাও,' সুসানাকে ধরে বসাল রানা। নিজেও বসল। 'ঠিকই বেরিয়ে যাব আমরা, দেখবে। শক্ত করো মনটাকে, বেরিয়ে আমরা যাবই।'

নীচের দিকের বাতাস ওপরের তুলনায় বেশ ভাল। সুসানাকে আস্তে করে ধরে সুড়ঙ্গের মেঝেতে শোয়াল রানা, নিজেও শুয়ে পড়ল পাশে। কিছুক্ষণ পর ওর বুকের খাঁচা আঁকড়ে আসবার অনুভূতিটা দূর হয়ে গেল অনেকখানি। পাগুলো আর আগের মতো ভারী ঠেকছে না।

'আগের চেয়ে ভাল লাগছে,' আধবসা হলো সুসানা। মুখ থেকে এক গোছা চুল সরিয়ে বলল, 'দুঃখিত, মাসুদ, বোঝা হতে চাইনি আমি। আসলে এতো ভয় পেয়েছিলাম... আর এরকম হবে না।'

'ভুলে যাও,' সান্ত্বনা দিল ওকে রানা, 'এরকম অবস্থায় পড়লে সবাই ভয় পাবে।' একটু পরে জিজ্ঞেস করল, 'রওনা হবে? হামাগুড়ি দিয়ে গেলে বাতাসের কষ্ট হবে না আমাদের। নাকটা নীচের দিকে রাখতে হবে।' সুসানা মাথা দোলানোয় বলল, 'আমি আগে যাচ্ছি।'

রুক্ষ পাথুরে মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে গিয়ে হাত ছিলতে শুরু করল ওদের। খানিক পরে থামল দু'জন। আবার ঘামতে শুরু করেছে রানা। শ্বাস নিতে গিয়ে গলায় বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছে। শুয়ে পড়ল ও। ওর পাশে ধপ করে বসে পড়ল পরিশ্রান্ত সুসানা, অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'মাসুদ, তুমি সত্যি মনে করো এখান থেকে

বের হতে পারব আমরা?'

'নিশ্চয়ই পারব,' চেষ্টা করেও দৃঢ়তা আনতে পারল না রানা বলবার ভঙ্গিতে। 'কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেব, তারপর আবার এগোব।'

ওর মন বলছে, এই পথে আসেনি জেফ ব্যারন। সম্ভবত কোথাও ভুল কোনও বাঁক নিয়েছে ওরা। চিন্তাটা রানাকে দমিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু এখন সামনে এগোনো ছাড়া আর কোনও পথ নেই। পিছনের ফেলে আসা পথে ফিরে না গিয়ে সামনে নতুন কিছু পাওয়ার আশায় এগিয়ে যাওয়াই উচিত মনে হচ্ছে ওর।

হঠাৎ ওর হাত আঁকড়ে ধরল সুসানা, কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আওয়াজটা কীসের? মাসুদ? কীসের আওয়াজ?'

কান পাতল রানা। দূর থেকে আসছে শব্দটা। যেন অনেক দূরে বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাসে দুলে ঘষা খাচ্ছে অসংখ্য শুকনো পাতা।

'কীসের, মাসুদ?' আবার জানতে চাইল সুসানা।

'জানি না,' বিড়বিড় করল রানা।

'বৃষ্টির শব্দ মনে হচ্ছে না?' গলার সুরে মনে হলো আশান্বিত হয়ে উঠছে সুসানা।

'মনে হয় না,' বলল রানা। আওয়াজটা বৃষ্টির মতো, কিন্তু তা হলে কাছে চলে আসছে কেন? তারপর বুঝতে পারল ও, হাজার হাজার নরম পা নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে ছুটে আসছে! আওয়াজটা আগেও শুনেছে ও এই খনিতে। তখন একটার আওয়াজ শুনেছে, এখন শুনতে পাচ্ছে হাজার হাজার পায়ের আওয়াজ।

ক্ষুধার্ত ইঁদুরের দল ছুটে আসছে শিকার ধরতে!

তেরো

লাফ দিয়ে উঠে বসল রানা, সুসানার হাতে টান দিল। দাঁড়ানোর ফাঁকে বলল, 'এসো! দেখি কত জোরে দৌড়াতে পারো তুমি!'

'কেন? কী বলছ, মাসুদ?' অবাক হয়ে গেল সুসানা। 'বললে না আওয়াজটা কীসের?'

'ইঁদুর,' গলা শান্ত রাখতে চেষ্টা করল রানা। 'দৌড়াও। এসো আমার সঙ্গে। ভয় পেয়ো না। ধরতে পারবে না ওরা আমাদের।'

ছাদটা নিচু বলে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, কুঁজো হয়ে পাশাপাশি ছুটল ওরা দু'জন। টিপটিপ আওয়াজটা কাছে চলে আসছে। মেঝেতে পড়ে থাকা পাথরে হোঁচট খাচ্ছে রানা ও সুসানা, কর্কশ পাথুরে দেয়ালে ঘষা খাচ্ছে, তবুও প্রাণপণে ছুটে চলেছে দু'জন। সুড়ঙ্গটা ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁকটা ঘুরবার পর ছাদ উঁচু হতে শুরু করল। কয়েক গজ পর সোজা হয়ে দৌড়াতে পারল ওরা।

'আরও জোরে দৌড়াও, সুসানা,' তাগাদা দিল রানা, গতি বাড়িয়ে দিল নিজেও, প্রায় টেনে নিয়ে চলেছে সুসানাকে।

আগের চেয়ে সহজে এগোতে পারছে ওরা। তবে হাঁপাতে শুরু করেছে সুসানা। সামনে যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের অনন্ত পথ। হঠাৎ টলে উঠে পড়ে যাচ্ছিল সুসানা, পাশ ফিরে ওকে ধরে ফেলল রানা। ওর গায়ে হেলান দিয়ে শ্বাস নিতে গিয়ে ফোঁপাতে শুরু করল সুসানা, তার ফাঁকে বলল, 'আমার দম শেষ! আর পারব না আমি, মাসুদ!'

'পারবে! এসো!' নিষ্ঠুর শোনাল রানার কণ্ঠ। এক হাতে

সুসানার কাঁধ জড়িয়ে ধরল ও, সামনে বাড়ল। জোরে হাঁটতে চেষ্টা করছে।

ষাট-সত্তর গজ যাবার পর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল সুসানার, ধপ করে বসে পড়ল ও মেঝেতে। দুর্বল গলায় বলল, 'এক মিনিট, মাসুদ! এক মিনিট। এক মিনিট বসলেই ঠিক হয়ে যাব।'

দেয়ালে হাত রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা, কান খাড়া। বৃষ্টির মতো সেই শব্দটা নেই। আস্তে আস্তে শ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে ওর। কিন্তু ও জানে, আপাতত ওদের হারিয়ে ফেললেও গন্ধ শুঁকে ঠিকই হাজির হয়ে যাবে ইঁদুরের দল, বেশি দেরি নেই।

'চলো, যাওয়া যাক,' তাগাদা দিল ও সুসানাকে।

দূরে আবার শোনা গেল টিপটিপ আওয়াজ।

টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়াল সুসানা, রানার সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলল অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে।

মিনিট দশেক পরে দম ফিরে পেয়ে আবার দৌড়াতে পারল সুসানা। বৃষ্টির আওয়াজ অনেক কাছে চলে এসেছে। কিঁচকিঁচ চিৎকার শোনা যাচ্ছে এখন। আওয়াজটা ক্লান্ত রানা ও সুসানাকে গতি বাড়াতে উৎসাহ দিল। সামনে আরেকটা সুড়ঙ্গ। চিন্তা ভাবনার সময় নেই, ডানদিকে রওনা হলো রানা সুসানাকে টেনে নিয়ে। ওপরের দিকে উঠে গেছে সুড়ঙ্গটা, ওটা কোনওদিন শেষ হবে বলে মনে হলো না ওর। সামনে কিছুদূর যেতেই সরু হয়ে গেল সুড়ঙ্গ। টর্চের আলো ফেলে রানা বুঝতে চাইল কোথায় যাচ্ছে। একটা দেয়ালের গায়ে পড়ল টর্চের আলো। দেয়ালে একটা দরজা মতো দেখতে পেল, গোল একটা ফুটোও বলা যায়।

'চলো,' গর্তটা দিয়ে সুসানাকে ঢুকতে সাহায্য করল রানা, নিজেও ঢুকে পড়ল।

টর্চের আলোয় বড় একটা গুহা দেখতে পেল ওরা। ছাদটা অনেক উঁচুতে। গুহার মাঝখানে, মেঝে থেকে আট ফুট উপর পর্যন্ত সাজিয়ে রাখা আছে অনেকগুলো বাক্স।

'বেরোনোর কোনও পথ নেই, মাসুদ!' হতাশ হয়ে বলল সুসানা।

ঠিকই বলেছে ও। কানাগলিতে আটকা পড়েছে, মনে হলো রানার। পালাবার পথ নেই। ইঁদুরগুলোর পায়ের আওয়াজ আর কিঁচকিঁচ শব্দ চলে এসেছে অনেক কাছে, সুড়ঙ্গ ধরে এই গুহাটার দিকেই আসছে ওগুলো।

'জলদি, সুসানা! বাক্সগুলো দিয়ে গুহার মুখটা বন্ধ করতে হবে!'

দেরি না করে রানার দেখাদেখি বাক্সের সারির সামনে চলে গেল সুসানা, একটা করে বাক্স ছেঁচড়ে নিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে ওরা গর্তটার মুখে, তারপর আবার ফিরল আরও বাক্স নিতে। নীচের প্রথমসারি সাজাতে তিন মিনিটও লাগল না ওদের। ইঁদুরের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে ওরা এখন। বুনো গন্ধটার মধ্যে ভীতিকর কী যেন আছে। হিংস্র জানোয়ারগুলো ছুটে আসছে লোভনীয় খাবারের দিকে। বাইরের লম্বা সুড়ঙ্গে বাড়ছে তাদের পায়ের টিপটিপ আওয়াজ। আতঙ্কের হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চায়।

যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে রানা ও সুসানা, একটার পর একটা বাক্স এনে রাখছে আগেরগুলোর ওপরে। সুসানা আরেকটা বাক্স আনতে ছুটে যেতেই খোলা জায়গা দিয়ে টর্চের আলো ফেলল রানা সুড়ঙ্গের ভিতর। দৃশ্যটা দেখে সরসর করে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। সরু সুড়ঙ্গের মেঝে দেখা যাচ্ছে না, বাদামী রঙের রোমশ প্রাণীগুলো হুড়োহুড়ি করছে সামনে আসার জন্য। বাধা পেলেই তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে রেগে গিয়ে, ওগুলোর লেজ পাথরে ঘষা খেয়ে খসখস আওয়াজ হচ্ছে।

.২৫ বেরেটা সেমি অটোমেটিকটা বের করে দু'বার মেঝেতে গুলি করল রানা। বন্ধ জায়গায় বিকট শব্দ করল অস্ত্রটা। আওয়াজটা সুড়ঙ্গে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বারবার।

বাদামী মিছিলে নড়াচড়া বেড়ে গেল, কিন্তু সামনের

ইঁদুরগুলোর পিছানোর কোনও পথ নেই, আরও ইঁদুর ঢুকছে সুড়ঙ্গে, ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে সামনে বাড়তে চেষ্টা করছে।

পিস্তলের গুলি তিনটে ইঁদুরকে ফুটো করেছে। আহত ইঁদুরগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্যগুলো। একটা আরেকটার উপর চড়ে শিকারের কাছে পৌঁছোবার চেষ্টা করছে। ক্ষুরের মতো ধারাল দাঁতগুলো দিয়ে পরস্পরকে কামড়ে দিচ্ছে তারা, শরীর শিরশির করে ওঠা কিঁচকিঁচ আওয়াজ করছে অনবরত।

সুসানার কাছ থেকে একটা বাক্স নিয়ে দেয়ালটা আরও উঁচু করল রানা, মেঝেতে ছেঁচড়ে আনল আরও দুটো বাক্স, ওগুলো চাপাল আগেরগুলোর উপর। সুসানা আরেকটা বাক্স রাখতে গেল ফাঁক বন্ধ করতে, তার আগেই লাফ দিয়ে ওর গায়ে এসে পড়ল মস্ত এক ইঁদুর। আতঙ্কে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে তাল হারিয়ে পড়ে গেল সুসানা। দ্রুত এগোল রানা, দেখল, মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে সুসানা, দু'হাতে ইঁদুরটাকে ঠেকাতে চেষ্টা করছে। হাতগুলো এড়িয়ে সুসানার গলার দিকে এগোতে চাইছে ওটা, বাধা পেয়ে রেগে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে খটখট আওয়াজ করছে।

পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওটার পিঠে আঘাত করল রানা, খপ করে ওটাকে ধরেই বাক্সের দেয়ালের ওপরের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিল গুহার বাইরে।

সুসানা আহত হয়েছে কি না দেখবার সময় নেই এখন, ঘুরেই সুসানার হাত থেকে পড়ে যাওয়া বাক্সটা তুলে আগেরগুলোর ওপরে চাপাল রানা, ফিরে এলো আরও বাক্স নিতে। তাড়াহুড়োর মাঝে দেখল, উঠে দাঁড়িয়ে ওকে সাহায্য করতে বাক্সগুলোর দিকে আসছে সুসানা। কোনও কথা না বলে কাজে লেগে গেল সুসানা আবার।

চার ফুট উঁচু করে বাক্স রেখেছে ওরা গুহার প্রবেশ পথের সামনে, তবে এতে কাজ হবে বলে মনে হলো না রানার। বাঁচতে হলে ইঁদুরগুলোকে ঢুকতে দেয়া যাবে না গুহায়। কিন্তু, সংখ্যায়

ওগুলো এতই বেশি, সবগুলো হামলে পড়লে ভেঙে পড়তে পারে ওদের তৈরি নড়বড়ে দেয়াল। ফাঁক পুরোপুরি বন্ধ করা এখনও সম্ভব হয়নি ওদের পক্ষে।

'হাত চালাও,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা, 'আরেক সারি বাক্স রাখতে হবে আগেরগুলোর সঙ্গে।'

আবার একটা একটা করে বাক্স টেনে আনতে শুরু করল ওরা, আগের বাক্সগুলোর ওপরে চাপাচ্ছে। ফোকর বন্ধ করতে হবে দ্রুত।

বাইরে ইঁদুরগুলোর তীক্ষ্ণ চিৎকার বেড়ে গেছে, বুকের ভিতর কাঁপ ধরিয়ে দেয়। মাঝে মাঝেই বাক্সের তৈরি দেয়ালে এসে লাফিয়ে পড়ছে ওগুলো, থরথর করে কাঁপছে ওদের তৈরি দেয়াল।

'আরেকটা ঢুকে পড়েছে, মাসুদ!' হাতের বাক্স ফেলে চিৎকার করে পিছাল সুসানা, জন্তুটার আক্রমণ ঠেকাতে ওর দু'হাত চলে গেছে গলার কাছে।

ঝট্ করে টর্চ ফিরাল রানা, তীর বেগে কী যেন একটাকে ঝাঁপ দিতে দেখে হাত তুলে ফেলল সামনে। ওর শার্টের হাতায় কামড় বসাল ইঁদুরটা, একটুর জন্য কব্জির মাংসের নাগাল পায়নি। ঝুলতে থাকল ওটা, কামড় ছাড়ছে না। চার পা দিয়ে রানার বাহু আঁচড়াচ্ছে।

টর্চ ফেলে ওটার ঘাড় চেপে ধরতে চেষ্টা করল রানা, পারল না। হাতের তালুতে তীক্ষ্ণধার দাঁত ঢুকে যাচ্ছে, মাংস ফুটো হবার ব্যথাটা অকল্পনীয়। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ওটার পিঠ ধরতে পারল রানা, প্রচণ্ড জোরে টিপে ধরল মেরুদণ্ড। চাপ আরও বাড়তেই মট করে ভেঙে গেল শিরদাঁড়া। গুহামুখের সামান্য যে ফোকরটা এখনও আছে, সেটা দিয়ে ইঁদুরটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলল রানা, আরেকটা বাক্স এনে বন্ধ করে দিল ফোকর।

টর্চ তুলে নিয়ে রানার কাছে চলে এলো সুসানা, শঙ্কা নিয়ে বাক্সের তৈরি দেয়াল দেখল দু'জন। ধুপ-ধাপ আওয়াজ তুলে

ক্ষুধার্ত ইঁদুরগুলো লাফিয়ে পড়ছে ওগুলোর গায়ে, আঁচড়াচ্ছে, এতো কাছে খাবার থাকা সত্ত্বেও না পেয়ে পাগল হয়ে উঠেছে।

'এসো,' বলল রানা, 'আরেকটা সারি তৈরি করলেই আমরা আপাতত নিরাপদ।'

'রক্ত পড়ছে তোমার হাত থেকে,' বলল সুসানা।

'পড়ুক,' তাগাদা দিল রানা, 'এসো, সুসানা, আরেকটা সারি।'

একটার পর একটা বাক্স রেখে দেয়ালটা মজবুত করে তুলল ওরা, থামল তৃতীয় সারি তৈরি হবার পর। ততক্ষণে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে দু'জন, বসে পড়ল বিশ্রাম নিতে। রানার কাছ থেকে রুমাল চেয়ে নিয়ে ওর ক্ষতগুলো বেঁধে দিল সুসানা। আঁচড়ানোর একটানা খচরমচর আওয়াজ শুনে শিউরে উঠে বলল, 'ওরা সহজে হাল ছাড়বে না। অপেক্ষা করে থাকবে, তারপর একসময়...' থেমে গেল ও।

সান্ত্বনা দিল রানা, 'ঢুকতে অন্তত পারবে না।' বলল না ওদের বের হবার কোনও উপায় নেই এই গুহা থেকে, আবার যদি সুড়ঙ্গে ঢোকে, তা হলেও পথ পাবে তেমন আশা ক্ষীণ। একটু পরেই ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়ায় নিভে যাবে টর্চ।

আরেকটা চিন্তা ওর মনের কোণে দোলা দিয়ে চলেছে অনেকক্ষণ হলো। বাক্সগুলো কীসের? আন্দাজ করতে পারছে কীসের হতে পারে। তবুও নিশ্চিত হতে হবে।

টর্চের আলো গুহার মাঝখানে রাখা বাক্সগুলোর উপর ফেলল রানা, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এসো, দেখা যাক বাক্সে কী আছে।' একটা বাক্স টেনে নামাল ও, পেরেক ঠুকে আটকানো হয়েছে কাঠের বাক্সটা। ওটা আছাড় মেরে ভাঙল রানা। যা ভেবেছিল, তা-ই দেখল: বাক্সটা সিগারেটের প্যাকেটে ভরা। প্যাকেটগুলো সিল করা নেই। একটা প্যাকেট খুলে সিগারেট বের করে শুঁকল ও, তারপর বলল, 'হেরোইন স্টিক। আগুন ধরিয়ে এসব সিগারেট টানলেই মরণ-নেশায় তলিয়ে যাবে অসহায়

অ্যাডিক্ট। ...লিওনেল পুশকিন সম্ভবত এখানেই তার গুদাম করেছে। লাখ লাখ ডলারের হেরোইন আছে এখানে।'

উঠে দাঁড়িয়ে টলমল পায়ে রানার পাশে চলে এলো সুসানা। রানা চিন্তিত চোখে দেয়াল দেখছে, বলল, 'বাইরের ওই টানেল দিয়ে এতগুলো বাক্স নিশ্চয়ই আনেনি লোকটা, এখান থেকে বেরোবার অন্য কোনও পথ আছে।' সুসানার কাঁধে হাত রাখল ও। 'খুঁজতে শুরু করো, সুসানা, আমরা বোধহয় শীঘ্রি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।'

দেয়াল পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করল দু'জন। ঠুকে ঠুকে দেখছে ফাঁপা আওয়াজ হয় কি না। হতাশ হতে হলো। কিন্তু রানা নাছোড়বান্দা। দেয়াল শেষ করে মেঝের দিকে মনোযোগ দিল ওরা।

সূক্ষ্ম ফাটলটা সুসানার চোখেই পড়ল আগে। একটা ট্র্যাপডোর। এক দিকে চাপ পড়লে আরেকদিক দিয়ে উঁচু হয়, তৈরি হয় বড়সড় চৌকো একটা ফাঁক।

দু'জন ধরাধরি করে ট্র্যাপডোরের একটা দিক তুলল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে তাজা বাতাস এসে ঢুকল গুহায়। নীচের দিকে টর্চের আলো ফেলল রানা। একফুট নীচ থেকে শুরু হয়েছে পাথরের সিঁড়ি, নেমে গেছে একটা সুড়ঙ্গে। আগে নামল রানা, পিছনে সুসানা। নীচের ধাপে নেমে সুড়ঙ্গের শেষমাথায় সূর্যের আলো দেখতে পেল ওরা।

দু'মিনিটের মাথায় সুড়ঙ্গের মুখে চলে এলো দু'জন। সূর্যের উজ্জ্বল আলো ক্ষণিকের জন্য ওদের অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখ ধাঁধিয়ে দিল। নীচে বুনো ঝোপঝাড় ও বালিময় জমি দেখতে পেল ওরা। সুড়ঙ্গের মুখ থেকে খানিক নীচে, পাশে দেখা যাচ্ছে গভীর গর্ত। এক সময় বোধহয় খননকাজ করা হয়েছে ওখানে। আঁকাবাঁকা একটা সর্পিল, সরু পথ সুড়ঙ্গ-মুখের সামনে থেকে নেমে গেছে খাদের ভিতর।

রানার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে সুসানা, চিৎকারটা শুনতে পেয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো ওর গলা চিরে।

এবার অনেকখানি নীচে, ঝোপের আড়ালে দাঁড়ানো ট্রাক দুটো চোখে পড়ল রানার। ছ'সাতজন লোক মুখ উঁচু করে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে আঙুল তুলে ওকে দেখাচ্ছে তারা, তারপর দৌড়াতে শুরু করল, খাড়াই বেয়ে উঠে এসে ধরতে চায় বোধহয়।

সুসানাকে আরও পিছনে ঠেলে দিল রানা, দ্রুত বলল, 'ওরা পুশকিনের লোক। শুধু আমাকে দেখেছে, তোমাকে দেখেনি। আমি ওদের সরিয়ে নিয়ে যাব এখান থেকে, সেই সুযোগে বেরিয়ে পড়বে। যদি পারো, একটা ট্রাক নিয়ে পালাবে। টেলিফোন বুদ পেলেই ফোন করবে লেফটেন্যান্ট টেড মরিসকে, জলদি আসতে তাগাদা দেবে। বুঝেছ, সুসানা?'

আস্তে করে মাথা দোলাল সুসানা, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছে। বিড়বিড় করে বলল, 'প্রাইভেসি নষ্ট হোক, তবুও এবার আমি মোবাইল ফোন কিনব।' আস্তে করে রানার হাতে চাপ দিল ও, 'যাও, মাসুদ।'

সুড়ঙ্গের মুখ থেকে ছিটকে সূর্যালোকে বের হলো রানা, চট্ করে একবার নীচের দিকে তাকাল।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে উঠে আসছে লোকগুলো, তবে পথটা অত্যন্ত খাড়া বলে তাদের এগোনোর গতি ধীর। দূর থেকে চিৎকার করে রানাকে থামতে নির্দেশ দিল কয়েকজন।

আশপাশ দেখে নিল রানা, সুড়ঙ্গের মুখের পাশ দিয়ে আরও ওপরে উঠে গেছে আঁকাবাঁকা পথ, গজ দশেক পরেই মিশেছে খাদের পাড়ের সঙ্গে। ওদিকে দৌড়াতে শুরু করল ও, জানে, এখন ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লোকগুলো। সাক্ষীর মুখ চিরতরে বন্ধ করতে দ্বিধা করবে না তারা হয়তো।

হরিণের ক্ষিপ্রতায় সামান্য পথটুকু পেরিয়ে খাদের পাড়ে উঠে

এলো রানা। সামনে এখানে ওখানে একের 'পর এক বালির ঢিবি, অসংখ্য ঝোপঝাড়। জমি আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে ঢিবিগুলোর দিকে। মন্টি ভার্ডে খনির পিছন দিকের মরুভূমি শুরু হয়েছে এখান থেকে, আন্দাজ করল রানা। তার মানে ওর বামে আছে স্যান দিয়েগো হাইওয়ে, ওদিকে গেলে সম্ভবত নিরাপদে সরে পড়তে পারবে ও। কিন্তু ওদিকটা সুসানার জন্যও মুক্তির একমাত্র পথ। ও যদি এখন হাইওয়ের দিকে যায়, তা হলে তাড়া করে আসা লোকগুলোর পিছনে পড়ে যাবে সুসানা। সুসানাকে পালাতে সাহায্য করতে হলে ওকে যেতে হবে ডানদিকে, বিশাল মরুভূমির আরও ভিতরে। তবে ওদিকে প্রচুর আড়াল পাবে ও। লোকগুলোর সময় নষ্ট করাতে পারবে।

সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়ে যেতেই আবার দৌড়াতে শুরু করল ও, ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। সহজে ওকে দেখতে পাবে না পিছনের লোকগুলো।

কয়েকশো গজ দূরে সরে থামল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোকগুলোর খোঁজে। খাদের পাড়ে এখনও উঠে আসতে পারেনি তারা। ক্ষণিকের জন্য রানার ভয় হলো, বোধহয় ধরা পড়ে গেছে সুসানা। তারপর আন্দাজ করল, তা বোধহয় নয়। চিৎকার শোনা যাচ্ছে লোকগুলোর। বুঝতে পারল, আরও মিনিট খানেক লাগবে তাদের ওপরে উঠে আসতে। ঘন একটা ঝোপের আড়ালে সরে গিয়ে অপেক্ষায় থাকল রানা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রথম লোকটার মাথা দেখা দিল খাদের ভিতর থেকে। তার পিছু নিয়ে এলো তিনজন। থমকে দাঁড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল লোকগুলো। আরও তিনজন যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

একজন ছাড়া বড়সড় আকৃতির লোক সবাই, চারজন সাদা-লাল স্ট্রাইপ দেয়া সোয়েট শার্ট পরে আছে। কোরাল গেবলের জেলেরা ওরকম শার্ট পরে। অন্য তিনজন শহুরে পোশাক পরেছে, তবে তাদের গায়ে ফিট করেনি স্পোর্টস জ্যাকেট। রানা আন্দাজ

করল, এরা এলাকার মস্তান।

বেঁটে, অস্বাভাবিক চওড়া এক লোক তাদের নেতৃত্বে আছে, কী করতে হবে হাত নেড়ে জানাচ্ছে সে। চার জেলে বামদিকে ছুটল, অন্যরা ছড়িয়ে পড়ে এগোল রানা যেখানে আছে, সেদিকে।

ঝোপের আড়াল নিয়ে আরেক সারি ঝোপের দিকে দৌড়াল রানা, ওখানে পৌঁছে থেমে আবার ফিরে দেখল পিছনের লোকগুলোকে।

থেমে দাঁড়িয়েছে তারা, বুঝতে পারছে না রানা কোনদিকে গেছে।

দেখা না দিলে আবার হয়তো ফিরে যাবে, ধরে ফেলবে সুসানাকে, কাজেই ঝোপের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে নিজেকে দেখবার সুযোগ করে দিল রানা, একটা চিৎকার শুনে বুঝতে পারল ওকে দেখেছে লোকগুলো। আবার ছুটতে শুরু করল ও।

সূর্যটা দ্রুত ডুবে যাচ্ছে, মরুভূমিটাকে লাল করে দিয়েছে ডুবন্ত অগ্নিগোলক। তবে গরম কমেনি এখনও, তপ্ত বালির উপর দিয়ে ছুটতে কষ্ট হচ্ছে ওর। মাঝে মাঝেই পিছনে তাকাচ্ছে। দেখল আগের লোকগুলোর সঙ্গে যোগ দিয়েছে জেলে চারজন। হাইওয়ের দিকটা কাভার করে কাস্তের মতো অর্ধচন্দ্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে এগিয়ে আসছে তারা, মরুভূমির দিকে না গিয়ে আর কোনও উপায় নেই এখন ওর। তবে পিছু ধাওয়া করে আসা লোকগুলোর গতি ধীর, গরমটা তাদের বেশ ভোগাচ্ছে মনে হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি দূরত্ব বজায় রাখা যায়, তা হলে সূর্য ডুবে যাবার পর সহজেই লোকগুলোকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হলো ওর।

একই চিন্তা সম্ভবত লোকগুলোর মাথাতেও এসেছে, কারণ পিস্তল বের করে গুলি করল একজন। রানার মাথার খানিকটা উপর দিয়ে চলে গেল বুলেট। হালকা চালে জগিঙের মতো করে

দৌড়াতে শুরু করল আবার রানা। আহত হবার ভয় পাচ্ছে না ও, এই দূরত্ব থেকে ছুটন্ত টার্গেটে পিস্তল দিয়ে লক্ষ্যভেদ করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। তবে বাড়তি সাবধানতা হিসেবে এখন এঁকেবেঁকে ছুটছে। পরেরবার ফিরে তাকিয়ে দেখল, লোকগুলোর সঙ্গে দূরত্ব আরও অনেকখানি বেড়েছে ওর। আবার থামল রানা, অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন স্টিম-বাথ করছে ও।

সুসানার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। লোকগুলো যদি ট্রাক দুটোর পাহারায় কাউকে রেখে আসে, তা হলে ধরা পড়ে যেতে পারে সুসানা। কিন্তু সুসানার জন্য আপাতত কিছু করবার নেই ওর। ফিরবার কোনও উপায় নেই আপাতত। লোকগুলো অনেক ছড়িয়ে এগোচ্ছে, বন্ধ করে দিয়েছে হাইওয়েতে যাবার পথ, ভাল করেই জানে, একসময় না একসময় ধরা রানাকে পড়তেই হবে।

ফাঁদটা শেয়ালের হাঁস শিকারের কৌশল মনে পড়িয়ে দিল রানাকে। আপাতত লোকগুলো ছড়িয়ে পড়ে একটা লাইন তৈরি করে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে ওই সারি ভেদ করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। তবে সেটা অন্ধকার নামবার আগে সম্ভব নয়।

এগোল রানা, দৌড়াচ্ছে না, জোরে হাঁটছে। পিছনের লোকগুলোও তাদের গতি কমিয়েছে, দু'পক্ষের দূরত্ব বাড়ছেও না, কমছেও না।

দূরে, ডানদিকে প্রাচীরের মতো টিলাগুলো দেখতে পেল রানা। চিন্তায় পড়ে গেল ও। কিছুক্ষণ পরেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে ওগুলো। তখন পিছনের লোকগুলো যদি বামদিক থেকে আসতে শুরু করে, সতর্ক না থাকলে ফাঁদে পড়ে যেতে হবে।

টিলার কাছে যাবার আগেই পুশকিনের চ্যালাদের ঘের থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। আবার দৌড়াতে শুরু করল ও, বামদিকে সরছে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক তৈরি করে। অনেকখানি সামনে দিয়ে হাইওয়ের দিকে যেতে চেষ্টা করছে।

পিছনে চিৎকার শুনতে পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, তিনজন লোক ওকে বাধা দিতে আড়াআড়ি ভাবে ছুটে আসছে। গতি আরও বাড়াল রানা, তবে লোকগুলোকে এড়াতে হলে এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে ওকে। হাঁপাতে শুরু করেছে রানা আলগা বালিতে দৌড়ানোর পরিশ্রমে, মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে, সামলে নিচ্ছে কোনও রকমে।

জেলেদের একজন, একটা দানব বললেও চলে, লোকটা জেলে না হয়ে দৌড়বিদ হলেও পারত। লম্বা লম্বা পা ফেলে রানার দিকে ছুটে আসছে সে, দু'জনের দূরত্ব কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

দুটো টিলার মাঝে একটা ফাঁক আছে, দূরের খোলা মরুভূমিতে যাবার জন্য ফাঁকটা লক্ষ্য করে ছুটছে এখন রানা, নিশ্চিন্ত ভাবটা উধাও হয়ে গেছে ওর মন থেকে। দানবটার আগে টিলার কাছে পৌঁছাতে হবে ওকে, নইলে আটকা পড়ে যেতে হবে, ফাঁকা জায়গায় যেতে পারবে না ও আর, বামদিক থেকে ওকে ঘিরে ফেলবে লোকগুলো। ডানদিকে টিলা। টিলার মাঝে বালির সরু একটা তেকোনা উপত্যকা আছে, ওখানে আটকা পড়লে এতজনকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আগে হোক বা পরে হোক, ধরা সেক্ষেত্রে ওকে পড়তেই হবে। ধাওয়াকারীদের এড়াতে হলে টিলার মাঝখানের চওড়া ফাঁকটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে ওকে খোলা মরুভূমিতে।

মরুভূমির খোলা প্রান্তর কতটা দূরে আন্দাজ করতে চেষ্টা করল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দৈত্যটা দূরত্ব কমিয়ে ফেলেছে অনেক। প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল ও, যেন উড়ে চলেছে। অন্য লোকগুলো পিছিয়ে পড়ল, কিন্তু দৈত্য ঠিকই লেগে আছে পিছনে

টিলার মাঝখানের পথটা কাছিয়ে আসছে।

এখন দৈত্যটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে রানা স্পষ্ট। লালচে রঙের কঠোর চেহারা তার, দরদর করে ঘামছে, কিন্তু জমাট একটা হাসি লেগে আছে তার ঠোঁটে। বাঁক নিল সে, খেপা ষাঁড়ের মতো

তেড়ে এলো আড়াআড়ি। মিনিট তিনেক পর রানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দানব আর পনেরো ফুট দূরেও নেই। দূরত্ব কমছে আরও। এ তো মহা জ্বালা! এত জোরে মানুষ দৌড়ায় কী করে?

শেষমুহূর্তে ফলস স্টেপ দিয়ে তাকে এড়াতে চেষ্টা করল রানা। কিন্তু তৈরি ছিল লোকটা, খপ্ করে দু'হাতে চেপে ধরল রানার কোটের ল্যাপেল।

ঘুসি মারল রানা তার হাড়সর্বস্ব চোয়াল লক্ষ্য করে। মাথা নিচু করে ঘুসিটা এড়িয়ে গেল দানব, ভালুকের মতো জড়িয়ে ধরল ওকে। ধাক্কা-ধাক্কিতে পিছলে গেল দু'জনের পা, রানাকে ছাড়ল না ভালুক, একসঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে গেল দু'জন ফস্কা বালিতে।

দানবের মাথায় ঘুসি মারল রানা, কিন্তু হাত ঘুরিয়ে মারতে পারেনি, ফলে জোর থাকল না ঘুসিতে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঁচু হলো দানব, উঠেই পাল্টা ঘুসি ছুঁড়ল রানার থুতনি বরাবর। মুখটা সরিয়ে নিয়ে ঘুসিটা এড়াতে পারল রানা, লোকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ায় বুকে ঘুসি মারল। এবার হাত ঘুরিয়ে গায়ের জোরে মেরেছে। রানার উপর থেকে ছিটকে চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা।

দু'জন প্রায় একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ছুটে আসছিল দৈত্য, নাকের পাশে রানার জ্যাব খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, মাথাটা পিছনে হেলে পড়ল তার। সুযোগটা কাজে লাগিয়ে দু'হাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোল রানা। ওর ডানহাতি প্রচণ্ড ঘুসি নিখুঁত লক্ষ্যে নামল দানবের চোয়ালে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, ডানহাতি দ্বিতীয় ঘুসিটা পাঁজরে লাগতেই ধপাস করে পড়ে গেল বালির উপর।

খোলা মরুভূমিতে বেরিয়ে যেতে পারে রানা এখন। কিন্তু দম ফুরিয়ে গেছে ওর। টলতে টলতে ফাঁকের দিকে পা বাড়াল রানা।

'দাঁড়াও! খবরদার!'

কড়া গলায় অশুভ সুর শুনে থামতে হলো ওকে।

বেঁটে সেই অস্বাভাবিক চওড়া লোকটা হাজির হয়ে গেছে।

ডানহাতে .৪৫ কোল্ট তার। অস্ত্রটা তাক করেছে ওর মাথার দিকে।

'মাথার উপর হাত তোলো তো, দেখি মেঘ ধরতে পারো কি না।'

নির্দেশ পালন করল রানা। চুপ করে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিতে পারাটাও এখন পরম আশীর্বাদ মনে হচ্ছে ওর কাছে। ভাগ্য যদি একটু সাহায্য করে, তা হলে সুসানা এতক্ষণে চলে যেতে পেরেছে। পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবে ও।

রানার হাতে মার খাওয়া দৈত্য উঠে দাঁড়িয়েছে, এগিয়ে এলো চোয়াল ডলতে ডলতে। চেহারায় লজ্জিত হাসি।

'সার্চ করো, ম্যাথিউ,' তাকে নির্দেশ দিল চওড়া লোকটা।

বিরাট বিরাট হাত দুটো চাপড়ে রানাকে সার্চ করল দানব। .২৫ সেমি অটোমেটিকটা পেয়ে আলতো করে ছুঁড়ে দিল সঙ্গীর দিকে। 'ব্যস, আর কিছু নেই, জোনাথন,' পিছু হটে বলল।

কাছে এসে রানার চেহারা দেখল বেঁটে জোনাথন। বিভ্রান্ত ভাবে মাথা নাড়ল, 'কে বাপু তুমি? আগে কখনও তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না!'

'নামটা মাসুদ রানা,' বলল রানা।

'এর কথাই তোমাকে বলছিল ও,' কৌতূহলী চোখে রানার দিকে তাকাল দানব।

ভ্রূ কুঁচকে গেল জোনাথনের। 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' রানাকে আপাদমস্তক দেখল সে, রিভলভারের নল দিয়ে পিঠে খোঁচা মেরে বলল, 'পুশকিনের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছিলে, নাকি?'

'বলতে পারো,' রিভলভারটা কীভাবে হাতে পাওয়া যায় ভেবে বের করার চেষ্টা করছে রানা। ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়িয়ে... 'ও তোমাদের বলেছে নিশ্চয়ই?'

মুচকি হাসল বেঁটে জোনাথন, পিছিয়ে গেছে রানার মতলব বুঝে। 'ভুল ভাবছ তুমি, আমরা পুশকিনের লোক নই। নিজেদের

ব্যক্তিগত লাভের জন্যে কাজ করছি এখানে।'

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো দলের অন্য পাঁচজন। রানাকে ঘিরে দাঁড়াল তারা, চোখে নীরব হুমকি নিয়ে দেখল।

হাতের ইশারায় তাদের পিছিয়ে যেতে বলল জোনাথন, দানবের দিকে তাকাল। 'ম্যাথিউ, এদের নিয়ে গিয়ে কাজটা সেরে ফেলো। আমি মাসুদ রানাকে কেবিনে নিয়ে যাচ্ছি। কাজ সেরে সোজা কেবিনে চলে আসবে।'

সঙ্গীদের নিয়ে খনির দিকে রওনা হয়ে গেল দানব ম্যাথিউ। এগিয়ে এসে রানার পিঠে রিভলভারের খোঁচা দিল বেঁটে জোনাথন। 'দেখো, বাছা, যা করতে বলব সেভাবে চললে কোনও ক্ষতি হবে না তোমার। বাধ্য না হলে ফুটো করতে চাই না কাউকে, বুঝেছ? কিন্তু যদি ত্যাড়ামি করো, ফুটো করে দেব।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বেঁটে লোকটাকে দেখল রানা। মাংসল গোল চেহারা, ছোট ছোট চোখ দুটো বোতামের মতো গোল, ঠোঁট দুটো সরু। শেষ বিকেলের রোদে তার শরীরের বেঢপ ছায়া পড়েছে বালিতে। বয়স বছর চল্লিশেক হবে। মোটা গর্দান, চওড়া কাঁধ আর কড়া পড়া হাত দুটো বলছে, লোকটা বেঁটে হলেও গরিলার মতো শক্তিশালী।

'এগোও,' নির্দেশ দিল সে। 'না বললে থামবে না।' টিলা দেখাল সে বামহাতে। 'অনেকদূর হাঁটতে হবে, কাজেই পা চালাও। ঘাড় ফেরালেও গুলি করব, সেটা মনে রেখো।'

হাঁটতে শুরু করল রানা, জানে না ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পিছনে লোকটার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ও, দূরত্বটা আন্দাজ করে বুঝল, ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়লে সুবিধে হবে না, সহজেই গুলি করে ওকে ফেলে দিতে পারবে বাঁটকু। এরা কারা? ভাবল ও। কী করছে এখানে? কী কাজ সেরে ফেলবার কথা বলল সে দানব ম্যাথিউকে? একটা চিন্তা খানিকটা স্বস্তি দিল ওকে, এরা যারাই হোক, যা-ই করুক, লেফটেন্যান্ট মরিসের সঙ্গে আসা পুলিশদের

হাতে ধরা পড়ে যাবে কিছুক্ষণ পর।

আরেকটা চিন্তা মাথায় এলো ওর। ম্যাথিউ বলেছিল, ওর কথা জোনাথনকে বলেছে কেউ। কে বলেছে?

টিলার সামনে পৌঁছে গেল রানা। পথচলা কষ্টকর হয়ে উঠল। ঢাল বেয়ে উঠতে হচ্ছে ওকে রিভলভারের মুখে। মাঝে মধ্যে পিছন থেকে নির্দেশ শুনতে পাচ্ছে: 'ডানদিকের পথে। এবার বামদিকে বাঁক নাও।' তবে রানার সঙ্গে অনেকটা দূরত্ব বজায় রাখছে বেঁটে জোনাথন, ফলে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার কোনও সুযোগ নেই।

দিগন্তের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে সূর্য, দ্রুত কমে আসছে দিনের আলো। একটু পরেই অন্ধকার নামবে। তখন হয়তো একটা সুযোগ বের করে নিতে পারবে রানা। তবে বুঝতে পারছে, খুব সহজ হবে না জোনাথনের খপ্পর থেকে রক্ষা পাওয়া। লোকটা যেভাবে রিভলভার ধরেছিল, তাতেই বুঝে নিয়েছে, জন্মের পরদিন থেকেই ওই জিনিসটা নেড়েচেড়ে অভ্যস্ত সে। অন্ধকার গাঢ় হবার আগে ঝুঁকি নেবে না, ঠিক করল ও।

হঠাৎ জোনাথন বলে উঠল, 'ঠিক আছে, দাঁড়াও এখানে। একটু বিশ্রাম নিয়ে নেব আমরা এখন। ঘুরে দাঁড়াও, তারপর ধীরে-সুস্থে বসো দেখি।'

বসল রানা। জোনাথন ওর কাছ থেকে বারো ফুট দূরে। গরমের মধ্যে এতটা পথ উঠে আসতে হওয়ায় বুনো শুয়োরের মতো ঘামছে লোকটা।

'সিগারেট খেতে পারো ইচ্ছে করলে,' পকেট থেকে গোল্ডলিফের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সে, নিজেও ধরাল একটা, তারপর চ্যাপটা নাক দিয়ে ভুসভুস করে ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছিল খনির ভেতর?'

'লাখ টাকা দিলেও ওখানে আর যাব না আমি,' সিগারেট ধরাল রানাও। 'অসংখ্য মানুষখেকো ইঁদুর আছে ওখানে। ইয়া বড় বড়!'

বেঁটে লোকটার বোতামের মতো চোখ দুটো সামান্য একটু

বিস্ফারিত হতে দেখল ও।

'ইঁদুর?' সিগারেটের দিকে চিন্তিত চোখে তাকাল সে। 'শুনেছি ইঁদুর আছে, তবে বিশ্বাস করিনি। সিগারেটের বাক্স দেখেছ ওখানে?'

'হাজার হাজার।'

হাসতেই ছোট ছোট ভাঙা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল বাঁটকুর। 'তা-ই? গুড! ও আমাকে বলেছিল, থাকবে। ওখানেই রাখে পুশকিন।'

'ও-টা কে?'

প্রশ্নটা শুনেই ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল লোকটা। 'মিস্টার, প্রশ্ন যা করার আমি করব, তুমি জবাব দেবে।'

তবুও রানা জিজ্ঞেস করল, 'জেফ ব্যারনকে তোমরাই তা হলে কিডন্যাপ করেছ?'

উত্তর দিল না জোনাথন, আপন মনে বলল, 'সব সরিয়ে ফেলব আমরা। পুরোদমে ব্যবসা শুরু করতে আর কোনও বাধা রইল না।' সিগারেট শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে। 'ওঠো, টিলার মাথায় যেতে হবে। জলদি!'

আবার খাড়াই ভাঙতে শুরু করল রানা। আলো এত কমে গেছে যে, কোথায় যাচ্ছে ঠিক মতো বুঝতে পারছে না। চোখে বিড়ালের মতো দেখে বোধহয় বাঁটকু, তিক্ত মনে ভাবল ও। ডান-বাম, কোনদিকে যেতে হবে পিছন থেকে বলে দিচ্ছে লোকটা, পাথর বা ঝোপঝাড়ের ব্যাপারে আগে থেকে সতর্ক করছে।

'থামো এখানে,' হঠাৎ নির্দেশ দিল।

থামল রানা।

ঠোঁটে আঙুল পুরে তীক্ষ্ণ শিস বাজাল লোকটা। কয়েক সেকেন্ড পরে সামনে একটা আলো জ্বলে উঠল। এবার টিলার কিনারায় ঝোপঝাড় ও গাছের আড়ালে কাঠের গুঁড়ির তৈরি কেবিনটা আবছা ভাবে দেখতে পেল রানা। জানা না থাকলে দিনের আলোতেও

সহজে কারও চোখে পড়বে না ওটা।

'কী বুঝলে?' বলল জোনাথন। 'আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি। একেবারে সামনে হাজির না হলে টেরও পাবে না কেবিনটা ওখানে আছে। যখন টের পাবে, ততক্ষণে তুমি আট-দশটা গুলি খেয়ে খিঁচুনি দিচ্ছ। এগোও এবার। সোজা কেবিনের দিকে।'

পা বাড়াল রানা। রিভলভার তাক করে পিছনে আসছে জোনাথন।

খুলে গেল কেবিনের দরজা। অস্ত্রের মুখে ভিতরে ঢুকল রানা, দেখল, ঘরের মাঝখানে ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিসা চ্যাপেল, কিডন্যাপিঙের রাতে পলা ব্যারনের সেক্রেটারি বলে পরিচয় দিয়েছিল যে যুবতী ।

সাদা একটা মথ কেবিনের ছাদের বরগা থেকে ঝুলন্ত স্টর্ম ল্যান্টার্নের চারপাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, মেঝেতে বিরাট ছায়া পড়ছে ওটার। তারপর লণ্ঠনের কাছ থেকে সরে ঘরের ভিতর চক্কর মারতে শুরু করল মথটা। মাথার পাশ দিয়ে ওটাকে যেতে দেখে খপ করে ধরে মেঝেতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে দিল জোনাথন।

একদৃষ্টিতে লিসা চ্যাপেলের দিকে চেয়ে আছে রানা, মথের মৃত্যু দেখতে পেল না। মেয়েটা এখানে থাকতে পারে ভুলেও ভাবেনি ও।

লাল-হলদে একটা কাউবয় শার্ট পরে আছে এখন লিসা চ্যাপেল, সেই সঙ্গে কার্ডুরয় স্ল্যাকস। লাল রঙের সিল্কের স্কার্ফের তলায় ঢাকা পড়েছে সমস্ত চুল।

'আপনাকেই খুঁজছিলাম,' মনে জেগে ওঠা প্রশ্নগুলো চেপে রেখে বলল রানা।

'চুপ করো,' নিচু গলায় বলল জোনাথন, 'বক্তৃতা শুরু করতে বলেনি তোমাকে কেউ। চুপ করে বসো ওখানে।' পিঠে রিভলভারের নল দিয়ে খোঁচা মেরে রানাকে একটা আর্মচেয়ারের

কাছে পৌঁছে দিল সে।

বসল রানা।

'একে কোথায় পেলে?' জোনাথনকে জিজ্ঞেস করল লিসা চ্যাপেল।

একগাল হাসল জোনাথন। নিজের কাজে অত্যন্ত তৃপ্ত মনে হলো তাকে। 'খনির ভেতরে ছিল। ওপরের টানেল দিয়ে বেরিয়ে আসতেই দেখে ফেলি আমরা। আমাদের দেখেই মরুভূমির দিকে পালাতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু ধরা পড়ে গেছে।'

'একা ছিল?'

'অবশ্যই।'

'তা হলে মরুভূমির দিকে পালাচ্ছিল কেন?'

চোখ পিটপিট করে লিসা চ্যাপেলকে দেখল জোনাথন। 'মানে?'

'যদি একাই থেকে থাকবে, তা হলে হাইওয়ের দিকে পালাতে চেষ্টা করল না কেন?'

মুখ কুঁচকে গেল বেঁটে ষাঁড়ের, চোখ গরম করে রানাকে দেখল সে। 'কী ব্যাপার, একা ছিলে না তুমি?'

'না, সঙ্গে আমার সেক্রেটারি ছিল,' বলল রানা। 'পুলিশ ডাকতে গেছে ও।'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল লিসা চ্যাপেল, বিরক্তির ছাপ পড়ল তার আকর্ষণীয় চেহারায়। চাপা গলায় বলল, 'যেটাতেই হাত দাও, সেটাই গুবলেট করে ফেলো তুমি, জোনাথন।'

লাল হয়ে উঠল লোকটার গোল চেহারা। একটু দ্বিধা করে আত্মপক্ষ সমর্থন করল সে, 'ও একা নেই সেটা আমি জানব কী করে!'

'বাদ দাও,' বাতাসে হাতের ঝাপটা মারল অধৈর্য লিসা চ্যাপেল, 'এখন কী করবে ভাবো। মেয়েটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করতে হলে খনিতে যেতে হবে তোমাকে।'

'আবার সেই খনিতে!' রানার উপর থেকে চোখ সরিয়ে লিসা চ্যাপেলের দিকে তাকাল জোনাথন। 'তুমি একে একা সামলাতে পারবে?'

মাথা দোলাল লিসা চ্যাপেল। 'পারব। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে তোমাকে।'

'রিভলভারটা লাগবে?'

'না।' ম্যান্টেলের উপর থেকে পিস্তলটা তুলে নিল লিসা চ্যাপেল, দু'হাতে ধরে বলল, 'জলদি যাও, জোনাথন।'

ঘুরে দাঁড়াবার আগে রানার দিকে তাকাল লোকটা, কেবিনের দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'ভুলেও মনে কোরো না গুলি করতে পারবে না ও। একটু বেচাল দেখলেও গুলি করবে।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল জোনাথন, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে তার নেমে যাবার আওয়াজ শুনতে পেল রানা। খনিতে পৌঁছতে অন্তত আধঘণ্টা লেগে যাবে লোকটার। ততক্ষণে পৌঁছে যাবে লেফটেন্যান্ট টেড মরিস।

সরে গিয়ে ঘরের আরেক প্রান্তে একটা আর্মচেয়ারে বসল লিসা চ্যাপেল, কোলের উপর পিস্তলটা রেখে হেলান দিল গদিমোড়া চেয়ারে।

লাফ দিলে কী ঘটবে আন্দাজ করতে পারল রানা। অর্ধেক দূরত্ব পেরবার আগেই মাথায় গুলি খাবে ও। তার চেয়ে কথা বলে দেখা যাক, কোনও তথ্য পাওয়া যায় কি না। আলাপ শুরু করবার জন্য বলল ও, 'মনে হচ্ছে যেন কতদিন আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনিই সুসানাকে ফোন করে বলেছিলেন আমাকে খনিতে আটকে রাখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। খনিতে নিয়ে আসার সময় দেখেছি আপনাকে। কেন মেয়েটাকে জানিয়েছি সেটা জিজ্ঞেস করবেন না। মনে হয় মনটা নরম হয়ে যাচ্ছে আমার।' ক্লান্ত শোনাল মেয়েটার কণ্ঠ।

'জোনাথন লোকটা কে? আপনার বন্ধু?'

'না।' রানার চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি রাখল লিসা চ্যাপেল। 'মনে নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন জাগছে আপনার? জিজ্ঞেস করুন, জবাব দিতে কোনও আপত্তি নেই আমার। বুঝে গেছি, এদিকের পাট চুকাতে হবে আমাকে, চেষ্টা করলেও জোনাথনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব না।'

'চলুন, একসঙ্গে যাওয়া যাক,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল লিসা চ্যাপেল। 'ভুল বুঝেছেন, আমি সেটা বলিনি। জোনাথন খেপে যাবে সেরকম কিছু করব না আমি। অপেক্ষা করব আমরা। ও ফিরে এসে আপনাকে যেতে দিলে চলে যাবেন।'

'কিন্তু যদি যেতে দিতে না চায়?' সাবধানে চেয়ারে এগিয়ে বসল রানা। 'তখন কী ঘটবে আমার ভাগ্যে?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিসা চ্যাপেল। 'আপনার কোনও ক্ষতি করবে না ও। তবে মনে হয় সরে পড়ার আগে পর্যন্ত আটকে রাখবে। চিন্তার কিছু নেই আপনার।' পিস্তলটা তুলে রানার দিকে তাক করল মেয়েটা। 'হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে আরাম করুন, মিস্টার রানা। জোনাথন আসার আগে পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে আপনাকে।'

আসবে না লোকটা, তার বদলে পুলিশ আসবে সম্ভবত, মনে মনে বলল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কিডন্যাপিঙে আপনার ভূমিকা কী?'

তিক্ত হাসল লিসা চ্যাপেল। 'তা হলে আন্দাজ করতে পারেননি, না? আমি জেফ ব্যারনের স্ত্রী।'

মেয়েটার চোখের দিকে তাকাল রানা, এরকম চিন্তার ছায়া দুয়েকবার ওর মাথাতেও এসেছে, তবে গুরুত্ব দেয়নি। 'জেফ ব্যারনের স্ত্রী? আপনি?'

'হ্যাঁ।'

লিসা চ্যাপেল মিথ্যে বলছে বলে মনে হলো না রানার।

'কিন্তু জেফ ব্যারন তো পলা ব্যারনের স্বামী।'

'আগে আমাকে বিয়ে করেছিল ও,' টেবিলের উপর থেকে গোল্ডলিফের প্যাকেট নিয়ে সিগারেট ধরাল লিসা চ্যাপেল, ভ্রূ কুঁচকে আগুনের দিকে তাকাল, তবে রানা নড়াচড়া করলে দেখতে পাবে। 'একসঙ্গে দুটো স্ত্রী রাখার মতো শয়তানি জেফের জন্যে কিছুই নয়। বিশ্বাস করবেন, নিয়মিত চার্চেও যেত ও?'

বুঝতে শুরু করেছে রানা। জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে তো আইন অনুযায়ী পলা ব্রডহার্স্ট-এর বিয়েটা সম্পূর্ণ অবৈধ।'

'হ্যাঁ, অবৈধ। বিয়েটা যখন হয়, তখন পলা ব্রডহার্স্ট জানত না জেফ বিবাহিত। এখন জানে।' তিক্ত হাসল লিসা চ্যাপেল।

'আপনি তাকে বলেছেন?'

'ওর বাবাকে বলেছি।'

'এ-কারণেই ডিক ব্রডহার্স্ট বিচ হোটেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল?'

ভ্রূ উঁচু করে রানাকে দেখল লিসা চ্যাপেল। 'তা হলে জানেন আপনি? হ্যাঁ, তখনই ভদ্রলোককে বলেছি। টাকা দরকার ছিল আমার। চুপচাপ চলে যাবার জন্যে উনি আমাকে বিশ হাজার ডলার দেন।'

'একটু খুলে বলুন,' রানার মনে হলো জটিল রহস্যটা শেষ পর্যন্ত মোড়ক খুলে বেরিয়ে আসছে। 'কবে জেফ ব্যারনকে বিয়ে করেন আপনি?'

'চার বছর আগে। তারিখটা মনে নেই। ভুল যে করেছি, সেটা বিয়ের দু'একদিন পরেই বুঝতে পারি। প্যারিসে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার, প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে যাই। মেয়েরা সহজেই ওর প্রেমে পড়ত। জানি না আমাকে কেন বিয়ে করেছিল ও, তবে বিয়েটা হয়ে যায় আমাদের। কোনও কাজ করত না জেফ, তারপরেও প্রচুর টাকা ওড়াত। কোথায় অতো টাকা পায় ভেবে অবাক হতাম আমি। হয়তো ওর টাকারই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। যা ঘটেছে সেটা হয়তো প্রাপ্য ছিল আমার।' জানালা দিয়ে

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল লিসা চ্যাপেল। আরেকটা সিগারেট ধরাল। 'কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারি, প্যারিসে হেরোইন স্মাগল করে জেফ। জোনাথন ওর সঙ্গে কাজ করত। আমাকেও নিজের বেআইনী কাজে জড়িয়ে নেয় জেফ।' তিক্ত হাসল মেয়েটা রানার দিকে চেয়ে। 'মানুষকে প্রভাবিত করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ওর। প্যারিসেই ওর সঙ্গে দেখা হয় পলা ব্রডহার্স্ট-এর। মাঝে মাঝেই কয়েক সপ্তাহের জন্যে উধাও হয়ে যেতে শুরু করল জেফ। আমি মনে করলাম স্মাগলিঙের কাজে গেছে বলে বাড়ি ফিরতে পারছে না। তারপর একদিন বিনা নোটিসে উধাও হলো। জোনাথন স্মাগলিঙের ব্যবসা চালিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু ব্যবসা করতে হলে যতটা দরকার, তত বুদ্ধি নেই জোনাথনের। আরেকটু হলেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যেতাম আমরা। বিপদ বুঝে প্যারিস থেকে সরে পড়তে হয় আমাদের, লিওনেল পুশকিনের আশ্বাস পেয়ে এখানে চলে আসি। তখনই জানতে পারি, পলা ব্রডহার্স্টকে বিয়ে করেছে জেফ।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'লিওনেল পুশকিনকে চেনেন?'

'চিনি।'

কঠোর হয়ে গেল লিসা চ্যাপেলের মুখ। 'পুশকিন আমাকে ভুল বোঝায়, বলে যে শুধু টাকার জন্যে পলা ব্রডহার্স্টকে বিয়ে করেছে জেফ, টাকা হাতিয়ে নিয়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। পুশকিনের কথায় বিশ্বাস করে তখনকার মতো চুপ করে থাকতে রাজি হই আমি। ভেবেছিলাম জেফ টাকা পেলেই অন্য কোথাও চলে গিয়ে আবার সংসার করতে পারব। ...আমি শ্যাডো হোটেলে ছিলাম। পুশকিনের সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় গুলি করা হয় আমাকে লক্ষ্য করে। বুঝে ফেললাম, পুশকিন আমাকে পথ থেকে সরাতে চাইছে। গোপনে বিচ হোটেলে গিয়ে উঠলাম এরপর।' রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'শুনবেন আরও, না বিরক্ত করছি আপনাকে?'

'বলুন।'

কাঁধ ঝাঁকাল লিসা চ্যাপেল। 'আর বেশি কিছু বলার নেই। তখনও ভাবছিলাম, একবার যদি জেফের সঙ্গে দেখা করতে পারি, তা হলে নিজের ভুল বুঝে আমার কাছে ফিরে আসবে ও। পুশকিনের কাছে জানতে পেরেছিলাম ওশন এন্ডে যাচ্ছে জেফ সে-রাতে, কাজেই ওখানে গেলাম আমি। তখনই আপনার সঙ্গে দেখা হয় আমার, জানতে পারি ওকে কিডন্যাপ করতে চায় কেউ।' রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আসলে তো ও কিডন্যাপ হয়নি, তা-ই না?'

'না,' বলল রানা, 'তবে কিডন্যাপিঙের নাটক সাজিয়ে পলা ব্রডহার্স্ট-এর কাছ থেকে দশ লাখ ডলার হাতিয়ে নিয়েছে আপনার গুণধর স্বামী। তাকে লিওনেল পুশকিনের সঙ্গে দেখেছি আমি।'

'কিডন্যাপিঙের খবরটা পেপারে পড়েছি,' বলল লিসা চ্যাপেল। 'এধরনের কাজ করে পার পাবার মতো বুদ্ধি রাখে জেফ। ...যা-ই হোক, আমি জানতাম খনিতে হেরোইনের গুদাম আছে লিওনেল পুশকিনের। লোকটাকে একহাত নেয়ার জন্যে জোনাথনের সঙ্গে সাট করি। আমার ইচ্ছে ছিল গুদামটা পুড়িয়ে দেব, কিন্তু জোনাথনের মতলব অন্যরকম, ওগুলো সরিয়ে নিয়ে নিজেই একটা স্মাগলিং রিং গড়ে তুলতে চায় সে। তবে আমি আর ওর সঙ্গে থাকছি না। ওর মতো মাথামোটা লোক ড্রাগের ব্যবসা চালাতে পারবে না। তার উপর লোকটা আমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে।' ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল মেয়েটার। 'এক ছাদের নীচে অবিবাহিত পুরুষমানুষের সঙ্গে বেশিদিন থাকতে পারে না কোনও মেয়ে, পুরুষমানুষ তার নোংরা হাত বাড়াবেই।'

লিসা চ্যাপেল থেমে যাবার পর নীরবতা নামল ঘরে। তারপর দূরে পরপর কয়েকটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে একই সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা ও লিসা চ্যাপেল।

'কী হচ্ছে!' দৌড়ে জানালার কাছে চলে গেল মেয়েটা।

'পুলিশ হয়তো জোনাথনদের তাড়া করেছে,' বলল রানা। 'তবুও সাবধান থাকা ভাল।' লণ্ঠনের কাছে চলে গেল ও। 'বাতিটা নিভিয়ে দিচ্ছি।'

সলতে নামিয়ে আগুনটা কমিয়ে ফেলল ও। গোলাগুলির আওয়াজ বাড়ছে, সেই সঙ্গে কাছে চলে আসছে। ফুঁ দিয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিল এবার।

'ম্যাথিউ আর জোনাথন!' তীক্ষ্ণ গলায় বলে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল লিসা চ্যাপেল।

নীচে, টিলায় উঠবার পথে গানফ্ল্যাশ দেখতে পেল রানা। আরও নীচ থেকে জবাব দেয়া হলো পাল্টা গুলি করে। কেবিনের কাঠের ছাদে এসে ঠকঠক করে গাঁথল কয়েকটা বুলেট।

ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলতে ফেলতে ছুটে এসে কেবিনে ঢুকল দানব ম্যাথিউ ও বেঁটে জোনাথন, তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল লিসা চ্যাপেল।

চোদ্দো

এত হাঁপাচ্ছে যে কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারল না দুই স্মাগলার। একের পর এক গুলি এসে গাঁথছে কেবিনের সামনের দেয়ালে। কাছে চলে আসছে বিপক্ষের লোকগুলো।

'রাইফেল আনো!' একটু সামলে নিয়ে লিসা চ্যাপেলকে তাগাদা দিল জোনাথন। 'পুশকিন আসছে!'

দৌড়ে পাশের ঘরে চলে গেল লিসা চ্যাপেল, একটা কাবার্ড খুলবার আওয়াজ শুনতে পেল রানা। তারপর দুটো রাইফেল নিয়ে

এসে ম্যাথিউ ও জোনাথনের হাতে দিল মেয়েটা। রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লড়বেন আপনি?'

'পুশকিনের দিকে গুলি করতে খারাপ লাগবে না আমার,' বলল রানা।

আবার পাশের ঘরে গেল মেয়েটা, আরও দুটো রাইফেল ও এক থলে বোঝাই কার্ট্রিজ নিয়ে ফিরে এলো। একটা রাইফেল ধরিয়ে দিল সে রানার হাতে। নিজেরটায় গুলি ভরতে ভরতে বলল, 'ব্যাপার কী, জোনাথন?'

'ওদের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম আমরা,' জবাব দিল জোনাথন। 'দশজন ছিল ওরা, সঙ্গে লিওনেল পুশকিন। গুদাম থেকে মাল নিতে এসেছিল বোধহয়। আমাদের ট্রাকগুলো দেখে ওঁৎ পেতে বসে ছিল।'

'আমরা বলছ কেন, তুমি তো তখন ওখানে ছিলে না,' প্রবল আপত্তির সুরে বলল দানব ম্যাথিউ। জানালার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে, ঘাড় ফিরিয়ে লিসা চ্যাপেলের দিকে তাকাল। 'খাদের ওপরে ছিল ওরা। আমরা ছিলাম নীচে। খরগোশ শিকারের মতো গুলি করে আমাদের ফেলতে শুরু করেছিল হারামজাদারা। ল্যারি, লুই আর জর্জি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। আমরা সরে যাই ট্রাকের পিছনে। খাদের পাড় থেকে একজন একজন করে বাকিদের খুন করে ওরা। শেষে আমি একা হয়ে যাই। মড়ার মতো পড়ে ছিলাম। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ওরা ধরে নেয় আমরা সবাই মারা গেছি, তখন নেমে আসে নীচে। ল্যারি আর জর্জি তখনও বেঁচে ছিল, আহত হয়েছিল, কিন্তু মরেনি। পুশকিন পাশে দাঁড়িয়ে দু'জনেরই মাথায় গুলি করল। অন্যরা মরেছে কি না দেখছিল লোকগুলো, সেই সুযোগে অন্ধকারে ক্রল করে সরে আসতে পারি আমি। খাদের উপর ওঠার পর জোনাথনের সঙ্গে দেখা হয়। জোনাথনকে দেখে ফেলে পুশকিনের লোকরা। গাধাটা সিগারেট ফুঁকছিল। এক মাইল দূর থেকেও তো দেখা যাবে আগুনটা।

ধাওয়া করল আমাদের। গাধাটাকে বললাম গুলি কোরো না, কিন্তু গুলি করতেই থাকল ও। ভেবেছিলাম অন্ধকারে সরে পড়তে পারব, সেটা আর হলো না। শেষে এখানে এসে উঠেছি। নীচে আছে পুশকিনের লোক, আমাদের খুন করতে চেষ্টা করবে। চমৎকার পিকনিক, কি বলো?'

'ওদের দুটোকে খতম করেছি আমি,' আত্মপক্ষ সমর্থন করল বেঁটে জোনাথন। 'কী মনে করেছ আমাকে? আমার দিকে কেউ গুলি করবে, আর আমি পাল্টা গুলি করব না?'

একে অপরকে দোষারোপ করছে লোক দু'জন, সেই ফাঁকে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নীচের উপত্যকা দেখল রানা। টিলায় উঠতে শুরু করবার আগে কোনও কাভার পাবে না আক্রমণকারীরা। কিন্তু টিলায় যদি উঠতে আরম্ভ করে, ঝোপঝাড়ের কারণে কারও চোখে ধরা না পড়েই কেবিনের দরজা পর্যন্ত চলে আসতে পারবে।

উইন্ডো সিলের উপর রাইফেলের নল রেখে অন্ধকারে নীচের দিকে একটা গুলি করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা গুলি হলো নীচ থেকে। উপত্যকার ওধারে চার-পাঁচটা আগুনের ঝিলিক দেখতে পেল ও। ঠকঠক করে দেয়ালে বিঁধল বুলেট। আগুনের ঝিলিক দেখে বুঝতে পারল, ওদিকের টিলার ওপরেও লোক রেখেছে প্রতিপক্ষ।

'উপত্যকার ওদিকটায় আছে ওরা, যদি এগিয়ে এসে আমাদের টিলায় উঠতে পারে, তো আমাদের কোনও আশা নেই,' বলল রানা।

'একটু পরেই চাঁদ উঠবে,' বলল ম্যাথিউ, 'আমরা যখন এলাম, তখন টিলার চূড়ার খানিকটা নীচে ছিল। চাঁদ উঠলে যথেষ্ট আলো পাব, কি বলেন? ঝোপের আড়াল ছেড়ে বের হলে হারামজাদাদের গুলি করে মারতে অসুবিধে হবে না।'

নীচে সামান্য নড়াচড়া দেখতে পেয়ে রাইফেলের সাইট সরিয়ে

গুলি করল রানা।

খুদে একটা ছায়ামূর্তি ছুটে ঢুকে গেল আবার কালো ঝোপগুলোর ভিতরে। একইসঙ্গে গুলি করল ম্যাথিউ ও জোনাথন। গুলির শব্দের পরপরই অস্পষ্ট একটা চিৎকার শুনতে পেল ওরা। মাথায় পর্যাপ্ত মগজ থাকুক বা না থাকুক, নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করতে পারে দুই স্মাগলার।

'আরেকটাকে ফুটো করেছি,' তৃপ্তির সঙ্গে বলল জোনাথন।

লিসা চ্যাপেলকে পাশে এসে দাঁড়াতে দেখে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'এখান থেকে বের হতে হলে দরজা ছাড়া আর কোনও পথ আছে?'

মাথা নাড়ল লিসা চ্যাপেল।

'ছাদ?' গলা আরও নামিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'মই বেয়ে ট্র্যাপডোর খুলে ছাদে উঠতে পারবেন, কিন্তু ওখান থেকে সরতে পারবেন না আর।'

'কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিসা চ্যাপেল। 'দড়ি হলে পারবেন হয়তো। তবে খুব কঠিন হবে।'

'দড়ি আছে? চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'কিচেনে পাবেন।'

হঠাৎ আবার গুলি করল জোনাথন, উত্তেজিত স্বরে বলল, 'সাবধান! ওরা আসছে!'

উপত্যকার ওপাশ থেকে ছয়-সাতটা ছায়ামূর্তি ছুটে আসছে, দেখল ওরা। রানা সহ চারজনই ওরা গুলি করতে শুরু করল। রাইফেলগুলো বোল্ট অ্যাকশন না হয়ে সেমি অটোমেটিক হলে সুবিধা হতো। তারপরও পড়ে গেল দুটো ছায়ামূর্তি। অন্যান্যরা পিছিয়ে আড়ালে চলে গেল আবার।

'দড়িটা নিয়ে আসুন,' লিসা চ্যাপেলকে বলল রানা। 'ট্র্যাপডোরটাও খুলে দেবেন পারলে।'

'ফিসফিস করে কী কথা হচ্ছে?' সন্দেহের চোখে রানা ও লিসাকে দেখল জোনাথন।

'এখান থেকে সরে পড়ার পথ আছে কি না আলোচনা করছি,' তাকে জানাল রানা। 'ছাদ হয়ে সরে যাওয়া যাবে হয়তো।'

'অসম্ভব,' নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল জোনাথন। 'চাঁদ উঠলে পাখি মারার মতো সহজে গুলি করে মারতে পারবে ওরা আপনাকে।'

'তারপরও হয়তো চেষ্টা করতে হবে,' বলল রানা। দেখল, টিলার মাথার উপর দিয়ে সামান্য উঁকি দিয়েছে চাঁদটা।

তিন-চার মিনিট পর নীচের উপত্যকার মেঝে রূপালী আলোর বন্যায় ভেসে গেল।

'আমাদের যেমন অসুবিধা হবে এই আলোয়, ওদেরও হবে, কি বলেন?' বলল ম্যাথিউ। জানালার পাশে বসে পড়ল সে। 'একটা গুলিও ফস্কাবে না আমার।'

'মতলবটা কী ওদের?' অস্বস্তির সঙ্গে বলল বেঁটে জোনাথন, 'পাঁচ মিনিট হয়ে গেল গুলি করছে না যে?'

'তার দরকার নেই,' রানা বুঝতে পারছে নীচের ওরা কেন গুলি করছে না, 'চাঁদের আলোয় কেবিনটা দেখা যাবে একটু পর, জানালাগুলো দিয়ে কেবিনের ভিতরটাও দেখতে পাবে তখন।'

'দড়ি এনেছি,' পাশের ঘরের দরজা থেকে বলল লিসা চ্যাপেল।

'ছাদে যাচ্ছি আমি,' ওদিকে পা বাড়াল রানা। 'চোখ-কান খোলা রাখবেন।'

'নিজের চোখ-কান নিয়ে ভাবুন,' বাঁকা সুরে বলল জোনাথন, 'কবরে ফুল আশা করলে ভুল করবেন।'

পাশের ঘরে চলে এলো রানা, লিসা চ্যাপেল টর্চের আলোয় খাটো একটা মই দেখাল ওকে। মইটা ট্র্যাপডোরে গিয়ে শেষ হয়েছে। 'ওপরে ওঠা বোধহয় ঠিক হবে না আপনার, মিস্টার

রানা,' সাবধান করার সুরে বলল মেয়েটা ওকে। 'ওরা আপনাকে দেখতে পাবেই।'

'কাভারিং ফায়ার দিন আপনারা দু'জন,' পাশের ঘরের ম্যাথিউ ও জোনাথনের উদ্দেশে গলা চড়াল রানা। 'আমি ছাদে উঠছি।'

'বিদায়,' হালকা সুরে বলল ম্যাথিউ।

উপত্যকার মেঝে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল তারা দু'জন। রানা কান পেতে শুনল, পাল্টা গুলি করা হচ্ছে না কেবিনের দিকে। মই বেয়ে উঠে সাবধানে ট্র্যাপডোর খুলল ও, মাথা তুলে চাঁদের আলোয় আলোকিত সমতল ছাদটা দেখল।

ছাদের একদিকে টিলার খাড়া দেয়াল, কোনও ঝোপঝাড় জন্মেনি ওখানে, খালি হাতে ওঠা প্রায় অসম্ভব। এরকম উজ্জ্বল আলোয় টিলা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করলে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা হবে। পরিষ্কার দেখতে পাবে ওকে ওদিকের টিলায় অবস্থান নেয়া লোকগুলো। চাঁদ টিলার ওপাশে সরে যাবার পর যখন ছায়া ঘনাবে, তখন চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু অতটা সময় হাতে আছে বলে মনে হলো না রানার।

মই বেয়ে নামল ও, হতাশা বোধ করছে। লিসা চ্যাপেলকে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাতে দেখে বলল, 'ওদিক দিয়ে সরে যাওয়া সম্ভব নয়, অনেক বেশি আলো। ঘণ্টাখানেক পর হয়তো চেষ্টা করা যেতে পারে।'

পাশের ঘর থেকে টিটকারির সুরে বলল জোনাথন, 'ঘণ্টাখানেক পর? বাহ্! ওরা বসে থাকবে আমাদের জন্যে, তা-ই না?'

'কফি চলবে?' জিজ্ঞেস করল লিসা চ্যাপেল। মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের ঘরে চলে এলো রানা।

ম্যাথিউ একটা আধপোড়া নেভা সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে উপত্যকার মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। জোনাথন বসেছে জানালার পাশে একটা চেয়ারে, ওখান থেকে উঁকি দিচ্ছে বাইরে।

'খনির ওই খাদের কাছে কোনও মেয়েকে দেখেননি বোধহয়?' ম্যাথিউকে জিজ্ঞেস করল রানা

মাথা নাড়ল দানব। 'না। কেন?'

'আমাকে আপনারা যখন ওখানে দেখলেন, তখন আমার সঙ্গে আমার সেক্রেটারিও ছিল, ওকে পুলিশ ডাকতে পাঠিয়েছিলাম আমি।'

'তাতে কোনও লাভ হবে না,' নেভা সিগারেটটা ফেলে দিল ম্যাথিউ। 'উপত্যকায় গুলি হলে সেই আওয়াজ খনি পর্যন্ত পৌঁছবে না। কেন পৌঁছায় না জানি না, তবে পৌঁছায় না। যদি খুঁজতে খুঁজতে এদিকে না আসে, তা হলে পুলিশ জানবে না এখানে গোলাগুলি হচ্ছে।'

'তাতে কোনও ক্ষতি নেই,' বলল জোনাথন, 'পুলিশ যদি আমাকে উদ্ধার করত, তা হলে আত্মসম্মানে খুব জোর চোট লাগত আমার।'

'সম্মান চুলোয় যাক,' হেসে উঠল ম্যাথিউ, 'পুশকিনের হাতে পড়ার চেয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারলে অনেক বেশি খুশি হবো আমি।'

'সিগারেট খাওয়া কি নিরাপদ?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল বেঁটে জোনাথন।

'মেঝেতে বসে ধরান,' তাকে পরামর্শ দিল রানা। 'আমি আপনার জায়গায় বসছি।'

'সত্যি ভাল ছেলে,' ছোট ছোট ভাঙা দাঁতগুলো বের করে হাসল জোনাথন। 'ভাল লাগছে ভেবে যে আপনাকে গুলি করে মারিনি।'

'আমিও খুশি হয়েছি,' রাইফেল হাতে চেয়ারে বসল গম্ভীর রানা।

মেঝেতে বসে সিগারেট ধরাল জোনাথন।

একটু পরে ম্যাথিউ বলল 'আসতে উৎসাহ দেখাচ্ছে না

হারামজাদারা। হয়তো সরে পড়েছে, কি বলেন?'

'যাও না, শখ থাকলে গিয়ে দেখো না ওরা গেছে কি না,' বাঁকা সুরে বলল জোনাথন। 'বাজি ধরে বলতে পারি, ভিন্ন কোনও মতলব আঁটছে শয়তানগুলো।'

রানারও তা-ই ধারণা। উপত্যকার মেঝেতে যতক্ষণ চাঁদের আলো থাকবে, ততক্ষণ আড়াল ছেড়ে বের হবে না লোকগুলো, কিন্তু আলোটা সরে গেলেই একযোগে ছুটে আসবে বোধহয়।

ট্রেতে করে কফির কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল লিসা চ্যাপেল। পিছনের পকেট থেকে পাইন্ট ফ্লাস্ক বের করে নিজের কাপে মদ ঢালল জোনাথন। 'রাম নেবে কেউ?' জিজ্ঞেস করল ফ্লাস্কটা নেড়ে।

ফ্লাস্ক নিয়ে চুমুক দিল ম্যাথিউ, তারপর রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ওটা।

মাথা নাড়ল রানা। 'শুধু কফি।'

'ভাবছেন এই গাড্ডা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন?' সড়াৎ করে রাম মেশানো কফিতে চুমুক দিল জোনাথন, এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল।

জবাব দিল না রানা। ম্যাথিউ বলল, 'চুপ করো, জোনা, তুমি আমার মন খারাপ করে দিচ্ছ। নিজে মরতে চাইলে মরে যাও, আমি অন্তত তোমার জন্যে আফসোস করব না। কেউ করবে না।'

'মিথ্যে কথা,' রেগে গেল জোনাথন, 'আমার বুড়ি মা আফসোস করবে।' কফি শেষ, আরেক কাপ কফি নিতে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াল সে। 'এক পাল মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আমার, ওদেরও আফসোসের শেষ থাকবে না।'

গুলি শুরু হলো হঠাৎ। দূরের একটা ঝোপে যেন তারাবাতির আগুন জ্বলে উঠেছে। ওটার ভিতর থেকে একটানা গুলি ছুঁড়ছে একটা থম্পসন-গান।

'শুয়ে পড়ো!' বলেই নিজেও মেঝেতে উপুড় হলো রানা দেরি না করে।

দরজার দিকে টলতে টলতে দু'পা এগোল জোনাথন, তারপর ধপ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

কেবিনের ভিতরে নড়ছে না কেউ। থম্পসন থেকে গুলি করা হচ্ছে এখনও। তীব্রগতি বুলেটগুলো কেবিনের জানালা দিয়ে ঢুকছে, দরজা ফুটো করে বিঁধছে পিছনের দেয়ালে। তারপর আচমকা থেমে গেল থম্পসন।

ম্যাথিউকে 'বাইরের দিকে খেয়াল রাখুন,' বলে জোনাথনের পাশে ক্রল করে চলে গেল রানা।

চিৎ হয়ে পড়ে আছে জোনাথন, ক্ষতবিক্ষত বুক দেখে মনে হয় কাছ থেকে সাবমেশিনগানের ব্রাশফায়ার করা হয়েছে।

'মারা গেছে ও?' জিজ্ঞেস করল লিসা চ্যাপেল। ভয়ে গলা কাঁপছে তার।

'হ্যাঁ।'

'যদি এখান থেকে সরে পড়তে পারি, তা হলে ওর মাকে খবরটা জানাব আমি,' বলল ম্যাথিউ। 'খুব খুশি হবে বুড়ি। দু'চোখে জোনাকে দেখতে পারত না।'

'জানালার সামনে যাবেন না, মাথা নিচু করে রাখুন,' ম্যাথিউকে বলল রানা। ক্রল করে একটা জানালার পাশে, লিসা চ্যাপেলের কাছে চলে গেল ও।

আবার গর্জে উঠল থম্পসন। বুলেটগুলো কেবিনের খোলা জানালা দিয়ে ঢুকছে, যেখানে আঘাত করছে, ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে সেসব জায়গার দেয়াল।

'ওই আসছে ওরা!' বলে উঠল ম্যাথিউ।

চাঁদের আলোয় লোকগুলোকে দেখতে পেল রানা, এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে টিলা লক্ষ্য করে, রাইফেলের সাইট স্থির করবার সময় দিচ্ছে না। তাদের একজনকে ফেলে দিল ম্যাথিউ, কিন্তু উপত্যকার বিস্তৃতি পেরিয়ে এদিকের ঝোপঝাড়ের ভিতরে ঢুকে পড়ল অন্য পাঁচজন।

জানালার চৌকাঠ ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে বুলেট, ছিটকানো কাঠের কুচি থেকে বাঁচতে খানিকটা সরে গেল রানা। ম্যাথিউকে বলল, 'এদিকে চলে এসেছে। এবার উঠে আসতে আর কোনও বাধা নেই।'

'ঢুকতে পারবে না, তার আগেই গুলি করে ফেলে দেব,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ম্যাথিউ। 'জোনার রাম কোথায়? এখন জিনিসটা দরকার, কি বলেন?'

বুকে হেঁটে জোনাথনের লাশের কাছে চলে গেল সে, প্যান্টের পকেট থেকে ফ্লাস্কটা বের করে নিল।

থম্পসনটা থেমে গেছে আবার। দ্রুত উঠে বসল রানা, রাইফেলটা তুলেই যে-ঝোপের ভিতরে আগুনের ফুলকি দেখেছিল, সেটা লক্ষ্য করে পরপর তিনটে গুলি করল।

নড়ে উঠল ঝোপ, থম্পসন হাতে উঠে দাঁড়াল এক লোক, বেরিয়ে এলো চাঁদের আলোয়, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

জানালার কাছে চলে এসেছে ম্যাথিউ, প্রশংসার সুরে বলল, 'দারুণ শুটিং দেখিয়েছেন। অন্য কেউ টমিগানটা নিতে চাইলে তাকে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে আসতে হবে।'

কেবিনের একেবারে সামনে থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে লোকগুলো, চমকে গেল রানা ও ম্যাথিউ। দরজা ফুটো করে ঢুকছে বুলেট।

'বাইরেই আছে ওরা,' চাপা গলায় লিসা চ্যাপেলকে বলল রানা, 'পাশের ঘরে চলে যান।'

'কেন?' রানার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল মেয়েটা।

অধৈর্য বোধ করল রানা। 'যা বলছি করুন।'

ক্রল করে দরজা পেরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল লিসা চ্যাপেল।

'পিস্তল আছে আপনার কাছে?' ম্যাথিউর কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা দোলাল দানব ম্যাথিউ। 'জোনাথনের কাছে রিভলভারটা পাবেন। ওটা কোনও কাজে আসবে না ওর, কি বলেন?'

বুকে হেঁটে জোনাথনের রক্তাক্ত লাশের পাশে চলে গেল রানা, শোল্ডার হোলস্টার থেকে .৩৮ রিভলভারটা বের করে নিল, ফিরে এলো আবার ম্যাথিউর পাশে। নিচু গলায় বলল, 'আমি ছাদে উঠছি, গুলি শুরু করলেই দরজা খুলে ফেলবেন আপনি। কপাল ভাল হলে দরজা খোলার আগে কেউ বের হচ্ছে টেরও পাবে না ওরা। দ্রুত গুলি করতে হবে আপনাকে। মিস করা চলবে না। মনে রাখবেন, পাঁচজন আছে ওরা।'

'ছাদে উঠলেই ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবেন আপনি,' আপত্তির সুরে বলল ম্যাথিউ।

'ঝুঁকিটা নিতে হবে,' পাশের ঘরে যাবার জন্য ক্রল শুরু করল রানা।

বাইরে থেকে এক লোক চিৎকার করে বলল, 'বেরিয়ে এসো তোমরা! না বেরোলে আমরা আসছি!'

মইয়ের কাছে বসে আছে লিসা চ্যাপেল, তাকে রানা বলল, 'ওরা ঠিক বাইরেই আছে। হয়তো চমকে দেয়া যাবে। তৈরি হয়ে বসে থাকুন, যদি ভিতরে ঢুকে পড়ে, তা হলে গুলি করতে হবে আপনাকে।'

দেরি না করে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল ও, আস্তে করে ট্র্যাপডোর তুলে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর কাঁধ বের করল চৌকো ফাঁক দিয়ে। ঘটল না কিছু। উপত্যকার ওদিকে যারা আছে, তারা ছাদের দিকে লক্ষ রাখছে কি না কে জানে! কেউ থেকে থাকলে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় পরিষ্কার দেখতে পাবে ওকে। ছাদে উঠে পড়ল রানা। ওপাশের টিলার মাথায় এখনও কি কেউ আছে?

ছাদের সামনের অংশটা যেন অনেক দূরে। বুকে হেঁটে এগোল রানা। সতর্ক, যেন আওয়াজ না হয়। শক্ত হয়ে আছে পেশি, আশঙ্কা করছে, যে-কোনও সময় ওদিকের টিলা থেকে গুলি করা

হবে ওকে লক্ষ্য করে। ছাদের সামনের দিকে চলে এসে গতি আরও কমাল ও, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে এখন।

গুলির শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে, তবে একটা গুলিও ওর দিকে আসছে না, গুলি করা হচ্ছে কেবিনের দরজা লক্ষ্য করে। ছাদের কিনারা থেকে সাবধানে উঁকি দিল রানা। টিলার গায়ে জন্মানো ঝোপঝাড় নেমে গেছে নীচের উপত্যকা পর্যন্ত। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কোথাও কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ল না ওর। তারপর লোকটাকে দেখতে পেল রানা, কেবিন থেকে গজ পনেরো দূরে একটা পাথরের পিছনে ঘাপটি মেরে বসে আছে। একে একে অন্যদেরও খুঁজে পেল ও, কেবিনটাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে তারা, পাথর বা ঝোপের আড়াল ছেড়ে বের হচ্ছে না, ঝুঁকি নিচ্ছে না কোনও। দু'জনকে ফেলে দিতে পারবে বলে মনে হলো ওর। কিন্তু ম্যাথিউ যদি বাকি তিনজনকে মিস করে, তা হলে ও শেষ। ঝুঁকিটা বড় বেশি। আগে ম্যাথিউকে জানানো দরকার কোন্ তিনজনকে গুলি করতে হবে তার, তারা কোথায় আছে।

পিছাতে শুরু করল রানা, ঠিক তখনই একজন মুখ তুলে ছাদের দিকে তাকাল, দেখে ফেলল ওকে। চিৎকার ছেড়েই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল লোকটা। গালের পাশ দিয়ে চলে গেল বুলেট, বাতাসের দোলা টের পেল রানা। পাল্টা গুলি করল ও, লোকটাকে পড়ে যেতে দেখল, পলক ফেলবার আগেই দ্বিতীয় লোকটার দিকে রিভলভার ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপল। মিস করেছে। উঠে দাঁড়াচ্ছিল লোকটা, কিন্তু কেবিনের ভিতর থেকে গর্জে উঠল ম্যাথিউর রাইফেল। চিত হয়ে পড়ে গেল সে। একসঙ্গে গুলি করল কয়েকজন। একটু আগে রানার মাথা ছাদের যেখানে ছিল, সেখানে এসে লাগল তিনটে বুলেট।

উপত্যকা থেকেও গুলি করছে কয়েকজন। দ্রুত ঘুরেই উঠে দাঁড়িয়ে ট্র্যাপডোরের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল রানা, মই বেয়ে পিছলে নামতে নামতে টের পেল ওর মাথার উপর দিয়ে চলে

যাচ্ছে বুলেট।

'আহত হয়েছেন?' ও নামতেই জিজ্ঞেস করল লিসা চ্যাপেল।

'না।' দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে চলে এলো রানা, দেখল দরজা খুলে অন্ধকারে গুলি করছে দুঃসাহসী দানব ম্যাথিউ।

তার পাশে দাঁড়াল রানা। গুলি থামিয়ে পিছিয়ে আড়ালে সরে এলো ম্যাথিউ। উঁচু গলায় বলল, 'খতম করে দিয়েছি শালাদের! পাঁচটাই শেষ! এবার অন্যগুলো পৌঁছবার আগেই ঝোপের ভিতর দিয়ে নেমে যাওয়া দরকার, কি বলেন?'

লিসা চ্যাপেল চলে এলো সামনের ঘরে। 'আসুন,' তাকে বলল রানা, 'এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ। ম্যাথিউ, আগে যান। তারপর আপনি যাবেন, লিসা। আমি শেষে থাকছি, কাভার দেব আপনাদের। সোজা ঝোপে গিয়ে ঢুকবেন। রেডি?'

ফ্যাকাসে চেহারায় মাথা দোলাল লিসা চ্যাপেল।

'রেডি,' বলল ম্যাথিউ।

'যান তা হলে।'

বিরাট এক লাফে দরজা পেরিয়ে ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়ল দানব ম্যাথিউ।

একে একে তাকে অনুসরণ করল লিসা চ্যাপেল ও রানা, ঝোপের মধ্য দিয়ে কেবিনের কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করল। অনেকখানি সরে থামল ওরা, নীচের উপত্যকা ও উল্টোদিকের টিলায় চোখ বুলাল। গুলির আওয়াজ থেমে যাওয়ায় নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর ঠেকছে। কোনও আওয়াজ নেই কোথাও।

থুতনি ডলল ম্যাথিউ, এক হাতে ব্যথা পাওয়া কাঁধ টিপতে শুরু করল। মরুভূমি শীতল হয়ে গেছে, টিলার উপর দিয়ে বয়ে চলা বাতাস গায়ে কাঁপুনি ধরাতে চায়। নিচু গলায় বলল দানব, 'একেবারে চুপ হয়ে গেছে, কি বলেন?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'এখানে অপেক্ষা না করে রওনা হওয়া দরকার আমাদের।'

'মাইন-এ ফিরে গেছে ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল লিসা চ্যাপেল।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হয়তো। চলুন, যাওয়া যাক। পুশকিন হয়তো ভাবছে এখানে সময় নষ্ট না করে হেরোইনের গুদাম সরিয়ে ফেলা উচিত তার। আমার সেক্রেটারি যদি পালাতে পেরে থাকে, তা হলে ধরা পড়বে লোকটা পুলিশের হাতে।'

'চলুন।' উঠে দাঁড়াল দানব ম্যাথিউ।

সামনে চলল রানা, দ্রুত এগোচ্ছে, কিন্তু আড়াল ছেড়ে বের হচ্ছে না একবারও। ঢালু জমি, নেমে যাচ্ছে ওরা টিলা থেকে। একটু পরেই ঝোপঝাড় হালকা হতে শুরু করল। শেষ খানিকটা জায়গা ন্যাড়া টিলা, মরুময় উপত্যকায় মিশেছে। প্রায় কোনও আড়াল ছাড়াই অন্তত পঞ্চাশ গজ যেতে হবে ওদের সমতলে নামতে হলে।

নীচের দিকের ঝোপগুলোর পিছনে থেমে অপেক্ষা করল ওরা। চাঁদের আলোয় রূপালী বালি চিকচিক করছে। জ্যোৎস্না এতো উজ্জ্বল যে, সিকি মাইল দূর থেকেও নড়াচড়া চোখে পড়বে।

'এখনও যদি টিলায় লোক থেকে থাকে, তা হলে এখানেই গুলি খেয়ে মরব আমরা,' বলল ম্যাথিউ। রানার দিকে তাকাল। 'ঝুঁকিটা নেবেন? কি বলেন?'

'নেব।' একটু থেমে বলল রানা, 'আপনারা দু'জন এখানেই থাকুন, যদি আমার দিকে কেউ গুলি না করে, তা হলে চলে আসবেন।'

'সাহস আছে আপনার,' রানার পিঠ চাপড়ে দিল দানব ম্যাথিউ। 'যান।'

লিসা চ্যাপেল বলল, 'বোধহয় নেই কেউ। খনিতে চলে গেছে।'

মেয়েটার কথা সত্যি হলেই ভাল, জগিঙের ভঙ্গিতে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করে মনে মনে বলল রানা। আর বিশ গজ গেলেই

বালির সমতল। ঘটছে না কিছু। উপত্যকার মেঝেতে নামল ও, ষাট গজ গিয়ে ফিরে তাকাল। ওর দিকে দৌড়ে আসছে ম্যাথিউ ও লিসা চ্যাপেল। তাদের জন্য অপেক্ষা করল রানা। কাছে আসবার পর বলল, 'খনিতে গেছে। ছড়িয়ে পড়ে এগোন। যদি কেউ গুলি করে, তা হলে মাটিতে শুয়ে পড়বেন।'

পরস্পরের কাছ থেকে পাঁচ গজ দূরত্ব বজায় রেখে ঢেউ খেলানো বালির উপর দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল ওরা, মাঝে মাঝে থামছে দম নিতে। আবার রওনা হতে লিসা চ্যাপেল ও ম্যাথিউকে তাগাদা দিতে হচ্ছে রানার। সুসানার জন্য চিন্তা হচ্ছে ওর। কে জানে পালাতে পেরেছে কি না। থমথমে নীরবতা ওর চিন্তা বাড়িয়ে দিচ্ছে। লেফটেন্যান্ট মরিস চলে এলে গুলির আওয়াজ পাওয়া যেত।

কিছুক্ষণ পর খনির কাছের সেই খাদের উঁচু পাড় দেখতে পেল ওরা। হাতের ইশারায় লিসা চ্যাপেল ও ম্যাথিউকে থামাল রানা, তারা কাছে আসায় চাপা গলায় বলল, 'বাকি পথ ক্রল করে যাব আমরা। এদিকের পাহারায় কাউকে হয়তো রেখে গেছে পুশকিন।' লিসা চ্যাপেলের দিকে ফিরল রানা। 'আপনি পিছনে আসবেন। ম্যাথিউ আর আমি আগে যাব।'

আবার এগোল ওরা, গতি খুব ধীর। সামান্য ঝোপ বা বালির স্তূপের আড়ালও ব্যবহার করতে ভুল করছে না কেউ, এগোচ্ছে নিঃশব্দে।

হঠাৎ আঙুল তুলে রানাকে সামনে দেখাল ম্যাথিউ। সেদিকে তাকিয়ে একটু পরে এক লোকের মাথা দেখতে পেল রানা, একটা ঝোপের মধ্যে বসে এদিকেই তাকিয়ে আছে সে। রানার কানের কাছে ফিসফিস করল দানব, 'আমি ওর ব্যবস্থা করছি। রেঞ্জার ছিলাম একসময়। এসব আমার কাছে ছেলেখেলা।'

আপত্তি করল না ক্লান্ত রানা, তবে তৈরি থাকল, ম্যাথিউ লোকটাকে অজ্ঞান করতে ব্যর্থ হলে ওকে চেষ্টা করতে হবে।

পারতপক্ষে গুলি করা যাবে না। খাদটা বড় বেশি কাছে।

গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে এগিয়ে চলল দানব ম্যাথিউ। রানার পাশে এসে শুলো লিসা চ্যাপেল। ঝোপের উপর বেরিয়ে থাকা মাথাটা সে-ও দেখেছে।

অপেক্ষা করছে ওরা। কিছু ঘটছে না। করছে কী ম্যাথিউ?

পাহারাদার লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকাল। জ্যোৎস্নার আলোয় চমৎকার একটা টার্গেট মনে হলো তাকে রানার। হঠাৎ কেশে উঠল লোকটা, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বালির উপর।

ম্যাথিউকে হাত নাড়তে দেখল রানা, বালির একটা ঢিবির আড়ালে সরে গেল দানব। লিসাকে পিছনে আসতে বলে ওদিকে ক্রল করে এগোল রানা। ওরা কাছে পৌঁছানোর পর ম্যাথিউ ফিসফিস করল, 'কিছুই টের পায়নি ও, ঘাড়ে ঘুসি খেয়ে অজ্ঞান। খেলাটা ভাল লাগতে শুরু করেছে আমার।'

খাদের পাড়ে ক্রল করে গিয়ে নীচের দিকে তাকাল ওরা।

ট্রাক দুটোর হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় কর্মব্যস্ততা দেখা গেল খাদের ভিতর। কাঠের বাক্সগুলো ট্রাকে তুলছে কয়েকজন, টানেল থেকে বাক্স নিয়ে সরু পাহাড়ি পথে নামছে অন্যরা। একটা ট্রাক বাক্সে ভরে গেছে, অন্যটা অর্ধেক ভরা হয়েছে।

টানেলের মুখে দাঁড়িয়ে আছে লিওনেল পুশকিন, তাড়াতাড়ি কাজ করতে তাগাদা দিচ্ছে সে।

পিস্তলটা তুলে তার বুকে তাক করল ম্যাথিউ। খপ করে দানবের কব্জি ধরে ফেলল রানা। 'না। আমার সেক্রেটারি আছে ওখানে। পালাবার উপায় ছিল না ওর। ওকে খুঁজতে যেতে হবে আমাকে। যদি আমাকে ওরা দেখে ফেলে, তখন গুলি করবেন। প্রথমে গুলি করবেন পুশকিনকে।'

একটু দ্বিধা করে আস্তে করে মাথা দোলাল দানব।

সাবধানে খাদের ভিতর নামতে শুরু করল রানা। শামুকের

গতিতে নামছে। সরু পথে অসংখ্য নুড়ি পাথর পড়ে আছে, এড়াতে হচ্ছে ওগুলোকে, নইলে গড়িয়ে নীচে পড়ে আওয়াজ করবে।

ব্যস্ত হয়ে বাক্স আনছে নীচের লোকগুলো, ট্রাকে তুলে সাজাচ্ছে বাক্স।

পথটা গেছে টানেলের পাশ দিয়ে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে লিওনেল পুশকিন। খাড়া পথ ছেড়ে অন্ধকারে খাদের দেয়াল বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। এবড়োখেবড়ো দেয়ালে পা বাধাচ্ছে, দু'হাতে খামচে ধরছে নরম মাটি বা বেরিয়ে থাকা পাথর, টিকটিকির মতো নেমে চলেছে। নীচের পাথুরে মেঝেতে পড়ে গেলে হাড়গোড় আস্ত থাকবে না একটাও।

কোনদিন যেন শেষ হবে না এই নেমে চলা, রানার মনে হলো অনন্তকাল ধরে দেয়াল বেয়ে নামছে ও। খাদের নীচে নেমে ঘড়ি দেখল, নয় মিনিট পার হয়েছে মাত্র। আশপাশে ঝোপঝাড়ের কোনও অভাব নেই। ছায়া থেকে আরেকটা ছায়ায় সরে যাচ্ছে রানা, ওর লক্ষ্য ট্রাক দুটো।

লিওনেল পুশকিনের গলা শুনতে পাচ্ছে ও, গালাগালি করছে সে তার লোকদের, দ্রুত কাজ করতে তাগাদা দিচ্ছে। একটু একটু করে নামছে রানা। লোকগুলোর ব্যস্ততার সুযোগে বাক্সভর্তি ট্রাকের কাছে পৌঁছে গেল একসময়। আগেই দেখেছে, ওটার আশপাশে কেউ নেই।

ট্রাকটা এখন ওকে আড়াল দিচ্ছে। সাবধানে ড্রাইভিং ক্যাবের জানালা দিয়ে উঁকি দিল ও।

প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে সুসানা। হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে ওর, মুখে গুঁজে দেয়া হয়েছে রুমাল।

আস্তে করে কেবিনের দরজা খুলে উঠে বসল রানা। চোখ বড় বড় করে ওকে দেখল সুসানা। ভীত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে, কিন্তু মুখ থেকে রুমাল খুলে দিতেই হাসল। ফিসফিস করে বলল, 'কী যে খুশি লাগছে তোমাকে দেখে, মাসুদ!'

'চিন্তা হচ্ছিল তোমার জন্যে।' ওর হাতের বাঁধন খুলে দিল রানা। 'ওদের হাতে ধরা পড়লে কীভাবে?'

কব্জি ডলে রক্ত চলাচল ঠিক করতে চাইল সুসানা, তারই ফাঁকে বলল, 'বেরোতেই ধরা পড়ে গেছি। পুশকিনের ধারণা এখনও খনির ভিতরেই আটকা পড়ে আছ তুমি। ভাবতেও পারেনি আমি খনির ভিতরে গিয়েছিলাম, ভেবেছে ভিতরে ঢোকার পথ খুঁজছিলাম। বলেছে, কাজ শেষ হলে আমাকেও খনির ভেতর রেখে আসবে।'

'এসো,' কেবিনের দরজা খুলে নিঃশব্দে নামল রানা। 'খাদের ওপর চলে যেতে হবে আমাদের।'

রানার পিছু নিল সুসানা, ট্রাকটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে সরে এলো ওরা ঝোপগুলোর পিছনে। গজ বিশেক পিছনে খাদের পাড়ে উঠবার আরেকটা পথ পেয়ে সেটা ধরে উঠতে শুরু করল রানা।

অর্ধেকটা পথ উঠবার পর আর্তচিৎকারটা শুনতে পেল ওরা। চমকে থেমে গেল রানা। সুসানাও যেন জমে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, টানেলের ভিতর তাকিয়ে আছে লিওনেল পুশকিন। রক্ত জমাট করা তীক্ষ্ণ আর্তনাদটা আবারও শুনতে পেল ওরা। হঠাৎ টানেলের ভিতর গুলি করল পুশকিন, তারপর আতঙ্কিত চিৎকার ছেড়ে হুড়মুড় করে নেমে আসতে শুরু করল সরু, আঁকাবাঁকা পথটা ধরে।

'ইঁদুর!' খপ করে সুসানার হাত ধরে টান দিল রানা। 'জলদি! ওপরে ওঠো! এসো!'

খাড়া পথটা ধরে দ্রুত উঠছে ওরা, লিসা চ্যাপেল ও ম্যাথিউর গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। খাদের ভিতরে গুলি করছে দু'জন। নীচ থেকেও পাল্টা গুলি করা হলো। চিৎকার-চেঁচামেচি করছে লোকগুলো। তবে রানা বা সুসানা খাদের পাড়ে উঠবার আগে ফিরেও তাকাল না সেদিকে।

রানার সামনে দাঁড়িয়ে পিস্তলে গুলি ভরতে শুরু করল ম্যাথিউ, তার লালচে চেহারায় প্রবল আতঙ্ক দেখল রানা। নীচের অবস্থা দেখবার জন্য ঘাড় ফিরাল ও।

ঠিক তখনই রানাকে দেখতে পেল লিওনেল পুশকিন, এক সেকেন্ডের জন্য থেমে দাঁড়িয়ে গুলি করল রানাকে লক্ষ্য করে, তারপর দৌড়ে নামতে শুরু করল আবার।

রানা ও অন্যান্যদের মাথার অনেক উপর দিয়ে গেল বুলেট। ছুটে নামছে পুশকিন, আবার অস্ত্র তুলল খাদের পাড়ের দিকে।

পাল্টা গুলি করল রানা। আধপাক ঘুরেই হোঁচট খেয়ে ধড়াস করে পড়ে গেল পুশকিন, যেন গালে কারও জোরাল চড় খেয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই লাফ দিয়ে উঠে ঝেড়ে দৌড় দেয়ায় বোঝা গেল গুলি লাগেনি, পিছলে পড়েছিল সে।

ম্যাথিউ উত্তেজিত গলায় বলল, 'ইঁদুর! আরে সর্বনাশ! বাঁচার কোনও সুযোগই নেই শালাদের!'

আবার গুলি করতে যাচ্ছিল রানা, প্রয়োজন নেই বুঝে .৪৫ কোল্ট নামিয়ে নিল।

খাদের মেঝেতে কিলবিল করছে হাজার হাজার ইঁদুর, ঘিরে ফেলেছে ওগুলো নীচের পাঁচজনকে। উন্মাদের মত গুলি করছে লোকগুলো, সেই সঙ্গে পিছাতে চেষ্টা করছে। লিওনেল পুশকিনকে দেখতে পেল রানা, পড়ে গেছে আবার। দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ছে মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটা, আতঙ্কে প্রলম্বিত চিৎকার জুড়েছে। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, তার দেহে কামড় বসিয়ে ঝুলছে আট-দশটা ইঁদুর, পুশকিন ঝাপটাঝাপটি করেও খসাতে পারছে না ওগুলোকে। তারপর বড় বড় ইঁদুরের বাদামী শরীরগুলোর তলায় হারিয়ে গেল সে। মিনিট দুয়েক পরে থেমে গেল তার করুণ চিৎকার। জুগুলার ভেইন ছিঁড়ে ফেলেছে কোনও ইঁদুর।

টানেল থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে আরও অসংখ্য

ইঁদুর, খাবারে ভাগ পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে। পলায়নরত তিনজন লোক হেরে গেল দৌড় প্রতিযোগিতায়। প্রায় একই সঙ্গে পড়ে গেল তারা খাদের মেঝেতে। বাকি দু'জন আরও মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকতে পারল। একজনের দেহও দেখা গেল না আর। শুধু নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি করছে হাজার হাজার ইঁদুর। কিঁচকিঁচ আওয়াজে শরীর শিউরে ওঠে।

সুসানার হাত ধরে টান দিল রানা। 'চলো, যাওয়া যাক।'

'যাওয়া যাক, কি বলেন?' তাগাদা দিল দানব ম্যাথিউ। রওনা হতে গিয়েও খপ করে নিজের দানবীয় হাতে ধরল সে রানার হাতটা, নরম গলায় বলল, 'আজ রাতেই অর্কিড সিটি থেকে ভাগছি আমি, মিস্টার রানা। শিক্ষা হয়ে গেছে আমার, আর যা-ই করি, ড্রাগের ব্যবসায় আর নেই আমি। পারলে কোনও চাকরি খুঁজে নিয়ে সৎপথে রোজগার করে খাব।' মুখটা একটু হাসি হাসি হলো, তারপর বলল, 'আপনি যা করলেন, সেজন্যে ধন্যবাদ।'

হাত ছেড়ে দিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

মরুভূমির উপর দিয়ে বামে ছুটল ওরা তিনজন, স্যান দিয়েগো হাইওয়ের দিকে।

পনেরো

মাঝরাত হয়েছে মাত্র, এমন সময় পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ব্রায়ান ফ্লেমিঙের অফিসে ঢুকল রানা, লিসা চ্যাপেল, আইনজ্ঞ মিস্টার ফ্রান্সিস রেনল্ড ও সুসানা।

মনটা দমে আছে রানার, বুঝতে পারছে, চার্লস উইলিকে

নির্দোষ প্রমাণ করবার মতো কোনও তথ্য আসলে নেই ওর হাতে। প্রমাণ নেই বলে পুলিশের নারকোটিক্স্ স্কোয়াডের সার্জেন্ট জন ডিগবার্ট যে লিওনেল পুশকিনের সহযোগী ছিল, সেটাও বলতে পারবে না ও। আজ ও বন্দি হবার পর থেকে যা যা ঘটেছে, সেটা জানাতেই আসতে হয়েছে ওকে এখানে, পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। লিসা চ্যাপেল, দানব ম্যাথিউ ও নিজেকে বাঁচিয়ে মরুভূমিতে কী ঘটেছে টেড মরিসকে জানিয়েছে ও খানিক আগে।

ডেস্কের পিছনে বসে আছে এখন ব্রায়ান ফ্লেমিং, এই মাত্র পৌঁছেছে। রানাকে দেখে হোঁৎকা চেহারা আরও গম্ভীর হয়ে গেল তার। বরাবরের মতো ফিটফাট হয়ে নেই সে, লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের জরুরি ডাকে বিছানা ছেড়ে মাঝরাতে অফিসে আসতে হওয়ায় মহাবিরক্ত। টেড মরিস চাইছে ক্যাপ্টেনের সামনে দ্বিতীয়বারের মতো ওর জবানবন্দি দিক রানা।

'বসুন,' ডেস্কের ওপারের চেয়ারগুলো দেখাল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, টেড মরিসের দিকে ঘোরাল সুইভেল চেয়ার। 'কী পাওয়া গেছে?'

'দুই ট্রাক ভরা হেরোইনের স্টিক আর ষোলোটা লাশ,' জানাল টেড মরিস। 'লিওনেল পুশকিন মারা গেছে। তার দলের মাত্র একজন বেঁচে ছিল, ঝেড়ে কেশেছে সে। মিস্টার রানা ভাল বলতে পারবেন কী ঘটেছে।'

ড্রয়ার থেকে সিগারের বাক্স বের করে কাউকে না সেধে একটা সিগার ধরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। 'কী বলার আছে বলুন, মিস্টার রানা।' মোটা একটা আঙুল লিসা চ্যাপেলের দিকে তাক করল সে, তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'তার আগে বলুন ইনি কে।'

'জেফ ব্যারনের স্ত্রী,' ঘরের মধ্যে যেন বোমা ফাটাল রানা।

চমকে গেল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, চোখ সরু করে রানাকে দেখল, তারপর লিসা চ্যাপেলের দিকে ঘোরাল চেয়ার। 'মিস্টার রানা কি ঠিক বলছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিসা চ্যাপেল। 'হ্যাঁ।'

'কবে তাকে বিয়ে করেন আপনি?'

'বছর চারেক আগে।'

সিগার নামিয়ে সাদা চুলে হাত চালাল ক্যাপ্টেন। গলা শুনে মনে হলো শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। 'তার মানে... পলা ব্রডহার্স্ট-এর সঙ্গে জেফ ব্যারনের বিয়েটা অবৈধ?'

'অবশ্যই,' আত্মম্ভরী লোকটাকে উৎকণ্ঠায় ভুগতে দেখে খানিকটা তৃপ্তি পেল রানা। 'আপনি কি আরও প্রশ্ন করবেন, না প্রথম থেকে বলব আমি?' লোকটার সিগার ধরা হাত কাঁপতে দেখল ও।

কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, 'মিসেস ব্যারন... মানে পলা ব্রডহার্স্ট জানেন এসব?'

'এখন জানে।'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। 'বলে যান। তবে আশা করবেন না আমি বিশ্বাস করব, মিস্টার রানা।'

'আমি যা বলব তার সবই প্রমাণ করা যাবে, এমন নয়,' সংক্ষেপে ভূমিকা সারল রানা। 'তবে আমরা এখন জানি লিওনেল পুশকিন একটা স্মাগলিং রিং চালাত। জেফ ব্যারন ও রবার্ট শ্যাচেটস তার সহযোগী ছিল। জেফ ব্যারন প্যারিসে তাদের অপারেশন পরিচালনা করত, এটা প্রমাণ করা যাবে। জেফ ব্যারন যে লিসা চ্যাপেলকে বিয়ে করেছিল, এটাও প্রমাণিত। লিসা চ্যাপেলকে ডিভোর্স না দিয়েই পলা ব্রডহার্স্টকে বিয়ে করে সে, চলে আসে নিউ ইয়র্কে। পলা ব্রডহার্স্টকে বিয়ে করেছিল সে টাকার লোভে।' একটু থামল ও, তারপর বলল, 'এখান থেকে আমাকে অনুমানের উপর ভর দিয়ে এগোতে হয়েছে। শোফার সিং চান কোনও ভাবে জেনে যায় জেফ ব্যারন স্মাগলার। এরপর হয়তো জেফ ব্যারনকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেষ্টা করেছিল সিং চান, হুমকি দিয়েছিল বলে দেবে সব। জেফ ব্যারন বুঝতে পারে, পলা

ব্রডহার্স্ট-এর সাম্রাজ্য দখলের পরিকল্পনা মুখ থুবড়ে পড়ছে তার। সিং চানের মুখ বন্ধ করতে খুন করে সে লোকটাকে। এরপর খুনের দায় এড়াতে, সেই সঙ্গে পলা ব্রডহার্স্ট-এর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে কিডন্যাপিঙের নাটক সাজায় জেফ ব্যারন। প্রাথমিক ভাবে সফলতাও আসে তার পরিকল্পনায়। কেউ তাকে সিং চানের খুনের জন্যে দায়ী ভাবেনি, কেউ ভাবেনি সে আসলে কিডন্যাপ হয়নি। লিওনেল পুশকিন সাহায্য করছিল তাকে। পুশকিনের অ্যাপার্টমেন্টেই লুকিয়ে ছিল জেফ ব্যারন, আর পুশকিন তার মুক্তিপণের টাকা সংগ্রহ করে। কিডন্যাপিঙের দায় চাপানোর জন্যে দু'লাখ ডলার রাখে পুশকিন চার্লস উইলির অ্যাপার্টমেন্টে। ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল দু'জনের। কাজটা সহজেই করতে পারে সে, কারণ চার্লস উইলির অ্যাপার্টমেন্ট তার অ্যাপার্টমেন্টের ঠিক মুখোমুখি। ছিপ বা খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র রেখে আসা তার জন্য কঠিন কিছু ছিল না। এরপর পুলিশে খবর দেয় সে। পুলিশ গিয়ে প্রমাণসহ গ্রেফতার করে চার্লস উইলিকে।'

লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের দিকে তাকিয়ে নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে শব্দ করল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং, ডেস্কে চাপড় মেরে বলল, 'আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? এই ভদ্রলোক কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়েছেন। চার্লস উইলিকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে উনি যা-ই বলুন না কেন, আমি এখনও এমন কোনও প্রমাণ পাইনি যে, লোকটা জেফ ব্যারনকে কিডন্যাপ করেনি।' রানার দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন। 'আর কিছু বলবেন, মিস্টার রানা?'

'ট্রিক্সি বেন্ডেন নামের এক রিসেপশন ক্লার্ক লিওনেল পুশকিনকে ছিপসহ দেখে ফেলে, সম্ভবত পুশকিনকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেষ্টা করেছিল মেয়েটা। জেফ ব্যারন খুন করে তাকে।'

হাসির ফাঁকে খুকখুক করে কাশল ব্রায়ান ফ্লেমিং। 'কে মেয়েটাকে খুন করে বললেন, মিস্টার রানা?'

'জেফ ব্যারন। বাদামী সুট পরে ছিল সে তখন, তাকে ট্রিক্সি

বেল্ডেনের সঙ্গে দেখেছে ওই রুমিং হাউসের আরেক ভাড়াটে মিস ডেড্রিক।'

'ভুল বলছেন আপনি। ট্রিক্সি বেল্ডেন আত্মহত্যা করেছে। মিস্টার রানা, আপনার সাক্ষী তো পতিতা। ওর কথা গুরুত্বের সঙ্গে নেব ভেবেছেন?' মাথা নাড়ল ব্রায়ান ফ্লেমিং, পরক্ষণেই প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কী করে আপনি জানলেন বাদামী সুট পরা লোকটাই জেফ ব্যারন?'

'তার গলা চিনতে পারি আমি,' বলল রানা। 'কিডন্যাপিঙের নাটকের আগে লোকটা আমাকে ফোন করেছিল, মনে আছে নিশ্চয়ই আপনার?'

'জুরিদের বলে দেখবেন, বিশ্বাস করে কি না,' বাঁকা হাসল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। 'শুধু এটুকুই প্রমাণিত যে, লিওনেল পুশকিন স্মাগলিং করত– এর বেশি কিছু না। আমার তো ধারণা, বাকি যা কিছু আপনি বলছেন, সবই সম্ভবত আপনার উর্বর মস্তিষ্কের অতি কল্পনা।'

মিস্টার ফ্রান্সিস রেনল্ডকে আপন মনে মাথা দোলাতে দেখল রানা। ভদ্রলোক ব্রায়ান ফ্লেমিঙের সঙ্গে একমত যে কোর্টে এসব কথা টিকবে না। ক্যাপ্টেন ফ্লেমিংকে বলল, 'আমার আর কিছু বলার নেই, আপনি যেহেতু কথাগুলো বিশ্বাস করছেন না, কাজেই সময় নষ্ট করছি আমরা। পুশকিনের বাথরুমে জবাই করা সামার্স টাম্বলউডের লাশটাও নিশ্চয়ই আমার কল্পনা?'

'আরেকবার শুনব আমি আপনার বক্তব্য, মিস্টার রানা, লিখে নেয়া হবে যা বলবেন,' বলল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। রানাকে অপদস্থ করতে পারছে ভেবে খুশি হয়ে উঠছে বোকা লোকটা। টেড মরিসের দিকে তাকিয়ে মাথা কাত করল। দরজা খুলে সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথকে ডাকল টেড মরিস।

নোটপ্যাড-কলম নিয়ে অফিসে ঢুকল ম্যাকগ্রাথ, চেহারা নির্বিকার করে রেখেছে। একটা টেবিলে বসল সে জবানবন্দি লিখে নিতে।

আবার প্রথম থেকে বলে যেতে হলো রানাকে। কিডন্যাপিঙের কেস নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে শুরু থেকে এপর্যন্ত যা যা ঘটেছে প্রায় সবই জানাল ও। প্রশ্ন করে ওকে টলিয়ে দিতে চেষ্টা করল ফ্লেমিং, না পেরে লিসা চ্যাপেল ও সুসানাকে একটার পর একটা জিজ্ঞাসায় বিব্রত করে তুলতে চাইল। বিফলে গেল তার সমস্ত দুর্বল প্রচেষ্টা।

'মিস্টার রানা, আপনার বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ বলতে কিচ্ছু নেই,' শেষে বিরক্ত ও হতাশ হয়ে বলল সে। 'কোর্টে এসব বললে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি হাজারটা ফুটো বের করে দেখিয়ে দেবে আপনি ভুল করেছেন।' ফ্রান্সিস রেনল্ডের দিকে তাকাল সে। 'এখন পর্যন্ত প্রমাণ যা পাওয়া গেছে তাতে আমি নিশ্চিত, চার্লস উইলিই জেফ ব্যারনকে কিডন্যাপ করেছে। মিস্টার রানা যেসব সাক্ষীদের কথা বলছেন, তারা হয় মারা গেছে, নয়তো তারা গুরুত্বহীন মানুষ, তাদের কথাও গুরুত্বহীন। মিস্টার ফ্রান্সিস, কিডন্যাপিঙের রাতে ডমিনিক'স বারে থাকার কথা বলেছে চার্লস উইলি। তার এই অ্যালিবাই কোর্টে টিকবে না। এতক্ষণ আপনারা সবাই আমার সময় নষ্ট করেছেন।' গলা একপর্দা চড়ে গেল ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের। 'যদি পারেন তো জেফ ব্যারনকে ধরে আনুন, মিস্টার রানার কথা বিশ্বাস করব আমি। ...এবার যদি কিছু মনে না করেন, আপনারা আসতে পারেন।'

করিডরে বেরিয়ে এসে ফ্রান্সিস রেনল্ড বললেন, 'মিস্টার রানা, আসলেই কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। জেফ ব্যারনকে দরকার এখন।'

করিডরের শেষ মাথায় ওদের সঙ্গে যোগ দিল টেড মরিস। রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'জেফ ব্যারনকে খুঁজছেন আপনারা?'

'বাদামী সুট পরা লোকটাকে খুঁজছি,' বলল সাবধানী টেড মরিস। 'ক্যাপ্টেন ফ্লেমিঙের কথায় হতাশ হবেন না, মিস্টার রানা, উনি জানেন ট্রিক্সি বেন্ডেন খুন হয়েছে। আপনাকে দমিয়ে দিতে

তথ্যটা গোপন করেছেন।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'বাদামী সুট পরা লোকটাকে খুঁজেও পাচ্ছেন না কেন আপনারা?'

টেড মরিসের লাল মুখটা বেগুনী রং ধরল। 'যদি এ-শহরে থেকে থাকে, তা হলে তাকে আমরা ধরবই, মিস্টার রানা। হয়তো অর্কিড সিটি ছেড়ে চলে গেছে, নইলে ধরা পড়ে যেত এতক্ষণে।'

'লুকিয়ে আছে হয়তো,' বলল রানা।

'আমি বাড়ি যাচ্ছি, মিস্টার রানা,' টেড মরিস কিছু বলবার আগেই বললেন মিস্টার ফ্রান্সিস। 'এক সপ্তাহ পর চার্লস উইলিকে কোর্টে নেয়া হবে, তার আগেই জেফ ব্যারনকে হাজির করতে হবে আপনার; নইলে ধরে নিন হেরে গিয়েছি আমরা।' মৃদু নড করে রানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন তিনি গম্ভীর চেহারায়।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সুসানা জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস ব্যারনকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাব, মিস্টার রানা?'

'সেটাই ভাল হবে,' বলল রানা। 'আগামীকাল সকালে অফিসে দেখা হবে।'

ট্যাক্সি ডেকে সুসানা ও লিসা চ্যাপেলকে তুলে দিল ও, বুইকের দিকে হাঁটতে শুরু করে দেখল পাশে চলে এসেছে লেফটেন্যান্ট টেড মরিস, অফিস শেষে বাড়ি ফিরবে।

'সত্যি আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা,' নরম গলায় বলল সে। 'আমার কিছু করার থাকলে খুশি হতাম।'

বুইকের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সিগারেট অফার করে নিজেও ধরাল রানা, বলল, 'হতে পারে জেফ ব্যারন অর্কিড সিটি ছেড়ে সরে পড়েছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। 'হতে পারে। আমাদের লোক রাস্তাগুলোতে চোখ রাখছে, এয়ারপোর্ট-স্টেশনেও আছে তারা, লোকটার পক্ষে চলে যাওয়া সহজ হবে না। হয় সবার চোখ ফাঁকি

দিয়ে চলে গেছে, নয়তো এমন কোথাও লুকিয়ে আছে, যেখানে তাকে খোঁজার কথা কেউ ভাবছে না।'

রানা চুপ করে আছে দেখে বলল, 'লুকানো যায় এমন সবগুলো স্পট খুঁজে দেখেছি আমরা। তারপরও যদি লুকিয়ে থাকতে পারে, খুব ভাল জায়গা বেছেছে সে।'

কথাটা মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখল রানা, হঠাৎ একটা চিন্তা মনে আসায় বলল, 'আমার ধারণা এখনও শহরেই আছে জেফ ব্যারন। তৈরি থাকবেন, আমি হয়তো আজ রাতেই খবর দেব আপনাকে। ...বাড়িতেই আছেন তো?'

'হ্যাঁ,' বলল টেড মরিস, পরক্ষণেই প্রশ্ন করল, 'ব্যাপারটা কী, বলুন তো? লোকটা কোথায় আছে বলে ভাবছেন?'

'এমন এক জায়গায়, যেখানে খোঁজার কথা পুলিশের কেউ ভুলেও ভাববে না,' বলল রানা। টেড মরিস আর কোনও প্রশ্ন করবার আগেই হাত নেড়ে বুইকে উঠে পড়ল ও। 'ওশন এন্ড-এ!'

গিয়ার দিয়ে বুইক ছেড়ে দিল ও, পিছন থেকে শুনতে পেল টেড মরিসের চিৎকার: 'মিস্টার রানা!' তার বাকি কথা আর শোনা হলো না ওর।

প্রাইভেট রোডের মুখে পৌঁছে বুইকের হেডলাইট নিভিয়ে দিল রানা, স্পিড কমাল খানিকটা। বিদ্যুৎগতিতে মাথা খাটাচ্ছে।

ওশন এন্ডের বাড়িটাতে জেফ ব্যারনের উপস্থিতি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, কিন্তু লুকাতে হলে ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা তার জন্য। ডিক ব্রডহার্স্ট যদি চলে গিয়ে থাকে, আর পলা ব্রডহার্স্ট যদি একা থেকে থাকে ওখানে, তা হলে বিশ্বাসযোগ্য কোনও গল্প ফেঁদে মহিলাকে ভজিয়ে ফেলতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না জেফ ব্যারনের।

শুধুই একটা সম্ভাবনা, ভাবল রানা, তবে সম্ভাবনাটা সত্যি কি না সেটা না জেনে আজ রাতে ঘুমাতে পারবে না ও।

অর্ধেক পথ পেরিয়ে বুইক থামিয়ে নামল রানা, ঠিক করেছে বাকি পথ হেঁটে যাবে।

মেইন গেট বন্ধ পেল ও। পেপারে পড়েছিল নানান জায়গায় বার্গলার অ্যালার্ম থাকায় বাড়িটার নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র, কাজেই গেটের সামনে না থেমে উঁচু দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও, দেয়াল লাগোয়া গাছগুলো দেখতে দেখতে চলেছে। খানিকক্ষণ পর ওর ভর নিতে পারবে এরকম একটা গাছ পেয়ে গেল। মিনিট দুয়েক লাগল গাছ বেয়ে দেয়ালের উপর উঠতে। সাবধানে পরখ করে দেখল দেয়ালের গায়ে কোনও ইলেকট্রিকের তার আছে কি না। নেই। চাঁদের আলোয় বাগান দেখা যাচ্ছে সামনে।

প্রায় নিঃশব্দে ফুলগাছের একটা বেডে নামল ও। প্রকাণ্ড বাড়িটা বেশ দূরে, ছায়ার মধ্যে। গাছপালার আড়াল নিয়ে অন্ধকারে মিশে টেরেসের কাছে চলে আসতে মিনিট দশেক ব্যয় হলো ওর।

নীচতলায় কোনও বাতি জ্বলছে না, কিন্তু উপরতলায় দুটো জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। ঘড়ি দেখল রানা। রাত সোয়া দুটোর বেশি বাজে। এত রাতে কারও জেগে থাকা স্বাভাবিক নয়।

সিঁড়ি বেয়ে টেরেসে উঠে পড়ল রানা, ওর রাবার সোলের জুতো কোনও আওয়াজ করছে না। একটা জানালার উজ্জ্বল আলো টেরেসে এসে পড়েছে, টেরেসের চৌকো সাদা পাথরগুলো ঝকঝক করছে।

টেরেসে রেলিং থাকায় ওটার উপর উঠে দোতলার ওই জানালার পাশের ব্যালকনিতে পৌঁছে যেতে খুব একটা পরিশ্রম হলো না রানার। রেলিং টপকে বারান্দায় নামল ও, সাবধানে উঁকি দিল জানালা দিয়ে।

বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডের লাফ দেয়াটা পরিষ্কার অনুভব করল রানা। বাদামী সুট পরা লোকটা পাশ ফিরে শুয়ে আছে বিছানায়। এক হাতে একটা ম্যাগাযিন, আরেক হাত বাড়াচ্ছে হুইস্কির গ্লাসের দিকে। ঠোঁটের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে এঁকেবেঁকে উঠছে নীলচে

ধোঁয়া । ভ্রূ কুঁচকে গভীর মনোযোগে কী যেন পড়ছে সে।

একে কাবু করলে চলবে না, সাক্ষী দরকার ওর, কাজেই আবার নিঃশব্দে টেরেসে নামল রানা। মোবাইলটা লিওনেল পুশকিনের অ্যাপার্টমেন্টে রয়ে যাওয়ায় আফসোস হলো ওর। সবচেয়ে কাছের ফোন বুদটাও অনেক দূরে। ওখানে গিয়ে আবার ফিরে আসতে অন্তত আধ ঘণ্টা লেগে যাবে। কিন্তু এখন এখান থেকে যাওয়া উচিত হবে না ওর। লোকটা যদি ঘুমিয়ে থাকত, তা হলেও ঝুঁকিটা নেয়ার কথা ভাবা যেত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ-বাড়ির ফোনই ব্যবহার করবার কথা ভাবল রানা।

লাউঞ্জে একটা ফোন আছে।

টেরেস ধরে এগিয়ে কেইসমেন্ট ডোরের সামনে চলে এলো রানা, চাঁদের আলোয় বন্ধ কবাট দুটো পরখ করে দেখল অ্যালার্ম সিস্টেম আছে কি না। কোনও তার চোখে পড়ল না ওর। তবুও বন্ধ দরজা-জানালা খুলবার ঝুঁকি নেয়ার আগে দেখা দরকার বাড়ির আর কোথাও জানালা খোলা আছে কি না।

বাড়ির সামনের দিকের সব ক'টা জানালা হতাশ করল ওকে। পাশের জানালাগুলোও সব বন্ধ। ওর কপাল খুলল পিছনে এসে। ভিড়ানো কবাটে টান দিতেই বিনা প্রতিবাদে হাঁ হয়ে গেল জানালার পাল্লা দুটো। অন্ধকারে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। কোনও আওয়াজ নেই। হিপ পকেট থেকে সুসানার টর্চটা বের করে জ্বালল, দুর্বল আলোয় করিডর দেখতে পেল। আন্দাজ করল, এই করিডরটাই হল পর্যন্ত চলে গেছে।

জানালার চৌকাঠে কোনও ওয়্যারিং নেই নিশ্চিত হয়ে চৌকাঠ টপকাল, কবাট দুটো বন্ধ করে দিয়ে পা টিপে সন্তর্পণে এগোল। ওর আন্দাজ সঠিক, এক মিনিট পুরো হবার আগেই হলে পৌঁছে গেল রানা।

গোটা বাড়িতে থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে। কিছুক্ষণ অনড় দাঁড়িয়ে থাকল রানা, তারপর লাউঞ্জে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে

দিল। পরিচিত ঘর, সেটির পাশের টেবিলে টেলিফোনের কাছে চলে এলো ও, ক্রেডল তুলে লেফটেন্যান্ট টেড মরিসের নম্বরে ডায়াল করল।

ডায়াল হচ্ছে। দোতলায় কোনও শব্দ হয় কি না সেদিকে মনোযোগ দিল রানা।

লাইনে ক্লিক করে শব্দ হলো। 'হ্যালো,' হাই চেপে বলল টেড মরিস।

'বাদামী সুটকে পেয়েছি ওশন এন্ডে,' মাউথপিসের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় বলল রানা। 'আসতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?'

'ঠিক বলছেন?' উত্তেজনায় গলা কেঁপে গেল টেড মরিসের।

'শিওর,' তাকে নিশ্চিন্ত করল রানা। 'নিজের চোখে দেখেছি। শুনুন, সঙ্গে করে সুসানা আর লিসা চ্যাপেলকেও নিয়ে আসুন। সাক্ষী হিসেবে দরকার পড়বে ওদের। বাড়িটা থেকে দূরে গাড়ি রাখবেন। গাড়িতে থাকতে বলবেন লিসা চ্যাপেলকে। দেয়াল বেয়ে বাগান হয়ে চলে আসবেন আপনি আর সুসানা। গেট ছোঁবেন না ভুলেও। টেরেসে অপেক্ষা করবেন। আমি না ডাকা পর্যন্ত বাড়িতে ঢুকবেন না। সুসানাকে বলবেন টেপ রেকর্ডার নিয়ে আসতে, আমাদের কথাগুলো রেকর্ড করতে হবে।'

'আপনি ঠিক বলছেন তো, মিস্টার রানা?' উদ্বিগ্ন শোনাল টেড মরিসকে। 'যদি কাজের কাজ কিছু না হয়, পলা ব্রডহার্স্ট-এর বাড়িতে এভাবে ঢোকায় ভয়ঙ্কর ঝামেলায় পড়ে যাব আমরা।'

'চলে আসুন,' বলল রানা। 'সুসানাকে ফোন করে বলে দিচ্ছি আপনি ওর ওখানে যাচ্ছেন।' টেড মরিসকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে ফোন রেখে দিল ও। এবার ডায়াল করল সুসানার নাম্বারে। রিসিভার তোলা হতেই বলল, 'রেডি হও, বের হতে হবে। লিসা চ্যাপেলকে নিয়ে ওশন এন্ডে আসবে। তোমাদের তুলে নেবে লেফটেন্যান্ট মরিস। জেফ ব্যারনকে পেয়েছি এখানে।'

সুসানা তৈরি থাকবে জানানোয় ফোন রেখে সিগারেট ধরাল

রানা, একটা সেটিতে বসল। দেয়াল-ঘড়ি টিকটিক করছে, রাতের নীরবতায় জোরাল শোনাচ্ছে আওয়াজটা। চোখ বন্ধ করল ও, ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। ওর ধারণা যদি সত্যি হয়, তা হলে সমাধান হয়ে গেছে চার্লস উইলির কেস। কাল সকালেই ছাড়া পেয়ে যাবে সে।

ভাবতে শুরু করল লিওনেল পুশকিনের অ্যাপার্টমেন্টে ধরা পড়বার পর থেকে কী কী ঘটেছে। বিশ্বাস হতে চায় না গত কয়েক ঘণ্টায় এতোকিছু ঘটতে পারে। আর হয়তো একঘণ্টা, তারপর আজকের মতো শেষ হয়ে যাবে ওর ব্যস্ততা। কাল থেকে রানা এজেন্সি গোছানোর কাজে পুরোদমে লেগে পড়বে ও। জেমস কতদূর এগোল জানা দরকার। জেমসকে যতটা চেনে, তাতে এতক্ষণে কোরাল গেবলের আশপাশে আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজন ভাল নাড়া খেয়েছে।

গুলির চাপা আওয়াজটা পেয়ে চোখ মেলল রানা। দোতলায় ছোট ক্যালিবারের কোনও অস্ত্র থেকে করা হয়েছে গুলিটা।

আওয়াজটার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই সেটি ছেড়ে লাউঞ্জের দরজা খুলে ফেলল ও, বেরিয়ে এলো হল-এ, অন্ধকারে মিশে গাঢ় একটা ছায়া হয়ে দাঁড়াল, কান পেতে আছে।

একটা দরজা খুলে গেল দোতলায়। বাতি জ্বলে উঠল। ওপরের গ্যালারিতে দৌড়ে গেল কে যেন। সিঁড়ির মুখ পাশ কাটাল নীল রোব পরা এক নারীমূর্তি। খুলে গেল আরেকটা দরজা, তারপর তীক্ষ্ণ একটা আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেল।

একেকবারে তিনধাপ সিঁড়ি টপকে উঠতে শুরু করল রানা, গ্যালারিতে উঠে একটা খোলা দরজার কাছ থেকে আবার আর্তচিৎকার শুনতে পেল। দরজা দিয়ে আলো এসে পড়েছে গ্যালারিতে। দরজাটার সামনে থেমে ভিতরে তাকাল ও। এই ঘরেই বাদামী সুট পরা জেফ ব্যারনকে শুয়ে থাকতে দেখেছিল ও একটু আগে।

বিছানার উপর ঝুঁকে আছে পলা ব্রডহার্স্ট, পাগলের মতো জেফ ব্যারনের দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। নিথর পড়ে আছে জেফ ব্যারন, কোনও সাড়া দিচ্ছে না।

'জেফ!' চিৎকার করে ডাকল পলা ব্রডহার্স্ট, এখনও কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। 'জেফ! এটা কী করলে তুমি! কী করলে! জেফ! ডার্লিং! জেফ! কথা বলো!'

ঘরে ঢুকল রানা, এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারল মারা গেছে লোকটা। মাথার এক পাশ বুলেটের আঘাতে ছেঁচে গেছে, মুখের কষা বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে সাদা শার্টে। পলা ব্রডহার্স্ট-এর হাত ধরে ঘোরাল ও, শান্ত গলায় বলল, 'আপনার আর কিছু করার নেই, শান্ত হোন, প্লিজ।'

মহিলার মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে, আতঙ্কিত চোখে রানাকে দেখল সে, চিনতে পারছে বলে মনে হলো না। চিৎকার করতে হাঁ করল, হাত তুলল রানাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে, তারপর চোখের মণি উল্টে গেল তার, ঢলে পড়ল রানার হাতের উপর।

তাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে লাশটা দেখল রানা।

বিছানার উপর লাশের ডানহাতের কাছে পড়ে আছে একটা .৩২ অটোমেটিক। এখনও অস্ত্রটার নল থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বের হচ্ছে। শেষ মুহূর্তের আতঙ্কে ভেঙচি কাটবার মতো হয়েছে লাশের চেহারা। কানের কাছে গানপাউডারের পোড়া দাগ দেখল ও।

'কী হলো?'

ঘুরে তাকাল রানা। ফ্যাকাসে লাল একটা ড্রেসিং গাউন পরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো বাটলার সিমলক।

'আত্মহত্যা,' একটু দ্বিধা করে বলল রানা। 'আসুন, মিসেস ব্যারনকে সরিয়ে নিতে হবে।' মহিলার শিথিল শরীরটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

বাটলারের ধূসর চেহারায় হতবিহ্বল ভাব দেখল ও। সরে

দাঁড়িয়ে কী বলবে ভেবে থতমত খাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে এসে লাউঞ্জে সেটির উপর পলা ব্রডহার্স্টকে শুইয়ে দিল রানা, বাটলারকে বলল, 'কেইসমেন্টের জানালা খুলে দিন, বাতাস আসুক।'

ঘরের বাতি জ্বেলে জানালার কবাট খুলে দিল বুড়ো সিমলক। একটা গ্লাসে নির্জলা হুইস্কি ঢেলে অচেতন মহিলার কাছে ফিরে এলো রানা। ও পাশে বসতেই চোখ মেলল পলা ব্রডহার্স্ট।

'এটুকু গিলে নিন,' গ্লাসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা।

ওর হাত সরিয়ে উঠে বসল পলা ব্রডহার্স্ট, কাঁপা গলায় ডাকল, 'জেফ! জেফ!'

'শান্ত হোন,' পাশের সোফায় বসল রানা। 'জেফ ব্যারন মারা গেছে।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল পলা ব্রডহার্স্ট, ফুঁপিয়ে উঠল, 'জেফ! ওহ্ জেফ! কেন করলে? কেন? ওহ্ ডার্লিং!'

পাশে এসে দাঁড়াল বাটলার, চুপচাপ দেখছে মনিবের মেয়েকে। 'পুলিশে খবর দিন,' তাকে বলল রানা। 'জানান কী ঘটেছে।'

'কিন্তু আপনি এখানে কীভাবে...' হড়বড় করে শুরু করেও থেমে গেল সিমলক। চোখ বড় বড় তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না, ফোন করুন পুলিশে,' তাগাদা দিল রানা।

কিছু বলতে গিয়েও মত বদলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ইংরেজ বাটলার। সিঁড়িতে তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। হুইস্কির গ্লাসটা মহিলার দিকে বাড়িয়ে ধরল ও, 'এটুকু গিলে নিন, মন শক্ত করতে কাজে দেবে। ওকে আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন, কাজেই পুলিশের অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে।' একটু থেমে বলল, 'হয়তো আমারও।'

খানিকটা হুইস্কি গিলে গ্লাস নামিয়ে রাখল পলা ব্রডহার্স্ট,

শিউরে উঠল। কাঁপা গলায় বলল, 'ও আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিল, এখানে আছে সেটা যেন কাউকে না জানাই আমি। দু'দিন আগে ফিরে আসে ও। কিডন্যাপারদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসে, বারবার বলছিল তারা যদি জানে ও কোথায় আছে, তা হলে ওকে খুন করে ফেলবে। এমনকী সিমলককেও কিছু জানাতে নিষেধ করেছিল।'

'কারা তাকে কিডন্যাপ করেছিল আপনাকে বলেছিল মিস্টার ব্যারন?' মহিলার কথাগুলো মনের মাঝে নেড়েচেড়ে দেখছে রানা।

'পুশকিন আর চার্লস উইলি,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পলা ব্রডহার্স্ট। 'জেফ বলছিল ও ভাল হয়ে যেতে চাওয়ায় চিরতরে ওর মুখ বন্ধ করতে চার্লস উইলিকে ভাড়া করেছিল পুশকিন।'

'ও, তা হলে পুশকিন চার্লস উইলিকে ভাড়া করে?' টেরেসে নড়াচড়া দেখতে পেল রানা। সম্ভবত পৌঁছে গেছে টেড মরিস।

রানার গলায় অবিশ্বাসের সুর শুনে মুখ ঘুরিয়ে নিল পলা ব্রডহার্স্ট। 'মিথ্যে বলার কোনও কারণ আছে আমার?'

কেইসমেন্টের কবাটের কাছে গিয়ে টেড মরিসের সঙ্গে সুসানা ও লিসা চ্যাপেলকে দেখতে পেল রানা। লিসা চ্যাপেল বোধহয় গাড়িতে অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি। সুসানা ও মিসেস চ্যাপেলকে ওখানেই থাকতে বলে হাতের ইশারায় টেড মরিসকে ডাকল রানা।

লেফটেন্যান্টের চেহারা দেখে ওর মনে হলো আগুনের ভিতর হাত ঢোকাবার আগে মনস্থির করে নিল।

টেড মরিস লাউঞ্জে ঢুকতেই ঝট্ করে ঘুরে তার দিকে তাকাল পলা ব্রডহার্স্ট।

'দোতলায় পড়ে আছে জেফ ব্যারনের লাশ,' লেফটেন্যান্ট মরিসকে বলল রানা। 'আত্মহত্যাও হতে পারে।'

শেষ কথাটা শুনে ভ্রূ সামান্য উঁচু হলো টেড মরিসের, দ্রুত পায়ে দরজা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল সে।

'কী-কীভাবে এখানে এলো লেফটেন্যান্ট?' উদ্বিগ্ন চোখে

রানাকে দেখল পলা ব্রডহার্স্ট।

'আমি আন্দাজ করেছিলাম জেফ ব্যারন এখানে থাকতে পারে,' বলল রানা। 'জানালা দিয়ে তাকে দেখি আমি, তারপর লাউঞ্জে এসে লেফটেন্যান্ট মরিসকে ফোন করে আসতে বলি।'

'এই... এই ফোন ব্যবহার করেছেন?'

আস্তে করে মাথা দোলাল গম্ভীর রানা।

'তা হলে... তা হলে আপনার কথা হয়তো শুনে ফেলে জেফ, সেজন্যেই... সেজন্যেই আত্মহত্যা করে।'

নিষ্পলক চোখে পলা ব্রডহার্স্ট-এর চোখে তাকাল রানা। 'আত্মহত্যা করবে কেন?'

ওর দৃষ্টি দেখে চোখ সরিয়ে নিল পলা ব্রডহার্স্ট, কাঁপা গলায় বলল, 'খুনের অভিযোগে পুলিশ ওকে খুঁজছিল।'

'তা খুঁজছিল।' একটু থেমে বলল রানা, 'কিন্তু আমার কথা শোনার কোনও সুযোগ ছিল না জেফ ব্যারনের। ওই ঘরে আমি ফোনের কোনও এক্সটেনশান দেখিনি।'

চুপ করে থাকল পলা ব্রডহার্স্ট। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানতেন আপনাকে বিয়ে করার আগে আরেকজনকে বিয়ে করেছিল জেফ ব্যারন?'

ঝট্ করে ঘুরে রানার দিকে তাকাল পলা ব্রডহার্স্ট, কঠোর হয়ে গেল চেহারা। আড়ষ্ট গলায় বলল, 'এ-ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চাই না আমি।'

'আমি তো ভেবেছিলাম আপনি মহিলার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন। বাইরেই আছে সে।'

উঠে দাঁড়াল পলা ব্রডহার্স্ট, প্রায় চিৎকার করে বলল, 'এতো বড় সাহস ওকে এখানে নিয়ে এসেছেন! বেরিয়ে যেতে বলুন এক্ষুনি!'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'জেফ ব্যারনকে সনাক্ত করতে তাকে দরকার হবে।'

'না!' তীক্ষ্ণ চিৎকারের মতো শোনাল পলা ব্রডহার্স্ট-এর

আপত্তি। 'আমার বাড়িতে ওকে আমি ঢুকতে দেব না! কিছুতেই না!' ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মহিলার চেহারা, চোখ দুটো যেন হঠাৎ করেই গর্তে বসে গেছে। 'আমি জেফকে ভালবাসি!' উন্মত্তের মতো বলতে শুরু করল, 'ওই মহিলাকে আমি জেফের পাশে যেতে দেব না! কিছুতেই না!'

কেইসমেন্ট জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল রানা, 'আসুন, দোতলায় গিয়ে দেখুন যে-লাশটা পড়ে আছে, সে-ই জেফ ব্যারন কি না। কারও কথায় কান দেবার দরকার নেই।'

চোখের কোণে ও দেখল রাইটিং ডেস্কের কাছে চলে গেছে পলা ব্রডহার্স্ট, একটা ড্রয়ার টান দিয়ে খুলে ঘুরে দাঁড়াল মহিলার হাতে একটা পিস্তল দেখতে পেল ও। হিসহিস করে উঠল পলা ব্রডহার্স্ট। 'আমি নিষেধ করেছি! ও যেন এখানে না আসে!'

কেইসমেন্টের কবাটের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে সতীনের দিকে তাকিয়ে আছে লিসা চ্যাপেল। মেয়েটার চোখে চাপা ক্রোধ দেখতে পেল রানা।

'কীসের ভয় পাচ্ছেন আপনি?' অতি ধীরে পলা ব্রডহার্স্ট-এর দিকে সরতে শুরু করল রানা।

পিস্তলটা ওর বুকে তাক করল মহিলা। 'যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন, নড়বেন না!'

যুবতীর তর্জনীর নখ সাদা হয়ে যেতে দেখে থামল রানা, নিচু গলায় বলল, 'সাবধান, গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।'

চিৎকার করে উঠল মহিলা: 'আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যান ওই মহিলাকে! জেফের ধারে-কাছে ওকে যেতে দেব না আমি!'

'কী ব্যাপার?' দরজা থেকে জিজ্ঞেস করল টেড মরিস।

বাইরে কড়া ব্রেক কষে থামল একটা গাড়ি। ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এলো, লাউঞ্জে ঢুকল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ ও ইউনিফর্ম পরা আরও দু'জন পুলিশ অফিসার।

রানা লক্ষ করল, দ্রুত এক পা পিছাল পলা ব্রডহার্স্ট। মহিলাকে অটোমেটিকের মাযল ঘোরাতে দেখল ও, নিজের পাঁজরে ঠেসে ধরেছে সে অস্ত্রটা, চোখে তাড়া খাওয়া ভীত চাহনি, দ্বিধায় ভুগছে এখনও।

ওটুকু দ্বিধার সুযোগে ডাইভ দিয়ে পলা ব্রডহার্স্টকে নিয়ে মেঝেতে পড়ল রানা। বুম করে গুলি বেরিয়ে গেল অটোমেটিক থেকে। ছুটে এসে মহিলার হাত থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিল লেফটেন্যান্ট মরিস।

উঠে দাঁড়াল রানা। পাশ ফিরে শুয়ে আছে পলা ব্রডহার্স্ট, দু'হাতে মাথা চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

'আহত হয়েছেন উনি?' রানাকে জিজ্ঞেস করল টেড মরিস।

মাথা নেড়ে মেঝেতে বুলেটের ছোট গর্তটা দেখাল রানা।

'কী হচ্ছে এখানে?' এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ।

হাতের ইশারায় লিসা চ্যাপেলকে দেখাল রানা, 'ওকে নিয়ে গিয়ে লাশটা দেখান।'

'কিন্তু...' শুরু করেও থামতে হলো টেড মরিসকে।

রানা বলে উঠেছে: 'ওপরে নিয়ে যান ওকে। আমার কাছ থেকে শোনার চেয়ে ওর কাছ থেকে শোনাই ভাল।'

আঙুল দিয়ে দরজা দেখাল লেফটেন্যান্ট। 'আসুন।'

টেড মরিসের পিছু নিয়ে লাউঞ্জ ছেড়ে বেরিয়ে গেল লিসা চ্যাপেল। পলা ব্রডহার্স্টকে তুলে সেটিতে শুইয়ে দিল রানা। মহিলা কারও দিকে তাকাচ্ছে না, দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। ফুলে ফুলে উঠছে তার পিঠ।

রানার দিকে চেয়ে হাসবার ভঙ্গিতে দাঁত বের করল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ। 'তা হলে রহস্য সমাধান করেছেন, এখন আমাদের চমকে দেবেন?'

'আপনাদের হয়ে কাউকে না কাউকে তো রহস্য সমাধান

করতেই হবে,' শুকনো গলায় বলল রানা। সুসানার পাশে থামল ও।

'কী ব্যাপার, মাসুদ?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল সুসানা।

'ছাড়া পেল চার্লস উইলি,' বলল রানা। 'কীভাবে, তা পরে শুনো।'

অপেক্ষা করছে সবাই। একটু পরে নীচে নেমে এসে লাউঞ্জে ঢুকল লিসা চ্যাপেল। তার পাশে টেড মরিসও আছে।

'জানেন কী ব্যাপার?' উত্তেজিত স্বরে বলল লেফটেন্যান্ট, 'ওপরে ওটা জেফ ব্যারনের লাশ নয়! লিসা চ্যাপেল বলছেন লাশটা রবার্ট শ্যাচেটসের!' সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথের দিকে ফিরল সে। 'তুমি তো রবার্ট শ্যাচেটসকে চেনো, গিয়ে দেখে এসো কে ও।'

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠল সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ। রানার দিকে তাকাল টেড মরিস। 'পলা ব্রডহার্স্ট বলছিল না ওটা জেফ ব্যারনের লাশ?'

মাথা দোলাল রানা।

ওপরের বারান্দা থেকে সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথের গলা শুনতে পেল ওরা: 'রবার্ট শ্যাচেটসই, কোনও সন্দেহ নেই।'

'তা হলে জেফ ব্যারন কোথায়?' রানার দিকে টেড মরিসের তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো রানা একটা এনসাইক্লোপিডিয়া, সব প্রশ্নের জবাব ওর জানা থাকবে।

'ওকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন,' সেটিতে শুয়ে থাকা মহিলাকে দেখাল রানা। 'আমার ধারণা খনিতে যে হাড়গোড়গুলো পড়ে আছে, সেগুলো জেফ ব্যারনের। শ্যাচেটস নিজের ওয়ালেট রেখে দিয়েছিল জেফ ব্যারনের পকেটে, ফলে আমি মনে করেছিলাম ওটা রবার্ট শ্যাচেটসের লাশ।'

ঝট্ করে উঠে বসল পলা ব্রডহার্স্ট, চকের মতো সাদা হয়ে গেছে তার চেহারা, চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। নিচু গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'গুলি করে মেরেছি আমি কুত্তাটাকে। রবার্ট

শ্যাচেটসকেও শেষ করেছি। যা খুশি হোক আমার, পরোয়া করি না! যা খুশি হোক!'

পরদিন দুপুর আড়াইটা। রানা এজেন্সি।

রানার অফিসে উপস্থিত আছে জেমস কুপার, সুসানা, রানা, সেই সঙ্গে রানা এজেন্সি, স্যান ফ্রান্সিসকো শাখার তরুণ তিন এজেন্ট– রাকিব, রাসেল ও ওয়ালীউল্লাহ্।

চার্লস উইলির কেস কীভাবে সমাধান হলো আজকের পেপারে পড়েছে কুপার, এখন দ্বিতীয়বারের মতো শোনাচ্ছে 'তাদের নিজেদের সাফল্য-গাথা। প্রথমবার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট করেছে সে রানাকে, এখন দু'একটা জায়গা পরিষ্কার করে বলতে হচ্ছে তাকে সুসানার অনুরোধে। নোট নিচ্ছে সুসানা।

'রানার কাছ থেকে নামটা জেনে ক্লার্ক নিউম্যানকে খুঁজে বের করে একটা জুয়ার আড্ডার বাইরে থেকে ধরলাম রাত তিনটার দিকে, সেফ হাউসে নিয়ে গেলাম,' মৃদু হাসল জেমস কুপার। 'বাকি রাত মারধরের ফাঁকে হাজারো প্রশ্ন করেও কিছুই জানতে পারলাম না। অথচ যে-দু'জন খুচরা বিক্রেতাকে ধরে হালকা পিটুনি দিয়েছি, তারা হলফ করে বলেছে, ক্লার্ক নিউম্যানই পাইকারী দামে হেরোইন দেয় তাদের। পরদিনও মুখ খুলল না ব্যাটা।

'গত রাতে মারধর করতে ঘরে ঢুকে দেখি মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে লিওনেল পুশকিনের দলের হেরোইন-ডিলার, কোরাল গেবলে হেরোইন সাপ্লাই দেয়, এটা স্বীকার করবে কি না। খিকখিক করে হাসতে শুরু করল ব্যাটা। একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। তারপর বুঝতে পারলাম, হাসছে না, কাঁদছে ব্যাটা। হেরোইন চাইল। বলল, একটু হেরোইন না দিলে তক্ষুনি মারা যাবে সে। সুযোগটা নিলাম, বললাম, হেরোইন দেব, আগে যা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দিক কান্না আরও বাড়ল তার। পিটিয়ে মুখ খোলাতে পারিনি, কিন্তু

হেরোইনের নেশার চোট পিট্টিরও বাড়া।'

আফসোস করে মাথা নাড়ল জেমস কুপার। 'অনৈতিক কাজ, মিস সারান্ডন, কিন্তু তাকে সামান্য এক ডোয হেরোইন দিলাম। এরপর তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি, রানা যখন খনিতে আটকা পড়ে আছে, আমরা তখন অদ্ভুত সব তথ্য পাচ্ছি। যখন পুলিশের লোকদের নাম বলতে শুরু করল, কাগজ-কলম দিলাম। কিছুক্ষণ দোনোমনো করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিখতে রাজি হয়ে গেল ব্যাটা। না লিখে উপায় ছিল না, এতো কম হেরোইন দিচ্ছিলাম যে নেশা করার তাগিদে যা বলছিলাম তাতেই রাজি হয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের ড্রাগ স্কোয়াডের সার্জেন্ট জন ডিগবার্ট, সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ ছাড়াও আরও কয়েকজন পুলিশের নাম লিখে সই করে দিল। তার বক্তব্য অনুযায়ী, এরা পুশকিনের স্মাগলিং রিং থেকে নিয়মিত টাকা পেত, বদলে নির্বিঘ্নে স্মাগলিং করতে দিত।

'ভাল কথা, ক্লার্ক নিউম্যানের কথা শুনে রাকিব, রাসেল আর ওয়ালীউল্লাহ্‌কে রাতেই পাঠিয়েছিলাম কয়েকজনের নাম-ঠিকানা দিয়ে। মোট চারজন। ভোরে তাদের ধরে আনল ওরা। এরাই তুহীন, আজিজ আর হাকিমের উপর হামলা করেছিল। হাত-পা ভেঙে দিলাম আমরা সব ক'টার, তারপর পকেটে খানিকটা হেরোইন গুঁজে ফেলে রাখলাম একটা গলির মুখে। পুলিশে ফোন করলাম। একটু পরে পুলিশের গাড়ি এসে তুলে নিয়ে গেল তাদের। পরে ক্লার্ক নিউম্যানকে ধরে নিয়ে গেলাম পুলিশ হেডকোয়ার্টারে, লেফটেন্যান্ট মরিসের হাতে তুলে দিলাম তাকে জবানবন্দিসহ।'

লেফটেন্যান্ট টেড মরিস হুড়মুড় করে রানার অফিসে এসে ঢোকায় হঠাৎ থেমে গেল জেমস কুপার।

ধপ্ করে রানার সামনে চেয়ারটায় বসল টেড মরিস, রুমাল বের করে কপাল থেকে ঘাম মুছল। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'আজকে সকাল থেকে যা হচ্ছে, তাতে মনে হয় কেয়ামত হয়ে

গেছে অর্কিড সিটিতে।' ভুরু কুঁচকে জেমস কুপারের দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট। 'যা একটা কাজ করেছেন, কী বলব, আমাদেরই লোক স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত জানার পর অসুস্থতার কারণে ছুটি নিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ফ্লেমিং। মেয়র তাঁকে অদক্ষতা ও অযোগ্যতার দায়ে শো-কয করায় রেয়িগনেশন লেটার দিয়েছিলেন। বোধহয় ভেবেছিলেন সেটা গ্রহণ করা হবে না, কিন্তু মেয়র ওটা অ্যাকসেপ্ট করেছেন। আমাকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন নতুন ক্যাপ্টেন হিসেবে। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে যে ক'জন পুলিশ অফিসারের নাম আছে, সবাইকে গ্রেফতার করেছি আমরা। সার্জেন্ট... মানে, প্রাক্তন সার্জেন্ট ম্যাকগ্রাথ পালাতে চেষ্টা করেছিল, বাড়ি থেকে সুটকেস নিয়ে বের হতেই গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। তার কাছে হাজার বিশেক ডলার ছিল। জিজ্ঞেস করলে বলতে পারেনি টাকাগুলো কোথায় পেয়েছে।' একটু থামল সে, গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা। 'নিজের হাতে কেউ আইন তুলে নিক সেটা কোনও পুলিশের কাম্য হতে পারে না, মিস্টার কুপার। আমি কোনও অভিযোগ আনছি না, তবে কারা যেন কোরাল গেবলের চার মস্তানকে পিটিয়ে চিরতরে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে। কাজটা অন্য একদল মস্তানের হতে পারে বলে বিশ্বাস করি না আমি। যারা করেছে, তারা নিজেদের কাজ বোঝে। বিশেষ করে হাড়ের জয়েন্টগুলোতে ওভাবে বেছে বেছে নির্দয়ের মতো হাতুড়ি জাতীয় কিছু দিয়ে মেরে হাড় গুঁড়ো করাটা...'

'সত্যি খুবই অন্যায়,' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জেমস কুপার। 'যারা এরকম কাজ করেছে তাদের যদি ধরতে পারেন, তা হলে খুব খুশি হবো আমরা সবাই।'

পরস্পরের দিকে তাকাল স্যান ফ্রান্সিসকো শাখার রাকিব, রাসেল ও ওয়ালীউল্লাহ্, প্রত্যেকের চেহারা গম্ভীর।

ক্ষণিকের জন্য হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল রানার ঠোঁট থেকে।

টেড মরিস সবাইকে খানিকক্ষণ সন্দেহের চোখে দেখে নিয়ে বলল, 'মিস্টার রেনল্ড জানিয়েছেন পলা ব্রডহার্স্ট-এর অনুরোধে তার পক্ষে ওকালতি করবেন তিনি। ভদ্রলোক চার্লস উইলিকে নিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন, এমন সময় পলা ব্রডহার্স্ট-এর সঙ্গে দেখাটা হয়ে যায় তাঁর। ভাল কথা, ক্যাপ্টেন আর না থাকায় আমি যেহেতু এখন হেডকোয়ার্টারের দায়িত্বে আছি, কাজেই নির্দ্বিধায় আপনাদের জানাতে পারি, পলা ব্রডহার্স্ট মুখ খোলায় চার্লস উইলির বিরুদ্ধে আর কোনও অভিযোগ নেই আমাদের।'

'ফোন করেছিল উইলি,' বলল রানা। 'জানিয়েছে ফিয়াঁসেকে নিয়ে আমাদের অফিসে আসবে বিকেল পাঁচটার পর। একটা সেলিব্রেশন নাকি না করলেই নয়।'

জেমস কুপার বলল, 'মিস্টার মরিস, পলা ব্রডহার্স্ট আপনাদের যেভাবে যা বলেছে, সেটা কিন্তু আমরা এখনও জানি না।'

'মিস্টার রানা ভুল ধারণা করেননি,' রানার প্যাকেট থেকে বিনা দ্বিধায় একটা সিগারেট বের করে নিয়ে ধরাল টেড মরিস, বুক ভরে ধোঁয়া টেনে বলল, 'ঝামেলাটা শুরু হয় শোফার সিং চান-এর মাধ্যমে। জেফ ব্যারনকে পছন্দ হয়নি তার। নিউ ইয়র্কে জেফ ব্যারন যখন ডিক ব্রডহার্স্ট-এর ওখানে উঠল, জেফ ব্যারনের ব্যাগ ঘাঁটাঘাঁটি করে সে, জেনে ফেলে জেফ ব্যারন হেরোইন স্মাগল করে, আগেই তার বিয়ে হয়ে গেছে লিসা চ্যাপেলের সঙ্গে। পলা ব্রডহার্স্টকে এসব জানানোর আগেই জেফ ব্যারনের সঙ্গে অর্কিড সিটিতে চলে আসতে হয় সিং চানকে। প্রমাণগুলো পলা ব্রডহার্স্ট-এর ঘরে রেখে আসে সে। ওগুলো পেয়েই দেরি না করে প্রাইভেট এক্সিকিউটিভ জেট-এ করে এখানে চলে আসে পলা ব্রডহার্স্ট। ওশন এন্ডে জেফ ব্যারনের সঙ্গে দেখা হয় তার। অর্কিড হোটেলে ছিল সিং চান। রাত দশটায় জেফ ব্যারনকে ওশন এন্ড থেকে অর্কিড হোটেলে নিয়ে আসার কথা ছিল তার। এদিকে পলা

ব্রডহার্স্ট জেফ ব্যারনকে অবৈধ ভাবে তাকে বিয়ে করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। জবাবে হেসেছিল জেফ ব্যারন, বলেছিল শুধুই টাকার জন্যে বিয়েটা করেছে সে। বলাটা উচিত হয়নি তার। হাসতে হাসতে মারা যায় লোকটা। মানে হাসি থামার আগেই পলা ব্রডহার্স্ট-এর গুলিতে মারা যায় সে।

'জেফ ব্যারনের সঙ্গে ওশন এন্ডে দেখা করার কথা ছিল লিওনেল পুশকিন আর রবার্ট শ্যাচেটসের। জেফ ব্যারন খুন হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে পৌঁছায় তারা, হাতেনাতে ধরে ফেলে পলা ব্রডহার্স্টকে। তখনই পুশকিনের মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়, বুঝতে পারে, এই খুনের কথা যতক্ষণ না জানাজানি হচ্ছে, ততক্ষণ পলা ব্রডহার্স্ট পুরোপুরি তার হাতের মুঠোয় থাকবে। পলা ব্রডহার্স্টকে সে প্রস্তাব দেয়, খুনের ব্যাপারটা চেপে রাখার ব্যবস্থা নেবে তারা, বদলে নিয়মিত তাদের টাকা জোগান দিয়ে যেতে হবে। রাজি না হয়ে আর কোনও উপায় ছিল না মহিলার।'

নাটকীয়তা আনবার জন্য থামল টেড মরিস, সবাইকে দেখে নিয়ে আবার শুরু করল: 'রবার্ট শ্যাচেটস জেফ ব্যারনের লাশটা গাড়িতে তুলে নিয়ে খনিতে রেখে আসে, এদিকে লিওনেল পুশকিন পলা ব্রডহার্স্টকে আবার এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়। কাজ সেরে ওশন এন্ডে এসে সিং চান-এর জন্যে অপেক্ষায় থাকে শ্যাচেটস আর পুশকিন। সে আসতেই তাকে গুলি করে মারা হয়, শ্যাচেটস ফোন করে মিস্টার রানাকে। সিং চানকে খুন করে মিস্টার রানাকে ফোন করার মাধ্যমে কিডন্যাপিঙের নাটকটা সাজিয়ে ফেলে দু'জন। এমন ভাবে সাজায় যে, মনে হয় কিডন্যাপ করা হয়েছে রাত দশটার পর। এতে পলা ব্রডহার্স্ট-এর পক্ষে অ্যালিবাই তৈরি হলো, পলা ব্যারন এয়ারপোর্টে যাবার সময়ও জেফ ব্যারন জীবিত ছিল। কিন্তু পলা ব্রডহার্স্ট-এর ভাষ্য মতে, জেফ ব্যারন খুন হয়েছিল রাত আটটায়।'

কাঁধ ঝাঁকাল টেড মরিস। 'বাকিটা তো আপনারা জানেনই।

শ্যাচেটস যখন জানতে পারে পুশকিন মারা গেছে, ওশন এন্ডে চলে আসে সে, পলা ব্রডহার্স্টকে বাধ্য করে তাকে গোপনে আশ্রয় দিতে। তারপর মিস্টার রানা যখন ওখান থেকে আমাকে ফোন করলেন, এক্সটেনশন থেকে শুনে ফেলল পলা ব্রডহার্স্ট। মহিলা জানত, ধরা পড়লে মুখ খুলবে শ্যাচেটস। কাজেই খুন করে ফেলল সে শ্যাচেটসকে। আশা করছিল লাশটাকে আমরা বিনা সন্দেহে জেফ ব্যারন হিসেবে মেনে নেব। জুয়া খেলেছিল মহিলা। হয়তো সফল হতো। শ্যাচেটসকে শেষ করে আত্মহত্যার মতো করে ব্যাপারটা সাজায় সে। যদি ওখানে লিসা চ্যাপেল না থাকত, পুলিশের কেউ হয়তো মহিলার কথা অবিশ্বাস করত না।'

'আমার ধারণা বাটলার সিমলক পলা ব্রডহার্স্টকে ধরিয়ে দিত,' দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'জেফ ব্যারনকে চিনত সে। এটা যদি বাদও দিই, ফাঁক আরও ছিল। জেফ ব্যারন ফোনের এক্সটেনশনে আমার কথা শুনে আত্মহত্যা করেছে, আমাকে বলেছিল পলা ব্রডহার্স্ট। মিথ্যেটা বলে আমার সন্দেহ জোরাল করে তোলে মহিলা। ওই ঘরে কোনও ফোন ছিল না। তা ছাড়া, ধরা পড়ে যাবে বলেই আত্মহত্যা করে বসবে, এটাও আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কী ঘটবে মহিলার ভাগ্যে?'

শ্রাগ করল টেড মরিস। 'টাকা আছে, হয়তো কিছুই হবে না শেষে। মিস্টার রেনল্ডের ধারণা মহিলাকে তিনি ছুটিয়ে আনতে পারবেন।'

'আর লিসা চ্যাপেল? তার কী হলো?'

'সে-ই আমাদের প্রধান সাক্ষী। তার বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের প্রমাণ নেই আমাদের হাতে, কাজেই কোর্টের কাজ শেষে যেখানে খুশি যেতে পারে সে।' উঠে দাঁড়াল টেড মরিস। 'যাই, চার্লস উইলি পুলিশ একদমই পছন্দ করে না, আমি ওর সেলিব্রেশন নষ্ট করতে চাই না।'

অর্কিড সিটি পুলিশের নতুন ক্যাপ্টেন বেরিয়ে যাবার পর জেমস কুপারের দিকে কড়া চোখে তাকাল সুসানা। 'মিস্টার কুপার, গত দু'দিনে আপনি তিনটে শ্যানেল ফাইভ কিনেছেন। সেই সঙ্গে দুটো ফেরারি ব্ল্যাক পারফিউম। কারণটা কী?' অফিসের খরচাপাতির হিসাব সুসানাই রাখে। আধ ডলারের হিসাবও কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নেয়। স্বয়ং রানাও পার পায় না তার হাত থেকে।

হিসাবের খসড়া নিয়ে জেমসকে চেপে ধরবার আগেই সুসানাকে থামাল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওসব হিসেব পরে হবে। চার্লস উইলির আসতে দেরি আছে, চলো সবাই, সোজা হাসপাতালে যাব এখন আমরা। তুহীন, আজিজ আর হাকিমের সঙ্গে খানিকটা সময় কাটিয়ে আসি, চলো।'

ভ্যানিটি ব্যাগে খরচাপাতির কাগজটা পুরে সবার শেষে উঠল সুসানা, বোধহয় হাসপাতালে জেমস কুপারকে ধরবার ইচ্ছে আছে তার।

"অফিস বন্ধ" সাইন ঝুলিয়ে মিনিট দুয়েক পর রানার বুইকে চাপাচাপি করে বসে রওনা হয়ে গেল ওরা সবাই অর্কিড সিটি হসপিটালের উদ্দেশে।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

বেদুঈন কন্যা

কাজী আনোয়ার হোসেন

লন্ডনে পরিচয়। মেয়েটিকে ভাল লাগল মাসুদ রানার। তারপর জানতে পারল তুর্কি সাইপ্রাসের সালামেস বন্দরে মারাত্মক কোনও বিপদে পড়েছে সে। ঘটনাচক্রে বিশেষ একটা কাজে ওই দ্বীপেই রানাকে পাঠাল বিসিআই। বিপদ থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করবে কী, নিজেই পড়ল মোসাদের খপ্পরে, ওকে সাগর মন্থন করতে দেখে মুচকি মুচকি হাসছে তারা। রানা জানে না যাদেরকে বিশ্বাস করা যায় তাদেরই একজন ওর পিঠের উপর চোখ রেখে শান দিচ্ছে ছুরিতে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন–প্রয়োজনে ২টি কাগজ নিন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? –কা. আ. হোসেন।

রাফসান রেজা রিয়াদ

বাসা নং- ১০, রাজপাড়া, টিলাগড়, সিলেট।

আশা করি ভাল আছেন। ভাল তো আপনাকে থাকতেই হবে। রানাকে নিয়ে কোয়াড্রুপল সেঞ্চুরী করতে হবে না! আগেই আউট হয়ে গেলে চলবে? আপনার ব্যাট থেকে বেরোনো থুক্কু আপনার লেখা 'সহযোদ্ধা' বইটি পড়লাম। খুব, খুব, খুবই ভাল লেগেছে। অসাধারণ বইটির জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য ধন্যবাদ প্রচ্ছদ শিল্পী ভিক্টর নীলকেও। সেবা প্রকাশনীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি 'ঈদ মোবারক'।

★ আপনার চিঠির তারিখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, আপনি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে। দেরিতে হলেও সেটা গ্রহণ করে আমরা আপনাকে জানাচ্ছি আগামী ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা।

দীপ দাস পুরকায়স্থ

মোবাইল নং- ০১৯৩৫৯০২৩৩।

আমি মাসুদ রানার একনিষ্ঠ পাঠক। সেই ১৯৮৬ সাল থেকে মাসুদ রানা পড়ছি। একের পর এক বইতে সমৃদ্ধ মগজ। আজ গুপ্ত সংকেত-১ পড়লাম, এটি কোন্ বইয়ের ছায়া অবলম্বনে লেখা বুঝতে কষ্ট হয়নি। তবে আপনার সম্মোহনী লেখনী শক্তিতে অবাক হয়েছি, কাজীদা। 'দেশপ্রেম' বইতে লেখা হয় এসপিওনাজ জগতে দুমুখো সাপেরা হলো সবচেয়ে ঘৃণিত প্রাণী। তাই জানতে চাইছি BCI এবং রানা এজেন্সির কোনও এজেন্ট কী আছে, যে অন্য কোনও দেশেরও এজেন্ট?

★ এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না। সবাইকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে -- ওরকম এক-আধজন পাওয়া গেলে আপনাকে জানাব।

মোঃ জোবায়ের আহমেদ

৭৪/ডি, মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫।

আমার সালাম ও ভালবাসা গ্রহণ করুন। আমি একজন তিন গোয়েন্দার পাঠক। তি.গো.-র সব বই পড়ে নতুন বইয়ের অপেক্ষায় থাকি। এই ফাঁকে একদিন প্রথম 'বন্দী রানা' পড়লাম। ভাল লাগল। কিন্তু শেষ হাসি-১, ২ পড়তে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলাম। শেষ হাসি-১, ২ কি কিশোর সংস্করণ-এ বের করা যায়? মাসুদ রানার যতগুলো বই বেরিয়েছে ততগুলো শুভেচ্ছা।

✯হিমশিম খাওয়ার কারণ ঠিক বুঝতে পারলাম না। ...না, মাসুদ রানার কিশোর সংস্করণের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে। ...আমাদেরও শুভেচ্ছা রইল।

নওরিন

পশ্চিম মাদার বাড়ী, মোগলটুলি লেইন, চট্টগ্রাম।

অনেক দিন লিখব লিখব করেও লেখা হয়নি যে চিঠি, 'সহযোদ্ধা' পড়ে আর থাকতে পারলাম না। লিখেই ফেললাম 'সেবা'র কাছে আমার প্রথম চিঠি। আমার অনেক বন্ধুদেরই ধারণা নায়িকা ছাড়া 'মাসুদ রানা' ঠিক জমে না, তাদের বলছি 'সহযোদ্ধা' পড়ার পর তোমাদের এই আফসোস আর থাকবে না। বহুদিন পর এত চমৎকার একটা বই পেলাম। আমি বলছি না 'নাটের গুরু' কিংবা 'আসছে সাইক্লোন' পচা হয়েছে। তবে আমার ভালবাসার বইগুলোর তালিকায় যোগ হয়েছে 'সহযোদ্ধা'। আর 'আসছে সাইক্লোনে'– বসদের বসকে অনেক আগে চিনে ফেললেও 'লাফাজা'র চরিত্রটা চমকে দিয়েছে আমাকে।

ও ভাল কথা, 'আসছে সাইক্লোন' ও 'সহযোদ্ধা'-র চমৎকার প্রচ্ছদের জন্য ভিক্টর নীল'কে অনেক ধন্যবাদ। অবশেষে আপনার ও সেবা পরিবারের সকলের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

✯আপনার ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম প্রচ্ছদ শিল্পীর কাছে। আপনার জন্য আমাদের সবার শুভেচ্ছা রইল

নিলয় মোস্তাফিজ

শাহী ঈদগাহ, সিলেট।

মাসুদ রানার সাথে আমার পরিচয় হয় একদিন কাকতালীয় ভাবে। আমার বাবা নেই আজ ছয় বছর প্রায়। তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক পরের ঘটনা। একদিন আমি তাঁর পুরনো বই বের করতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করি আব্বু মাসুদ রানা পড়তেন। সেদিন নিতান্তই কৌতূহলে 'আই লাভ ইউ, ম্যান!' বইটি পড়তে শুরু করি। এভাবেই রানার সাথে পরিচয়। তিন খণ্ডের বইটা শেষ করার পর নিজের ভিতর এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। রডরিক ও ল্যাম্পনির জন্য তীব্র দুঃখবোধ জন্ম নেয় মনে।

আব্বুর মধ্যে কিছু রানাসুলভ গুণ থাকায় 'মাসুদ রানা'র কোনও বই পড়লে তাঁর কথা মনে হয়। কাজীদা, আমার আব্বুর জন্য দোয়া করবেন।

✯অবশ্যই করব।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব কটি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৪/১২/০৬ খনিতে বিপদ+গুহা-রহস্য+কিশোরের নোটবুক

(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-৮৩) রকিব হাসান/শামসুদ্দীন নওয়াব

বিষয়: খনিতে বিপদ: শামসুদ্দীন নওয়াব: কে যেন তছনছ করেছে তিন গোয়েন্দার বন্ধু রেমনের অ্যাপার্টমেন্ট। কিন্তু কিছুই খোয়া গেল না কেন? তদন্ত করতে নামল কিশোর-মুসা-রবিন। রেমনের বোনকে কি কিডন্যাপ করা হয়েছে? কোথায় তিনি? মুক্তিপণ হিসাবে একটা নোটবুক চাওয়া হলো। কী আছে তাতে? হাতে কোন সূত্র নেই। আসলে ঘটছে কী? পাতালের সরু সুড়ঙ্গে নামল ওরা। ধেয়ে এলো পাগলা ট্রেইন! এখনই চাপা দেবে ওদের!

গুহা-রহস্য: রকিব হাসান: গুহার মুখে পাহারা থাকা সত্ত্বেও রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে যায় জিনিসপত্র। ভূত, না মানুষ? কিশোরের দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ। শুরু হলো তদন্ত। ধীরে ধীরে জট খুলল জটিল এক রহস্যের।

কিশোরের নোটবুক: শামসুদ্দীন নওয়াব: পোষা পশু-পাখিদের নিয়ে প্রতিযোগিতা। বিজয়ী মনিব ও পোষ্য টিভির অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। বাঘাকে নিয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ দিল কিশোর। কিন্তু একী! বাঘা খেলা দেখাচ্ছে না কেন? এর পিছনে কি কারও কারসাজি আছে? তদন্তে নামল তিন গোয়েন্দা।

২৪/১২/০৬ দ্য বন্ডম্যান+নীল অন্ধকার+দি অ্যাক্সিবিয়ান ম্যান

(কিশোর ক্লাসিক ভলিউম) রূপান্তর : কাজী মায়মুর হোসেন

আরও আসছে

২৮/১২/০৬ রহস্যপত্রিকা (২৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা) জানুয়ারি, ২০০৭